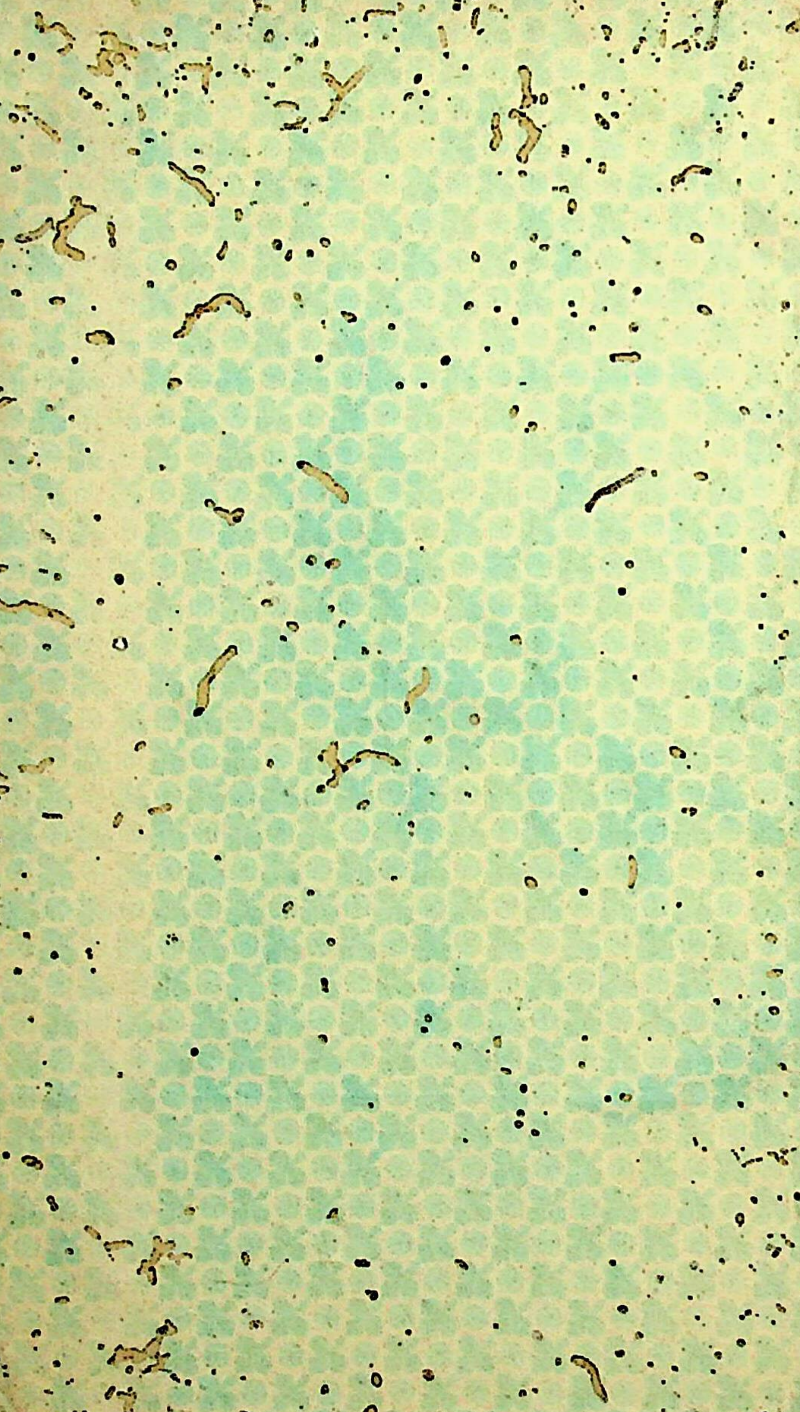






সনাতন—ধর্ম্মানুষ্ঠান।

তৃতীয় খণ্ড।

নিত্য পূজা প্রভৃতি

তন্ত্রোক্ত

নিত্যপূজা-পদ্ধতি।

তন্ত্রজ্ঞপ্রধান কুলাবধূতাচার্য্য

৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার

সঙ্কলিত।

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার সংকলিত

তদীয়াত্মজ

৺জ্ঞানেন্দ্র নাথ তন্ত্ররত্ন কর্ত্তৃক

পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত।

—:o:—

শ্রীঅমৃতলাল কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক

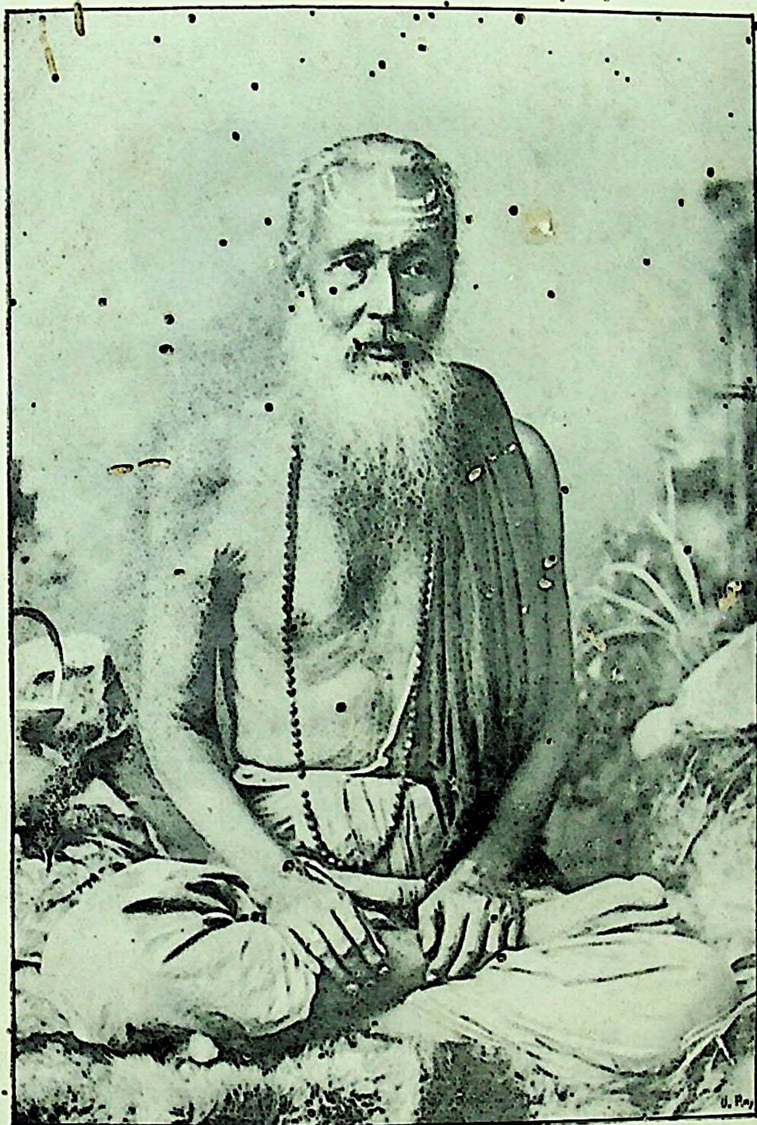
প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ

দক্ষিণা ২॥০ আড়াই টাকা।

১৭।৪নং মৃজাপুর ট্যাঙ্কলেন। পোঃ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

"নববিভাকর প্রেস"
শ্রীকপিল চন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত।
৯১।২নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।



কুলাবধূতাচার্য্য, শ্রীপূর্ণানন্দ তীর্থনাথঃ ।

পণ্ডিত ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার

নাম্না প্রসিদ্ধঃ ।

৭১ বর্ষ বয়ঃক্রম। শকাব্দাঃ ১৮২০

বিজ্ঞপ্তিরেষা।

সনাতন—ধর্ম্মানুষ্ঠান তৃতীয় খণ্ড অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজাপদ্ধতি প্রচারিত হইল। ইহাতে শাক্তমাত্রেই রীতিমত স্ব স্ব ইষ্টদেবতার পূজাপদ্ধতি প্রাপ্ত হইবেন। বিশেষতঃ পূজাসম্বন্ধে বা উপচার দান সম্বন্ধে যে যে স্থলে সংশয় হইবার সম্ভাবনা এমন কি, অধিকাংশ ব্যক্তিই যে যে স্থলে ভ্রমে পড়িয়া বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকেন, টিপ্পনীতে তৎসমুদায়ের পরিষ্কাররূপে মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রায় পঞ্চাশ খানি তন্ত্র অবলম্বন করিয়া যে যে স্থলে মতভেদ আছে তাহার সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। কিরূপে দেবতার কোন্ স্থানে পুষ্প বা বিল্বপত্রাদি দিতে হইবে, কিরূপে কোন্ দ্রব্যে দেবতার কোন্ স্থানে পাদ্যাদি অর্পণ করিতে হইবে, তাহা একশত ব্যক্তির মধ্যে পাঁচজন জ্ঞাত আছেন কি না সন্দেহ। এমন কি যাঁহারা গুরুর কার্য্য করেন তাঁহাদের দশজনের মধ্যে প্রায় নয়জন স্বয়ং ভ্রমে পড়িয়া শিষ্যকেও ভ্রমান্ধকূপে নিক্ষেপ করেন। ইহাতে আমি দীক্ষাকারী গুরুদিগকে নিন্দা করিতেছি না। তাঁহারা একজন শিষ্যকে দীক্ষা দিয়া দুই টাকা বা দশটাকা দক্ষিণা পাইবেন, তাহাতে দুই এক বৎসর পরিশ্রম পূর্ব্বক নানা তন্ত্র দেখিয়া প্রকৃত মীমাংসা করিয়া দেওয়া অসম্ভব। আমার শ্রীশ্রীগুরুদেব দুই বৎসর রাত্রি দিন পরিশ্রম করিয়া প্রায় পঞ্চাশ খানি তন্ত্র আদ্যোপান্ত দেখিয়া সমুদায় অংশের মীমাংসা করিয়া পূজাবিষয়ে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন। শিষ্যব্যবসায়ী গুরুগণ দুই চারি টাকা দক্ষিণা পাইয়া এরূপ পরিশ্রম করিবেন তাহা অসম্ভব। আমি বোধ করি যাঁহারা শিষ্যব্যবসায়ী তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে যথেষ্ঠ উপকার প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাদের শিষ্যগণও আর ভ্রমান্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইবে না।

প্রত্যেক দেবতার পূজাস্থলে সর্ব্বদেবতার সাধারণ টিপ্পনী পুনঃ পুনঃ দিতে হইলে অতিবিস্তৃত হইয়া পড়ে এজন্য দক্ষিণকালিকার পূজা প্রভৃতিতেই সাধারণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য—নিরূপক টিপ্পনী দেওয়া হইল।

গ্রন্থবাহুল্যভয়ে সমুদায় কথার প্রমাণ দেওয়া হয় নাই। কিন্তু এই নিত্য-পূজাপদ্ধতিতে এমন একটিও কথা নাই যাহা তন্ত্রের প্রমাণ নিরপেক্ষ। যদি

কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ের প্রমাণ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন পত্র লিখিলেই আমারা তাহা দিতে পারিব। তন্ত্রজ্ঞ সাধকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া জ্ঞাত হইতে পারিবেন, এই গ্রন্থ শক্তি মন্ত্রদীক্ষিতজনগণের পক্ষে কতদূর হিতকারী, এবং এরূপ হিতকর গ্রন্থ কখনও প্রচারিত হইয়াছে কি না তাহাও বিচার করিয়া দেখিবেন। ফলতঃ আমার শ্রীশ্রীগুরুদেব তন্ত্ররূপ মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া এই অমূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন।

এই নিত্যপূজাপদ্ধতি সমুদায় শক্তিমন্ত্রোপাসকেরই স্ব স্ব ইষ্টদেবতার পূজা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তদ্ব্যতীত গৃহস্থের পূজনীয় দেবতা অর্থাৎ নারায়ণ, পার্থিবশিব, পারদ প্রভৃতি নির্ম্মিত শিব, বাণলিঙ্গ, লক্ষ্মী, গণেশ, সূর্য্য, বাস্তুপুরুষ, মনসা, গঙ্গা, মঙ্গলচণ্ডী, সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা, শীতলা, প্রভৃতির পূজাও ইহার টিপ্পনীতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কিমধিকমিতি ৬ই আশ্বিন ১৩০৬ সাল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ তন্ত্ররত্ন ভট্টাচার্য্য।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

—:০০:—

এক্ষণে অনেকেই পরমার্থসাধনে অভিলাষী হইয়া তন্ত্র জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন। এই সুযোগে তন্ত্রজ্ঞানপরিশূন্য কতকগুলি লোক অর্থোপার্জ্জনের মানসে, বিশুদ্ধ তন্ত্র বলিয়া ছাইভস্ম যাহা হয় প্রকাশ করিতেছেন। তাহা দ্বারা তন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞান হওয়া দূরে থাকুক, তন্ত্রজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগকে একেবারে ভ্রমান্ধকূপে পতিত হইতে হয়। কেহ কেহ বলিতেছেন, আমি ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশ ভ্রমণ করিয়া হিমালয়ের কোন নিভৃত গুহামধ্যে সিদ্ধপুরুষ পাইয়া তাঁহার নিকট প্রকৃত তন্ত্রের উপদেশ লইয়াছি। এই সকল ব্যক্তির প্রকাশিত তন্ত্র পাঠ করিলে বোধ হয়, তাঁহাদের দীক্ষাপর্য্যন্ত হয় নাই, এবং তাঁহাদের প্রকাশিত তন্ত্র সমুদায়ই বিপরীতভাবে ও ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ, সেই সমুদায় তন্ত্র পাঠ করিয়া সাধন করিলে কোন ক্রমেই ফললাভ হইতে পারে না। কেবল কায়ক্লেশই সার হয়। এ অবস্থায় আমি তন্ত্রপ্রকাশক মহাত্মাদিগের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা যেন তন্ত্রপ্রকাশের সময় কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া কোন তন্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিকে একবার আদ্যন্ত দেখাইয়া লয়েন। এবং যাঁহারা মুদ্রিত তন্ত্রপুস্তক ক্রয় করিয়া তন্ত্রজ্ঞান লাভে অভিলাষী, তাঁহারা যেন কোন তান্ত্রিক ব্যক্তিকে দেখাইয়া ভ্রম প্রমাদ শূন্য হইলে ক্রয় করেন। তন্ত্রজিজ্ঞাসু হইয়া অনেকেই ভ্রমান্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইতেছেন, ইহাই আমাদের দুঃখের বিষয়।

নিত্যারাধ্যচরণযুগল শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজাপদ্ধতি পরিবর্দ্ধিত আকারে পুনঃ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণ শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই কার্য্যোপযোগী করা হইয়াছে। এবং আবশ্যকীয় বিষয় সমূহের প্রমাণও দেওয়া হইয়াছে। তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজাপদ্ধতি নাম দেওয়ায় কেহ মনে করিবেন না যে, ইহা কেবল তান্ত্রিকদিগের ও শাক্তদিগের জন্য, পরন্তু ইহা সকল সম্প্রদায়ের পক্ষেই অতি আবশ্যকীয় ও

আদরণীয় হইবে, ইহাই আমার সম্পূর্ণ ধারণা। এই নিত্যপূজাপদ্ধতি সাধারণের পক্ষে নৈমিত্তিক ও কাম্যপূজোপযোগী হইয়াছে। এক্ষণে গ্রাহকগণ ইহা পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ উপকৃত হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে। ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় ৭ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৫৪ পৃষ্ঠা অধিক হইয়াছে। কিমধিকমিতি—
১০ই আশ্বিন ১৩২২ সাল।

শ্রীঅমৃতলাল কাব্যতীর্থ।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণ আমাদের এই পদ্ধতি না পাইয়া ও না জানিয়া অন্য পদ্ধতি ক্রয় করিয়াছেন। তাঁহাদের পত্র পাইয়া এবং কোন কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় জানিতে পারিলাম যে, সেই পদ্ধতি দেখিয়া কার্য্য করিলে সিদ্ধি লাভ হওয়া পরের কথা, এমন কি নিজেরও ক্ষতি পর্য্যন্ত হইতে পারে। সেই সকল ভুল গ্রন্থ প্রকাশে গ্রন্থকর্ত্তারও বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। কারণ ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশে কতদূর দায়িত্ব জানা আবশ্যক। এক্ষণে কাগজের দুর্মূল্যতা ও মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ও বাহুল্য প্রযুক্ত পুস্তক পুনঃ প্রকাশে বিরত ছিলাম। কিন্তু গ্রাহকগণের অনুরোধে ও এই ভূলপূর্ণ পদ্ধতি দর্শনে পুনর্মুদ্রিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই সংস্করণের শেষে গ্রন্থকর্ত্তা মহাশয়ের রচিত কয়েকটী স্তোত্র ও ষট্‌চক্র সন্নিবেশিত হইল। যাহা হউক এখন গ্রাহকগণের উপকার হইলেই সুখী হইব। কিমধিকমিতি ২৮শে আশ্বিন ১৩২৭ সাল।

শ্রীঅমৃতলাল কাব্যতীর্থ।

শুদ্ধিপত্র।

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
১	৫	বলির্ভৌতো	বলির্ভৌত্তো
৩৬	২৬	বিশেষ	বিশেষ
৫২	১৫	তাম্বেকতম	তাস্বেকতম
৭৭	১	প্রার্প্পয়তু	প্রাপয়তু
৮০	৩		ক্ষ্রঃ
৯০	৮	পাঠদেবতাং	পীঠদেবতাং
৯৬	৩	শ্রীদক্ষিণকালিকণয়ৈ	শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ
১২৮	১	জ্ঞাপয়	জ্ঞাজ্ঞাপয়
১৬১	৫	ধ্যাত্ব	ধ্যাত্বা
১৬৩	১০	বাজমন্ত্রমাত্রে	বীজমন্ত্রমাত্রে
১৭৫	১৭	হ্রাঁ	হ্রীঁ
১৮২	৩	পাঠন্যাসং	পীঠন্যাসং
১৮৪	২	বর্ণিনীষুক্তাং	বর্ণিনীযুক্তাং
১৮৭	২	নীলগ্রাব	নীলগ্রীব
২০৭	২৩	শ্যামারহস্যে	শ্যামারহস্যে
২১২	১১	সংসগ্ন	সংলগ্ন
২১৩	৫	নাদবিন্দুকলাযূক্তং	নাদবিন্দুকলাযুক্তং
২১৬	২৭	মূর্দ্রেয়মারিতা	মূর্দ্রেয়মীরিতা
২২৩	৩	সংবুক্ত	সংযুক্ত
২২৩	১৮	তরয়ো	করয়ো
২২৪	১২	মুদ্রামন্ত্রে	মুদ্রামন্ত্রো
২২৪	১৫	প্রকর্ত্তিতা	প্রকীর্ত্তিতা
২৩৪	১০	মুষ্টিবন্ধপূর্ব্বক	মুষ্টিবন্ধনপূর্ব্বক
২৩৭	১৭	স্ফেটিকামুদ্রা	স্ফোটিকামুদ্রা
২৩৭	২৩	য়গ্রীবমুদ্রা	হয়গ্রীবমুদ্রা
২৩৮	২৩	তর্থাৎ	অর্থাৎ
২৪৩	১৯	মান্ত্রার্থকা	মন্ত্রর্থকা

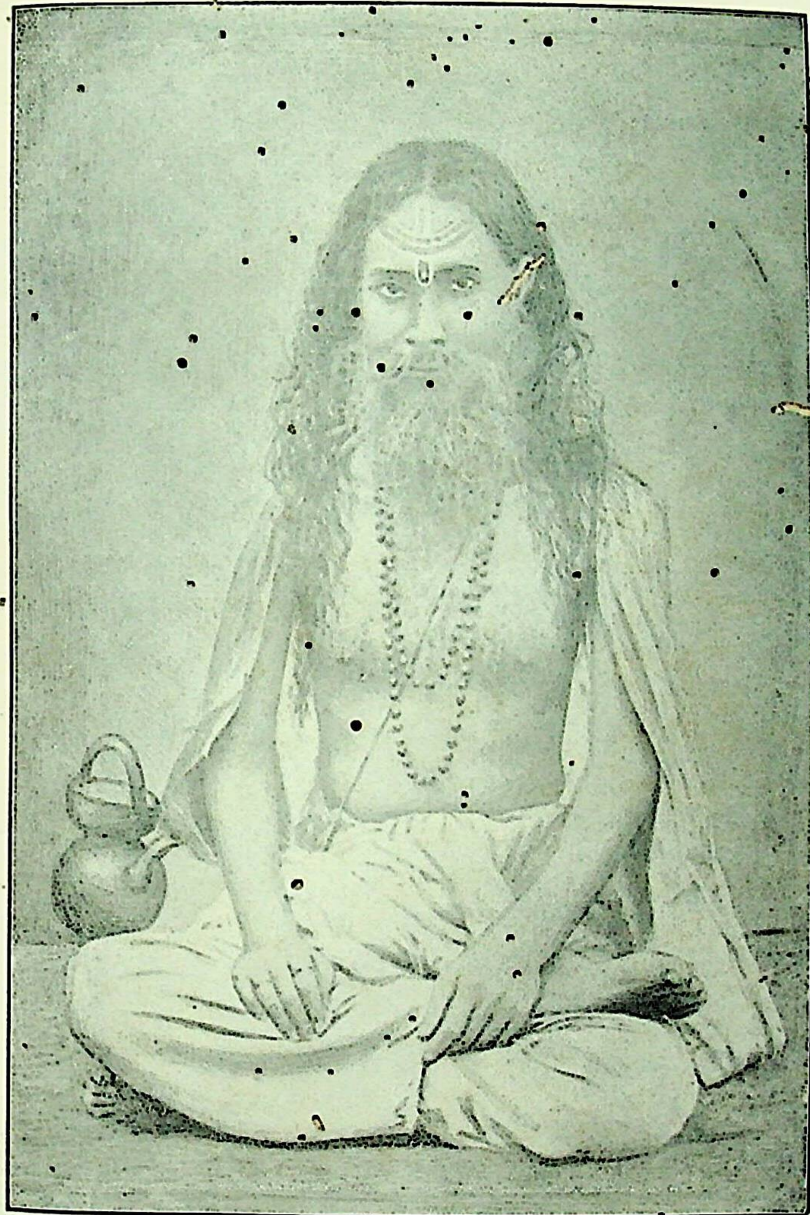
সূচীপত্র।

বিষয়। পৃঃ—পং

বিষয়। পৃঃ—পং

বিষয়। পৃঃ—পং

বিষয়। পৃঃ—পং



কুলাবধূতাচার্য্য শ্রীজ্ঞানানন্দ তীর্থনাথঃ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন

নাম্না প্রসিদ্ধঃ।

জন্ম তারিখ শকাব্দাঃ ১৭৮৯।৫।১১।

শকাব্দাঃ ১৮৩৫।৯।৫।

তন্ত্রোক্ত

নিত্যপূজাপদ্ধতিঃ (১)।

প্রাতঃকৃত্যম্। (২)।

ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তে উত্থায় শয্যায়ামেব বদ্ধপদ্মাসনঃ স্বস্তি-

---

(১)। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিতে অধ্যাপন (ব্রহ্মযজ্ঞ), তর্পণ (পিতৃযজ্ঞ), হোম (দেবযজ্ঞ), বলি (ভূতযজ্ঞ) ও অতিথিপূজা (নৃযজ্ঞ), এই পঞ্চযজ্ঞের নিত্যতা উল্লিখিত হইয়াছে। মনুতে আছে, অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং। হোমো দেবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং। এই পঞ্চ যজ্ঞ দক্ষিণাচারের সাধকদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। পরন্তু বামভাবে যাঁহারা উপাসনাদি করেন, তাঁহাদের সন্ধ্যা তর্পণাদিতেই উক্ত কার্য্য সিদ্ধ হয়। পঞ্চ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানেও ক্ষতি নাই। যথা কালিকাপুরাণে পঞ্চযজ্ঞানবা কুর্যাৎ কুর্য্যাদ্বা বামপূজনে। অন্যস্য পূজাভাগং হি যতো গৃহ্লাতি বামিকা॥ যঃ পূজয়েৎ বামভাবৈর্ন তস্য ঋণশোধনং। পিতৃদেবনরাদীনাং জায়তে ন কদাচন॥

ইক্ষুরস, জল, দুগ্ধ, তাম্বূল, ফল ও ঔষধসেবন করিয়াও নিত্যকর্ম্মাদি করিতে পারা যায়। যথা গোভিল, ইক্ষুরাপঃ পয়শ্চৈব তাম্বূলং ফলমৌষম্। ভক্ষয়িত্বা তু কর্ত্তব্যা স্নানদানাদিকাক্রিয়া॥ কালিকাপুরাণে, পত্রং পুষ্পঞ্চ তাম্বূলং ভেষজন্বেন কল্পিতং। কণাদিপিপ্পলঞ্চৈব ফলং ভুক্ত্বা ক্রিয়াঞ্চরেৎ॥

(২)। প্রাতঃকৃত্য না করিলে অন্যান্য নিত্য বা কাম্যাদি পূজায় অধিকার হয় না। অন্যান্য পূজা করিলে তাহার ফলও হয় না। যথা গৌতমীয়তন্ত্রে,— ইদানীং পূর্ব্বকৃত্যঞ্চ প্রসঙ্গাৎ কথয়ামি তে। যৎ কৃত্বাধিকারিতাং যাতি মন্ত্রযন্ত্রা-

কাসনস্থো (৩) বা শিরস্থাধোমুখ-সহস্রদলকমল-কর্ণিকান্তর্গত-ঊর্দ্ধমুখ--দ্বাদশার্ণ--সরসীরুহোপরিস্থিত--শরদিন্দুসুন্দর--পূর্ণচন্দ্র-মণ্ডলান্তর্গত-হংসপীঠে নিষণ্ণং নিজগুরুং শুক্লবর্ণং শুক্লালঙ্কার-ভূষিতং দ্বিভুজং বরাভয়করং শান্তং স্বপ্রকাশস্বরূপং শ্বেতমাল্যানু-লেপনং স্ববামোরুস্থিতয়া রক্তবর্ণয়া গুরুপত্নীরূপয়া বামকরধৃত-

---

র্ম্মাদিষু। যেন বিনা ন সিদ্ধিঃ স্যান্নরকং প্রতিপদ্যতে॥ যামলে, প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বা তু যো দেবীং ভক্তিতো যজেৎ। নিষ্ফলং তস্য পূজা স্যাচ্ছৌচহীনা যথা ক্রিয়া॥

(৩)। দ্বৌ দণ্ডৌ রাত্রিশেষে তু ব্রাহ্ম্যং মুহূর্ত্তকং বিদুঃ। ততো রৌদ্র-মুহূর্ত্তস্তু উদয়াৎ প্রাগ্রবেরিতি॥ অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্ব দুই দণ্ড (৪৮ আটচল্লিশ মিনিট) রৌদ্র্যমুহূর্ত্ত এবং এই রৌদ্র্যমুহূর্ত্তের পূর্ব্ব দুই দণ্ড ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বের এই চারিদণ্ড কালকে অরুণোদয়ও বলে। ইহার প্রথম দুই দণ্ডে প্রাতঃকৃত্য করিয়া অবশেষে ঐ অরুণোদয়েই প্রাতঃস্নান বিধেয়। যথা স্কন্দপুরাণে,—উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রস্তু নাড়িকা অরুণোদয়ঃ। তত্র স্নানং প্রশস্তং স্যাত্তদ্ধি পুণ্যতমং স্মৃতম্॥ নাড়িকা=দণ্ড।

কোন তন্ত্রে আছে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া শয্যাতেই উপবিষ্ট হইয়া প্রাতঃকৃত্য করিবে। কোন তন্ত্রে আছে, শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাতঃকৃত্য করিবে। কোন তন্ত্রে আছে, বিন্মূত্র পরিত্যাগের পর প্রাতঃকৃত্য করিবে। এতৎ সমুদায়ের মীমাংসা এই যে, নিদ্রাত্যাগের পর উত্তর পূর্ব্ব বা গুরুর অভিমুখে শয্যাতে উপবিষ্ট হইয়াই প্রাতঃকৃত্য করিতে হইবে। পরন্তু যদি বহির্গমনাদির বেগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অগ্রে বিন্মূত্রাদি ত্যাগ করিয়া সেই অপবিত্র বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাতঃকৃত্য করিবে। যদি কেহ দৈবাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ অরুণোদয়ের পূর্ব্বে উঠিতে না পারেন, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের সময় বা পরেও ঐ পতিত প্রাতঃকৃত্য করিতে হইবে। কারণ প্রাতঃকৃত্য না করিলে সন্ধ্যা বা পূজাদিতে অধিকারই হয় না। সূর্য্যোদয়ের সময় বা পরেও ঐ পতিত প্রাতঃকৃত্য করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর প্রাতঃকৃত্য করিতে হইলে প্রথমতঃ দশবার শ্রীপাদুকামন্ত্র বা গুরুমন্ত্র (ঐঁ) অথবা গায়ত্রী জপ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

রক্তোৎপলয়া শক্ত্যা দক্ষিণহস্তগৃহীতকলেবরং দ্বিনয়নং পরমশিবস্বরূপং বিচিন্ত্য (৪) তৎপাদযুগলপীযূষধারয়া স্বদেহমভিষিক্তঞ্চ বিচিন্ত্য পূর্ণাভিষিক্তস্থলে শ্রীপাদুকামুচ্চার্য্য শ্রীঅমুকানন্দনাথং গুরুং পূজয়ামি ইতি স্মরেৎ। অভিষেকাদ্যভাবে প্রকৃতনামপূর্ব্বকং গুরুং স্মরেৎ।

অথ মানসপূজা। পূর্ণাভিষিক্তপক্ষে পাদুকামন্ত্রমুচ্চার্য্য অনভিষিক্তগুরুপক্ষে অথবা অসমর্থপক্ষে ঐং ইতি মন্ত্রমুচ্চার্য্য

---

(৪)। গুরুধ্যান যথা শ্যামারহস্যে,—শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং শুদ্ধক্ষৌমবিরাজিতং। গন্ধানুলেপনং শান্তং বরাভয়করাম্বুজং। মন্দস্মিতং নিজগুরুং কারুণ্যেনাবলোকিতম্। বামোরুশক্তিসংযুক্তং শুক্লাভরণভূষিতং। স্বশক্ত্যা দক্ষহস্তেন ধৃতচারুকলেবরং। বামে ধৃতোৎপলায়াশ্চ সুরক্তায়াঃ সুশোভনং। পরানন্দরসোল্লাসলোচনদ্বয়পঙ্কজম্॥ নীলতন্ত্রোক্ত ধ্যান যথা।—সহস্রদলপঙ্কজে সকলশীতরশ্মিপ্রভং বরাভয়করাম্বুজং বিমলগন্ধপুষ্পাম্বরং। প্রসন্নবদনেক্ষণং সকলদেবতারূপিণং স্মরেচ্ছিরসি হংসগং তদভিধানপূর্ব্বং গুরুং॥ সদ্গুরুধ্যান যথা।—ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং। একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥ ধ্যানান্তর যথা।—সহস্রারে মহাপদ্মে প্রাতঃ শিরসি নির্ম্মলে। পূর্ণেন্দুমণ্ডলে যুক্তে শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভে॥ গন্ধানুলেপিতং শান্তং বরদাভয়পাণিকং। মন্দস্মিতং নিজগুরুং কারুণ্যেন বিলোকিতং॥ প্রিয়য়া দক্ষহস্তেন ধৃতচারুকলেবরং। বামে ধৃতোৎপলায়াশ্চ সুরক্তায়াঃ সুশোভনম্॥ অন্যচ্চ।—সহস্রদলপদ্মস্থমন্তরাত্মানমুজ্জ্বলম্। তস্যোপরি নাদবিন্দোর্মধ্যে সিংহাসনোজ্জ্বলে। তত্র নিজগুরুং নিত্যং রজতাচলসন্নিভং। বীরাসন-সমাসীনং সর্ব্বাভরণভূষিতং। শুক্লমাল্যাম্বরধরং বরদাভয়পাণিনং। বামোরুশক্তিসহিতং কারুণ্যেনাবলোকিতং। প্রিয়য়া সব্যহস্তেন ধৃতচারুকলেবরং। বামেনোৎপলধারিণ্যা রক্তাভরণভূষয়া। জ্ঞানানন্দসমাযুক্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকম্॥ ইতি।

স্ত্রীগুরুধ্যান যথা,—সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণশোভিতে। প্রফুল্লপদ্ম-

কাসনস্থো (৩) বা শিরস্থাধোমুখ-সহস্রদলকমল-কর্ণিকান্তর্গত-ঊর্দ্ধমুখ--দ্বাদশার্ণ--সরসীরুহোপরিস্থিত--শরদিন্দুসুন্দর--পূর্ণচন্দ্র-মণ্ডলান্তর্গত-হংসপীঠে নিষণ্ণং নিজগুরুং শুক্লবর্ণং শুক্লালঙ্কার-ভূষিতং দ্বিভুজং বরাভয়করং শান্তং স্বপ্রকাশস্বরূপং শ্বেতমাল্যানু-লেপনং স্ববামোরুস্থিতয়া রক্তবর্ণয়া গুরুপত্নীরূপয়া বামকরধৃত-

---

র্য্যাদিষু। যেন বিনা ন সিদ্ধিঃ স্যান্নরকং প্রতিপদ্যতে॥ যামলে, প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বা তু যো দেবীং ভক্তিতো যজেৎ। নিষ্ফলং তস্য পূজা স্যাচ্ছৌচহীনা যথা ক্রিয়া॥

(৩)। দ্বৌ দণ্ডৌ রাত্রিশেষে তু ব্রাহ্মং মুহূর্ত্তকং বিদুঃ। ততো রৌদ্র-মুহূর্ত্তন্ত উদয়াৎ প্রাগ্রবেরিতি॥ অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্ব দুই দণ্ড (৪৮ আটচল্লিশ মিনিট) রৌদ্র্যমুহূর্ত্ত এবং এই রৌদ্র্যমুহূর্ত্তের পূর্ব্ব দুই দণ্ড ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বের এই চারিদণ্ড কালকে অরুণোদয়ও বলে। ইহার প্রথম দুই দণ্ডে প্রাতঃকৃত্য করিয়া অবশেষে ঐ অরুণোদয়েই প্রাতঃস্নান বিধেয়। যথা স্কন্দপুরাণে,—উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রস্ত নাড়িকা অরুণোদয়ঃ। তত্র স্নানং প্রশস্তং স্যাত্তদ্ধি পুণ্যতমং স্মৃতম্॥ নাড়িকা=দণ্ড।

কোন তন্ত্রে আছে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া শয্যাতেই উপবিষ্ট হইয়া প্রাতঃকৃত্য করিবে। কোন তন্ত্রে আছে, শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাতঃকৃত্য করিবে। কোন তন্ত্রে আছে, বিন্মূত্র পরিত্যাগের পর প্রাতঃকৃত্য করিবে। এতৎ সমুদায়ের মীমাংসা এই যে, নিদ্রাত্যাগের পর উত্তর পূর্ব্ব বা গুরুর অভিমুখে শয্যাতে উপবিষ্ট হইয়াই প্রাতঃকৃত্য করিতে হইবে। পরন্ত যদি বহির্গমনাদির বেগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অগ্রে বিন্মূত্রাদি ত্যাগ করিয়া সেই অপবিত্র বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাতঃকৃত্য করিবে। যদি কেহ দৈবাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ অরুণোদয়ের পূর্ব্বে উঠিতে না পারেন, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের সময় বা পরেও ঐ পতিত প্রাতঃকৃত্য করিতে হইবে। কারণ প্রাতঃকৃত্য না করিলে সন্ধ্যা বা পূজাদিতে অধিকারই হয় না। সূর্য্যোদয়ের সময় বা পরেও ঐ পতিত প্রাতঃকৃত্য করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর প্রাতঃকৃত্য করিতে হইলে প্রথমতঃ দশবার শ্রীপাদুকামন্ত্র বা গুরুমন্ত্র (ঐঁ) অথবা গায়ত্রী জপ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

রক্তোৎপলয়া শক্ত্যা দক্ষিণহস্তগৃহীতকলেবরং দ্বিনয়নং পরম-শিবস্বরূপং বিচিন্ত্য (৪) তৎপাদযুগলপীযূষধারয়া স্বদেহমভি-ষিক্তঞ্চ বিচিন্ত্য পূর্ণাভিষিক্তস্থলে শ্রীপাদুকামুচ্চার্য্য শ্রীঅমুকা-নন্দনাথং গুরুং পূজয়ামি ইতি স্মরেৎ। অভিষেকাদ্যভাবে প্রকৃতনামপূর্ব্বকং গুরুং স্মরেৎ।

অথ মানসপূজা। পূর্ণাভিষিক্তপক্ষে পাদুকামন্ত্রমুচ্চার্য্য অনভিষিক্তগুরুপক্ষে অথবা অসমর্থপক্ষে ঐং ইতি মন্ত্রমুচ্চার্য্য

---

(৪)। গুরুধ্যান যথা শ্যামারহস্যে,—শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং শুদ্ধক্ষৌমবিরাজিতং। গন্ধানুলেপনং শান্তং বরাভয়করাম্বুজং। মন্দস্মিতং নিজগুরুং কারুণ্যেনাব-লোকিতম্। বামোরুশক্তিসংযুক্তং শুক্লাভরণভূষিতং। স্বশক্ত্যা দক্ষহস্তেন ধৃতচারুকলেবরং। বামে ধৃতোৎপলায়াশ্চ সুরক্তায়াঃ সুশোভনং। পরানন্দ-রসোল্লাসলোচনদ্বয়পঙ্কজম্॥ নীলতন্ত্রোক্ত ধ্যান যথা।—সহস্রদলপঙ্কজে সকল-শীতরশ্মিপ্রভং বরাভয়করাম্বুজং বিমলগন্ধপুষ্পাম্বরং। প্রসন্নবদনেক্ষণং সকল-দেবতারূপিণং স্মরেচ্ছিরসি হংসগং তদভিধানপূর্ব্বং গুরুং॥ সদ্গুরুধ্যান যথা।—ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং। একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥ ধ্যানান্তর যথা।—সহস্রারে মহাপদ্মে প্রাতঃ শিরসি নির্ম্মলে। পূর্ণেন্দুমণ্ডলে যুক্তে শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভে॥ গন্ধানুলেপিতং শান্তং বরদাভয়পাণিকং। মন্দস্মিতং নিজগুরুং কারুণ্যেন বিলোকিতং॥ প্রিয়য়া দক্ষহস্তেন ধৃতচারুকলেবরং। বামে ধৃতোৎপলায়াশ্চ সুরক্তায়াঃ সুশোভনম্॥ অন্যচ্চ।—সহস্রদলপদ্মস্থমন্তরাত্মান-মুজ্জ্বলম্। তস্যোপরি নাদবিন্দোর্মধ্যে সিংহাসনোজ্জ্বলে। তত্র নিজগুরুং নিত্যং রজতাচলসন্নিভং। বীরাসন-সমাসীনং সর্ব্বাভরণভূষিতং। শুক্লমাল্যাম্বরধরং বরদাভয়পাণিনং। বামোরুশক্তিসহিতং কারুণ্যেনাবলোকিতং। প্রিয়য়া সব্যহস্তেন ধৃতচারুকলেবরং। বামেনোৎপলধারিণ্যা রক্তাভরণভূষয়া। জ্ঞানানন্দসমাযুক্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকম্॥ ইতি।

স্ত্রীগুরুধ্যান যথা,—সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণশোভিতে। প্রফুল্লপদ্ম-

(উভয়হস্তকনিষ্ঠাভ্যাম্ অঙ্গুষ্ঠযোগেন শিরসি) লং পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং সশক্তিক-শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ। (শিরসি উভয়হস্ত-অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং তর্জ্জনী-যোগেন) হং আকাশাত্মকং পুষ্পং সশক্তিক-শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ। (তথৈব উভয়হস্ত-তর্জ্জনীভ্যাম্ অঙ্গুষ্ঠযোগেন) যং বায্বাত্মকং ধূপং সশক্তিক-শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ। (এবং উভয়হস্ত-মধ্যমাভ্যাম্ অঙ্গুষ্ঠযোগেন) রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং সশক্তিক-শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ। (এবম্ উভয়হস্ত অনামিকাভ্যাম্ অঙ্গুষ্ঠযোগেন) বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং সশক্তিক-শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ। (এবং মূর্দ্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ) ঐং সর্ব্বাত্মকং তাম্বূলং সশক্তিক-শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ। ইতি। উপচারদানে সর্ব্বত্র, "...মূর্দ্ধ্নি মুদ্রাং নিযোজয়েৎ ॥" অথ শ্রীপাদুকাং (অনিভিষিক্তস্তু ঐং ইতি মন্ত্রং) যথাশক্তি জপ্ত্বা গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বম্ ইত্যাদিনা জপং সমর্প্য প্রণমেদ্-যথা, অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

পদ্মাক্ষীং ঘনপীনপয়োধরাং॥ প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুং। পদ্মরাগসমাভাসাং রক্তবস্ত্রসুশোভনাং॥ রক্তকঙ্কণপাণিঞ্চ রক্তনূপুরশোভিতাং। স্থলপদ্মপ্রতীকাশপাদপল্লবশোভিতাং॥ শরদিন্দুপ্রতীকাশ রক্তোদ্ভাসিতকুণ্ডলাং। স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়করাম্বুজাম্॥ স্ত্রীগুরুর ধ্যানান্তর যথা—তরুণারুণ-কল্পাভাং করুণাপূর্ণলোচনাং। বরাভয়করাং শান্তাং স্মরামি নবগৌরবীম্॥ ইতি।

সর্ব্বত্র প্রাতঃকৃত্যাদির সময় নাভির সমীপে বামহস্তোপরি দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া ধ্যান করিতে হয়। কিন্তু তারা উপাসকের পক্ষে ইহার বিপরীত, অর্থাৎ দক্ষিণহস্তোপরি বামহস্ত স্থাপন করিতে হইবে। পরন্তু সাধারণ নিয়ম এই যে, পুংদেবতার ধ্যানকালে বামহস্তের উপরি দক্ষিণ হস্ত এবং স্ত্রী-দেবতার ধ্যান কালে দক্ষিণহস্তের উপরি বামহস্ত স্থাপন করিতে হয়। স্বস্তিক প্রভৃতি আসনবন্ধন-প্রণালী মুদ্রাপ্রকরণের পর দ্রষ্টব্য।

নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণে। যস্য বাগমৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকং ॥ (৫)। সমর্থশ্চেৎ গুরুস্তোত্রং পঠেৎ (৬)।

অথ কুলকুণ্ডলিনীং ধ্যায়েৎ (৭) যথা গুরোরাজ্ঞাং গৃহীত্বা,

---

(৫)। স্ত্রীগুরুপ্রণাম যথা,—ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাদি-জীবন্মুক্তিপ্রদায়িনী। জ্ঞান-বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

(৬)। গুরুস্তোত্র। ওঁ নমস্তুভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে। ব্রহ্মজ্ঞান-প্রকাশায় সংসারদুঃখতারিণে॥ অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়াজ্ঞানহারিণে। নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলীন্যদায়িনে॥ শিবতত্ত্বপ্রকাশায় (শিবতত্ত্বপ্রবোধায়) ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রকাশিনে। নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে॥ অনাচারাচার-ভাববোধায় ভাবহেতবে। ভাবাভাববিনির্মুক্ত-মুক্তিদাত্রে নমোনমঃ॥ নমস্তে শম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে। জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমোনমঃ॥ শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে। কামরূপায় কামায় কামকেলিকলাত্মনে॥ কুলপূজোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে। আরক্তনিজতচ্ছক্তি-বামভাব-বিভূতয়ে। নমস্তেঽস্তু মহেশায় নমস্তেঽস্তু নমোনমঃ। ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো গুরুদিঙ্মুখঃ। প্রাতরুত্থায় দেবেশি ততো বিদ্যা প্রসীদতি॥ কুলসম্ভবপূজায়া-মাদৌ যো ন পঠেদিদং। বিফলা তস্য পূজা স্যাদভিচারায় কল্পতে॥ ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে গুরুস্তোত্রং সমাপ্তম্।

স্ত্রীগুরুস্তোত্র।—ওঁ নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে হরপূজিতে। ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। যয়া চক্ষুরুন্মীলিতং তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥ ভববন্ধনপাশস্য তারিণী জননী পরা। জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্যা তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥ শ্রীনাথবামভাগস্থা সদয়া সুরপূজিতা। সদা বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥ সহস্রারে মহাপদ্মে সদানন্দস্বরূপিণী। মহামোক্ষপ্রদা দেবী তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপা চ মহারুদ্রস্বরূপিণী। ত্রিগুণাত্মস্বরূপা চ তস্যৈ নিত্যং নমো-নমঃ॥ চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা চ মদাঘূর্ণিতলোচনা। স্বনাথঞ্চ সমালিঙ্গ্য তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাদি জীবন্মুক্তিপ্রদায়িনী। জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ইতি মাতৃকাভেদতন্ত্রে স্ত্রীগুরোঃ স্তোত্রং সম্পূর্ণং॥

(৭)। কুণ্ডলিনীধ্যান যথা। ওঁ প্রসুপ্তভুজগাকারাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গমাশ্রি-

মূলাধারপদ্ম-কর্ণিকাস্থত্রিকোণান্তর্গত-স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিনীং প্রসুপ্ত-ভুজগাকারাং সার্দ্ধত্রিবলয়াং চৈতন্যরূপিণীং তড়িন্নিভাং মৃণালতন্তুকল্পাম্ ইষ্টদেবতাস্বরূপাং কুলকুণ্ডলিনীং যং রং ইতি মন্ত্রাভ্যাং পবন-দহন-যোগাৎ হুঙ্কারেণ চ সচৈতন্যাং বিধায়, হংসঃ ইতি মন্ত্রেণ উত্থাপ্য ব্রহ্মবর্ত্মনা পরমশিবে সমাযোজ্য তয়োঃ সামরস্যং বিভাব্য আত্মানং সামরস্যেন তেজোময়ং সঞ্চিন্তয়েৎ। অথ ত্রিপুরসুন্দরীস্বরূপয়া রক্তবর্ণয়া গুরুশক্ত্যা যুক্তং পরমশিবস্বরূপং গুরুং ধ্যায়েৎ। অভিষিক্তশ্চেৎ সহস্রারাবস্থিত-চন্দ্রমণ্ডলে কুলগুরূনপি স্মরেৎ (৮)।

অথ পরমশিবসামরস্যেনামৃতপ্লুতাং কুলকুণ্ডলিনীং মূলাধারে

তাম্। বিদ্যুৎকোটিপ্রভাং দেবীং বিচিত্রবসনান্বিতাং। শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসাং সর্ব্বদা কারণপ্রিয়াম্॥ ধ্যানান্তর যথা ;—ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং দেবীং স্বয়ম্ভুলিঙ্গ-সংস্থিতাং। শ্যামাং (সুন্দরীবিষয়ে 'রক্তাং') সূক্ষ্মাং সৃষ্টিরূপাং সৃষ্টিস্থিতিলয়া-ত্মিকাং। বিশ্বাতীতাং জ্ঞানরূপাং চিন্তয়েদূর্দ্ধরূপিণীং॥

(৮)। প্রকারান্তর যথা,—মূলাধারেঽরুণচতুর্দ্দলে ত্রিকোণং ধ্যাত্বা তৎত্রিকোণরেখায়াং ভ্রমন্তং কামং স্ফুরদ্বালার্কবর্ণং সত্ত্বরজ-স্তমোগুণাক্রান্তং বিন্দুং সঞ্চিন্ত্য তন্মধ্যে কুণ্ডলিনীশক্তিং চৈতন্যরূপিণীং তড়িন্নিভাং মৃণালতন্তু-কল্পাং প্রসুপ্তভুজগাকারাং সার্দ্ধত্রিবলয়েন সংস্থিতাং মনোদণ্ডং হস্তীকৃত্য উত্থাপ্য হুঁকারেণ হংসঃ ইতি মন্ত্রেণ গুরূপদিষ্টমার্গেণ, মূলাধারাৎ স্বাধিষ্ঠান-মণিপূরকানাহতবিশুদ্ধাজ্ঞাখ্য-ষট্চক্রভেদক্রমেণ শিরস্থাধোমুখ-সহস্রদলকমলং নীত্বা আত্মানং চিন্তয়েৎ। তত্রস্থ-চন্দ্রমণ্ডলাদ্বিগলিতামৃতধারয়া রক্তবর্ণময়ীং তাং কুণ্ডলিনীং সন্তর্প্য তত্রৈব তৎপ্রভায়াং কুলগুরূন্ ধ্যায়েৎ।

কুলগুরুগণের নাম ও ধ্যান যথা—প্রহ্লাদানন্দনাথঞ্চ সনকানন্দনাথকঃ। কুমারানন্দনাথঞ্চ বশিষ্ঠানন্দনাথকং॥ ক্রোধানন্দ-সুখানন্দৌ ধ্যানানন্দং ততঃ পরং। বোধানন্দং ততশ্চৈব ধ্যায়েৎ কুলমুখোপরি॥ পরামৃতরসোল্লাসহৃদয়াঘূর্ণলোচনাঃ। কুলালিঙ্গনসম্ভিন্ন-চূর্ণিতাশেষতামসাঃ॥ কুলশিষ্যৈঃ পরিবৃতাঃ পূর্ণান্তঃকরণোদ্যতাঃ। বরাভয়করাঃ সর্ব্বে কুলতত্ত্বার্থবাদিনঃ॥ ইতি।

সমানীয় শ্বাসং ত্যজেৎ (৯) ইষ্টদেবতাপ্রণামমন্ত্রেণ তাং প্রণমেচ্চ।

অথ চৌরগণেশন্যাসঃ। তত্র প্রথমং হৃদয়ে ক্রোং ইতি দশধা জপ্ত্বা যথাস্থানে দশধা একধা বা তত্তৎ মন্ত্রং জপেৎ যথা—দক্ষনেত্রে হ্রীঁ হ্রীঁ। বামনেত্রে হ্রীঁ হ্রীঁ। দক্ষকর্ণে হ্রীঁ হ্রীঁ। বামকর্ণে হ্রীঁ হ্রীঁ। দক্ষনাসাপুটে হূঁ হূঁ। বামনাসাপুটে হূঁ হূঁ। মুখে স্ত্রীঁ স্ত্রীঁ। নাভৌ ক্লীঁ। লিঙ্গমূলে হেসৌঃ। গুহ্যে ব্লুঁ। ভ্রূমধ্যে হূঁ। ইতি একাদশস্থানে একাদশবীজং ন্যসেৎ॥ সমর্থশ্চেদস্মিন্নেব সময়ে অজপাজপসমর্পণং কুর্য্যাৎ (১০)।

---

(৯)। তথা চ শ্রুতিঃ। প্রকাশমানাং প্রথমে প্রয়াণে প্রতিপ্রয়াণেঽপ্যমৃতায়মানাং। অন্তঃপদব্যামনুসঞ্চরন্তীমানন্দরূপামবলাং প্রপদ্যে॥

(১০)। অথ অজপাজপসমর্পণং যথা। অস্য (প্রণবস্তত্ত্বমুদাত্তঃ স্বর ইত্যেবম্) অজপাগায়ত্রীমন্ত্রস্য হংসঋষিঃ অব্যক্তগায়ত্রীচ্ছন্দঃ পরমহংসো দেবতা হং বীজং সঃ শক্তিঃ সোঽহং কীলকং পরমাত্মপ্রীতয়ে উচ্ছ্বাসনিশ্বাসাভ্যাং ষট্‌শতাধিকৈকবিংশতিসহস্র-অজপাজপসমর্পণেন মোক্ষপ্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ॥ শিরসি হংস ঋষয়ে নমঃ। মুখে অব্যক্তগায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি পরমহংসায় দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হং বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ সঃ শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে সোঽহং কীলকায় নমঃ॥

ষড়ঙ্গন্যাস। ওঁ হংসাং সূর্য্যাত্মনে তেজোবত্যৈ শক্তয়ে হৃদয়ায় স্বাহা। ওঁ হংসীং সোমাত্মনে প্রভাশক্তয়ে শিরসে স্বাহা। ওঁ হংসূং নিরঞ্জনাত্মনে অবিদ্যাশক্তয়ে শিখায়ৈ স্বাহা। ওঁ হংসৈং নিরাভাসাত্মনে মায়াশক্তয়ে কবচায় স্বাহা। ওঁ হংসৌং অনন্তাত্মনে (অব্যক্তাত্মনে) ঈক্ষণশক্তয়ে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হংসঃ অনন্তাত্মনে জ্ঞানশক্তয়ে অস্ত্রায় ফট্।

অথ হংসস্বরূপ যথা,—হংকারঃ শিবরূপেণ সংকারঃ শক্তিরুচ্যতে। হংসো হংসেতি যো মন্ত্রো জীবো জপতি সর্ব্বদা॥—হংসো গণেশো বিধিরেব হংসো হংসো হরির্হংসময়শ্চ শম্ভুঃ। হংসো হি জীবো গুরুরেব হংসো হংসোঽহমাত্মা পরমার্থরূপঃ॥

অথ হংসধ্যানং যথা,—গমাগমস্থং গমনাদিশূন্যং চিদ্রূপরূপং তিমিরান্তকারং। পশ্যামি তং সর্ব্বজনপ্রধানং নমামি হংসং পরমার্থরূপম্॥ ইতি।

অথ ইষ্টদেবতাং ধ্যাত্বা যথাশক্তি মনসা সংপূজ্য ইষ্টমন্ত্রং যথাশক্তি জপ্ত্বা জপং সমর্প্য প্রণমেৎ। সামর্থ্যঞ্চেৎ ইষ্টদেবতা স্তবকরচমপি পঠেৎ। জপকালে প্রাণায়ামস্যাবশ্যকতাপি দৃশ্যতে। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ প্রার্থয়েৎ যথা। ওঁ ত্রৈলোক্যচৈতন্যময়ি

অথ ষট্শতাধিকৈকবিংশতিসহস্রসংখ্যকমজপাং ক্রমেণ গণেশাদৌ নিবেদয়েৎ। তত্র প্রথমং মূলাধারে গণেশং ধ্যায়েৎ,—ব শ ষ স দলযুক্তে সম্যগাধারপদ্মে তরুণমরুণগাত্রং বারণাস্যং ত্রিনেত্রম্। অভয়বরদহস্তং চারুপাশাঙ্কুশোদ্যৎকররুচিরসমন্তং চিন্তয়েদাদিমূর্ত্তিং॥ (অভয়বরদহস্তং সিদ্ধিলক্ষ্ম্যা সমেতং দধত বরদমূর্ত্তিং ভাবয়েচ্ছ্রীগণেশম্॥ ইতি চ পাঠান্তরম্।) ততো নিবেদয়েৎ।—

মূলাধারমণ্ডপে স্বর্ণবর্ণ-চতুর্দ্দলপদ্মে দ্রুতসৌবর্ণবর্ণ-বাদিসান্ত-চতুর্ব্বর্ণান্বিতে গায়ত্রীসহিতায় রক্তবর্ণায় গণনাথায় ষট্শতসংখ্যমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ।

স্বাধিষ্ঠানে ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ,—ব ভ ম য র ল-সংজ্ঞৈরক্ষরৈঃ কপুপদ্মে, (ব ভ ম য র ল-যুক্তং লিঙ্গমূলস্থপদ্মে,' ইতি চ পাঠঃ) সুরুচিরমুপদিষ্টে পঙ্কজৈঃ সন্নিধানম্। অভয়বরদহস্তং কুণ্ডিকাং চাক্ষমালাং, দধতমমলমূর্ত্তিং চিন্তয়েদ্বিশ্বযোনিম্॥

স্বাধিষ্ঠানমণ্ডপে বিদ্রুমনিভে বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রভাভ-বাদিলান্তষড়্বর্ণান্বিতে ষড়্দলপদ্মে সাবিত্রীসহিতায় ব্রহ্মণে অজপামন্ত্রং ষট্সহস্রমহং সমর্পয়ামি নমঃ।

মণিপুরে বিষ্ণুংধ্যায়েৎ,—ডাদ্যৈঃ-ফান্তগতৈঃ-প্রকল্পিতদলে পদ্মে নিবিষ্টং হরিং মার্ত্তণ্ডদ্যুতিমাদিপুরুষমজং নারায়ণং চিন্ময়ং। হস্তন্যস্তগদারিশঙ্খকমলং পীতাম্বরং কৌস্তুভং শ্রীবৎসাঙ্কিতমিন্দ্রনীল-সদৃশং ধ্যায়েজ্জগন্মোহনম্॥

মণিপূরমণ্ডপে সুনীলপ্রভে মহানীলপ্রভ ডাদি-ফান্ত-দশবর্ণবিভূষিতে দশদলপদ্মে লক্ষ্মীসহিতায় বিষ্ণবে ষট্সহস্রমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ।

অনাহতে শিবং ধ্যায়েৎ।—কাদ্যৈ-ষ্ঠান্তগতৈঃ-প্রকল্পিত-দলে পঙ্কেরুহে পার্ব্বতীকান্তং পূর্ণশশাঙ্ককোটিসদৃশংপ্রখ্যং কপর্দ্দোজ্জ্বলম্। শান্তং টঙ্কমৃগাভয়াস্পদকরং নাগাদিভূষোজ্জ্বলং গ্রৈবেয়াঙ্গদহারকুণ্ডলধরং চর্ম্মাম্বরং চিন্তয়েৎ।

অনাহতমণ্ডপে তরুণরবিনিভে মহাবহ্নিকণিকাভ-কাদিঠান্তদ্বাদশবর্ণযুতে দ্বাদশদলপদ্মে গৌরীসহিতায় শিবায় ষট্সহস্রমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ।

ত্রিশক্তে শ্রীবিশ্বমাতর্ভবদাজ্ঞয়ৈব। প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং

বিশুদ্ধচক্রে জীবাত্মধ্যানম্,—মূর্ত্ত্যঙ্গেষু নিবিষ্টমঙ্গরহিতং শান্তং রুচা ভাস্বরং ব্যাপ্তাশেষচরাচরং গুণময়ং ভাবেন সচ্চিন্ময়ং। মূর্ত্তামূর্ত্তমমূর্ত্তমেকমমলং জ্যোতিঃ-প্রদীপোপমং সাক্ষাৎ ষোড়শপত্রবর্ণ কমলে জীবং পরং চিন্তয়েৎ॥

বিশুদ্ধমণ্ডপে ধূম্রবর্ণে রক্তবর্ণ-অকারাদি অঃকারান্তষোড়শস্বরান্বিতে ষোড়শ-দলপদ্মে প্রাণশক্তিসহিতায় জীবাত্মনে সহস্রসংখ্যমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ।

আজ্ঞাচক্রে গুরুধ্যানম্,—হক্ষার্ণদ্বয়চারুপত্রকমলে দিব্যে জগৎ-কারণে, বিশ্বোত্তীর্ণমনেকদেহনিলয়ং স্বচ্ছন্দমাত্মেচ্ছয়া। তত্তদ্‌যোগ্যতয়া স্বদেশিকতনুং ভাবৈকসচ্চিন্ময়ং প্রত্যক্ষাক্ষরবিগ্রহং গুরুবরং ধ্যায়েৎ পরং দৈবতম্॥

আজ্ঞামণ্ডপে বিদ্যুৎপুঞ্জনিভে শুভ্র-হক্ষবর্ণান্বিতে দ্বিদলপদ্মে মায়াসহিতগুরুমূর্ত্তয়ে একসহস্রমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ।

সহস্রারে পরমাত্মধ্যানং যথা,—বিশ্বব্যাপিনমাদিদেবমমলং নিত্যং পরং নিষ্কলং, নিত্যোদ্বুদ্ধসহস্রপত্রকমলে লিপ্যক্ষরৈর্মণ্ডিতে। নিত্যানন্দমনন্তপূর্ণপরচিৎসত্তা-স্ফুরত্তাত্মকং, স্বাত্মাত্মানমনুপ্রবিশ্যকুহরে স্বচ্ছন্দতঃ সর্ব্বতঃ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রমণ্ডপে কর্পূরাভে নানাবর্ণোজ্জ্বল-দলবিভূষিতে নানাবর্ণবর্ণসমুদয়োজ্জ্বলে সহস্রারে মোক্ষবীজাত্মিকা বিদ্যাশক্তিসহিতায় পরমাত্মনে একসহস্রমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ॥ ইতি জপং সমর্প্য অষ্টোত্তরশতসংখ্যং 'হংসঃ', ইতি অজপাজপং কুর্য্যাৎ॥

(তন্ত্রবিশেষে বিশেষস্তু,—আজ্ঞামণ্ডপে বিদ্যুৎপুঞ্জনিভে শুভ্র-হক্ষবর্ণান্বিতে দ্বিদলপদ্মে মায়াসহিতপরমাত্মনে একসহস্রমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রমণ্ডপে কর্পূরাভে নানাবর্ণোজ্জ্বল-দলবিভূষিতে নানাবর্ণ-বর্ণসমুদয়োজ্জ্বলে সহস্রারে নাদবিন্দুপরিস্থিত-ব্রহ্মরূপ-সশক্তিকগুরবে একসহস্রসংখ্যমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ॥ ইত্যেবং ক্রমং বীরচূড়ামণ্যাদৌ কথিতং। তত্তু কেষাঞ্চিন্মতে তারাবিদ্যোপাসকপরং। অত্র সাম্প্রদায়িকং পরম্। "সম্প্রদায়বিহীনানাং ফলং ন স্যান্মহেশ্বরি॥" ইতি।)

ষট্‌শতাধিকৈকবিংশতিসহস্রজপেন পরদেবতারূপশ্রীপরমেশ্বরঃ প্রীয়তাম্। ইতি মনসা সংকল্প্য পুনঃ পরদিনার্থং হংসস্য ধ্যানং কুর্য্যাৎ যথা, আরাধয়ামি মণিসন্নিভমাত্মলিঙ্গং মায়াপুরীহৃদয়পঙ্কজসন্নিবিষ্টং। শ্রদ্ধানদীবিমলচিত্তজলাবগাহং নিত্যং সমাধিকুসুমৈরপুনর্ভবায়॥ ইতি।

সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥ (১১)। জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশি হৃদিস্থয়া মে (১২) যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥ (আত্মানং ব্রহ্মময়ং বিভাব্য) অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ॥ ততঃ, সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে। বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে ॥ ধারণং পোষণং ত্বত্তো ভূতানাং দেবি সর্ব্বদা। তেন সত্যেন মাং পাহি পাশান্মোচয় ধারিণি ॥ ইতি কৃতাঞ্জলিঃ সম্প্রার্থ্য, ওঁ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ, ইতি প্রার্থয়িত্বা ধরাং

---

(১১)। শিববিষয়ে তু, ওঁ ত্রৈলোক্য চৈতন্যময়াদিদেব শ্রীশঙ্করত্বচ্চরণাজ্ঞয়ৈব প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥ সংসারমায়ামনু-বর্ত্তমানো তদাজ্ঞয়া শঙ্কর দেবদেব। স্পর্দ্ধাতিরস্কার কলিপ্রমাদাৎ ভয়ানি মাং মাভিভবন্তু নাথ ॥ বৈষ্ণব পক্ষে তু শ্রীশঙ্কর ত্বচ্চরণাজ্ঞয়ৈব' ইত্যত্র "শ্রীবিষ্ণো নাথ ভবদাজ্ঞয়ৈব" ইতি বিশেষঃ ॥

শ্রীরামচন্দ্রচরণার্পিতচিত্তস্তু, 'শ্রীরাম রাম জয় রাম জয় জয়' ইতি তারকব্রহ্ম নাম উচ্চার্য্য প্রার্থয়েৎ,—প্রাতঃ স্মরামি দিননায়কবংশভূষং বেদান্তবেদ্যমভয়ং কৃতরাজবেশং বৈদেহিলক্ষ্মণযুতং ভুবনাভিরামং সংসারসর্পগরলোপশমায় রামং। প্রাতঃ স্মরামি চরিতং দুরিতং নিহন্তৃং রামস্য তস্য পলভক্ষকৃতান্তকস্য। যঃ সিন্ধু-বন্ধকথয়া ভববন্ধহন্তা রাজ্যং তনোতি চ বিভীষণরাজ্যদাতা। প্রাতঃ করোমি কলিকল্মষনাশকর্ম্ম তচ্ছর্ম্মদং ভবতু ভক্তিকরং পরং মে। অন্তঃস্থিতেন সুখভান-চিদাত্মকেন রামেণ রাজ (রম্য) গুরুদেহবতা নিযুক্তঃ। শ্লোকত্রয়ং যঃ পঠতি প্রভাতে শ্রীরামচন্দ্রার্পিতচিত্তবুদ্ধিঃ। আয়ুঃ শ্রিয়ং কীর্ত্তিমনন্তসৌখ্যং লব্ধা চিরং রামপদং স এতি। গুর্ব্বার্থে ত্যক্তরাজ্যো ব্যচরদনুবনং পদ্মপদ্ভ্যাং প্রিয়ায়াঃ পাণিস্পর্শাক্ষমোণোন্মজ্জিতপথিরুজো যো হরীন্দ্রানুজেন। বৈরূপ্যাৎ শূর্পণখ্যা প্রিয়বিরহরুষারোপিতভ্রূবিজৃম্ভত্রস্তাব্ধির্ব্বদ্ধসেতুঃ খলবদহনঃ কোশলেন্দ্রোঽবতান্নঃ ॥ ইতি স্মরণং ॥

(১২)। পুংদেবতাপক্ষে, "ত্বয়া হৃষীকেশি হৃদিস্থয়া মে" এই স্থলে, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন" হইবে।

শ্বাসযুক্তং পাদং নিধাপয়েৎ।' ততো বহির্গত্বা (অভিষিক্তশ্চেৎ) 'ওঁ নমস্তে কুলবৃক্ষেভ্যঃ সর্ব্বপাপ-বিমুক্তয়ে। শুভং বিধেহি মে নিত্যং কুলবৃক্ষায় তে নমঃ॥' ইতি মন্ত্রেণ কুলবৃক্ষমেকং (১৩) কুমারীং শক্তিং বা দৃষ্ট্বা ইষ্টদেবতা-প্রণামমন্ত্রেণ প্রণম্য মলমূত্রত্যাগ-দন্তধাবনাদিকং কুর্য্যাৎ (১৪)। মুখপ্রক্ষালনমন্ত্রস্তু, ক্লীঁ কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় স্বাহা (নমঃ) ইতি।

অথ সন্ধ্যা।

প্রাতঃস্নানানন্তরং প্রাতঃসন্ধ্যা কর্ত্তব্যা (১৫) তদ্‌যথা,—ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায়

---

(১৩) কুলবৃক্ষ যথা। রেবতীতন্ত্রে,—হরীতকী তথা ধাত্রী নিম্বাশ্বথ-কদম্বকাঃ। ডুম্বরুর্বটবিল্বৌ চ তিন্তিড়ী নবমঃ স্মৃতঃ॥ কুলকাষ্ঠাদিকং দেবি হোমার্থঞ্চ সমাহরেৎ॥ ইতি। কুলার্চ্চনদীপিকায়,—শ্লেষ্মাতককরঞ্জাক্ষনিম্বাশ্বত্থহরীতকী। বিল্বো বটোডুম্বরৌ চ চিঞ্চেতি দশ তে মতাঃ॥ তন্ত্রসারে, শ্লেষ্মাতককরঞ্জৌ চ বিল্বাশ্বত্থকদম্বকাঃ। নিম্বো বটোডুম্বরৌ চ ধাত্রী চিঞ্চা দশ স্মৃতা॥

(১৪)। ততো গৃহাদ্বহির্যাম্যাং নির্ঋতিং বা দিশং ব্রজেৎ॥ পদে পদে স্মরেদস্ত্রং দূরং যায়ান্নিজালয়াৎ॥ অতীত্য বাণমানন্তু ভুবং গ্রামাদ্বিলোক্য চ। কীটতোয়াদিরহিতং শৌচস্থানমিদং পঠেৎ॥ "উত্তিষ্ঠন্ত্বয়ো দেবা গন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসাঃ। পরিতস্ত্যজ্যতাং স্থানং বিন্মূত্রোৎসর্জ্জনায় মে॥" অনেন তৃণৈরুদ্বাস্য দেবতা মলচ্যুতিং কুর্য্যাৎ।

(১৫)। কোন কোন তন্ত্রে কথিত আছে, বৈদিক স্নানের পর তান্ত্রিক স্নান করিবে। কোন কোন তন্ত্রে বৈদিক স্নানের উল্লেখ নাই কিন্তু বৈদিক স্নানের কার্য্য সেই সেই তন্ত্রেই কথিত হইয়াছে যথা।—

সাধক মূলমন্ত্রের পর ফট্ উচ্চারণ করিয়া শঙ্কু দ্বারা কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা উত্তোলন পূর্ব্বক দূর্ব্বা তিল সমেত তাম্র প্রভৃতি যে কোন প্রশস্ত পাত্র লইয়া ইষ্টদেবতার প্রীতির নিমিত্ত ইষ্টদেবতা স্মরণ করিতে করিতে গঙ্গা, নদী,

সমুদ্র, তড়াগ, বাপী, পুষ্করিণী প্রভৃতি কোন জলাশয়ে স্নানার্থ গমন করিবেন। অগ্নিসংযোগে উষ্ণ করিয়া অথবা সুবর্ণ, রত্ন, কুশ, পুষ্প, বিল্বপত্র বা শ্বেতসর্ষপ প্রক্ষেপ দ্বারা শোধন করিয়া উদ্ধৃত জলেও রীতিমত স্নান হইতে পারে। স্নান করিবার সময়, ও সন্ধ্যাপূজাদি করিবার সময় হস্তকুশ ধারণের বিধি আছে, কিন্তু শাক্তের পক্ষে তর্জ্জনীতে রৌপ্য অঙ্গুরীয় ও অনামায় স্বর্ণাঙ্গুরীয় ধারণ করিলেই হস্তকুশ ধারণ করা সিদ্ধ হইবে। শাক্তদিগের মধ্যে বন্যকুশ ধারণের বিধি নাই। এবিষয়ে শ্যামারহস্য প্রভৃতিতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে যথা,—তর্জ্জন্যা রজতং ধার্য্যং স্বর্ণং ধার্য্যমনাময়া। এষ এব কুশঃ শাক্তে ন দর্ভো বনসম্ভবঃ। ইতি। সাধক জলাশয় তীরে উপস্থিত হইয়া, ওঁ তৎসৎ (শ্রীবিষ্ণুঃ) উচ্চারণ করিয়া ফট্ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তীরস্থল ধৌত করিয়া সেই স্থলে স্নানসামগ্রী স্থাপন করিবেন। পরে আনীত মৃৎপিণ্ড তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ জলে নিক্ষেপ করিবেন। নিক্ষেপ মন্ত্র যথা,—ইদং বিষ্ণুরিতি মন্ত্রস্য মেধাতিথি-ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা তোয়ে মৃত্তিকালম্ভনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে, ইতি। পরে অবশিষ্ট দুইভাগ মৃত্তিকার মধ্যে এক ভাগ মৃত্তিকাদ্বারা মস্তকাদি নাভি পর্য্যন্ত এবং অবশিষ্ট একভাগ মৃত্তিকা দ্বারা নাভি অবধি পাদ পর্য্যন্ত লেপন করিবেন। মৃত্তিকা লেপন মন্ত্র যথা,—ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে। মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং॥ ওঁ উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা। আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়॥ মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি কাশ্যপেনাভিমন্ত্রিতে। নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে॥ ওঁ আধারঃ সর্ব্বরূপস্য বিষ্ণোরতুলতেজসঃ। তদ্রূপাশ্চ ততো জাতা অগ্রে তাঃ প্রণমাম্যহম্॥ ইতি। অনন্তর ওঁ তৎসৎ বা মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জলে অবতরণ করিবেন। যদি পরখাতে স্নান করা হয় তাহা হইলে জলমধ্য হইতে পাঁচটি মৃৎপিণ্ড উদ্ধৃত করিয়া তীরে নিক্ষেপ করিবেন। ইহার মন্ত্র যথা—উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ পঙ্ক ত্বং ত্যজ পুণ্যাং পরস্য চ। পাপানি বিনাশয় মে শান্তিং দেহি সদা মম॥ ইতি। পরে নাভিমাত্র জলে দণ্ডায়মান হইয়া গঙ্গা স্মরণ পূর্ব্বক হ্রীঁ গঙ্গায়ৈ হ্রীঁ এই মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া, ইষ্টদেবতা স্মরণ পূর্ব্বক শিখা উন্মোচন করিবেন। শিখামোচন মন্ত্র যথা, "ওঁ গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। তিষ্ঠত্বমচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্॥" পরে

মুক্তকেশে মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে স্রোতোভিমুখে বা সূর্য্যাভিমুখে তিনটী ডুব দিয়া শুভ্র গাত্র-মার্জ্জনীদ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবেন। ইহারই নাম মলাপকর্ষক স্নান। এই প্রক্রিয়া অনুসারে স্নান করিলে পুষ্করিণীতেও গঙ্গার অধিষ্ঠান হয়। পরে ঐ নাভিমাত্র জলে দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক শিখা বন্ধন করিয়া প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস পূর্ব্বক দূর্ব্বা ও তিল সহ জলপূর্ণ তাম্রপাত্র লইয়া সঙ্কল্প করিবেন যথা,—শ্রীবিষ্ণুঃ। ওঁ তৎসৎ। ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকদেবতাপ্রীতয়ে মন্ত্রস্নানমহং করিষ্যে। ইতি। পরে হ্রীঁ এই মন্ত্রে জল আলোড়িত করিয়া জলমধ্যে হস্ত-পরিমিত চতুষ্কোণমণ্ডল বা ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া অঙ্কুশমুদ্রায় তীর্থ আবাহন করিবেন যথা,—ওঁ নমঃ। ক্রোঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ পরে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবেন যথা—ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্থানি করৈঃ স্পৃষ্টানি তে রবে। তেন সত্যেন মে দেব তীর্থং দেহি দিবাকর॥ পরে গঙ্গাতেই হউক বা অন্য জলাশয়েই হউক এইরূপে গঙ্গাকে আবাহন করিবেন যথা,—ওঁ আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নানার্থমিহ সুন্দরি। আহি গঙ্গে নমস্তুভ্যং সর্ব্বতীর্থসমন্বিতে॥ ইতি। পরে বং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা, হুং এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন-মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক চক্রমুদ্রায় রক্ষা ও ফট্ এই মন্ত্রে ছোটিকাদ্বারা দশদিগ্‌বন্ধন করিয়া মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন পূর্ব্বক মূলমন্ত্র একাদশবার জপ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে দ্বাদশ অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবেন, এবং সেই মণ্ডলমধ্যগত জলে বহ্নিমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল ও সোমমণ্ডল চিন্তা করিয়া এবং নিজ ইষ্টদেবতার চরণারবিন্দনিঃসৃত জলে স্নান করিতেছি, এইরূপ ভাবনা করিয়া ইষ্টদেবতা ধ্যান পূর্ব্বক ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কর্ণনাসিকাদি সপ্তচ্ছিদ্র রোধ পূর্ব্বক তিনবার জলে মস্তক পর্য্যন্ত নিমগ্ন করিবেন। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে আচমন ও ষড়ঙ্গন্যাস পূর্ব্বক জলের উপরি তিনবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া 'অমুকীং দেবীং (অমুকং দেবং) অভিষিঞ্চামি স্বাহা' ইষ্টদেবতার নামোল্লেখে এই মন্ত্রে কলসমুদ্রা দ্বারা আপনার মস্তক দশবার, সাতবার বা তিনবার অভিষিক্ত করিবেন। পরে ইচ্ছামত পিতা, পিতামহ প্রভৃতির তর্পণ করিয়া জল হইতে উত্থিত হইবার সময়, ওঁ অসুরা ভূতবেতালাঃ কুষ্মাণ্ডা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু ময়া দত্তেন বারিণা॥ এই মন্ত্রে তীরে তিন অঞ্জলি জল

নিক্ষেপ করিবেন। পরে ভূমিতে উত্থিত হইয়া গাত্রজল মার্জ্জন করিবেন। অনন্তর বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক জলাশয় তীরেই হউক অথবা গৃহে আসিয়াই হউক তিলকধারণ, রুদ্রাক্ষ, তুলসীমালা প্রভৃতি ধারণ করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিবেন।

তিলক ধারণ বিধি। পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে উপবিষ্ট হইয়া কনিষ্ঠা ব্যতিরেকে দক্ষিণ হস্তের অন্য যে কোন অঙ্গুলি দ্বারা, যাহাতে নখস্পৃষ্ট না হয় এরূপভাবে ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করিয়া পরে অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে (মৃগমুদ্রায়) ত্রিপুণ্ড্র অঙ্কিত করিতে হইবে। ইহার পর ভ্রূমধ্যে ইষ্টদেবতার মূলমন্ত্র লিখিতে হইবে। অভিষিক্ত পক্ষে এই মূলমন্ত্রের উপর একটি রক্তবিন্দু সিন্দূরবিন্দু বিধেয়। অন্যত্র শ্বেতচন্দন-বিন্দু। পরন্তু বিশেষ এই যে বৈষ্ণবগণ অগ্রে ত্রিপুণ্ড্র অঙ্কিত করিয়া পরে উর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করিবেন এবং অন্যান্য দেবতার উপাসক অগ্রে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া পরে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। গোপীচন্দন, গোরোচনা, কুঙ্কুম, তীরস্থ মৃত্তিকা, চন্দন, তুলসীমূল মৃত্তিকা, তুলসীকাষ্ঠ, বিল্বকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ ও তমালের চন্দন অথবা অভাবে কেবল জলের দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক করা বিধেয়। যোগিনীতন্ত্রে বিল্বকাষ্ঠের চন্দন ধারণ নিষেধচ্ছলে তাহার মাহাত্ম্যই বর্ণনা করিয়াছেন। নাসিকার তৃতীয় ভাগ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত দশ অঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ উর্দ্ধপুণ্ড্রই সর্ব্বোত্তম। নয় অঙ্গুলি ও অষ্টাঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘও হইয়া থাকে।

দণ্ডাকার-দ্বিরেখং যত্তিলকং মূলকোণকম্। মধ্যচ্ছিদ্রন্তু তৎপ্রাহুরূর্দ্ধপুণ্ড্রং মনোহরম্॥ ভ্রূমধ্যে দুই পার্শ্ব হইতে অধোদিকে নাসিকার তিন ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত দুইটি রেখা দ্বারা একটি কোণ হইবে। এই মূল ভাগ অঙ্কিত করিয়া তদুপরি ঐ রেখাদ্বয়ের প্রান্তদ্বয় হইতে মধ্যে অবকাশ বা ছিদ্রযুক্ত এবং উর্দ্ধগামী দুই পার্শ্বে দণ্ডাকার দুই রেখা অঙ্কিত করিলেই উর্দ্ধপুণ্ড্র হইবে। মধ্যের ঐ ছিদ্রকে হরিমন্দির বলে। বৈষ্ণবের ইহা ধারণমন্ত্র যথা মৎস্যসূক্তে,—'কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম। পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু।' চন্দন ধারণ মন্ত্র যথা,—কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌখ্যং সৌভাগ্যমতুলং মম। দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম্॥ ব্রাহ্মণের উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ বিধেয়। ক্ষত্রিয় উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। বৈশ্য ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করিবেন এবং শূদ্র কেবল

মাত্র একটি বর্ত্তুল বা বর্ত্তুলাকার বিন্দু ধারণ করিবেন॥ ইহাই স্মৃতির ব্যবস্থা। যথা,—ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়স্ত ত্রিপুণ্ড্রকং। অর্দ্ধচন্দ্রন্ত বৈশ্যস্য বর্ত্তুলং শূদ্রজাতিষু। পরন্ত জাতিনির্ব্বিশেষে বৈষ্ণবমাত্রেই হরিমন্দির নামে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন।

মৎস্যসূক্তে ত্রিপুণ্ড্র অঙ্কিত করিবার প্রণালী লিখিত হইয়াছে যথা,—আগত্য বামভ্রুব ঊর্দ্ধদেশাদানম্য নাসামধিগম্য মূলে। আদক্ষিণভ্রূ-পরিদেশলগ্নং ত্রিপুণ্ড্র মূর্দ্ধাগ্রমুদাহরন্তি॥ বামভ্রূর ঊর্দ্ধদেশে ললাটের উপরিভাগের প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে নিম্নে নাসামূল পর্য্যন্ত আসিয়া ঐরূপ ভাবে দক্ষিণ ভ্রূর উপরে মস্তকের কেশ সমীপে সংলগ্ন হইবে। ইহা ঊর্দ্ধাগ্র ও ধনুরাকার হইবে। ঐ স্থানেই আছে,—ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা কুর্য্যাৎ ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা তথা। তিলকং বৈ দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ চন্দনেন যদৃচ্ছয়া॥ মৃত্তিকা দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও ভস্মদ্বারা ত্রিপুণ্ড্র অঙ্কিত করিবেন। অথবা ইচ্ছামত চন্দন দ্বারাও উক্ত তিলক অঙ্কিত করিবেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বৈষ্ণব অগ্রে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া তদুপরি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করিবেন; কিন্তু মৎস্যসূক্তধৃত বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে দ্বিজমাত্রেই অগ্রে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করিয়া তদুপরি ত্রিপুণ্ড্র অঙ্কিত করিবেন। যথা,—ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ তদূর্দ্ধন্ত ত্রিপুণ্ড্রকং। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্রং স্যাত্রিপুণ্ড্রে নোর্দ্ধপুণ্ড্রকং॥ ফলতঃ তন্ত্রেও আছে,—শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ। উপাসন্তে যতো দেবীং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীম্॥ দ্বিজগণ সকলেই গায়ত্রীর উপাসনা করেন, অতএব তাঁহারা শিবমন্ত্রই গ্রহণ করুন অথবা বিষ্ণু মন্ত্রই গ্রহণ করুন তজ্জন্য তাঁহারা শৈব বা বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইবেন না; তাঁহারা সকলেই শাক্ত। অতএব যাঁহারা গায়ত্রীর এই মর্য্যাদা স্বীকার করেন, তাঁহারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের উপর ত্রিপুণ্ড্র অঙ্কিত না করিয়া অন্যথাচরণ করিবেন কি প্রকারে! কেবল বৈষ্ণবদিগের পক্ষে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রোপরি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ নিষিদ্ধ। যথা পদ্মপুরাণে,—ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে ন কুর্ব্বীত বৈষ্ণবানাং ত্রিপুণ্ড্রকং। কৃতত্রিপুণ্ড্রমর্ত্তস্য ক্রিয়া ন প্রীতয়ে হরেঃ॥ বস্তুতস্ত ইহা দ্বারা বৈষ্ণবজাতির ত্রিপুণ্ড্র ধারণ নিষিদ্ধ হইল না। ফলতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণাদি দ্বিজজাতি হইয়া আপনাকে কেবল বৈষ্ণব বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের ত্রিপুণ্ড্রের উপর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণই সম্ভব।

ত্রিপুণ্ড্র ধারণের বিধি যথা, 'নং' এই মন্ত্রে ললাটে, 'মঃ' এই মন্ত্রে দক্ষিণাংসে (দক্ষিণস্কন্ধে), 'শিং' এই মন্ত্রে বামাংসে (বামস্কন্ধে), 'বাং' এই মন্ত্রে উদরে, 'য়ং' এই মন্ত্রে হৃদয়ে এবং 'নমঃ শিবায়' এই মন্ত্রে মস্তকে ত্রিপুণ্ড্র অঙ্কিত করিবে। পরে পুনরায় 'ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ' এই মন্ত্রে ললাটে, 'ওঁ হব্যবাহনায় নমঃ' এই মন্ত্রে হৃদয়ে, ওঁ স্কন্দায় নমঃ এই মন্ত্রে নাভিতে, ওঁ পূষায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে গ্রীবায়, ওঁ রুদ্রায় নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ বাহুমূলে, ওঁ আদিত্যায় নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ বাহুমধ্যে, ওঁ শশিনে নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ মণিবন্ধে, ওঁ বামদেবায় নমঃ এই মন্ত্রে বাম বাহুমূলে, ওঁ প্রভঞ্জনায় নমঃ এই মন্ত্রে বাম বাহুমধ্যে, ওঁ বসুভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে বাম মণিবন্ধে, ওঁ হরয়ে নমঃ এই মন্ত্রে পৃষ্ঠ দেশে, ওঁ শম্ভবে নমঃ এই মন্ত্রে ককুৎস্থলে এবং ওঁ পরমাত্মনে নমঃ এই মন্ত্রে মস্তকে ভস্ম ধারণ করিতে হইবে। শাক্তগণ কস্তূরী প্রভৃতি সহযোগে ভস্মধারণ করিবেন। দ্বিজেতর জাতি মূলমন্ত্র এবং শিব পঞ্চাক্ষর মন্ত্র দ্বারা (নমঃ শিবায়) ললাটে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। প্রথমে তিনবার মূলমন্ত্র পাঠে অভিমন্ত্রিত করিয়া মধ্যস্থ অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা অথবা অনামা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে উক্ত ত্রিপুণ্ড্র ধারণ বিধেয়। কথিতানুরূপ মুদ্রা দ্বারা তিলক ধারণই প্রশস্ত। পরন্তু কুশ, তুলসীকাষ্ঠ, বিল্বকাষ্ঠ, স্বর্ণ বা রজত দ্বারাও অঙ্কিত করা যাইতে পারে। এতৎ সমুদায়ে অসমর্থ হইলে উপাস্য-ভেদে সাধক ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ত্রিপুণ্ড্র, ও বিন্দু মাত্র অঙ্কিত করিবেন। পুরশ্চরণলহরীতন্ত্রে ত্রিপুণ্ড্র অমন্ত্রক ধারণেরও সফলত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—অমন্ত্রেণাপি যৎ কুর্য্যাৎ কৃত্বা চৈব মহোন্নতিং। ত্রিপুণ্ড্রভাল-তিলকো মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ইত্যাদি। তারারহস্যে আছে—ললাটে চন্দ্রং সংভাব্য বিভূতিং পরিধারয়েৎ॥

ভস্মদ্বারাই ত্রিপুণ্ড্র অঙ্কিত করা বিধেয়। তদভাবে চন্দন, মৃত্তিকা বা জল দ্বারা অঙ্কিত করিতে হইবে। সাধারণতঃ ভূমিতে অস্পৃষ্ট অর্থাৎ শূন্য হইতেই ধরিয়া লওয়া বৃষগোময়-ভস্মই ব্যবহৃত হয়। ভূমিতে পতিত হইলে উপরিভাগের ও অধোভাগের গোময় পরিত্যাগ করিয়া লইলে চলিবে। যথা, —"উপর্য্যধঃ পরিত্যজ্য গৃহ্লীয়াৎ পতিতং যদি॥ কঙ্কাল-মালিনীতন্ত্রে গাভীর গোময়ভস্ম বৈধ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। যথা,—"শক্তিরূপা চ যা গৌঃ স্যাৎ তস্যা গোময়সম্ভবং। ভস্ম তেষু মহেশানি বিশিষ্টং পরিকীর্ত্তিতম্॥" এতদপেক্ষা হোমভস্ম প্রশস্ত; তাহার মধ্যে নিজঃইষ্টদেবতার হোমভস্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

যথা কঙ্কালমালিনীতে,—'স্বীয়েষ্টদেবতাহোম্যমনন্তং প্রিয়বাদিনি॥' ভস্মের অভাবে চন্দন, মৃত্তিকা বা জলদ্বারা ত্রিপুণ্ড্র অঙ্কিত করিবারও বিধি আছে।

এক্ষণে ভস্মসংগ্রহ বিধি কথিত হইতেছে। ভস্ম সর্ব্বথা শুভ্রবর্ণই গ্রাহ্য। পুরশ্চরণলহরীতন্ত্রে উক্তানুরূপ গোময়ভস্ম কেবল ষড়ক্ষর (ওঁ নমঃ শিবায়) মন্ত্রে শোধন করিয়া লইবার বিধি আছে। মেরুতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, শিবের হোমাগ্নিতে দেবতা বিসর্জ্জনের পূর্ব্বেই উক্ত গোময়পিণ্ড মূলমন্ত্র (শিব মন্ত্র) উচ্চারণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিবে। ভস্ম হইলে, তাহা হইতে কেবল শুভ্র অংশ সংগ্রহ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া ভস্মাধারে রাখিয়া দিবে।

যদি কেহ জলাশয়েই সন্ধ্যাবন্দনাদি করেন, তাহা হইলে তিনি জলদ্বারাই তিলক করিবেন। যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে,—জলে স্থিত্বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্ জলেন তিলকঞ্চরেৎ॥

গায়ত্রীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, সোঽহং স্নান না করিলে বাহ্যস্নানের ফল হয় না। অতএব এই স্থলে আমরা সোঽহং স্নান উদ্ধৃত করিলাম।

সোঽহং স্নান।—প্রথমে জলে নিমজ্জিত হইয়া 'হংসঃ' এই মন্ত্র পুটিত ইষ্টমন্ত্র (হংসঃ মূল হংসঃ) মস্তকে চিন্তা করিবে। দ্বিতীয়বার ঐরূপ নিমজ্জিত হইয়া ইষ্টমন্ত্র পুটিত হংসঃ (মূল হংসঃ মূল) মন্ত্র মস্তকে স্মরণ করিবে। পুনস্তৃতীয়বার নিমজ্জিত হইয়া পুনরায় প্রথমবারের ন্যায় হংসঃ পুটিত ইষ্টমন্ত্র (হংসঃ মূল হংসঃ) মস্তকে স্মরণ করিবে। এইরূপে যথাযথ 'হংসঃ' ও ইষ্টমন্ত্র পুটিত চিন্তা করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ তিনবার স্নানকেই সোঽহংস্নান জীবস্নান বা মন্ত্রস্নান বলে। যথা,—নিমজ্জন্ সন্ মহারাজ জলে শিরসি একধা। হংসেন পুটিতং কৃত্বা ইষ্টমন্ত্রং স্মরেৎ সকৃৎ। ইষ্টেন পুটিতং হংসঃ দ্বিতীয়ং স্নানমাচরেৎ। হংসেন পুটিতং ইষ্টং ত্রিঃস্নানং মনুজেশ্বর॥ বচনৈঃ পুটিতং সর্ব্বং হংসমিষ্টং যথা তথা। সোঽহং স্নানমিদং প্রোক্তং জীবস্নানমিদং নৃপ। মন্ত্রস্নানমিদং রাজন্ কথিতং অতিগোপনং। সোঽহংস্নানেন রাজেন্দ্র কোটিতীর্থফলং লভেৎ। অনেনৈব হি স্নানেন ত্রিকোটি-কুলমুদ্ধরেৎ। সোঽহং স্নানং বিনা রাজন্ বাহ্যস্নানং বৃথা যথা॥

যিনি প্রাতঃস্নানে অসমর্থ, তিনি প্রাতঃসন্ধ্যা করিবার সময়ে আসনে উপবিষ্ট হইয়া যৌগিক স্নান বা অন্যবিধ মানসিক স্নান করিবেন। যিনি যোগমার্গে

প্রবৃত্ত হইয়াছেন তিনি গুরুর উপদেশ অনুসারে মুক্তত্রিবেণীতে বা যুক্তত্রিবেণীতে বিন্দুতীর্থে বা পুষ্করতীর্থে স্নান করিতে পারিবেন। মন্ত্রমার্গের যৌগিক বা ধ্যানস্নানের নিয়ম এই যে, স্থিরাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভাবনা করিতে হইবে, নিজ মস্তকোপরি আকাশপথে বিষ্ণু অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা অবতীর্ণ হইয়া নিজ মস্তকে পতিত হইতেছেন এবং সেই জল ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া তদ্দ্বারা সর্ব্বশরীর ধৌত নির্ম্মল ও পবিত্র হইতেছে। ষড়্‌বিধ স্নান যথা,– ব্রাহ্ম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও যৌগিক। ইহার লক্ষণ—

যথা,—ব্রাহ্মন্তু মার্জ্জনং মন্ত্রৈঃ কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ। আগ্নেয়ং ভস্মনা পাদমস্তকাদিবিধূননং॥ গবাং হি রজসা প্রোক্তং বায়ব্যং স্নানমুত্তমং॥ যত্তু সাতপবর্ষেণ স্নানং দিব্যং তদুচ্যতে॥ বারুণং চাবগাহন্তু মানসাত্মাত্মবেদনং। যৌগিকং স্নানমাখ্যাতং যোগো বিষ্ণুবিচিন্তনং॥ আত্মতীর্থমিতি খ্যাতং সেবিতং ব্রাহ্মণাদিভিঃ। মনঃ শুচিকরং পুংসাং নিত্যং তৎ স্নানমাচরেৎ॥ ইতি। বৈদিক সন্ধ্যাতে আপো হিষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্রে মার্জ্জনদ্বারা এবং তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে বীজপাঠপূর্ব্বক মার্জ্জন দ্বারা ব্রাহ্ম স্নান সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং অন্যবিধ স্নান না করিলেও এক প্রকার স্নান সিদ্ধ হইতে পারে।

তন্ত্রে বহুবিধ মানসিক স্নানের বিধি আছে, যথা বিশ্বসারতন্ত্রে—খস্থিতং পুণ্ডরীকাক্ষং মূর্ত্তিমন্তং প্রভুং স্মরন্। তৎপাদোদকজাং ধারাং নিপতন্তীং স্বমূর্দ্ধনি॥ চিন্তয়েৎ ব্রহ্মরন্ধ্রেণ প্রবিশন্তং স্বকাং তনুং। তয়া সংক্ষালয়েৎ সর্ব্বমেতদ্দেহগতং মলম্॥ তৎক্ষণাৎ বিরজা মন্ত্রী জায়তে স্ফাটিকোপমঃ। ইদং স্নানবরং মান্ত্রাৎ সহস্রমধিকং স্মৃতং॥ ইতি। শাক্তগণের বিশেষরূপ আভ্যন্তর স্নান যথা শ্রীপঞ্চমী,—সম্বিত্রয়মনুস্মৃত্য চরণত্রয়মধ্যতঃ। স্রবন্তং সচ্চিদানন্দপ্রবাহং ভাবগোচরং॥ বিমুক্তিসাধনং পুংসাং স্মরণাদেব যোগিনাং॥ তেন প্লাবিতমাত্মানং ভাবয়েত্তবশান্তয়ে॥ ইতি। রুদ্রযামলে উত্তরখণ্ডে,— স্নানমাত্রেণ মুক্তঃ স্যাৎ পাপশৈলাদনন্তকাৎ। স্নায়াচ্চ বিমলে তীর্থে হৃদয়াম্ভোজ-পুষ্করে। বিন্দুতীর্থেঽথবা স্নায়াৎ সর্ব্বজন্মাঘমুক্তয়ে॥ ইড়াসুষুম্নে শিবতীর্থ-কেঽস্মিন্ জ্ঞানাম্বুপূর্ণে বহতঃ শরীরে। ব্রহ্মাম্বুভিঃ স্নাতি তয়োঃ সদা যঃ কিন্তস্য গাঙ্গৈরপি পুষ্করৈর্ব্বা॥ ইতি। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে,—ইড়া ভাগীরথী গঙ্গা

পিঙ্গলা যমুনা নদী। তয়োর্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্নাখ্যা সরস্বতী। ত্রিবেণীসঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে। তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ইতি। রুদ্রযামলে মূলাধারতীর্থ যথা,—মহীস্থতীর্থে বিমলে জলে মুদা মূলাম্বুজে স্নাতি স মুক্তিভাগ্‌ভবেৎ॥ ইতি। স্বাধীষ্ঠানতীর্থ যথা,—স্বর্গস্থং যাবতা তীর্থং স্বাধিষ্ঠানে সুপঙ্কজে। মনো নিধায় যোগীন্দ্রঃ স্নাতি গঙ্গাজলে যথা॥ ইতি। মণিপূর তীর্থ যথা,—মণিপূরে দেবতীর্থং পঞ্চকুণ্ডং সরোবরং। তত্র শ্রীকামনাতীর্থং স্নাতি যো মুক্তিমিচ্ছতি॥ ইতি। অনাহত তীর্থ যথা,—অনাহতে সর্ব্বতীর্থং সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগং। বিভাব্য সর্ব্বতীর্থানি স্নাতি যো মুক্তিমিচ্ছতি॥ বিশুদ্ধতীর্থ যথা,—বিশুদ্ধাখ্যে মহাপদ্মে অষ্টতীর্থসমুদ্ভবঃ। কৈবল্যং মুক্তিদং ধ্যাত্বা স্নাতি বীরো বিমুক্তয়ে॥ ইতি। বিন্দুতীর্থ যথা,—মানসং বিন্দুতীর্থঞ্চ কালীকুণ্ডং কলাধরং। আজ্ঞাচক্রে সদা ধ্যাত্বা স্নাতি নির্ব্বাণসিদ্ধয়ে॥ ইতি। এতৎকুলপ্রিয়ং স্নানং কুর্ব্বন্তো যোগিনো মুদা। অতো বীরাঃ সত্ত্বযুক্তাঃ সর্ব্বসিদ্ধিযুতাঃ প্রিয়ে। কৃত্বা স্নানং মহাতীর্থে সিদ্ধাঃ স্যুরণিমাদিগাঃ॥ ইতি। এই সমুদায় মানস স্নান কিরূপে করিতে হইবে তাহা সাধকগণ স্ব স্ব গুরুর উপদেশ অনুসারে জ্ঞাত হইবেন। পরন্তু সকলেই যে মানসস্নানের অধিকারী এমত নহে। মানসস্নান দ্বারা যাঁহাদের মন পবিত্র হইবে ও সন্দিগ্ধভাব থাকিবে না, তাঁহারাই মানসস্নানের অধিকারী এবং মানসস্নান দ্বারা তাঁহাদেরই শরীর ও মন পবিত্র হইবে। প্রমাণ যথা গন্ধর্ব্বতন্ত্রে মানসং বৈ ভবেৎ স্নানং যঃ সদা শুদ্ধমানসঃ। স্পর্শলেপাদিকেনাপি নির্ব্বিকল্পঃ সদৈব হি॥ ইতি। এই গন্ধর্ব্বতন্ত্রে আর এক প্রকার মানসস্নান কথিত হইয়াছে যথা,—পূর্ব্বোক্ত ক্রমযোগেন প্রাণায়ামপরো বুধঃ। শক্তিং পরশিবেনৈব সঙ্গময্য বিধানতঃ। তদুদ্ভবামৃতে শশ্বৎ নিমজ্জ্য পুনরেব হি॥ ইতি।

বিধি আছে যে, যদি বৈদিক সন্ধ্যা করিতে অসমর্থ হয়েন, তাহা হইলে বৈদিক গায়ত্রী দশবার জপ মাত্র করিলেই বৈদিক সন্ধ্যা করিবার ফল প্রাপ্ত হইবেন। ফলতঃ মহানির্ব্বাণতন্ত্র গায়ত্রীতন্ত্র প্রভৃতিতে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে, এক্ষণে অর্থাৎ কলিযুগের প্রবলতা সময়ে বৈদিক সন্ধ্যা করণে কাহারও অধিকার নাই। বৈদিক গায়ত্রী জপ করিলেই বৈদিক সন্ধ্যা করণের সম্পূর্ণ ফল হইবে। সন্ধ্যার কাল অতীত হইলেও দশবার গায়ত্রী জপরূপ প্রায়শ্চিত্ত

স্বাহা ইতি ত্রিরাচম্য ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ ইতি মন্ত্রেণ ওষ্ঠাধরনাসিকানেত্রকর্ণাদিস্পর্শনাদিকং কুর্য্যাৎ (১৬)। ততঃ মূলমন্ত্রেণ গায়ত্র্যা বা

করিয়া সন্ধ্যা করিবেন। যদি বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়বিধ সন্ধ্যা যথাকালে না হয়, তাহা হইলে কেবল বৈদিক গায়ত্রী জপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উভয়বিধ পতিত সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবেন। স্ত্রীশূদ্র তান্ত্রিক গায়ত্রী জপ দ্বারাই প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। যাঁহারা বিস্তৃত ভাবে যথাযথ সন্ধ্যানুষ্ঠান করিতে অসমর্থ, তাঁহারা প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ইষ্টদেবতা ধ্যান পূর্ব্বক যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবেন। যথা গৌতমীয়ে, সংক্ষেপসন্ধ্যামথবা কুর্য্যান্মন্ত্রী হ্যশক্তিতঃ। সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে দেবং ধ্যাত্বা মনুং জপেৎ। মূলমন্ত্র জপের পূর্ব্বে দশবার গায়ত্রী জপ করিলে ভাল হয়। সন্ধ্যালোপে অষ্টোত্তর শত মূলমন্ত্র জপও তাহার প্রায়শ্চিত্ত। যথা মেরৌ- দৈবতো যদি লোপঃ স্যাৎ তদা মূলং শতং জপেৎ॥

বৈদিকে, সংক্রান্তি দ্বাদশী প্রভৃতিতে সন্ধ্যানুষ্ঠান নিষিদ্ধ। পরন্তু তন্ত্রোক্ত সন্ধ্যা উক্ত নিষিদ্ধ দিবসে বন্ধ হইবে না। যথা ব্রহ্মযামলে,—সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে। সায়ং সন্ধ্যাং প্রযত্নেন কুর্য্যান্মন্ত্রী সমাহিতঃ। বৃহন্নীলতন্ত্রে,—সন্ধ্যাং সায়ন্তনীং কুর্য্যাৎ দ্বাদশ্যাদিম্বপি প্রিয়ে। অকুর্ব্বন্ নিরয়ং যাতি যতো নিত্যাগমক্রিয়া॥ কোন কোন তন্ত্রে জননাশৌচে ও মরণাশৌচেও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ও পূজার বিধান আছে, এবং কোন কোন তন্ত্রে তাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার মীমাংসা এই যে, তাদৃশ ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি যদি এরূপ সংকল্প করিয়া থাকেন যে, কোন দিন লঙ্ঘন না করিয়া নিত্য সন্ধ্যাপূজাদির অনুষ্ঠান করিব, তাহা হইলে, তাঁহার পক্ষে উক্ত অশৌচ দিবসেও সন্ধ্যা বন্দনাদি বিধেয়। বিশেষ অধিকারী পক্ষেও তাহা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

(১৬)। আচমনবিধি। দক্ষিণ করতল উত্তান ও গোকর্ণাকৃতি করিবে, অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা মুক্ত রাখিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা সংহত ও উর্দ্ধমুখ রাখিতে হইবে। পরে ব্রাহ্মতীর্থে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমূলের নিকটে একটি মাষকলাই নিমগ্ন হয়

শিখাং বদ্ধা (১৭) পূজাপদ্ধতিক্রমেণ আসনশুদ্ধিং গুর্ব্বাদি-

এরূপ পরিমিত জল লইয়া যথোক্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে বিনা শব্দে পান করিতে হইবে। এইরূপ তত্ত্বমন্ত্রে তিনবার আচমন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জন পূর্ব্বক (হস্ত প্রক্ষালন করিয়া) অঙ্গুষ্ঠদ্বারা মুখস্পর্শ করিয়া হস্তপ্রক্ষালন পূর্ব্বক তর্জ্জনীদ্বারা নাসাদ্বয়, মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারা চক্ষুর্দ্বয়, অনামিকাদ্বারা শ্রোত্রদ্বয়, কনিষ্ঠাদ্বারা নাভি স্পর্শ করিয়া (হস্তপ্রক্ষালন পূর্ব্বক) অঙ্গুষ্ঠ ব্যতিরেকে অন্য অঙ্গুলি চতুষ্টয় দ্বারা বক্ষঃস্থল এবং সমুদায় অঙ্গুলিদ্বারা মস্তক ও বাহুযুগল স্পর্শ করিতে হইবে। এই সমুদায় স্পর্শাদি যথোক্ত মন্ত্রে করিতে হইবে। যথা বিশ্বসারতন্ত্রে,—মাষমাত্রপ্রমাণঞ্চ ত্রিঃ পিবেদম্বুবীক্ষিতং। অঙ্গুষ্ঠপৃষ্ঠেনোষ্ঠৌ চ দ্বিরুন্মৃজ্য যথাক্রমাৎ। অঙ্গুষ্ঠেন মুখং স্পৃশ্য হস্তৌ চ ক্ষালয়েত্ততঃ। তর্জ্জনী দ্বে নসী প্রোক্তা মধ্যাঙ্গুলীক্ষণঃ তথা। অনামিকা শ্রোত্রদ্বয়ং কনিষ্ঠা নাভি সংস্পৃশেৎ। অঙ্গুষ্ঠহীনৈশ্চতুর্ভির্ব্বক্ষসং পরিকীর্ত্তিতং। পঞ্চাঙ্গুলীভির্মূর্দ্ধানং তথা হি বাহুযুগ্মকং। বিন্যসেদ্বিধিদৃষ্টেন সর্ব্বপাপবিশুদ্ধয়ে॥ ইতি। পরে বামহস্তস্থিত কুশির অবশিষ্ট জল কিয়দংশ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া তদ্দ্বারা দুই হস্ত ধৌত করিবেন। যিনি এই সমুদায় মুদ্রায় অসমর্থ হইবেন, তিনি কেবল তত্ত্বমুদ্রায় যথোক্ত স্থান সমুদায় স্পর্শ করিবেন। স্বাহা ও প্রণব উচ্চারণ বিষয়ে অনভিষিক্ত স্ত্রীশূদ্রের অধিকার নাই। অতএব এস্থলে তাঁহারা প্রণবস্থলে ওঁ বা হ্রীঁ ও স্বাহা স্থলে নমঃ উচ্চারণ করিবেন। যথা, ওঁ আত্মতত্ত্বায় নমঃ ইত্যাদি। এই অনভিষিক্ত স্ত্রীশূদ্র মায়াবীজ (হ্রীঁ) অথবা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অথবা মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতিরেকেই ওষ্ঠ নাসিকা চক্ষু প্রভৃতি স্পর্শ করিবেন। যাঁহারা অভিষিক্ত, তাঁহারা অবাধে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমস্ত মন্ত্রই উচ্চারণ করিতে পারিবেন। সময়াতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—আচমন বা পূজার নিমিত্ত যে জল ব্যবহৃত হইবে, তাহা যেন বুদ্বুদ রহিত হয়, অর্থাৎ ফেনা না থাকে। এবং ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা প্রভৃতির আদিতে প্রণবের পরিবর্ত্তে উক্ত মন্ত্রত্রয়ের আদিতেই মূলমন্ত্র দিতে হইবে।

(১৭)—পূর্ব্বে শিখা বন্ধন না করিয়া থাকিলে দ্বিজ মূলমন্ত্র বা গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক শিখা বন্ধন করিবেন। স্মৃতিতে স্ত্রীলোক ও শূদ্রের পক্ষে শিখা বন্ধন

প্রাণামঙ্কং কৃত্বা প্রণায়াম্য করাঙ্গন্যাসৌ চ বিধায় ক্রোঁ। গঙ্গে চ ইত্যাদিনা জলে তীর্থমাবাহ্য কুশেন (যথাবিধি স্বর্ণাঙ্গুরীয়-রজতাঙ্গুরীয়-যুক্তদক্ষহস্ত-তত্ত্বমুদ্রয়া) মূলমুচ্চরন্ ভূমৌ ত্রিবারং জলং নিঃক্ষিপ্য মূলেনৈব সপ্তধা মূর্দ্ধানমভিষিঞ্চেৎ। ততো বামহস্ত-তলে জলং নিধায় দক্ষিণহস্তেন তজ্জলমাচ্ছাদ্য হং যং বং লং রং ইতি মন্ত্রেণ ত্রিবারমভিমন্ত্র্য মূলমুচ্চরন্ অঙ্গুলীবিবর-গলিতোদক-বিন্দুভিঃ দক্ষহস্ত-তত্ত্বমুদ্রয়া মূর্দ্ধনি সপ্তধা অভ্যুক্ষণং কৃত্বা শেষজলং দক্ষিণহস্তে সমাদায় তেজোরূপং বিভাব্য বং ইতি ইড়য়া (বামনসা) আকৃষ্য তদ্দ্বারা দেহান্তর্গত-সমস্তপাপং প্রক্ষালিতং বিভাব্য পিঙ্গলয়া (দক্ষিণনাসিকয়া) বিরেচ্য তজ্জলং পাপরূপং কৃষ্ণবর্ণং বিচিন্ত্য পুরঃকল্পিত-বজ্রশিলায়াং ফট্ ইতি মন্ত্রেণ নিঃক্ষিপেৎ। ইতি অঘমর্ষণং। অথ হস্তৌ প্রক্ষাল্য পূর্ব্ববৎ আচম্য (বামহস্ত-তত্ত্বমুদ্রোপরি দক্ষিণহস্তকৃত-জলনিঃক্ষেপেণ) তর্পণং কুর্য্যাৎ যথা,—ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ পিতৄংস্তর্পয়ামি নমঃ (১৮)। (পাদুকাং বা ঐং বীজং বা উচ্চার্য্য) সশক্তিকগুরু-(শ্রীঅমুকানন্দনাথ-শ্রীঅমুকীদেব্যম্বা) শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। এবং পরমগুরুং পরাপরগুরুং

মন্ত্র যথা,—'ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ। বিষ্ণোর্নামসহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহম্ ॥'

(১৮) জীবৎপিতৃকের তন্ত্রোক্ত পিতৃতর্পণে দোষ নাই; পরন্তু কর্ত্তব্য। যথা—মহাকালমোহিনী তন্ত্রে,—মৃতে পিতরি কর্ত্তব্যং বৈদিকং তর্পণং প্রিয়ে। তন্ত্রোক্তং তর্পণং কার্য্যং জীবে পিতরি নিত্যশঃ॥ জীবিত গুরু তর্পণবৎ এ ব্যবস্থায় আর সংশয় কি?

যাঁহারা অনভিষিক্ত, তাঁহারা নিজগুরুর উপদেশ মত মুদ্রায় তর্পণ করিবেন। অথবা একৈকাঞ্জলি জল প্রক্ষেপে তর্পণ করেন। মেরুতন্ত্রে আছে,—'বামকৈঃ কারণেন তু।'

পরমেষ্ঠিগুরুমপি তর্পয়েৎ। অথবা সশক্তিকগুরু-সশক্তিক পরম-গুরু-সশক্তিক-পরাপরগুরু-সশক্তিক-পরমেষ্ঠী-গুরু-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ ইতি তর্পয়েৎ। (পুনঃ পাদুকাং ঐং বীজং বা সমুচ্চার্য্য) দিব্যৌঘগুরু-সিদ্ধৌঘগুরু-মানবৌঘগুরু-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরি-বারায়াঃ সবাহিনায়াঃ অমুক (ভৈরব) সহিতায়াঃ (১৯) শ্রীঅমুকী দেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা (২০)। অথ দূর্ব্বাক্ষতরক্তকুসু-

---

(১৯) দক্ষিণাকালীর ভৈরব মহাকাল, তারার ভৈরব সদ্যোজাত মহা-কাল, ত্রিপুরার ভৈরব কামেশ্বর (পঞ্চবক্ত্র শিব), জগদ্ধাত্রী দুর্গার ভৈরব নীলকণ্ঠ শিব বা নারদ, অন্নপূর্ণার ভৈরব দশবক্ত্র শিব, ভুবনেশ্বরীর ভৈরব ত্র্যম্বক শিব, ছিন্নমস্তার ভৈরব কালরুদ্র (কবন্ধ শিব), মহালক্ষ্মীর ভৈরব বিষ্ণু। ইত্যাদি।

(২০) পুং দেবতা তর্পণে '(বীজ) সাঙ্গং সাবরণং সায়ুধং সপরিবারং (অমুকীদেবীসহিতং) শ্রীঅমুকং দেবং তর্পয়ামি নমঃ'। এইরূপে তর্পণ করিতে হইবে। 'অমুকীদেবী' স্থলে যে দেবতার তর্পণ হইতেছে, তাঁহারই দেবীর নাম করিতে হইবে। যথা,—রাধিকাদেবী-সহিতং শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ। শ্রীসীতা-দেবী-সহিতং শ্রীরামচন্দ্রং দেবং তর্পয়ামি নমঃ। ইত্যাদি। বৈষ্ণবপক্ষে মূলদেবতার তর্পণের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কয়েকটি তর্পণ বিধেয়—ওঁ নারদং তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ পর্ব্বতং তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ জিষ্ণুং তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ নিশঠং তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ দারুকং তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ বিশ্বক্সেনং তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ সৈনেয়ং তর্পয়ামি নমঃ।

তারারহস্যে কেবলমাত্র মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাতেই তর্পণের বিধান আছে, এবং তন্ত্রসারে সায়ং-সন্ধ্যাতে তর্পণ নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পরন্তু তাঁহারা উক্তমতের পোষক যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। আমরাও কোথাও সেই-রূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই। প্রত্যুত মহাকালমোহিনী তন্ত্রে আছে,—ত্রিসন্ধ্যং তর্পণং কার্য্যং দেবাদীনাং জগৎপ্রিয়ে॥ ইত্যাদি। অগস্ত্যসংহিতা, বৃহন্নীল তন্ত্র,

মাদিনা তদভাবে কেবলেন জলেন বা অর্ঘ্যং দদ্যাৎ যথা—হ্রীঁ হংসঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় এষঃ অর্ঘঃ শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা (২১)। ইষ্টদেবতা-গায়ত্রীমুচ্চার্য্য (২২) ওঁ উদ্যদা-

---

কালীকুলামৃত তন্ত্র, মেরুতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রে এইরূপ ত্রিসন্ধ্যা তর্পণের অনুকূল বিধিই দৃষ্ট হয়; অন্যান্য সংগ্রহকারেরও এইরূপ মত। অতএব এ ক্ষেত্রে আমরা তারারহস্যকার ও তন্ত্রসারকারের অমূলক বচনে নির্ভর করিতে সাহসী হইলাম না।

বৃহন্নীলতন্ত্রে, 'পিতরস্তৃপ্যন্তু' এই মন্ত্রে পিতৃতর্পণ বিধি দৃষ্ট হয়। শ্যামারহস্য, শক্তানন্দ তরঙ্গিণী, গন্ধর্ব্বতন্ত্র প্রভৃতিতে উল্লিখিত তর্পণ মন্ত্র যথা—অমুকঋষিস্তৃপ্যতাং, অমুকঋষি শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। অমুকী দেবী তৃপ্যতাং, (বীজ) অমুকীং দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা। অথবা,—গুরবস্তৃপ্যন্তাং, (পাদুকা) গুরূংস্তর্পয়ামি নমঃ। পিতরস্তৃপ্যন্তাং পিতৃংস্তর্পয়ামি নমঃ। এইরূপ সর্ব্বত্র প্রথমে প্রথমান্ত নাম পরে 'তৃপ্যতাং' (বহুবচন হইলে) 'তৃপ্যন্তাং' তৎপরে 'বীজ' এবং দ্বিতীয়ান্ত নামোল্লেখের পর 'তর্পয়ামি নমঃ' কিম্বা 'স্বাহা'। পুং দেবতায় 'নমঃ' এবং স্ত্রীদেবতায় 'স্বাহা' পদ প্রযুজ্য। অনভিষিক্ত স্ত্রীশূদ্র সর্ব্বত্র স্বাহা স্থলে নমঃ উচ্চারণ ও প্রণব স্থলে দীর্ঘ প্রণব ঔং বা হ্রীঁ উচ্চারণ করিবেন।

(২১) অনভিষিক্ত স্ত্রীশূদ্রের পক্ষে, হ্রাং হ্রীঁ সঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় এষঃ অর্ঘঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ত্রিপুরাবিষয়ে সূর্য্যার্ঘ্য মন্ত্র যথা—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রাঁ হ্রীঁ সঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় গ্রহরাশিনক্ষত্রতিথিযোগকরণপরিবারসহিতায় এষঃ অর্ঘঃ শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা। অথবা ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে, ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য এষ অর্ঘঃ শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা, এই মন্ত্রে সর্ব্বত্রই সূর্য্যার্ঘ্য দিতে পারেন।

(২২) দক্ষিণাকালীর গায়ত্রী, কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ। তারার গায়ত্রী; তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ, ইত্যাদি। ত্রিপুরার, ঐঁ ত্রিপুরায়ৈ বিদ্মহে ক্লীঁ কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি সৌস্তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ॥ জগদ্ধাত্রী

দিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ এষঃ অর্ঘঃ শ্রীঅমুক-দেবতায়ৈ স্বাহা। ইতি দূর্ব্বাক্ষতবিল্বপত্রজবাপুষ্পাদিনা তদভাবে কেবলজলেন বা অর্ঘ্যং দদ্যাৎ। মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যায়ান্তু—মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিন্যৈ ইত্যাদি, সায়ংসন্ধ্যায়ান্তু—সায়াহ্ন-সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিন্যৈ ইত্যাদি মন্ত্রং পঠিত্বা অর্ঘ্যং দদ্যাৎ।

দুর্গার গায়ত্রী;—মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। অন্নপূর্ণার গায়ত্রী,—ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ॥ ভুবনেশ্বরীর গায়ত্রী,—নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভুবনেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥ ছিন্নমস্তার গায়ত্রী,—বৈরোচন্যৈ বিদ্মহে ছিন্নমস্তায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥ মহালক্ষ্মীর গায়ত্রী,—মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ॥ তারা-রহস্য প্রভৃতি তন্ত্রসংগ্রহকারকগণ প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, তারা উপাসকগণ উপরি উক্ত তারার সাধারণ গায়ত্রী জপ করিয়া তারাভেদ অনুসারে নিজ ইষ্টমূর্ত্তির বিশেষ গায়ত্রীও জপ করিবেন। একজটার বিশেষ গায়ত্রী যথা—হুঁ ভগবত্যেকজটে বিদ্মহে ঘোরদংষ্ট্রে ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ॥ উগ্রতারার বিশেষ গায়ত্রী,—স্ত্রীঁ উগ্রতারে বিদ্মহে শ্মশানবাসিনি ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ॥ নীলসরস্বতী ও মহানীলসর-স্বতীর বিশেষ গায়ত্রী,—ওঁ নীলসরস্বতী ধীমহি সারদায়ৈ বিদ্মহে তন্নঃ শিবে প্রচোদয়াৎ॥ নীলার বিশেষ গায়ত্রী,—তারায়ৈ বিদ্মহে মোক্ষদায়ৈ ধীমহি তন্নো নীলে প্রচোদয়াৎ॥ কামতারার বিশেষ গায়ত্রী,—কামাখ্যায়ৈ বিদ্মহে কুলকৌলিন্যৈ ধীমহি তন্নঃ শ্যামে প্রচোদয়াৎ॥ মহোগ্রতারার বিশেষ গায়ত্রী,—উগ্রতারে ধীমহি সিদ্ধিসারে বিদ্মহে তন্নো নীলে প্রচোদয়াৎ॥ প্রণবাদি পঞ্চ-রশ্মি নীলসরস্বতীর গায়ত্রী,—ওঁ নীলসরস্বত্যৈ ধীমহি শ্রীতারায়ৈ বিদ্মহে তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। মেরুতন্ত্রোক্ত ভুবনেশ্বরীর গায়ত্রী,—হ্রীঁ ভুবনেশ্বর্য্যৈ বিদ্মহে আম্বায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। ত্বরিতার গায়ত্রী,—ত্বরি-তায়ৈ বিদ্মহে মহানিত্যায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥ দশভুজা দুর্গার গায়ত্রী,—ওঁ কাত্যায়ন্যৈ বিদ্মহে ভগবত্যৈ (কন্যাকুমারী) ধীমহি তন্নো দুর্গা

অথ গায়ত্রীধ্যানানন্তরং গায়ত্রীং জপেৎ। গায়ত্রীধ্যানং যথা প্রাতঃকালে, ওঁ উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ। কৃষ্ণাজিনাম্বরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে॥ মধ্যাহ্নে যথা, ওঁ শ্যামবর্ণাং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাং। গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াং॥ সায়াহ্নে যথা—ওঁ সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌যতিঃ। শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং॥ ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং।

প্রচোদয়াৎ॥ অন্যচ্চ,—চণ্ডিকায়ৈ বিদ্মহে ভগবত্যৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ॥ জয়দুর্গার গায়ত্রী,—নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥ মহিষমর্দ্দিনীর গায়ত্রী,—মহিষমর্দ্দিন্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ" সরস্বতীর গায়ত্রী,—বাগ্দেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। যে সকল শক্তিদেবতার বিশেষ গায়ত্রী দৃষ্ট হয় না, তাঁহাদের সাধারণ গায়ত্রী যথা,—সর্ব্ব-সম্মোহিন্যৈ বিদ্মহে বিশ্বজনন্যৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ॥

বিষ্ণুর গায়ত্রী,—ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে স্মরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। নারায়ণের গায়ত্রী,—নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। গোপালের গায়ত্রী,—কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। প্রকারান্তর,—ওঁ দামোদরায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ। রামচন্দ্রের গায়ত্রী,—দাশরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ। শিবের গায়ত্রী,—তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। মেরুতন্ত্রোক্ত,—তন্মহেশায় বিদ্মহে বাগ্বিশুদ্ধায় ধীমহি তন্নঃ শিবঃ প্রচোদয়াৎ। গণেশের গায়ত্রী,—তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ॥ সূর্য্যের গায়ত্রী,—আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ॥ প্রকারান্তর,—সপ্ততুরগায় বিদ্মহে সহস্র-কিরণায় ধীমহি তন্নো রবিঃ প্রচোদয়াৎ॥ নৃসিংহের গায়ত্রী,—বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি তন্নো নারসিংহঃ প্রচোদয়াৎ॥ হয়গ্রীবের গায়ত্রী,—বাগীশ্বরায় বিদ্মহে হয়গ্রীবায় ধীমহি তন্নো হংসঃ প্রচো-

বিভ্রতীং করপদ্মৈশ্চ বৃদ্ধাং গলিতযৌবনাং। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ॥ ইতি ধ্যাত্বা যথাশক্তি গায়ত্রীং জপেৎ, গুহ্যাতীত্যাদিনা সমর্পয়েচ্চ। অথ প্রাণায়ামং ঋষ্যাদিন্যাসং ষড়ঙ্গন্যাসঞ্চ কৃত্বা যথাশক্তি মূলমন্ত্রং জপেৎ। ততঃ ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥ ইতি গোযোনিমুদ্রয়া জপং সমর্প্য, 'ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥' ইতি প্রণমেৎ। এবং ক্রমেণ যথাযথ ত্রৈকালিকীসন্ধ্যাকরণে অশক্তশ্চেৎ তদা, প্রাতঃ মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে চ হৃদি দেবতাং ধ্যাত্বা গায়ত্রীজপ-পুরঃসরং স্বেষ্টমন্ত্র-জপরূপ সংক্ষেপসন্ধ্যাং কুর্য্যাদিতি সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ(২৩)॥

দয়াৎ॥ গরুড়ের গায়ত্রী,—গরুড়ায় বিদ্মহে সুবর্ণবর্ণায় ধীমহি তন্নো গরুড়ঃ প্রচোদয়াৎ॥ দক্ষিণামূর্ত্তির গায়ত্রী,—দক্ষিণামূর্ত্তয়ে বিদ্মহে ধ্যানস্থায় ধীমহি তন্নোঽধীশঃ প্রচোদয়াৎ॥ কামদেবের গায়ত্রী,—কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ॥ হনুমানের গায়ত্রী,—হঁ হনুমতে বিদ্মহে আঞ্জনেয়ায় ধীমহি তন্নো বীরঃ প্রচোদয়াৎ॥ ব্রহ্মগায়ত্রী,—ওঁ পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ। গুরুগায়ত্রী,—গুরুমুখেই প্রাপ্তব্য।

(২৩) শ্রীমদেকজটার সন্ধ্যায় বিশেষ এই যে অঘমর্ষণ কালে বাম হস্ততলে জল লইয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক হং যং লং বং এই মন্ত্রে বারত্রয় অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে। তর্পণকালে ও নামোল্লেখে বিশেষ এই যে, কেবল দেবীর তর্পণে—'(মূল) দেবীং তারাং শ্রীমদেকজটাং তর্পয়ামি স্বাহা'। অথবা সাবরণাদি তর্পণে—"(মূল) সাঙ্গাং সাবরণাং সায়ুধাং সপরিবারাং সবাহনাং সদ্যোজাত মহাকালভৈরবসহিতাং দেবীং তারাং শ্রীমদেকজটাং তর্পয়ামি স্বাহা" হইবে। অর্ঘ্যদানে, 'দেব্যৈ তারায়ৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ স্বাহা' বলিয়া সমর্পণ হইবে। তর্পণে, অর্ঘ্যদানে বা অন্যান্য যে কোন উপচারদানে প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহার পর—'শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্

স্বাহা' বলিয়া তদন্তে যথাযথ সমর্পণমন্ত্র বলিতে হইবে। নীলসরস্বতী, উগ্রতারা প্রভৃতি তারাভেদেও অবিকল উক্ত মন্ত্র বলিতে হইবে। ভৈরবের বা আবরণ-দেবতারও ঐরূপ ; কিন্তু 'শ্রীমদেকজটে' না বলিয়া সম্বোধনান্ত তাঁহাদের নামই উল্লেখ করিতে হইবে। একজটা বিষয়ে গায়ত্রীধ্যান যথা প্রাতঃকালে—ওঁ প্রাতরাধারকমলে হুতভুঙ্মণ্ডলোপরি। বাগ্বীজরূপাং বিশ্বাং তাং বিদ্যুৎপটলভাস্বরাম্ পুষ্পবাণেক্ষুকোদণ্ডপাশাঙ্কুশলসৎকরাম্। স্বেচ্ছাগৃহীতবপুষীং গুরুবিদ্যাকরাত্মিকাম্॥ মধ্যাহ্নে যথা,—মধ্যাহ্নে হৃদয়াম্ভোজকর্ণিকে সূর্য্যমণ্ডলে কামবীজাত্মিকাং দেবীং অলক্তকরসারুণাম্॥ প্রসূনবাণপুণ্ড্রেক্ষু-চাপপাশাঙ্কুশান্বিতাম্। পরিতঃ স্বাত্মমুখ্যাভিঃ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বসেবিতাম্॥ সায়াহ্নে,—সায়মাজ্ঞা সরোজস্থে চন্দ্রে চন্দ্রসমদ্যুতিং। শক্তিবীজাত্মিকাং চাপবাণপাশাঙ্কুশান্বিতাম্। চিন্তয়িত্বা ভগবতীং নিত্যাভিঃ পরিবারিতাম্। যুগনিত্যাক্ষরাকারাং ঘাণ্টিকাবরণান্বিতাম্ (ঘণ্টিকাবরসন্নিভাম্)॥

উগ্রতারাবিষয়ে নামোল্লেখ যথা তর্পণে,—শ্রীমদুগ্রতারাং দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা।' আবরণাদিসমেত তর্পণে অন্যান্য অংশ একজটার ন্যায় হইবে। অর্ঘ্যে,—শ্রীমদুগ্রতারায়ৈ দেব্যৈ স্বাহা। মূলে উক্ত সাধারণ গায়ত্রীধ্যানই উগ্রতারার গায়ত্রীধ্যান। যথা, "সর্ব্বসাধারণঞ্চাত্র ধ্যানং সর্ব্বজয়াবহম্।" পরন্তু এই সাধারণ গায়ত্রীধ্যানে তারারহস্যে পাঠান্তর আছে, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক।

নীলসরস্বতীর সন্ধ্যায় বিশেষ এই যে, জল শোধনের পূর্ব্বে প্রথমে মূলমন্ত্র পাঠে জল সংশোধন করিয়া সূর্য্যাভিমুখে পাঁচবার মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে ইষ্টদেবতার উদ্দেশে পাঁচবার জলাঞ্জলি দিয়া 'ওঁ হ্রীঁ স্বাহা' এই মন্ত্রে তিনবার আচমন করিবে। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে হইবে যে, ওঁ শ্মশানালয়মধ্যস্থাং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনীং। মহামেঘপ্রভাং দেবীং নীলপদ্মে বিরাজিতাম্। সর্ব্বাভরণশোভাঢ্যাং লোচনং হরনেত্রতঃ॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জলে ষট্‌কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তীর্থ আবাহন করিবে। (অন্যৎ সর্ব্বত্রও এই স্থলে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করার বিধি আছে)। ইহার পরে আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে আচমন করিবে। অঘমর্ষণ একজটার ন্যায়। তর্পণে নামোল্লেখ যথা, "(মূল) দেবীং তারাং শ্রীমন্নীলসরস্বতীং তর্পয়ামি স্বাহা।" আবরণাদি সমেত তর্পণে, "(মূল, শ্রীমদেকজটে…

ইত্যাদি) সাঙ্গাং সাবরণাং সায়ুধাং সপরিবারাং সবাহনাং সদ্যোজাত মহাকালভৈরব-সহিতাং দেবীং তারাং শ্রীমন্নীলসরস্বতীং তর্পয়ামি স্বাহা!" অর্ঘ্যে নামোল্লেখ,-"দেব্যৈ তারায়ৈ শ্রীমন্নীলসরস্বত্যৈ স্বাহা" বলিয়া সমর্পণ করিতে হইবে। ইঁহার গায়ত্রীধ্যান যথা প্রাতঃকালে—ওঁ সূর্য্যমণ্ডলসংলগ্নাং মুক্তাহারবিশোভিতাম্। দ্বিনেত্রাং দ্বিভুজাং দেবীং চতুর্ব্বক্ত্রাং সরোজজাম্॥" মধ্যাহ্নে,—মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ চতুর্হস্তাঞ্চ বৈষ্ণবীং। মুক্তামাণিক্যযুক্তাভির্নানাহারাদিশোভিতাম্। মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদাং দেবীং গায়ত্রীং সাধকাগ্রণীঃ॥ সায়াহ্নে—সায়াহ্নে সূর্য্যসংস্থাঞ্চ পঞ্চবক্ত্রাং ত্রিলোচনাং। মাহেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং জগজ্জঙ্গমপালিকাম্।

শ্রীমদেকজটা বিষয়ে যে গায়ত্রী ধ্যান লিখিত হইয়াছে। ত্রিপুরাসুন্দরী বিষয়েও উক্ত গায়ত্রী ধ্যান করিতে হইবে। ইহা তারাসারসম্মত॥

বৈষ্ণবের বিশেষ এই যে, তাঁহারা 'ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ বিষ্ণুঃ' এই মন্ত্রত্রয়ে আচমনে জলপান করিবেন। "আত্মতত্ত্বায় স্বাহা" প্রভৃতি মন্ত্রে আচমন করিলেও সিদ্ধ হইবে। অন্যান্য সমুদায় মূলানুযায়ী যথাযথ হইবে। পরন্তু প্রণামে বা তর্পণে গুরুচতুষ্টয়ের স্থলে গুরুপঞ্চকের প্রণাম ও তর্পণ হইবে ! কারণ, 'বৈষ্ণবে গুরুপঞ্চকম্।' অর্থাৎ, পরমেষ্ঠী গুরুর পর 'পরাৎপর গুরুর প্রণাম ও তর্পণ করিতে হইবে। তর্পণে আর যাহা বিশেষ আছে তাহা ২৩ পৃষ্ঠায় (২০) টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামচন্দ্রের বিষয়েও ঐরূপ গুরুপঞ্চক। 'এতদ্ব্যতিরেকে আরও বিশেষ এই যে, তীর্থ আবাহনাদির পর অঘমর্ষণে, দক্ষিণহস্ততলে জল লইয়া তাহাতে "ওঁ নমো ভগবতে রঘুনন্দনায় রক্ষোঘ্নবিশদায় মধুরপ্রসন্নবদনায় অমিততেজসে বলায় রামায় বিষ্ণবে নমঃ" এই মালামন্ত্রে একবার অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জল বাম হস্ততলে লইবে। অনন্তর অঙ্গুলীবিবর নিঃসৃত জল দক্ষিণহস্ত তত্ত্ব-মুদ্রায় উক্ত মালামন্ত্র পাঠ করিতে করিতে মস্তকে সিঞ্চন করিতে হইবে। পরে অবশিষ্ট জল "হুঁ জানকীবল্লভায় স্বাহা" এই দশাক্ষর মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া পুনর্দক্ষিণ হস্ততলে গ্রহণ করিয়া তেজোরূপ সেই জল "বং" এই মন্ত্রে ঈড়া (বাম নাসিকা) দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দেহান্তর্গত সমস্ত পাপ বিধৌত হইতেছে এইরূপ চিন্তা সহকারে পাপপুরুষ সহ সেই জল দক্ষিণ নাসাপথে নিঃসৃত করিয়া তাহা কৃষ্ণবর্ণ বিবেচনায় সম্মুখে বা দক্ষিণে কল্পিত বজ্রশিলার

স্বাহা' বলিয়া তদন্তে যথাযথ সমর্পণমন্ত্র বলিতে হইবে। নীলসরস্বতী, উগ্রতারা প্রভৃতি তারাভেদেও অবিকল উক্ত মন্ত্র বলিতে হইবে। ভৈরবের বা আবরণ-দেবতারও ঐরূপ ; কিন্তু 'শ্রীমদেকজটে' না বলিয়া সম্বোধনান্ত তাঁহাদের নামই উল্লেখ করিতে হইবে। একজটা বিষয়ে গায়ত্রীধ্যান যথা প্রাতঃকালে—ওঁ প্রাতরাধারকমলে হুতভুঙ্মণ্ডলোপরি। বাগ্বীজরূপাং বিম্বাং তাং বিদ্যুৎপটলভাস্বরাম্ পুষ্পবাণেক্ষুকোদণ্ডপাশাঙ্কুশলসৎকরাম্। স্বেচ্ছাগৃহীতবপুষীং গুরুবিদ্যাকরাত্মিকাম্॥ মধ্যাহ্নে যথা,—মধ্যাহ্নে হৃদয়াম্ভোজকর্ণিকে সূর্য্যমণ্ডলে কামবীজাত্মিকাং দেবীং অলক্তকরসারুণাম্॥ প্রসূনবাণপুণ্ড্রেক্ষু-চাপপাশাঙ্কুশান্বিতাম্। পরিতঃ স্বাত্মমুখ্যাভিঃ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বসেবিতাম্॥ সায়াহ্নে,—সায়মাজ্ঞা সরোজস্থে চন্দ্রে চন্দ্রসমদ্যুতিং। শক্তিবীজাত্মিকাং চাপবাণপাশাঙ্কুশান্বিতাম্। চিন্তয়িত্বা ভগবতীং নিত্যাভিঃ পরিবারিতাম্। যুগনিত্যাক্ষরাকারাং ঘাটিকাবরণান্বিতাম্ (ঘটিকাবরসন্নিভাম্)॥

উগ্রতারাবিষয়ে নামোল্লেখ যথা তর্পণে,—শ্রীমদুগ্রতারাং দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা।' আবরণাদিসমেত তর্পণে অন্যান্য অংশ একজটার ন্যায় হইবে। অর্ঘ্যে,—শ্রীমদুগ্রতারায়ৈ দেব্যৈ স্বাহা। মূলে উক্ত সাধারণ গায়ত্রীধ্যানই উগ্রতারার গায়ত্রীধ্যান। যথা, "সর্ব্বসাধারণঞ্চাত্র ধ্যানং সর্ব্বজয়াবহম্।" পরন্তু এই সাধারণ গায়ত্রীধ্যানে তারারহস্যে পাঠান্তর আছে, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক।

নীলসরস্বতীর সন্ধ্যায় বিশেষ এই যে, জল শোধনের পূর্ব্বে প্রথমে মূলমন্ত্র পাঠে জল সংশোধন করিয়া সূর্য্যাভিমুখে পাঁচবার মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে ইষ্টদেবতার উদ্দেশে পাঁচবার জলাঞ্জলি দিয়া 'ওঁ হ্রীঁ স্বাহা' এই মন্ত্রে তিনবার আচমন করিবে। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে হইবে যে, ওঁ শ্মশানালয়মধ্যস্থাং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনীং। মহামেঘপ্রভাং দেবীং নীলপদ্মে বিরাজিতাম্। সর্ব্বাভরণশোভাঢ্যাং লোচনং হরনেত্রতঃ॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জলে ষট্‌কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তীর্থ আবাহন করিবে। (অন্যৎ সর্ব্বত্রও এই স্থলে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করার বিধি আছে)। ইহার পরে আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে আচমন করিবে। অঘমর্ষণ একজটার ন্যায়। তর্পণে নামোল্লেখ যথা, "(মূল) দেবীং তারাং শ্রীমন্নীলসরস্বতীং তর্পয়ামি স্বাহা।" আবরণাদি সমেত তর্পণে, "(মূল, শ্রীমদেকজটে…

ইত্যাদি) সাঙ্গাং সাবরণাং সায়ুধাং সপরিবারাং সবাহনাং সদ্যোজাত মহাকালভৈরব-সহিতাং দেবীং তারাং শ্রীমন্নীলসরস্বতীং তর্পয়ামি স্বাহা!" অর্ঘ্যে নামোল্লেখ,-"দেব্যৈ তারায়ৈ শ্রীমন্নীলসরস্বত্যৈ স্বাহা" বলিয়া সমর্পণ করিতে হইবে। ইঁহার গায়ত্রীধ্যান যথা প্রাতঃকালে—ওঁ সূর্য্যমণ্ডলসংলগ্নাং মুক্তাহারবিশোভিতাম্। দ্বিনেত্রাং দ্বিভুজাং দেবীং চতুর্ব্বক্ত্রাং সরোজজাম্॥" মধ্যাহ্নে,—মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ চতুর্হস্তাঞ্চ বৈষ্ণবীং। মুক্তামাণিক্যযুক্তাভির্নানাহারাদিশোভিতাম্। মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদাং দেবীং গায়ত্রীং সাধকাগ্রণীঃ॥ সায়াহ্নে—সায়াহ্নে সূর্য্যসংস্থাঞ্চ পঞ্চবক্ত্রাং ত্রিলোচনাং। মাহেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং জগজ্জঙ্গমপালিকাম্।

শ্রীমদেকজটা বিষয়ে যে গায়ত্রী ধ্যান লিখিত হইয়াছে। ত্রিপুরাসুন্দরী বিষয়েও উক্ত গায়ত্রী ধ্যান করিতে হইবে। ইহা তারাসার সম্মত॥

বৈষ্ণবের বিশেষ এই যে, তাঁহারা 'ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ বিষ্ণুঃ' এই মন্ত্রত্রয়ে আচমনে জলপান করিবেন। "আত্মতত্ত্বায় স্বাহা" প্রভৃতি মন্ত্রে আচমন করিলেও সিদ্ধ হইবে। অন্যান্য সমুদায় মূলানুযায়ী যথাযথ হইবে। পরন্তু প্রণামে বা তর্পণে গুরুচতুষ্টয়ের স্থলে গুরুপঞ্চকের প্রণাম ও তর্পণ হইবে! কারণ, 'বৈষ্ণবে গুরুপঞ্চকম্।' অর্থাৎ, পরমেষ্ঠী গুরুর পর পরাৎপর গুরুর প্রণাম ও তর্পণ করিতে হইবে। তর্পণে আর যাহা বিশেষ আছে তাহা ২৩ পৃষ্ঠায় (২০) টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামচন্দ্রের বিষয়েও ঐরূপ গুরুপঞ্চক। এতদ্ব্যতিরেকে আরও বিশেষ এই যে, তীর্থ আবাহনাদির পর অঘমর্ষণে, দক্ষিণহস্ততলে জল লইয়া তাহাতে "ওঁ নমো ভগবতে রঘুনন্দনায় রক্ষোঘ্নবিশদায় মধুরপ্রসন্নবদনায় অমিততেজসে বলায় রামায় বিষ্ণবে নমঃ" এই মালামন্ত্রে একবার অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জল বাম হস্ততলে লইবে। অনন্তর অঙ্গুলীবিবর নিঃসৃত জল দক্ষিণহস্ত তত্ত্ব-মুদ্রায় উক্ত মালামন্ত্র পাঠ করিতে করিতে মস্তকে সিঞ্চন করিতে হইবে। পরে অবশিষ্ট জল "হুঁ জানকীবল্লভায় স্বাহা" এই দশাক্ষর মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া পুনর্দক্ষিণ হস্ততলে গ্রহণ করিয়া তেজোরূপ সেই জল "বং" এই মন্ত্রে ঈড়া (বাম নাসিকা,) দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দেহান্তর্গত সমস্ত পাপ বিধৌত হইতেছে এইরূপ চিন্তা সহকারে পাপপুরুষ সহ সেই জল দক্ষিণ নাসাপথে নিঃসৃত করিয়া তাহা কৃষ্ণবর্ণ বিবেচনায় সম্মুখে বা দক্ষিণে কল্পিত বজ্রশিলায়

উপরি "ফট্" এই মন্ত্রে নিঃক্ষেপ করিয়া আপনাকে নিষ্পাপ চিন্তা করিতে হইবে।

ইঁহার তর্পণবিধি। যথা—"(বীজ) শ্রীরামচন্দ্রং তর্পয়ামি নমঃ"। এইরূপে চল্লিশ বার রামচন্দ্রের তর্পণ করিয়া, "পীঠদেবতাস্তর্পয়ামি নমঃ" এই মন্ত্রে তাঁহার পীঠদেবতার তর্পণ করিতে হইবে। পুনরায় রামচন্দ্রের চল্লিশ বার তর্পণান্তে "(বীজ) সীতাদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা"। পুনরায় রামচন্দ্রের চল্লিশ বার তর্পণান্তে "(বীজ) লক্ষ্মণং তর্পয়ামি নমঃ"। পুনরায় রামচন্দ্রের চল্লিশ বার তর্পণান্তে "(বীজ) ভরতং তর্পয়ামি নমঃ"। পুনরায় রামচন্দ্রের চল্লিশ বার তর্পণান্তে "(বীজ) শত্রুঘ্নং তর্পয়ামি নমঃ"। পুনরায় রামচন্দ্রের চল্লিশ বার তর্পণের পর "ষড়ঙ্গদেবতা-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ"। ইতি। পরন্তু নিত্যপূজায় এইরূপে তর্পণ করা অসম্ভব। অতএব অসমর্থ পক্ষে একবার করিয়া তর্পণ করিলেই চলিবে। যাঁহারা সমর্থ হইবেন তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়েকটি তর্পণও করিবেন।

(বীজ) হনুমন্তং তর্পয়ামি নমঃ। (বীজ) সুগ্রীবং তর্পয়ামি নমঃ। (বীজ) বিভীষণং তর্পয়ামি নমঃ। (বীজ) অঙ্গদং তর্পয়ামি নমঃ। (বীজ) জাম্ববন্তং তর্পয়ামি নমঃ। অথবা নিতান্ত অসমর্থ পক্ষে সর্ব্বসমেত তর্পণ করিতে হইলে, (বীজ) সাঙ্গং সাবরণং সায়ুধং সপরিবারং সবাহনং শ্রীসীতাদেবীসহিতং শ্রীমদ্রামচন্দ্রং দেবং তর্পয়ামি নমঃ। বলা বাহুল্য শ্রীরামচন্দ্রের তর্পণের পূর্ব্বেও ২৩ পৃঃ (২০) টিপ্পনীতে লিখিত নারদাদি কয়েকটি তর্পণও বিধেয়। দেবতা, পিতৃ ও ঋষি তর্পণ যথাযথ মূলানুযায়ী হইবে।

শ্রীরামচন্দ্রের বীজ গুরুদত্তই ব্যবহৃত হইবে। সীতাদেবীর বীজ "শ্রীঁ" সীতায়ৈ স্বাহা। লক্ষ্মণের বীজ "লং লক্ষ্মণায় নমঃ"। হনুমানের বীজ "নমো ভগবতে আঞ্জনেয়ায় মহাবলায় স্বাহা" অথবা সকলেরই নামমন্ত্রে তর্পণ ও পূজাদি হইতে পারে। নামমন্ত্র যথা, ওঁ লং লক্ষ্মণায় নমঃ। ওঁ ভং ভরতায় নমঃ। ওঁ শং শত্রুঘ্নায় নমঃ। ওঁ হং হনুমতে নমঃ। ওঁ সুং সুগ্রীবায় নমঃ। ওঁ বিং বিভীষণায় নমঃ। ওঁ অং অঙ্গদায় নমঃ। ওঁ জাং জাম্ববতে নমঃ। ইতি।

অথ পূজা।

অথানন্যমনাঃ সাধকঃ ইষ্টদেবতাং ধ্যায়ন্ স্তোত্রং পঠন্ মূলমন্ত্রং জপন্ বা ইষ্টনাম জপন্ বা যাগমণ্ডপং গচ্ছেৎ (২৪) পূজাগৃহদ্বারি আসনে উপবিশ্য পাপাপনোদনার্থং কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ যথা,—ওঁ দেবি (পুংদেবতায়াং, দেব) তৎপ্রাক্তং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূন্মম। তন্নিঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হূঁ ফট্ চ তে নমঃ॥ ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ চ। এতে শুভাশুভস্যেহ কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ॥ ইতি। ততঃ ওঁ হ্রীঁ স্বাহা,

---

(২৪)। সূত্রাকারেণ দেবেশি পূজাবিধিরিহোচ্যতে। স্বস্তিবাচন-সঙ্কল্পং ঘটং সংস্থাপ্য যত্নতঃ। মন্ত্রেণাচমনং কার্য্যং সামান্যার্ঘ্যং ততো ন্যসেৎ॥ তজ্জলৈর্দ্বারমভ্যুক্ষ্য দ্বারপূজাং সমাচরেৎ। ত্রিবিধং বিঘ্নমুৎসার্য্য ভূতাপসারণং ততঃ॥ আসনঞ্চ সমভ্যর্চ্চ্য গুরুদেবং নমেৎ সুধীঃ। করশুদ্ধিঞ্চ তালঞ্চ-ত্রয়ং দিগ্বন্ধনং ততঃ॥ বহ্নিনা বেষ্টনং কার্য্যং ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ। মাতৃকায়াঃ ষড়ঙ্গঞ্চ কুর্য্যাদান্তরমাতৃকাং॥ মাতৃকাধ্যানমাচর্য্য বাহ্যে তু মাতৃকাং ন্যসেৎ। পীঠন্যাসং ততঃ কৃত্বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ॥ ঋষ্যাদিকং করাঙ্গঞ্চ বর্ণন্যাসং সমাচরেৎ। ষোঢ়ান্যাসং ততো দেবি ব্যাপকং তদনন্তরং॥ এবং সমাহিতমনা-স্তত্ত্বন্যাসং সমাচরেৎ। বীজন্যাসং ততো দেবি ব্যাপকং বিন্যসেৎ সুধীঃ। মূলেন সপ্তধা ধ্যানং মানসৈঃ পূজনঞ্চরেৎ। বিশেষার্ঘ্যং পীঠপূজাং পুনর্ধ্যানং সনেত্রকং॥ মুদ্রাদি-দর্শনং কার্য্যং আবাহন-ষড়ঙ্গকং। ধেন্বাদিকং ততঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং মূলপূজনং॥ আজ্ঞাপ্রার্থনমাঙ্গানি কাল্যাদীন্ পরিপূজয়েৎ। ব্রাহ্ম্যাদীনসিতাঙ্গাদীন্ মহাকালং প্রপূজয়েৎ॥ খড়্গাদীন্ গুরুপংক্তিঞ্চ পুনর্দেবীং প্রপূজয়েৎ। বলিদানং ততো হোমং প্রাণায়ামং ততো জপং॥ জপং সমর্পয়েদ্ধীমান্ প্রাণায়ামং ততশ্চরেৎ। এতস্মিন্ সময়ে দেবি কারণাদীন্ সমাহরেৎ॥ অর্ঘ্যং দত্ত্বা মহেশানি চাত্মানঞ্চ সমর্পয়েৎ। স্তুতিঞ্চ কবচং স্মৃত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ॥ শিবোঽহমিতি সঞ্চিন্ত্য সংহারেণ বিসর্জ্জয়েৎ। ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা চাণ্ডাল্যুচ্ছিষ্টপূর্ব্বিকাং॥ অর্ঘ্যং সদ্ধার্য্য শিরসি চন্দনন্তু ললাটকে। নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য বিহরেচ্চ নিজেচ্ছয়া॥

সংক্ষেপপূজামথবা কুর্য্যান্মন্ত্রী সমাহিতঃ। আদৌ ঋষ্যাদিকং ন্যাসং করশুদ্ধিস্ততঃ পরম্ ॥ অঙ্গুলীব্যাপকন্যাসৌ হৃদাদিন্যাস এব চ। তালত্রয়ঞ্চ দিগ্বন্ধং প্রাণায়ামং ততঃ পরং ॥ ধ্যানং মানসযাগঞ্চ অর্ঘ্যস্থাপনমেব চ। পীঠপূজাং পুনর্ধ্যানং ততশ্চাবাহনঞ্চরেৎ ॥ জীবন্যাসং ততঃ কৃত্বা পূজয়েৎ পরদেবতাং। অঙ্গপূজাঞ্চ কাল্যাদীন্ ব্রাহ্ম্যাদীংশ্চাষ্টভৈরবান্ ॥ মহাকালং পূজয়িত্বা গুরুপঙ্ক্তিং যজেত্ততঃ। খড়্গাদীন্ পূজয়িত্বা তু পুনর্দ্দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥ প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা জপেচ্চ সাধকাগ্রণীঃ। দেব্যা হস্তে জপফলং সমর্পণমথাচরেৎ ॥ প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ। স্তুতিঞ্চ কবচং স্মৃত্বা বিশেষার্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ ॥ আত্মসমর্পণং কৃত্বা সংহারেণ বিসর্জ্জয়েৎ। ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা চাণ্ডাল্যুচ্ছিষ্টপূর্ব্বিকাং। নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য বিহরেচ্চ নিজেচ্ছয়া ॥

এই তোড়লতন্ত্রোক্ত পূজাসূত্রে যেরূপ ভাবে পূজার ক্রম কথিত হইয়াছে, এই পদ্ধতির পূজার ক্রমের সহিত দুই এক স্থলে তাহার প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, আমাদের পদ্ধতিতে ধৃত ক্রম প্রমাদবিজৃম্ভিত। আমরা অন্যান্য বহু তন্ত্রদৃষ্টে যে স্থলে যাহা হওয়া উচিত, সেইরূপ ক্রমই সন্নিবেশিত করিয়াছি। বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, বিশেষতঃ সংক্ষেপ পূজাসূত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে, ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, উক্ত সূত্রে কেবল স্থূল স্থূল আবশ্যকীয় বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। এই সামান্য পূজায় সামান্যার্ঘ্যাদি স্থাপনের উল্লেখ মাত্রই নাই। প্রায় সকল তন্ত্রেই আবরণ পূজার প্রথমে গুরুপংক্তির পূজার উল্লেখ আছে। পরন্তু উক্ত সূত্রদ্বয়ে তাহার বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। এই জন্য আমরা অন্যান্যতন্ত্রদৃষ্টে বহু তন্ত্রসম্মত ক্রমই সন্নিবেশিত করিলাম। এবং প্রথমতঃ সাধারণ সকল দেবতার উপযোগী সামান্যকাণ্ড দিয়া পরে দেবতা বিশেষের পূজা সন্নিবেশিত করিলাম।

তন্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে যে, সাধক স্নান ও সন্ধ্যা করিবার পর জলপূর্ণ একটি জলপাত্র হস্তে লইয়া, একাগ্রমনে স্তব বা জপাদি করিতে করিতে পূজামন্দির দ্বারে উপস্থিত হইয়া ঐ জল শোধনপূর্ব্বক পূজার্থ প্রোক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া অবশিষ্ট জলে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিবেন। পরে সেই দ্বারদেশেই সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া দ্বারদেবতার পূজা করিবেন। পরে সেই

ওঁ হ্রীঁ স্বাহা, ওঁ হ্রীঁ স্বাহা। অথবা ওঁ হ্রীঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ হ্রীঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হ্রীঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা, ইতি ত্রিরাচামেৎ। অতঃপরং ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ইত্যাদিনা যথাযথ ওষ্ঠাধর-কর্ণ-নাসিকাদিস্পর্শনং কুর্য্যাৎ। অতঃপরং 'সিংহস্কন্ধ-সমারূঢ়াং রক্তবর্ণাং চতুর্ভুজাং। নানালঙ্কার-ভূষাঢ্যাং রক্তবস্ত্রবিভূষিতাং। শঙ্খচক্রধনুর্ব্বাণ-বিরাজিত-করাম্বুজাম্॥ ইতি, কামিনীং প্রথমং ধ্যাত্বা জপ-পূজাং সমাচরেৎ। 'কং' ইতি দশধা জপেৎ। ততঃ জলং সব্যহস্তে সমানীয় ওঁ বজ্রোদকে হুঁ ফট্ স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ শোধিতজলং প্রোক্ষণীপাত্রে সংস্থাপ্য শেষজলেন

প্রোক্ষণীপাত্র ও সামান্যার্ঘ্য হস্তে লইয়া যথাবিধি গৃহ প্রবেশের পর ভূতাপসারণ পঞ্চশুদ্ধি প্রভৃতি সম্পাদনপূর্ব্বক যথারীতি পূজা করিবেন। দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য সাধকগণ সদাশিবের আজ্ঞানুরূপ কার্য্যই করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশীয় সাধকগণ বাহুল্যভয়ে এই রীতির অনুসরণ না করিয়া স্নানের পরেই পূজা-গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই স্থলেই সম্মুখে দ্বার কল্পনা করিয়া দ্বারদেবতা পূজাদির পরে মনে মনেই গৃহপ্রবেশ করেন। শ্যামারহস্যকার প্রভৃতি সংগ্রহকারগণ বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশীয় সাধকগণের যে এই পূজার রীতি, তাহা সদাশিবের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ বলিয়া কিঞ্চিৎ পাপজনক বটে, কিন্তু জগদম্বা স্মরণে সেই সামান্য পাপ বিধ্বস্ত হয়। অতএব যাঁহার ইচ্ছা হয়, পদ্ধতিমত দ্বারদেশে দ্বারপূজা করিবেন। তাহাতে যাঁহার অসুবিধা হইবে, তিনি পূজাগৃহে আসনে উপবিষ্ট হইয়াই মনে মনে দ্বার কল্পনা করিয়া দ্বারদেবতার পূজাদি করিবেন। যাহা হউক আমাদের বিবেচনায় যদি কেহ দ্বারচতুষ্টয়ে দ্বারদেবতার পূজা করিতে না পারেন, তাহা হইলে একদ্বারেই দ্বারচতুষ্টয় কল্পনা করিয়া পূজা করিবেন; যদি দ্বারে পূজার সুবিধা না হয় তাহা হইলে পূজার স্থানে উপবিষ্ট হইয়াই দ্বার কল্পনা পূর্ব্বক মনে মনে হস্তপদ প্রক্ষালন ও দ্বারদেবতার পূজাদি করিবেন। তাহাতে কিছুমাত্র দোষ হইবে না। প্রমাণ যথা গন্ধর্ব্বতন্ত্রে,— অশক্তৌ দ্বারমেকস্মিন্ কল্পয়েৎ দ্বাশ্চতুষ্টয়ং। অভাবে মনসাকল্প্য দ্বারাণ্যেতৎ সমাচরেৎ। ইতি।

আসনম্ অভ্যুক্ষ্য তত্র স্বস্তিকাদ্যাসনে উপবিশ্য ওঁ হ্রীঁ বিশুদ্ধিসর্ব্বপাপানি শময়াশেষবিকল্পমপনয় হূঁ, ইতি হস্তপাদৌ প্রক্ষাল্য মন্ত্রাচমনং কুর্য্যাৎ (২৫)। ততঃ সামান্যার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ যথা,—স্ববামে ত্রিকোণ-বৃত্ত-চতুরস্রমণ্ডলং বিলিখ্য ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ, ইতি মণ্ডলং সংপূজ্য তত্র আধারং সংস্থাপ্য ফট্ ইতি পাত্রং প্রক্ষাল্য আধারে সংস্থাপ্য নমঃ, ইতি

আর এক কথা, যিনি স্নানের সময় জলাশয়ে, সন্ধ্যা না করিতে পারিবেন, তিনি দেবগৃহে আসনে উপবিষ্ট হইয়া সর্ব্বাগ্রে প্রাতঃসন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নসন্ধ্যা সমাধা করিয়া লইবেন। অগ্রে শিবপূজা না করিলে শক্তিপূজায় অধিকার হয় না, এজন্য যাঁহার ইচ্ছা হইবে, এই সময় শিবপূজা ও নারায়ণপূজা করিবেন। পরন্তু সামান্যার্ঘ্য স্থাপন অবধি মাতৃকান্যাস পর্য্যন্ত কার্য্য সমাধা করিয়া গুরুপূজা, পঞ্চদেবতার পূজা, শিবপূজা ও নারায়ণপূজা করা বিধেয়। কিন্তু প্রায় সকলেই সর্ব্বাগ্রে শিব ও নারায়ণের স্নান করাইয়া রাখিয়া থাকেন।

(২৫) বৈষ্ণবগণ, ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ বিষ্ণুঃ। এই মন্ত্রে আচমন করিবেন। স্ত্রী ও শূদ্রগণ ওঁ বিষ্ণুঃ স্থলে 'শ্রীবিষ্ণুঃ' বলিবেন।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে আছে,—শুক্রশোণিতয়োর্যোগে পঞ্চভূতাত্মকং তনুঃ। পাতালাৎ স্বর্গপর্য্যন্তং আত্মতত্ত্বঃ স উচ্যতে॥ মূলাধারে তু যা শক্তির্গুরুবক্ত্রাচ্চ লভ্যতে। সা শক্তিঃ পরমা নিত্যা বিদ্যাতত্ত্বঃ স উচ্যতে॥ অমৃতার্ণবমধ্যস্থং সহস্রদলপঙ্কজং। তন্মধ্যে নিবসেদ্‌যস্তু শিবতত্ত্বঃ স উচ্যতে॥ অর্থাৎ অবিদ্যা-জনিত মোহবশতঃ যে স্থূল শরীরে আত্মাভিমান হয়, সেই স্থূল শরীরকেই আত্মতত্ত্ব বলে। মূলাধারে যে কুলকুণ্ডলিনীর শক্তিতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল চেতনভাবে ক্রিয়াসক্ত হয়, সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকেই বিদ্যাতত্ত্ব বলে। এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে নিত্য নিরঞ্জন যে পরমব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন, তিনিই শিবতত্ত্ব। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডেও এইরূপ তত্ত্বত্রয় লক্ষিত হইবে। এই পাঞ্চভৌতিক পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (চতুর্দ্দশ ভুবন) ও ইহার অন্তর্গত জীবনিচয় অর্থাৎ যাহাতে বিরাট্ পুরুষ আত্মাভিমানী তাহাই আত্মতত্ত্ব। যে শক্তির বশে এতৎসমুদায় পরিচালিত, এমন কি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় পর্য্যন্ত অনাদি-

জলেনাপূর্য্য ওঁ ইতি দূর্ব্বাক্ষতবিল্বপত্রাণি সচন্দনকুসুমানি চ তত্র নিঃক্ষিপ্য, ক্রোঁ। গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ ইতি অঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য হূঁ, ইত্যবগুণ্ঠ্য বং ইতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতী-

---

কাল হইতে পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হইতেছে, তাহাই বিদ্যাতত্ত্ব। এবং সেই অনাদি অনন্ত সৎ চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ একমাত্র অর্থাৎ অদ্বৈত পরব্রহ্মই শিবতত্ত্ব। আবার প্রত্যেক জীব বা বিরাট পুরুষ ও বিষ্ণু অভেদ; যে শক্তিতে সমুদায় পরিচালিত হইতেছে, সেই শক্তি ও বৈষ্ণবী শক্তি অভিন্ন; এবং বিষ্ণু, শিব ও পরব্রহ্মে উচ্চসাধকের নিকট প্রভেদ নাই। অতএব ওঁ বিষ্ণুঃ বলিয়া তিনটি আচমনেও ঐ তত্ত্বত্রয়ই একে একে উপলক্ষিত হইতেছে। হ্রীঁ বীজ তন্ত্রোক্ত প্রণব; ইহা দ্বারাও উক্তরূপ সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে তত্ত্বত্রয় উপলক্ষিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রথমে এই সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত স্মরণ পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত করাই আচমনের উদ্দেশ্য। এবং তাহাতেই আপনাকে ব্রহ্মভূত ও পবিত্র জ্ঞান করিতে হইবে। ৩৬টি তত্ত্বের নাম অনাবশ্যক।

দক্ষিণকালিকার বিশেষ মন্ত্রাচমন যথা,—ক্রীং এই মন্ত্রে তিনবার আচমন করিবে। ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ, এই দুই মন্ত্রে দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জন করিবে। ওঁ কুল্লায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে হস্তপ্রক্ষালন করিবে। ওঁ কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রায় মুখস্পর্শ করিবে। ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ, ওঁ বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রদ্বয়ে দক্ষিণনাসিকা ও বাম-নাসিকা স্পর্শ করিবে। ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষু ও বামচক্ষু স্পর্শ করিবে। ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ, ওঁ নীলায়ৈ নমঃ এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণকর্ণ ও বামকর্ণ, ওঁ ঘনায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে নাভি, ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থল, ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে শিরোদেশ এবং ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ মিতায়ৈ নমঃ এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণস্কন্ধ ও বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবে। তারাচমন যথা,—ওঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা, এই মন্ত্রে তিনবার আচ-মন। তারার বিশেষ আচমন যথা,—হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ। হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্। হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ। এই মন্ত্রে তিনবার জল পান করিয়া হ্রীঁ এই মন্ত্রে হস্তপ্রক্ষালন করিয়া স্ত্রীঁ, হূঁ, এই দুই মন্ত্রে দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জন করিবে। ফট্ এই

কৃত্য যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য মৎস্যমুদ্রয়া আচ্ছাদ্য ওঁ ইতি দশধা জপ্ত্বা তজ্জলেন দ্বারমভ্যুক্ষ্য দ্বারদেবতাঃ পূজয়েৎ, যথা, ওঁ এতে গন্ধ-

---

মন্ত্রে হস্তক্ষালন, ওঁ বৈরোচনায় নমঃ এই মন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রায় মুখস্পর্শ ওঁ শঙ্খায় নমঃ, ওঁ পাণ্ডরায় নমঃ, এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণনাসিকা ও বামনাসিকা, ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ, ওঁ অসিতাভায় নমঃ, এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষু ও বামচক্ষু, ওঁ নামকায় নমঃ, ওঁ মামকায় নমঃ এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণকর্ণ ও বামকর্ণ, ওঁ তারকায় নমঃ, এই মন্ত্রে নাভি, ওঁ পদ্মান্তকায় নমঃ, এই মন্ত্রে হৃদয়, ওঁ যমান্তকায় নমঃ, এই মন্ত্রে মস্তক, ওঁ বিঘ্নান্তকায় নমঃ, ওঁ নরান্তকায় নমঃ এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণস্কন্ধ ও বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবে। ত্রিপুরার বিশেষ আচমন,—ঐং, ক্লীং, সৌঃ, এই তিন মন্ত্রে তিনবার জলপান, দূঁ, দূঁ, এই মন্ত্রে দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জনা, হ্রীঁ এই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া শ্রীঁ এই মন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রায় মুখস্পর্শ করিবে। পরে হ্রীঁ এই মন্ত্রে দক্ষিণনাসিকা, ঐং এই মন্ত্রে বামনাসিকা, হ্রীঁ এই মন্ত্রে দক্ষিণচক্ষু, ক্লীঁ এই মন্ত্রে বামচক্ষু, শ্রীঁ এই মন্ত্রে দক্ষিণকর্ণ, হ্রীঁ এই মন্ত্রে বামকর্ণ, ক্লীঁ এই মন্ত্রে নাভি, এঁ এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থল, ওঁ এই মন্ত্রে মস্তক, ঈঁ, এই মন্ত্রে দক্ষিণস্কন্ধ, ক্রোঁ এই মন্ত্রে বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবে। জগদ্ধাত্রী দুর্গার বিশেষ আচমন,—দূঁ এই মন্ত্রে তিনবার জলপান করিয়া ওঁ প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ মায়ায়ৈ নমঃ, এই দুই মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জন করিবে। পরে দূঁ এই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিবে। পরে ওঁ জায়ায়ৈ নমঃ, ওঁ সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, এই দুই মন্ত্রে দুইবার তত্ত্বমুদ্রায় মুখস্পর্শ করিবে। ওঁ বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে দক্ষিণ নাসিকা, ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে বামনাসিকা স্পর্শ, ওঁ সুপ্রভায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষু, ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে বামচক্ষু স্পর্শ, ওঁ সিদ্ধায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ, ওঁ উমায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে বামকর্ণ স্পর্শ, ওঁ শূলধারিণ্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে নাভি স্পর্শ, ওঁ সুগন্ধায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থল, ওঁ সর্ব্বসাধিন্যৈ নমঃ, এই মন্ত্রে মস্তক, ওঁ চন্দ্রিকায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে দক্ষিণ বাহুমূল, ওঁ সৌভদ্রিকায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে বামবাহুমূল স্পর্শ করিবে। অন্নপূর্ণার ও ভুবনেশ্বরীর বিশেষ আচমন যথা,—ওঁ হ্রীঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হ্রীঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হ্রীঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা,

এই তিন মন্ত্রে তিনবার জলপান করিয়া, ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ এই মন্ত্রে মুখনাসিকা প্রভৃতি স্পর্শ করিবে। ছিন্নমস্তার বিশেষ মন্ত্রাচমন—শ্রীঁ, হ্রীঁ, হুঁ এই তিন মন্ত্রে তিনবার জলপান করিয়া হুঁ এই বীজে হস্ত প্রক্ষালন করিবে। পরে ঐঁ এই বীজে একবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জন করিয়া হ্রীঁ এই বীজে দ্বিতীয়বার ওষ্ঠাধর মার্জ্জন করিবে। পরে হুঁ এই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া শ্রীঁ এই মন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রায় মুখস্পর্শ করিবে। পরে হ্রীঁ এই মন্ত্রে দক্ষিণ নাসিকা ও বামনাসিকা, হুঁ এই মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষু ও বামচক্ষু, ঐঁ এই মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ ও বামকর্ণ, ক্লীঁ এই মন্ত্রে নাভি, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থল, এঁ এই মন্ত্রে মস্তক, ঈঁ এই মন্ত্রে দক্ষিণ বাহুমূল, ক্রোঁ এই মন্ত্রে বামবাহুমূল স্পর্শ করিবে। ওঁ হ্রীঁ স্বাহা এই মন্ত্রে তিনবার জলপান করিয়া মূলমন্ত্রদ্বারা ওষ্ঠ মার্জ্জনাদি করিলেই সমুদায় মহাবিদ্যারই মন্ত্রাচমন হইবে। পূর্ব্বে যে সমুদায় মন্ত্রাচমন বলা হইয়াছে তাহা বিশেষ মন্ত্রাচমন অর্থাৎ তদ্দ্বারা বিশিষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈষ্ণবের বিশেষ মন্ত্রাচমন যথা—ওঁ কেশবায় নমঃ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ মাধবায় নমঃ, এই তিন মন্ত্রে তিনবার জলপান করিয়া, ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ এই দুই মন্ত্রে কর প্রক্ষালন করিবে। ওঁ মধুসূদনায় নমঃ, ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ এই দুই মন্ত্রে ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জন করিয়া, ওঁ বামনায় নমঃ, ওঁ শ্রীধরায় নমঃ, এই দুই মন্ত্রে মুখমার্জ্জন করিবে। ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ, এই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন, ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ, এই মন্ত্রে পাদ প্রক্ষালন এবং ওঁ দামোদরায় নমঃ, এই মন্ত্রে মস্তক প্রোক্ষণ করিতে হইবে। পরে, ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ, এই মন্ত্রে মুখস্পর্শ, ওঁ বাসুদেবায় নমঃ. এই মন্ত্রে দক্ষনাসা, ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ, এই মন্ত্রে বামনাসা, ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ, এই মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষু, ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ, এই মন্ত্রে বাম চক্ষু, ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ, ওঁ নৃসিংহায় নমঃ এই মন্ত্রে বামকর্ণ, ওঁ অচ্যুতায় নমঃ এই মন্ত্রে নাভি, ওঁ জনার্দ্দনায় নমঃ, এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থল, ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ, এই মন্ত্রে মস্তক, ওঁ হরয়ে নমঃ, এই মন্ত্রে দক্ষিণ বাহু, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ এই মন্ত্রে বাম বাহু স্পর্শ করিতে হইবে। রামচন্দ্রেরও এইরূপ। শিবের এবং এই স্থলে অনুল্লিখিত অন্যান্য দেবতার বিশেষ আচমনে, মূল মন্ত্রে জলপান করিয়া যথাযথ মূলমন্ত্রেই স্পর্শাদি করিতে হইবে।

পুষ্পে দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ (২৬)। অথ বামাঙ্গং সঙ্কোচয়ন্

---

(২৬) কালি তারা ত্রিপুরা বিষয়ে স্বতন্ত্রতন্ত্রমতে প্রত্যেক দ্বারদেবতাপূজা যথা,—দ্বারোর্দ্ধে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীঁ গাং গণেশায় নমঃ, স্ববামে, ওঁ হ্রীঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, দক্ষিণে, ওঁ হ্রীঁ বাং বটুকায় নমঃ, অধঃ, ওঁ হ্রীঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ, দ্বারচতুষ্টয়সত্ত্বে পূর্ব্বাদিক্রমে তদসত্ত্বে একদ্বারেই ওঁ হ্রীঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ হ্রীঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ, দেহলীতে, ওঁ হ্রীঁ অস্ত্রেভ্যো নমঃ, ওঁ হ্রীঁ অষ্টমাতৃকাভ্যো নমঃ। সর্ব্বত্র গন্ধপুষ্পদ্বারা তদভাবে অক্ষতদ্বারা পূজা করিতে হইবে। নিবন্ধানুসারে এতদন্য দেবী বিষয়ে প্রতেক দ্বারদেবতা পূজা যথা,—উর্দ্ধোডুম্বরে, ওঁ হ্রীঁ বিঘ্নেশায় নমঃ, তদ্দক্ষিণে, ওঁ হ্রীঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ, তদ্বামে, ওঁ হ্রীঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। মধ্যে ওঁ হ্রীঁ দ্বারশ্রিয়ৈ নমঃ। দক্ষিণশাখায়, ওঁ হ্রীঁ (গং) গণপায় নমঃ, বামশাখায় ওঁ হ্রীঁ (ক্ষাং) ক্ষেত্রপালায় নমঃ। তৎপার্শ্বদ্বয়ে, ওঁ হ্রীঁ (শং বসুন্ধরাযুতায়) শঙ্খনিধয়ে নমঃ, ওঁ হ্রীঁ (পং বসুমতীযুতায়) পদ্মনিধয়ে নমঃ। তথা, ওঁ হ্রীঁ মায়াশক্তয়ে নমঃ, ওঁ হ্রীঁ চিচ্ছক্তয়ে নমঃ। তথা, ওঁ হ্রীঁ ধাত্রে নমঃ, ওঁ হ্রীঁ বিধাত্রে নমঃ। তথা, ওঁ হ্রীঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীঁ যমুনায়ৈ নমঃ। দেহলীতে, (ওঁ হ্রীঁ দং দেহল্যৈ নমঃ) ওঁ হ্রীঁ অস্ত্রায় নমঃ। সর্ব্বত্র গন্ধপুষ্প বা অক্ষতদ্বারা পূজা করিবে। দ্বারচতুষ্টয় থাকিলে দ্বারচতুষ্টয়েই এইরূপ পূজা করিতে হইবে।

সূর্য্য ও অন্যান্য দেবী বিষয়ে প্রকারান্তর,—দ্বারোর্দ্ধে ওঁ হ্রীঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ, স্ববামে ওঁ হ্রীঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ, দক্ষিণে ওঁ হ্রীঁ কৌমার্য্যৈ নমঃ, অধঃ ওঁহ্রীঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ। পূর্ব্ববৎ দ্বারচতুষ্টয় সত্ত্বে পূর্ব্বাদিক্রমে, তদসত্ত্বে একদ্বারে ওঁ হ্রীঁ বাং বারাহ্যৈ নমঃ, ওঁ হ্রীঁ ঈং ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ, ওঁ হ্রীঁ চং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীঁ মং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ, পরে, ওঁহ্রীঁ মায়াশক্তয়ে নমঃ, ইত্যাদি অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ। শিব বিষয়ে উক্তোক্ত স্থলে যথাযথ ওঁ হ্রীঁ নং নন্দিনে নমঃ, ওঁ হ্রীঁ মং মহাকালায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ গং গণেশায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ বং (বৃং) বৃষভায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ ভং (ভৃং) ভৃঙ্গিনে নমঃ, ওঁ হ্রীঁ সং (স্কং) স্কন্দায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ ভং ভবান্যৈ নমঃ, ওঁ হ্রীঁ চং চণ্ডেশ্বরায় নমঃ। বৈষ্ণবের পক্ষে ঐ ঐ স্থলে ওঁ হ্রীঁ নং নন্দায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ সুং সুনন্দায় নমঃ

বামপাদপুরঃসরং (২৭) গৃহং প্রবিশ্য নৈর্ঋতে, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বাস্তুপুরুষায় নমঃ। ইতি সংপূজ্য সিদ্ধার্থাক্ষতাদীনি (২৮) ফট্ ইতি সপ্তধা অভিমন্ত্র্য, ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় হূঁ ফট্ স্বাহা। ইতি। ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে

ওঁ হ্রীঁ চং চণ্ডায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ পং প্রচণ্ডায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ বং বলায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ পং প্রবলায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ ভং ভদ্রায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ সুং সুভদ্রায় নমঃ। গণেশ বিষয়ে—ওঁ হ্রীঁ বঁ বক্রতুণ্ডায় নমঃ এইরূপ, এং একদংষ্ট্রায়, মং মহোদরায়, গং গজাননায়, লং লম্বোদরায়, বিং বিকটায়, বিং বিঘ্নরাজায়, ধূং ধূম্রবাণায়। সর্ব্বদেবতারই শেষে 'ওঁ হ্রীঁ মায়াশক্তয়ে নমঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

(২৭) তন্ত্রসারকার লিখিয়াছেন যে, দক্ষিণ পা বাড়াইয়া যাগমণ্ডপে প্রবেশ করিবে, কিন্তু শক্তি বিষয়ে দক্ষিণপাদ অগ্রসর করিতে হইবে, এই—রূপ প্রমাণ আমরা পাইলাম না। সম্মোহনতন্ত্রে, গৌতমীয়তন্ত্রে এবং শিবার্চ্চন-দীপিকাতে পুংদেবতা বিষয়ে কথিত আছে যে, দক্ষিণপাদ অগ্রসর করিয়া যাগমণ্ডপে প্রবেশ করিবে। তন্ত্রান্তরে ও ত্রিপুরার্ণবে শক্তি বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে, বামপাদ পুরঃসর যাগমণ্ডপে প্রবেশ করিবে। মেরুতন্ত্রে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, "পাদেন দক্ষিণেনাথ প্রবিশেদ্‌যাগমণ্ডপম্। বামমার্গেঽথবা শাক্তে বামপাদপুরঃসরম্॥" অর্থাৎ পুংদেবতার উপাসক ব্যক্তি দক্ষিণপাদ অগ্রসর করিয়া এবং বামভাবের সাধক অথবা শাক্ত বামপাদ অগ্রসর করিয়া যাগমণ্ডপে প্রবেশ করিবেন। পরন্তু ত্রিপুরাবিষয়ে দক্ষিণপাদ অগ্রসর হইবে। যথা গন্ধর্ব্বতন্ত্রে,— 'অঙ্গং সঙ্কোচয়ন্ বামং প্রবিশেদ্দক্ষিণাঙ্ঘ্রিণা॥' ফলতঃ মেরুতন্ত্রের আদেশই শিরোধার্য্য। কিন্তু যুক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে দেবীর দক্ষিণপাদ অগ্রসর তাঁহার পূজাকালে দক্ষিণপাদ অগ্রসর করিয়া প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। মায়াতন্ত্রে তাহার বিধিও দৃষ্ট হইতেছে।

(২৮) চন্দন, শ্বেতসর্ষপ, দূর্ব্বা অক্ষত, কুশ, ও খৈ, এই সমুদয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া বিকিরণ করিবার বিধি মেরুতন্ত্রে দৃষ্ট হয়। শারদাতিলকেও ঐরূপ আছে যথা,—'লাজচন্দনসিদ্ধার্থ-ভস্মদূর্ব্বাকুশাক্ষতাঃ। বিকিরা ইতি নির্দ্দিষ্টাঃ সর্ব্ববিঘ্নৌঘনাশকাঃ'॥

ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥ (২৯) ইতি মন্ত্রেণ চ নারাচমুদ্রয়া বিকিরেৎ। ওঁ রক্ষ রক্ষ হূঁ ফট্ স্বাহা, ইতি মুষ্টিনিঃসৃত-জলেন ভূমিং সংশোধ্য, ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা, ইতি যোনিমুদ্রয়া ভূমিং স্পৃষ্ট্বা, অভিমন্ত্র্য ত্রিকোণমণ্ডলং বিলিখ্য, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ, ইতি মণ্ডলং সংপূজ্য তদুপরি বিহিতাসনং সংস্থাপ্য তত্র স্বস্তিকাসনেন পদ্মাসনেন বীরাসনেন বা উপবিশ্য আসনং ধৃত্বা, ওঁ অস্য আসনোপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ॥ কৃতাঞ্জলিঃ,—ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥ ততঃ, আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুঁ ফট্ স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ আসনোপরি ত্রিকোণমণ্ডলং বিলিখ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ। ইতি গন্ধপুষ্পাভ্যাং মণ্ডলং সংপূজ্য (৩০) বামকর্ণোর্দ্ধে (পাদুকাং, ঐঁ ইতি মন্ত্রং বা উচ্চার্য্য) সশক্তিকগুরু-শ্রীঅমুকানন্দনাথ-অমুকী দেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ। এবং তদূর্দ্ধে সশক্তিকপরমগুরুং

---

(২৯) মেরুতন্ত্রে 'ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা' ইত্যাদি মন্ত্রের পূর্ব্বে 'অপক্রামন্তু ভূতানি পিশাচাঃ প্রেতগুহ্যকাঃ। যে চাত্র নিবসন্ত্যন্যে দেবতাঃ ভুবিসংস্থিতাঃ॥' এই চারি চরণ অধিক দৃষ্ট হয়।

(৩০) শবাসনা দেবীর পূজার সময় ইহার পর আসনের উপরি হেসৌঃ বীজ লিখিয়া, এতে গন্ধপুষ্পে হেসৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ। এই মন্ত্রে পূজা করিবে। অন্নপূর্ণা পূজার সময় বিশেষ এই যে, চতুষ্কোণ মণ্ডলের মধ্যে ত্রিকোণমণ্ডল লিখিয়া তাহার মধ্যে 'নমঃ' এই মন্ত্র লিখিবে। পরে, ক্লীঁ এতে গন্ধপুষ্পে কামরূপায় নমঃ এই মন্ত্রে সেই মণ্ডলের পূজা করিয়া তদুপরি আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক আসনোপরি ত্রিকোণমণ্ডল পূজার সময়, ক্লীঁ আধারশক্তয়ে কমলাসনায়

পরাপরগুরুং পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চ প্রণম্য, গুরুসম্প্রদায়াজ্ঞানে সশক্তিকগুরু-পরমগুরু-পরাপরগুরু-পরমেষ্ঠিগুরুশ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ। (৩১), ইতি মন্ত্রেণ প্রণম্য, দক্ষিণকর্ণে, গং গণেশায় নমঃ। মধ্যে, (বীজ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। ইতি প্রণমেৎ। ওঁ মণিধরিবজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা। ইতি বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিং বদ্ধ্বা, সচন্দনং সুগন্ধি-রক্তকুসুমং হেসৌঁ ইতি মন্ত্রেণ দক্ষহস্তে সমাদায় আং হূঁ ফট্ স্বাহা, ইতি গন্ধপুষ্পাভ্যাং করৌ সম্মার্জ্জ্য, বামকরে সমাদায়, ক্লীঁ ইতি নির্ম্মঞ্ছ্য, (৩২) ঐঁ ইতি

নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। এইমাত্র বিশেষ, আর সমুদায় যথোক্তবৎ। ত্রিপুরা পূজার সময় আসনের নিম্নে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ। এইরূপ মূলপ্রকৃত্যৈ নমঃ। কূর্ম্মায় নমঃ। অনন্তায় নমঃ। পৃথিব্যৈ নমঃ॥ এরূপ পূজা করিয়া পরে ওঁ অস্য আসনোপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ ইত্যাদি সমুদায় যথোক্ত কার্য্য করিবে। বৈষ্ণবীকল্পে ইহার পরে আত্মমন্ত্রে উপবেশনের বিধান আছে। নিজ নামের আদ্যক্ষরে বিন্দু (ঁ) যোগ করিলেই আত্মমন্ত্র হইবে। সন্ধ্যা যদি অন্যত্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে গুরুপ্রণামের পর একবার সূর্য্যার্ঘ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

(৩১)। বৈষ্ণবগণ 'পরমেষ্ঠিগুরু' এই কথার পর 'পরাৎপরগুরু' এই বাক্য উল্লেখ করিয়া পাঁচ গুরুর প্রণামাদি করিবেন। যে স্থলে বিশেষ উল্লেখ নাই, সেই স্থলে রামচন্দ্রের উপাসকদিগের পক্ষে বৈষ্ণবী বিধিই গ্রাহ্য।

(৩২)। উপরে কথিত হইয়াছে যে, উভয় করতল দ্বারা গন্ধপুষ্প মর্দ্দন করিয়া বামহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক নির্ম্মঞ্ছন অর্থাৎ ভ্রামিত করিতে হইবে। গন্ধর্ব্বতন্ত্র দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, এতদ্বিধি কেবল করশোধনের নিমিত্তই কথিত হইয়াছে। এবং নির্ম্মঞ্ছনের কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, 'নির্ম্মঞ্ছনাত্তু পৃষ্ঠয়োঃ' অর্থাৎ নির্ম্মঞ্ছনের দ্বারা উভয় করপৃষ্ঠের শোধন হইবে। ইহাদ্বারা অনুমিত হয় যে, বামহস্তে পুষ্প লইয়া দক্ষিণকরতল বেষ্টনপূর্ব্বক ভ্রামিত করিতে হইবে। কিন্তু মেরুতন্ত্রে কথিত হইয়াছে 'তৎপুষ্পং বামহস্তেন সমাদায় চ মস্তকং। ভ্রাময়েৎ পরিতঃ…॥' অর্থাৎ উক্ত পুষ্প বামহস্তে লইয়া মস্তকের চতুর্দ্দিকে ভ্রামিত

চাস্ত্রায়, ফট্ ইতি ঐশান্যাং নারাচমুদ্রয়া ক্ষিপেৎ। ওঁ শতাভিষেক হূঁ ফট্ স্বাহা, ইতি পুষ্পমভ্যুক্ষ্য, ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায় হূঁ। ইতি পুষ্পং সংস্পৃশ্য, ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে হূঁ ফট্ স্বাহা ইতি শোধয়েৎ। মূলেন দিব্যদৃষ্ট্যা দিব্যান্ বিঘ্নান্ উৎসার্য্য তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যাং ফট্ ইতি ঊর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয়ং দত্ত্বা অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীভ্যাং পূর্ব্বাদিতঃ ঈশানকোণপর্য্যন্তং অধঃ ঊর্দ্ধঞ্চ ফট্ ইতি মন্ত্রং পঠন্ ছোটিকাভির্দশদিগ্বন্ধনং কুর্য্যাৎ। ফট্ ইতি ভূমৌ বামপার্ষ্ণিঘাতত্রয়ং দত্ত্বা, অস্ত্রায় ফট্ ইতি জলেন নভোবিঘ্নানুৎসার্য্য মূলান্তে ফট্ ইতি দেবতাং পূজাদ্রব্যাণি চ সংশোধ্য, ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য, মাতৃকাপুটিত-মন্ত্রজপেন মন্ত্রং সংশোধয়েৎ (৩৩)।

করিবে। শেষোক্ত বিধান স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত বিধান অনুমানসিদ্ধ। ঐ মেরুতন্ত্রেই কথিত হইয়াছে যে, ফট্ এই মন্ত্রে পুষ্প মর্দ্দন করিয়া, ওঁ এই মন্ত্রে নির্ম্মঞ্ছন ও আঘ্রাণপূর্ব্বক 'ওঁ হৌঁ, তে সর্ব্বে বিলয়ং যান্তু যে মাং হিংসন্তি হিংসকাঃ। মৃত্যুরোগভয়ক্লেশাঃ পতন্তু রিপুমস্তকে ॥' এই মন্ত্র পাঠের পর ফট্ এই মন্ত্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

(৩৩)। আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি ও দেবশুদ্ধি, এই পঞ্চশুদ্ধি ব্যতিরেকে পূজাই সিদ্ধ হয় না। পঞ্চশুদ্ধি যথা কুলার্ণবে ষষ্ঠে,—আত্ম-স্থান-মনু-দ্রব্য-দেবশুদ্ধিস্তু পঞ্চমী। যাবন্ন কুরুতে মন্ত্রী তাবদ্দেবার্চ্চনং কুতঃ ॥ সুস্নান-ভূতসংশুদ্ধি-প্রাণায়ামাদিভিঃ প্রিয়ে। ষড়ঙ্গাদ্যখিলন্যাসৈরাত্মশুদ্ধিঃ (দেহশুদ্ধিঃ) সমীরিতা ॥ ১ ॥ সংমার্জ্জনানুলেপাদ্যৈর্দর্পণোদরবৎ কৃতং। বিতানধূপদীপাদি-পুষ্পমালোপশোভিতং। পঞ্চবর্ণরজশ্চিত্রং স্থানশুদ্ধিরিতীরিতা ॥ ২ ॥ গ্রথিত্বা মাতৃকাবর্ণৈর্মূলমন্ত্রাক্ষরাণি চ। ক্রমোৎক্রমাদ্দ্বিরাবৃত্ত্যা মন্ত্রশুদ্ধিরিতীরিতা ॥ ৩ ॥ পূজাদ্রব্যাসনং প্রোক্ষ্য মূলেনৈব বিধানবিৎ। দর্শয়েদ্ধেনুমুদ্রাঞ্চ দ্রব্যশুদ্ধিরিতীরিতা ॥ ৪ ॥ পীঠে দেবং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃতবিগ্রহঃ। মূলমন্ত্রেণ দীপ্তাত্মা ন্যাসদ্রব্যোদকেন চ। ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্বিদ্বান্ দেবশুদ্ধিরিতীরিতা ॥ ৫ ॥ ইতি।

ততো রং ইতি জলধারয়া চতুর্দ্দিক্ষু বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য (৩৪), মূলমন্ত্রেণ স্বদেহং সম্মার্জ্জ্য, হৃদি হস্তং দত্ত্বা 'ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা' 'ওঁ আং হূঁ ফট্ স্বাহা' ইতি আত্মরক্ষাং বিধায় প্রাণায়ামং (৩৫)

---

(৩৪)। তীক্ষাকল্পে ও তারার্ণবে আছে—'রক্তং রেফজ-বালার্কমণ্ডলোর্দ্ধগ-কূর্চ্চজং। বিভাব্য বজ্রমেতেন প্রাকারং দশদিগ্‌গতং। ত্রিলোকীব্যাপিকিরণং দলিতাখিলবিঘ্নকং॥ কৃত্বা বজ্রময়ং জ্যোতির্ভবনোদরমধ্যগং। চিন্তয়েৎ বিমলং শুদ্ধমাত্মানং দেবতাময়ং॥' ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—মস্তকোপরি শূন্যে রক্তবর্ণ 'রং' এই বহ্নি বীজ হইতে উর্দ্ধে 'হূঁ' কার-বীজ-বিভূষিত তরুণ রবিমণ্ডল উদ্ভূত হইয়াছে চিন্তা করিতে হইবে। পরে ঐ হূঁ-কার-বীজযুক্ত মণ্ডল যেন দশদিগ্‌-ব্যাপি বজ্রপ্রাকারে পরিণত হইল। ঐ প্রাকারের তেজে বা কিরণে যেন ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ, সকল বিঘ্ন-বিনাশকারী বজ্রময় জ্যোতির্ভবন অর্থাৎ জ্যোতির্ময় একটি গৃহ কল্পনা করিয়া তন্মধ্যে আপনাকে নির্ম্মলচিত্ত বিশুদ্ধ ও দেবতাময় চিন্তা করিতে হইবে।

(৩৫) প্রাণায়াম করিবার নিয়ম এই যে, দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা মুষ্টিবদ্ধের ন্যায় সঙ্কুচিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণনাসা রোধ পূর্ব্বক মূলমন্ত্রের আদ্যক্ষর বা হ্রীঁ বা ওঁ ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বামনাসায় আকৃষ্ট বায়ু দ্বারা নিজ দেহ পূর্ণ করিবে। এই জপকালে বামহস্তে সংখ্যা রাখিতে হইবে। ইহার নাম পূরক। পরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণনাসা বদ্ধ রাখিয়াই অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা বামনাসা রোধ পূর্ব্বক কুম্ভক (শ্বাসরোধ) করিয়া উক্ত বীজ পূর্ব্বের ন্যায় চতুঃষষ্টিবার জপ করিবে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাত্রিংশৎ-বার (ঐ বীজ) জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসা দ্বারা অল্পে অল্পে বায়ু ত্যাগ করিবে। ইহার নাম রেচক। এইরূপ অবিচ্ছেদে পুনর্ব্বার দক্ষিণ নাসিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে। পরে অবিচ্ছেদে পুনর্ব্বার প্রথমবারের ন্যায় বামনাসা হইতে আরম্ভ করিয়া পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে। এরূপে একটি প্রাণায়ামে বাম-নাসিকায় পূরক, উভয় নাসিকা রোধে কুম্ভক, দক্ষিণ নাসিকায় রেচক এবং দক্ষিণ নাসিকায় পূরক, উভয় নাসিকা রোধে কুম্ভক, বাম নাসিকায় রেচক

কুর্য্যাৎ। ততঃ ভূতশুদ্ধিং কৃত্বা (৩৬), আং হূঁ ফট্

এবং পুনর্ব্বার বামনাসিকায় পূরক, উভয় নাসিকা রোধে কুম্ভক এবং দক্ষিণনাসিকায় রেচক হইয়া শেষ হইবে। এইরূপ অবিচ্ছেদে তিনবার পূরক, তিনবার কুম্ভক ও তিনবার রেচকে একটি প্রাণায়াম সিদ্ধ হইল। এই প্রাণায়ামের পূরকে ১৬ জপ, কুম্ভকে ৬৪ জপ ও রেচকে ৩২ জপ। যিনি ইহাতে অসমর্থ হইবেন তিনি ইহার চতুর্থাংশ জপ দ্বারা প্রাণায়াম করিবেন। অর্থাৎ পূরকে ৪ জপ, কুম্ভকে ১৬ জপ ও রেচকে ৮ জপ করিবেন। যিনি তাহাতেও অসমর্থ, তিনি পূরকে ১ জপ, কুম্ভকে ৪ জপ ও রেচকে ২ জপ করিলেও চলিবে। যথা—পূরয়েৎ ষোড়শৈর্বায়ুং ধারয়েত্তচ্চতুর্গুণৈঃ। রেচয়েৎ কুম্ভকার্দ্ধেণ অশক্ত্যা তত্তুরীয়তঃ। তদশক্ত্যা তচ্চতুর্থং এবং প্রাণস্য সংযমঃ॥ অগ্রে রেচক, মধ্যে কুম্ভক ও শেষে পূরক দ্বারা বহিঃকুম্ভক নামক প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। এরূপ প্রাণায়াম সচরাচর অপ্রচলিত বলিয়া লিখিত হইল না। একপঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ দ্বারাও প্রাণায়াম হইতে পারে। ইহাতে বাম হস্তে সংখ্যা রাখিতে হয় না। ইহাতে অং আং ইং ঈং ইত্যাদি ষোড়শস্বরবর্ণ জপে পূরক। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ সমুদায়ে ৫১ বর্ণ জপে কুম্ভক এবং ৩৫ ব্যঞ্জনবর্ণ জপে রেচক। ইহাতেও এইরূপ পূর্ব্বের ন্যায় তিনবার জপে একটি প্রাণায়াম হয়। ব্রহ্মের প্রাণায়ামের বিশেষ এই যে—প্রথমে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকাদ্বারা বামনাসাপুট রোধ করিয়া দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা আটবার ব্রহ্মমন্ত্র বা প্রণব জপ করিতে করিতে বায়ু আকর্ষণ করিতে হইবে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ঐরূপে দক্ষিণ নাসিকাও (উভয় নাসিকাই) রোধপূর্ব্বক কুম্ভক সহকারে দ্বাত্রিংশৎবার উক্ত জপ করিতে হইবে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ নাসাদ্বারাই ষোড়শবার মন্ত্র জপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে শ্বাসত্যাগ করিতে হইবে। পশ্চাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে ঐরূপেই অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসিকা রোধপূর্ব্বক বামনাসিকাদ্বারা আটবার জপে শ্বাসগ্রহণ, দ্বাত্রিংশৎবার জপে উভয় নাসিকা রোধে কুম্ভক ও বামনাসিকা পরিত্যাগ করিয়াই ষোড়শবার জপে রেচক হইবে। পুনরায় প্রথমের ন্যায় দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাসগ্রহণে পূরক, উভয় নাসিকা রোধে কুম্ভক ও পুনরায় দক্ষিণ নাসিকায় রেচক করিতে হইবে।

(৩৬)। ভূতশুদ্ধি। পদ্ধতি দেখিয়া কোন ব্যক্তি রীতিমত ভূতশুদ্ধি

স্বাহা, ইতি ব্যাপকতয়া কায়বাক্‌চিত্তশোধনং কৃত্বা মাতৃকান্যাসঞ্চ

করিতে সমর্থ নহেন। যে মহাত্মা রীতিমত ভূতশুদ্ধি করিতে সমর্থ, তাঁহার নিকট পদ্ধতিরও আবশ্যক হয় না। পরন্তু আমরা অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ভূতশুদ্ধি দিলাম। যাঁহারা বিশেষভাবে ষট্‌চক্রের বিবরণ ও ভূতশুদ্ধি প্রকরণ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা অস্মৎ-প্রচারিত মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ১৮৪ পৃষ্ঠায় (৮৭) টিপ্পনী দেখিবেন। স্থূলভাবে ইহা জানিলেই হইবে যে, মানব শরীরে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া গুহ্যদ্বারের নিকটে ইহার নিম্ন সীমা (মূলাধার) হইতে মস্তকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত একটি নাড়ী আছে। ইহার নাম সুষুম্না নাড়ী। নিম্নে মূলাধারে ইহার মুখ ধুস্তূর পুষ্পের ন্যায় বিকশিত। এই নাড়ীর মধ্যবর্ত্তী আরও দুইটি নাড়ীর অভ্যন্তরে ঐরূপ মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মনাড়ী নামে আর একটি নাড়ী আছে। ইহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। ইহাতে ছয়টি পদ্ম গ্রথিত আছে এবং শেষভাগে ব্রহ্মরন্ধ্রে দ্বাদশদল পদ্ম ও তাহার উপরি ছত্রাকারে সহস্রদল পদ্ম আছে। মেরুদণ্ডের নিম্ন সীমায় মূলাধার পদ্ম। এই পদ্ম চতুর্দ্দল; চারিদলে ব হইতে স পর্য্যন্ত চারিটি বর্ণ রহিয়াছে। ইহার কর্ণিকার মধ্যস্থলে নবপল্লবের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট স্বয়ম্ভুলিঙ্গ (ঐ ব্রহ্মনাড়ীরই শেষভাগ) শোভা পাইতেছেন। বিদ্যুদ্বর্ণা মৃণালতন্তু অপেক্ষা সূক্ষ্মা কুলকুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন পূর্ব্বক স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মস্তকস্থিত ছিদ্রে মুখ প্রবিষ্ট করিয়া তাহা রোধ করিয়া আছেন। নাড়ীতে গ্রথিত ছয়টি পদ্মই অধোমুখ। পরন্তু চৈতন্যযুক্তা কুণ্ডলিনীর আবির্ভাবে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া যায়। অতএব চিন্তার সময় ঊর্দ্ধমুখ চিন্তা করাই বিধেয়। মূলাধার পদ্মের কর্ণিকাতে স্বয়ম্ভুলিঙ্গের চতুর্দ্দিকে প্রাচীরের ন্যায় রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল রহিয়াছে; এবং তাহাতে রক্তবর্ণ কন্দর্পবায়ুও বিদ্যমান আছে। ইহার চতুর্দ্দিকে অষ্টবজ্রবিভূষিত পীতবর্ণ চতুষ্কোণ পৃথিবীমণ্ডল। ঐ মণ্ডলে পীতবর্ণ লং বীজ ও ঐ বীজের মধ্যে শুভ্র হস্তিবাহন পৃথিবী, চতুর্ভুজ ব্রহ্মা, সাবিত্রী ও ডাকিনী শক্তি আছেন। ইহার উপরে ব্রহ্মনাড়ীতে গ্রথিত স্বাধিষ্ঠান চক্র নামক লিঙ্গমূলের সম-সম স্থানে ষড়্‌দল পদ্ম আছে। ব হইতে ল পর্য্যন্ত ছয়টি বর্ণ ছয়টি দলে আছে। ইহার কর্ণিকার মধ্যে নীলবর্ণ চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণু ও দুই পার্শ্বে মহা-

লক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী আছেন। সম্মুখে নীলবর্ণা চতুর্ভুজা রাকিণী শক্তি বং এই বরুণ বীজ এবং ঐ বীজের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার শুভ্রবর্ণ বরুণমণ্ডল ও শুভ্র মকরবাহন বরুণ আছেন। ইহার উপরিভাগে নাভিমণ্ডলের পশ্চাতে মণিপুর নামক দশদল পদ্মের দশ দলে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত দশটি বর্ণ আছে। ইহার কর্ণিকায় একটি ত্রিকোণমণ্ডল, তাহার মধ্যে রং বীজ, বীজের মধ্যে স্বস্তিক-ত্রয়-বিভূষিত রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল এবং মেষবাহন রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ অগ্নি আছেন। অগ্নির সম্মুখে দ্বিভুজ, বরাভয়প্রদ, সিন্দূরবর্ণ, ভস্মবিভূষিত ত্রিলোচন ও বৃদ্ধ রুদ্র এবং ভদ্রকালী আছেন। ইঁহাদের সন্নিধানে তপ্তকাঞ্চন-বর্ণা পীত-বসন-ভূষণা চতুর্ভুজা মদমত্তচিত্তা লাকিনী শক্তি। পদ্মের উপরি-ভাগে ভানুভবন ও ভানুমণ্ডল। ইহার উপরে হৃদয়মধ্যে ইষ্ট দেবতার চিন্তার স্থল উর্দ্ধমুখ অষ্টদল কমল। ঐ হৃদয়ে ইহারই উপরে দলে দলে ক হইতে ঠ বর্ণ শোভিত অনাহতচক্র নামক দ্বাদশদল পদ্ম; ইহার কর্ণিকার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভা ত্রিকোণা-শক্তি নামে ত্রিকোণমণ্ডলের মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ বাণলিঙ্গ, তাঁহার সন্নিধানে তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণ বরাভয়-ধারী হিরণ্যগর্ভ নামে নারায়ণ বা ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তি ভুবনেশ্বরী আছেন। ইহাঁদের নিকটে পাশ, পাণপাত্র, বর ও অভয়ধারিণী চতুর্ভুজা অস্থিমালা-বিভূষিতা সুধার্দ্র-হৃদয়া ত্রিনেত্রা বিদ্যুৎবর্ণা মত্তা ডাকিনী শক্তি আছেন। এই চক্রে যং এই বায়ুবীজ-মধ্যে ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণমণ্ডল, তন্মধ্যে গোলাকার বায়ুমণ্ডল ও কৃষ্ণসারবাহন চতুর্ভুজ ধূম্রবর্ণ পবন আছেন। এই চক্রেই নির্ব্বাত দীপ-কলিকাকার জীবাত্মা রহিয়াছেন। ইহার উপরে কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধচক্র ও ভারতীস্থান নামক ধূম্রবর্ণ ষোড়শদল পদ্মের দলে দলে অং অবধি অঃ পর্য্যন্ত ষোড়শ বর্ণ আছে। ইহার কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণমণ্ডল মধ্যে অর্দ্ধনারীশ্বর শিব, সকলের মূলমন্ত্র, বিদ্যুৎবর্ণ প্রণব এবং পূর্ণ শশধরমণ্ডল আছে। এই চক্রে হং এই বীজমধ্যে গোলাকার স্বচ্ছ আকাশমণ্ডল ও তাহাতে শ্বেতহস্তিবাহন, শুক্লবস্ত্র-পরিধান এবং পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়যুক্ত চতুর্ভুজ আকাশ আছেন। শুক্লবর্ণ, পঞ্চবদন, ত্রিনয়ন, দশভুজ ও ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধান সদাশিব বা অর্দ্ধনারীশ্বর এবং তাঁহার নিকটে শর, চাপ, পাশ ও অঙ্কুশধারিণী চতুর্ভুজা শুক্লবর্ণা পীত-বসনা শাকিনী শক্তি এই আকাশের ক্রোড় সন্নিধানে আছেন। তালুমূলে

ললনা চক্র নামে দ্বাদশ দল একটি গুপ্ত চক্র আছে। ইহার উপরে ভ্রূমধ্যে দ্বিদলপদ্মের দুই দলে হং ক্ষং এই দুইটি বর্ণ আছে। কর্ণিকামধ্যে অতিরিক্ত লং গুপ্তভাবে আছে। কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণমণ্ডলের তিন কোণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আছেন। কর্ণিকামধ্যে হংসরূপ পরশিব ও শক্তি সিদ্ধকালী রহিয়াছেন; এবং শুক্লবর্ণা বণ্মুখসুশোভিতা এবং জ্ঞানমুদ্রা, কপাল, ডমরু ও জপমালাধারিণী চতুর্ভুজা হাকিনী শক্তিও আছেন। ইহা যং বীজ ও বায়ুর আলয়; এবং ইহাতে মন ও হকারার্দ্ধ আছে। সুষুম্না নাড়ীকে যমুনা বলে; ইহার সহিত এই স্থানে যুক্ত ঈড়ানাড়ী বা গঙ্গা বামদিকে এবং পিঙ্গলানাড়ী বা সরস্বতী দক্ষিণদিকে, এই স্থান হইতে বিযুক্ত হইয়া সুষুম্না নাড়ীর দুই পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া পুনরায় মূলাধারে সংযুক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত এই আজ্ঞাচক্রকে মুক্তত্রিবেণী ও মূলাধার চক্রকে যুক্তত্রিবেণী বলে। ইহার অব্যবহিত উপরে মনশ্চক্র নামক ষড়্দল একটি গুপ্তচক্র। তদুপরি সোমচক্র নামে ষোড়শদল গুপ্তচক্র। তদুপরি নিরালম্বপুরি। তাহার উপরে দীপশিখা সদৃশ জ্যোতির্ময় প্রণব। তদুপরি শ্বেতবর্ণ নাদ ও তদুপরি বিন্দু। ইহারই উপরিভাগে ব্রহ্মরন্ধ্রে পূর্ব্বোক্ত ছত্রাকার সহস্রদল কমলের নিম্নে শ্বেতবর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম। এই দ্বাদশদল পদ্মের কর্ণিকাতে অকথাদি বর্ণময় রেখাত্রয়ে অঙ্কিত ত্রিকোণমণ্ডল। ঐ ত্রিকোণমণ্ডলের মধ্যস্থলে সুষুম্নানাড়ীর অপর সীমা। উপরে ছত্রাকার নানাবর্ণ বর্ণসমুজ্জ্বল সহস্রদল কমল। সহস্রদলের ক্রোড়ে পরমশিবের (ব্রহ্মের) স্থান। কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া এই পরমশিবে সংযুক্ত করিতে হয়। ইনি পরমাত্মা। ইহাই কুলস্থান, অকুলও বটে। নিম্নস্থ দ্বাদশদল কমলের অকথাদি রেখাত্রয়ের উপরে সুধাসাগর, তন্মধ্যে মণিদ্বীপ, তাহাতে মণিপীঠ ও তাহাতে পুনরায় অকথাদি ত্রিকোণ-মণ্ডল। তন্মধ্যে নাদবিন্দু, তদুপরি হংসপীঠ, হংসপীঠের উপরি গুরুপাদুকা, অর্থাৎ এই স্থানে সকলেরই গুরু আছেন। সহস্রদল কমলের ক্রোড়ে চন্দ্রের অমানাম্নী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ষোড়শী কলা; তাহার ক্রোড়ে ঐরূপ নির্ব্বাণ কলা। এই নির্ব্বাণ কলার ক্রোড়ে পরমনির্ব্বাণ শক্তি, তদুপরি বিন্দুশক্তি ও বিসর্গশক্তি। সমুদয় চক্রে যে যে বর্ণ, যে যে দেবতা, বা যে যে পদার্থ আছে। এই সহস্রদলে তৎসমস্তই রহিয়াছে।

এক্ষণে ভূতশুদ্ধি কি প্রকারে করিতে হয়, তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশের আধার অপঞ্চীকৃত ভূতবিনির্ম্মিত সূক্ষ্ম শরীরে অধিষ্ঠিত জীবাত্মাকে নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপকলিকার ন্যায় চিন্তা করিয়া হৃদয় হইতে সুষুম্না পথে আনয়নপূর্ব্বক মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীর শরীরে লীন করিতে হইবে। পরে 'যং' বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক বাম নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া মূলাধারস্থিত কন্দর্প বায়ু উদ্দীপিত করিবে। পরে 'রং' বীজে দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু আকর্ষণে পূর্ব্বোক্ত কন্দর্প বায়ু সহযোগে কুণ্ডলিনীর চতুর্দ্দিকস্থ ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল উদ্দীপিত করিতে হইবে। তাহারই উত্তাপে এবং হূঁ এই বীজ উচ্চারণে তিনি জাগরিতা হইবেন। পরে হংসঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মূলাধার সংকোচন দ্বারা তাহাকে উত্থাপিত করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কুণ্ডলিনী চৈতন্যযুক্তা হইলেই পদ্ম ঊর্দ্ধমুখ হইবে। অতএব ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, অতঃপর কুণ্ডলিনী যে পদ্মে যখনই যাইবেন, তখনই তাহা ঊর্দ্ধমুখ চিন্তা করিতে হইবে। এক্ষণে মূলাধারও ঊর্দ্ধমুখ। সেই যে মুখ দ্বারা কুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন পূর্ব্বক ব্রহ্মদ্বার রোধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি ঐ বিবর পথেই উত্থিত হইতে আরম্ভ করিবেন। চক্রস্থিত সমস্ত দেবতা, বর্ণ প্রভৃতি তাঁহার শরীরে লীন হইবে। পৃথিবীমণ্ডল 'লং' বীজে পরিণত হইয়া তাঁহার শরীরে বীজভাবে অবস্থান করিবে। কুণ্ডলিনী পদ্ম পরিত্যাগ করিলেই উহা পুনরায় অধোমুখ হইবে। সকল পদ্মেরই কুণ্ডলিনী পরিত্যাগে এইরূপ হইবে। অতঃপর কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠান চক্রে উপনীত হইলে তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধমুখ সেই পদ্মের যাবতীয় দেবতা, বর্ণ প্রভৃতি তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার শরীর হইতে পৃথ্বী বীজ 'বং' বীজে পরিণত রসে (বরুণমণ্ডলে) লয় প্রাপ্ত হইবে। এবং বং বীজ কুণ্ডলিনীর শরীরে বিলীন থাকিবে। অনন্তর মণিপুরে উপস্থিত হইলে দেবতা, বর্ণ প্রভৃতি তাহাতে লয়প্রাপ্ত হইবে। বং বীজ 'রং' বীজে পরিণত তেজে লয়প্রাপ্ত হইলে রং বীজ তাঁহার শরীরে লীন থাকিবে। অতঃপর হৃদয়স্থিত অনাহত চক্রে উপস্থিত হইলে তত্রস্থ দেবতা ও বর্ণ প্রভৃতি তাহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে। রং বীজ 'যং' বীজে পরিণত বায়ুমণ্ডলে লয় প্রাপ্ত হইলে যং বীজ তাঁহার শরীরে লীন থাকিবে। ইহার পরে কুণ্ডলিনী

বিশুদ্ধচক্রে উপনীত হইলে তত্রস্থ দেবতা ও বর্ণ প্রভৃতি তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে এবং তাঁহার শরীর হইতে যং বীজ 'হং' বীজে পরিণত আকাশমণ্ডলে লয় প্রাপ্ত হইলে হং বীজ তাঁহার শরীরে লীন থাকিবে। অনন্তর কুণ্ডলিনী ললনাচক্র ভেদ পূর্ব্বক আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইলে তত্রস্থ দেবতা ও বর্ণ প্রভৃতি তাঁহার শরীরে লীন হইবে। এই স্থানে হং বীজ অন্তঃকরণ-বৃত্তিতে লয় প্রাপ্ত হইয়া অহঙ্কারতত্ত্বে পরিণত হইবে। অহঙ্কারতত্ত্বও কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। এই রুদ্রগ্রন্থী ভেদ পূর্ব্বক কুণ্ডলিনী যেমন উত্থিত হইতে থাকিবেন তৎসঙ্গে ক্রমে ক্রমে নিরালম্বপুরী, প্রণব, নাদ, বিন্দু, প্রভৃতিও তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। ক্রমে বিলীন ভাবে অবস্থিত অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব কুলকুণ্ডলিনীতে (প্রকৃতিতে) লয়প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে কুলকুণ্ডলিনীও ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত পরমশিবে বা ব্রহ্মে সংযুক্ত বা একীভূত হইলে সেই সামরস্যসম্ভূত অমৃতধারা এই শরীররূপ ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত হইতে থাকিবে। বিস্মৃত বা সমাধিগ্রস্ত সাধক পরমানন্দে নিমগ্ন হইবেন। আজ্ঞাচক্রের পর অন্তঃকরণবৃত্তি বা মনের লয় হয় বটে, কিন্তু নিত্য উন্মনী অপরাপর কার্য্য সম্পন্ন করে।

এক্ষণে বামকুক্ষিতে পাপপুরুষের ধ্যান করিতে হইবে। (বামকুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ)—পুরুষং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ রক্তশ্মশ্রুবিলোচনং। খড়্গাচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণকং। সর্ব্বপাপাত্মকং রূপং সর্ব্বদাধোমুখস্থিতং॥ ধ্যানান্তরং—বাম-(কুক্ষি-) পার্শ্বস্থিতং পাপং পুরুষং কজ্জলপ্রভং। ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ং॥ সুরাপানহৃদাযুক্তং গুরুতল্পকটীদ্বয়ং। তৎসংসর্গিপদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকং॥ উপ-পাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনং॥ (খড়্গাচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমেবং কুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ॥ ইতি পাঠান্তরম্)। অনন্তর হৃদয়ে যং এই ধূম্রবর্ণ বীজ ভাবনা করিয়া, নাসাপুটদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক ঐ বীজ ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বামনাসিকায় প্রাণায়ামের ন্যায় বায়ু আকর্ষণ সহকারে উহা চতুঃষষ্টিবার (৬৪) জপ করিবেন। ঐ সময় চিন্তা করিতে হইবে যে, যং বীজোত্থিত আকৃষ্ট বায়ুদ্বারা বামকুক্ষিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ পাপ-পুরুষের সহিত সমুদয় দেহ পরিশুষ্ক হইতেছে। এই ভাবনা সহকারে ঐ যং বীজই দ্বাত্রিংশৎবার (৩২) জপ করিতে করিতে রেচক করিতে হইবে। পরে নাভিমণ্ডলে রক্তবর্ণ রং বীজ চিন্তাপূর্ব্বক ষোড়শবারে পূরক, ও চতুঃষষ্টিবারে (৬৪)

কুম্ভক করিবার সময় চিন্তা করিতে হইবে যে, মূলাধার হইতে উত্থিত অগ্নিদ্বারা উক্ত পাপপুরুষের সহিত দেহ (লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর) দগ্ধ ও ভস্মসাৎ হইতেছে। তৎপরে রং বীজ দ্বাত্রিংশৎবার (৩২) জপে রেচক করিতে হইবে। অনন্তর ললাটে শুক্লবর্ণ ঠং এই চন্দ্রবীজ ষোড়শবার (১৬) জপসহকারে পূরকের সময় চিন্তা করিতে হইবে যে, উক্ত স্থানস্থিত চন্দ্র হইতে গলিত সুধাধারায় নূতন দিব্য শরীর সৃষ্ট হইতেছে। তদন্তে স্বাধিষ্ঠানে শুক্লবর্ণ বং বীজ ধ্যানে চতুঃষষ্টি-বার (৬৪) কুম্ভকে চিন্তা করিতে হইবে যে, ঐ চন্দ্রমণ্ডল হইতে গলিত মাতৃকা-বর্ণময় অমৃত দ্বারায় সমগ্র দিব্য শরীর বিরচিত হইল। পরে মূলাধারে পীতবর্ণ লং বীজ জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকায় রেচক সহকারে দিব্যদেহ সুদৃঢ় বিবেচনা করিতে হইবে। এই সময়ে কুলকুণ্ডলিনী পরমশিবের সহিত সামরস্য সম্ভোগ করিয়া প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইবেন। কুণ্ডলিনীর প্রত্যাগমন কালে যে যে স্থানে যে যে ভাবে যাহা যাহা লীন হইয়াছে, বিপরীতক্রমে সেই সেই স্থানে, সেই সেই ভাবে, সেই সেই দেবতা, বর্ণ, বৃত্তি প্রভৃতি সৃষ্ট হইতে থাকিবে। যথাযথক্রমে যথাযথস্থানে বিন্দু, নাদ, প্রণব, নিরালম্বপুরী, মহত্তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব সৃষ্ট হইবে। অহঙ্কারতত্ত্বের সৃষ্টিকালে সোঽহং বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক তদভিমানী জীবাত্মাকে হৃদয়ে আনয়ন করিতে হইবে। অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে আজ্ঞাচক্রে মন বা অন্তঃকরণবৃত্তি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে। এই মন বা অন্তঃকরণ হইতে হং বীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। এই চক্রের অন্যান্য দেবতা ও বর্ণ প্রভৃতিও সৃষ্ট হইয়া যথাযথরূপে অবস্থান করিবে। তৎপরে কুণ্ডলিনী বিশুদ্ধচক্রে উপনীত হইলে কুণ্ডলিনীর শরীরস্থিত হং বীজ হইতে আকাশ, তত্রস্থ দেবতা ও বর্ণ প্রভৃতি যথাস্থানে থাকিবে। আকাশ হইতে উৎপন্ন যং বীজ কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিয়া অনাহত চক্রে তত্রস্থ দেবতা ও বর্ণ প্রভৃতি সৃষ্টি হইবে এবং যং বীজ হইতে বায়ু ও তাহা হইতে রং বীজ উদ্ভূত হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন অবস্থায় থাকিবে। কুণ্ডলিনী মণিপূরে আসিলে তত্রস্থ দেবতা ও বর্ণ প্রভৃতি যথাস্থানে সন্নিবেশিত এবং রং বীজ হইতে তেজ ও তেজ হইতে বং বীজের উৎপত্তি হইবে। লীন ভাবে বং বীজ সহ কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রের দেবতা ও বর্ণ, প্রভৃতি যথাযথস্থানে সৃষ্টি করিবেন। বং বীজ হইতে রস (জল) উৎপন্ন হইলে তদুদ্ভূত লং বীজ তাঁহার শরীরে লীন থাকিবে। এক্ষণে

কুণ্ডলিনী মূলাধারে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, তত্রস্থ বর্ণচতুষ্টয় প্রভৃতি যথাযথস্থানে সৃষ্ট হইয়া অবস্থান করিবেন। তাঁহার শরীর হইতে উদ্ভূত লং বীজ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়া যথাযথভাবে অবস্থান করিবে। কুলকুণ্ডলিনীও সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ সুষুপ্তা হইবেন। এবং সূক্ষ্মশরীরে অধিষ্ঠিত দেহাত্মাভিমানী জীবাত্মাও পুনর্ব্বার ভ্রান্তি-জালে পতিত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে।

অনন্তর জীবন্যাস যথা—হৃদয়ে হস্ত প্রদান করিয়া সোঽহং (তিনি বা ইষ্টদেবতাই আমি) চিন্তাপূর্ব্বক লেলিহান মুদ্রায় হৃদয় স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে। আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হংসঃ অমুকদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আং হ্রীঁ ইত্যাদি অমুকদেবতায়াঃ জীব ইহস্থিতঃ (এইরূপ) অমুকদেবতায়াঃ সর্ব্বে-ন্দ্রিয়ানি। (এইরূপ) অমুকদেবতায়াঃ বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। পরে আপনাকে দেবতাময় ভাবনা করিতে হইবে।

এই ভূতশুদ্ধি অতি-সংক্ষিপ্ত ভাবেও হইতে পারে যথা—চিন্তা করিতে হইবে যে, হৃৎপদ্ম হইতে জীবাত্মা কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন হইলে, কুণ্ডলিনী যখন উত্থিত হইতে থাকিবেন, সেই সময় তাঁহার শরীর আশ্রয় করিয়া মূলাধার হইতে ক্ষিতি স্বাধিষ্ঠানে রসে (জলে) লয় প্রাপ্ত হইবে। ঐরূপে ঐ রসও মণিপূরে তেজে, তেজ এইরূপে অনাহতে বায়ুতে, বায়ুও ঐরূপে বিশুদ্ধচক্রে আকাশে লয় প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর ঐরূপে লীনভাবে কুণ্ডলিনীর শরীর আশ্রয় করিয়া আকাশ আজ্ঞাচক্রে অহঙ্কার তত্ত্বে লয় প্রাপ্ত হইবে। কুণ্ডলিনী ব্রহ্মরন্ধ্রে, উপনীত হইবার অনতিপূর্ব্বেই তাঁহার শরীর হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্বও কুণ্ডলিনীতে লয় প্রাপ্ত হইবেন। ব্রহ্মরন্ধ্রেও কুণ্ডলিনী পরমশিবের (ব্রহ্মের) সহিত একীভূত হইবেন। সাধকও সেই সামরস্যে 'সোঽহং' ধ্যান করিবেন।

যাঁহারা ইহাতেও অশক্ত, তাঁহারা পদ্ধতি দেখিয়া যেরূপ ভূতশুদ্ধি করিতে পারিবেন, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। যথা, ওঁ হ্রৌঁ এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিলে ভূতশুদ্ধির ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রমাণ যথা ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে,—জ্যোতির্ম্মন্ত্রং মহেশানি অষ্টোত্তরশতং জপেৎ। এতজ্‌জ্ঞান-প্রভাবেন ভূতশুদ্ধেঃ ফলং লভেৎ॥ ইতি। আর এক প্রকার সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি আছে যথা,—

কৃত্বা (৩৭) তত্ত্বমুদ্রয়া বর্ণন্যাসং কুর্য্যাৎ. যথা, (হৃদয়ে) অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং নমঃ। (দক্ষহস্তে) এং

ওঁ ভূতশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ॥ ১॥ ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা ॥ ২॥ ওঁ রং সংস্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা ॥ ৩॥ ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সোঽহং হংসঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥ এই চারিটি মন্ত্র কেবল পাঠ করিলেই হইবে।

(৩৭) মাতৃকান্যাস। শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকা, কমলাতন্ত্র, বীরতন্ত্র, তন্ত্রসার প্রভৃতি অনেক তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, অগ্রে ভূতশুদ্ধি করিয়া পরে প্রাণায়াম করিবে। স্বতন্ত্রতন্ত্র, কালীতন্ত্র ও শ্যামারহস্য প্রভৃতিতে কথিত হইয়াছে অগ্রে প্রাণায়াম করিয়া পরে ভূতশুদ্ধি করিবে। মহানির্ব্বাণতন্ত্র, অন্নদাকল্প তোড়-লতন্ত্র, গৌতমীয়তন্ত্র, ফেৎকারিণীতন্ত্র, লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র প্রভৃতিতে কথিত হইয়াছে যে, ভূতশুদ্ধি ও মতৃকান্যাসের পর প্রাণায়াম করিবে। এই ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে যে মত ইচ্ছা সেই মত অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলেই ফলসিদ্ধি হইবে। স্বতন্ত্রতন্ত্রে সপ্তম পটলে কথিত হইয়াছে,—পূজা তু বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ তাস্বেকতমমাশ্রয়েৎ॥ অর্থাৎ, তন্ত্রে পূজা বিষয়ে নানারূপ বিধি কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে প্রকার ইচ্ছা বা গুরুর উপদেশ, সেই প্রকারে পূজা করিলেই সিদ্ধিলাভ হইবে।

মাতৃকান্যাস যথা,—ওঁ অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ দেবী মাতৃকা-সরস্বতী দেবতা, হলো বীজানি, স্বরাঃ শক্তয়ঃ, অব্যক্তং কীলকং, সর্ব্বাভীষ্ট-সিদ্ধয়ে লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রী-চ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হল্‌ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে অব্যক্তকীল-কায় নমঃ।

করাঙ্গন্যাস। অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু।

ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ। (বামহস্তে) ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ। (দক্ষপদে) ণং

অন্তর্মাতৃকান্যাস। মূলাধারে কুণ্ডলিনী হইতে অনবরত প্রণবধ্বনি উত্থিত হইতেছে। সাধক আপন সাধনা অনুসারে একাগ্র হইলে ইহা নানারূপ বিভিন্ন ধ্বনির ন্যায় শ্রবণ করেন। যাহা হউক উক্ত ধ্বনিতে একবার মনঃসংযোগ করিয়া চিন্তা করিতে হইবে যে, কুলকুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধা হইয়া বিদ্যুৎ-সদৃশ তেজোময় সূক্ষ্ম শরীরে মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মরন্ধ্রে পরমশিবে স্পৃষ্ট হওয়ায় অমৃতময় মাতৃকা বর্ণ সমুদায় ক্ষরিত হইতেছে। সেই মাতৃকাবর্ণ সমুদায় ষট্‌পদ্মের দলে দলে ক্রমশঃ চিন্তা করিয়া তত্ত্বমুদ্রায় বা তত্ত্বমুদ্রায় গৃহীত পুষ্প দ্বারা ন্যাস (স্থাপিত) করিতে হইবে। যথা—কণ্ঠে বিশুদ্ধচক্রে। অং নমঃ, আং নমঃ, ইং নমঃ, ঈং নমঃ, উং নমঃ, ঊং নমঃ, ঋং নমঃ, ৠং নমঃ, ঌং নমঃ, ৡং নমঃ, এং নমঃ, ঐং নমঃ, ওং নমঃ, ঔং নমঃ, অং নমঃ, অঃ নমঃ। হৃদয়স্থিত-অনাহতচক্রে। কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ, ঘং নমঃ, ঙং নমঃ, চং নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ, টং নমঃ, ঠং নমঃ। নাভিস্থিত-মণিপুরচক্রে। ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং নমঃ, তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ, পং নমঃ, ফং নমঃ,। লিঙ্গমূলস্থিত স্বাধিষ্ঠানচক্রে। বং নমঃ, ভং নমঃ, মং নমঃ, যং নমঃ, রং নমঃ, লং নমঃ। মূলাধারচক্রে। বং নমঃ, শং নমঃ, ষং নমঃ, সং নমঃ। ভ্রূমধ্যস্থিত-আজ্ঞাচক্রে হং নমঃ, ক্ষং নমঃ। মেরুতন্ত্রে সমস্ত বর্ণেরই আদিতে প্রণব (ওঁ) দিবার বিধি দৃষ্ট হয়।

এই অন্তর্মাতৃকা ন্যাস বিষয়ে একটি প্রমাণ দৃষ্ট হয় যে,—"আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয়সরসিজে তালুমূলে ললাটে, ইত্যাদি" এই বচন দৃষ্টে বোধ হয় যে মূলাধার হইতে যথাযথ বর্ণের ন্যাস করিতে হইবে; পরন্তু কৌলাবলীতে উক্ত বচন দিয়া পরে কথিত হইয়াছে, ইত্যন্তর্মাতৃকাবর্ণান্ ধ্যায়েৎ কণ্ঠচ্ছদক্রমাৎ॥ অর্থাৎ কণ্ঠদেশস্থিত বিশুদ্ধচক্র হইতেই ক্রমশঃ অকারাদি বর্ণ ন্যাস করিতে হইবে। জ্ঞানার্ণবে স্পষ্টভাবেই এইরূপ ক্রম উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রথমোক্ত বিপরীত ক্রম বৈষ্ণবদিগের পক্ষেই বিধেয়।

বৈষ্ণব পক্ষে অন্তর্মাতৃকান্যাস যথা— মূলাধারে বং নমঃ, শং নমঃ, ষং নমঃ,

তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ। (বামপদে) মং

সং নমঃ। স্বাধিষ্ঠানে। বং; ভং, মং, যং, রং, লং। প্রত্যেকবর্ণের শেষে 'নমঃ' যোগ করিতে হইবে। মেরুতন্ত্রের মতে আদিতে 'ওঁ' ও অন্তে নমঃ' যোগ করিতে হইবে। পরে ঐরূপে মণিপুরে ডং, ঢং, ণং, তং, থং, দং, ধং, নং, পং, ফং। অনাহতচক্রে। কং, খং, গং, ঘং, ঙং, চং, ছং, জং, ঝং, ঞং, টং, ঠং। বিশুদ্ধ-চক্রে। অং, আং, ইং, ঈং, উং, ঊং, ঋং, ৠং, ৯ং, ৡং, এং, ঐং, ওং, ঔং, অং, অঃ। ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্রে। হং, ক্ষং। ব্রহ্মরন্ধ্রে, সহস্রারে অং হইতে ক্ষং পর্য্যন্ত সমুদয় মাতৃকাবর্ণই ঐরূপভাবে ন্যাস করিতে হইবে। অনন্তর উহার ক্রোড় বা নিম্নে দ্বাদশ দলের উর্দ্ধে বর্ণময় রেখা দ্বারা অঙ্কিত একটি ত্রিকোণ চিন্তা করিতে হইবে। ঐ ত্রিকোণের একটি কোণ ব্রহ্মরন্ধ্রের পশ্চাদ্ভাগে, ব্রহ্মরন্ধ্রের সম্মুখভাগে স্বদক্ষিণে একটি কোণ ও বামে একটি কোণ। পশ্চাতের কোণ হইতে স্বদক্ষিণের কোণ পর্য্যন্ত যে রেখাটি আসিয়াছে তাহা অং হইতে অঃ পর্য্যন্ত ষোড়শ বর্ণময়। দক্ষিণ হইতে বামে সম্মুখভাগের রেখাটি 'কং' হইতে 'তং' পর্য্যন্ত ষোড়শ বর্ণময়। এবং সম্মুখের বাম কোণ হইতে যে রেখাটি পশ্চা-দ্ভাগের কোণে গিয়াছে তাহাও ক্রমশঃ 'থং' হইতে 'সং' পর্য্যন্ত ষোড়শ বর্ণময়। পশ্চাতের কোণে 'সং' ও 'অং' এই দুই বর্ণের মধ্যে 'হং' এই বর্ণ, দক্ষিণের কোণে 'অঃ' ও 'কং' এই দুই বর্ণের মধ্যে 'লং', এবং বামের কোণে 'তং' ও 'থং' এই দুই বর্ণের মধ্যে 'ক্ষং' এই বর্ণ আছে। উক্ত হলক্ষত্রয়মণ্ডিত অকথাদি রেখাত্রয়ের মধ্যে পরবিন্দু বা পরমব্রহ্মকে জ্যোতির্বিন্দুর ন্যায় অথবা যাঁহার যেরূপ গুরূপদেশ সেইরূপই চিন্তা করিবেন। ন্যাস কালে প্রত্যেক পদ্মের পূর্ব্ব দল হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে দলে দলে ন্যাস হইবে। সাধকের নিজ দক্ষিণই তাঁহার পূর্ব্বদিক্; দক্ষিণভাগ হইতে ক্রমশঃ পশ্চাদ্ভাগ ও পরে সম্মুখ দিয়া যাইলেই দক্ষিণাবর্ত্ত হইবে।

অথ বাহ্যমাতৃকান্যাস। ধ্যান যথা,—ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্তমুখদোঃ-পন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতা-মাশ্রয়ে॥

মধ্যমানামিকাভ্যাং ললাটে অং নমঃ। তর্জ্জনীমধ্যমানামিকাভিঃ মুখবৃত্তস্য

চতুষ্পার্শ্বে আং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং দক্ষচক্ষুষি ইং নমঃ। বামচক্ষুষি, ঈং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠপৃষ্ঠেন দক্ষকর্ণে, উং নমঃ। বামকর্ণে ঊং নমঃ। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন দক্ষনাসায়াং ঋং নমঃ। বামনাসায়াং ৠং নমঃ। তর্জ্জনীমধ্যমানামিকাভিঃ দক্ষ-গণ্ডে, ঌং নমঃ। বামগণ্ডে, ৡং নমঃ। মধ্যময়া ওষ্ঠে, এং নমঃ। অধরে ঐং নমঃ। অনামিকয়া উর্দ্ধদন্তপঙ্‌ক্তৌ, ওঁ নমঃ। অধোদন্তপঙ্‌ক্তৌ ঔং নমঃ। মধ্যময়া উত্তমাঙ্গে অং নমঃ। অনামিকয়া মুখবিবরে, অঃ নমঃ। কনিষ্ঠামধ্যমানামিকাভিঃ দক্ষবাহোঃ মূলাৎ সন্ধিত্রয়ে যথাক্রমেণ কং নমঃ। খং নমঃ। গং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে, ঘং নমঃ। অঙ্গুল্যগ্রভাগেষু ঙং নমঃ। বামবাহোঃ সন্ধিত্রয়ে অঙ্গুলিমূলে অঙ্গুল্যগ্র-ভাগেষু চ যথাক্রমেণ, চং নমঃ। ছং নমঃ। জং নমঃ। ঝং নমঃ। ঞং নমঃ। দক্ষপাদে যথাক্রমং পূর্ব্ববৎ টং নমঃ। ঠং নমঃ। ডং নমঃ। ঢং নমঃ। ণং নমঃ। বামপাদে যথাক্রমং পূর্ব্ববৎ তং নমঃ। থং নমঃ। দং নমঃ। ধং নমঃ। নং নমঃ। কনিষ্ঠামধ্যমানামিকাভিঃ দক্ষপার্শ্বে পং নমঃ। বামপার্শ্বে ফং নমঃ। এবং পৃষ্ঠদেশে, বং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমানামাকনিষ্ঠাযোগেন নাভৌ, ভং নমঃ। জঠরে সর্ব্বাঙ্গুলিযোগেন, মং নমঃ। করতলেন হৃদয়ে, যং ত্বগাত্মনে, নমঃ। এবং দক্ষস্কন্ধে রং অসৃগাত্মনে নমঃ। ককুদি, লং মাংসাত্মনে নমঃ। বামস্কন্ধে, বং মেদ-আত্মনে নমঃ। করতলেন হৃদয়াদি—দক্ষবাহুপর্য্যন্তং, শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদি—বামবাহুপর্য্যন্তং, ষং মজ্জাত্মনে নমঃ। এবং হৃদয়াদি—দক্ষপাদপর্য্যন্তং, সং শুক্রাত্মনে নমঃ। এবং বামপাদপর্য্যন্তং, হং প্রাণাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদি উদরপর্য্যন্তং লং জীবাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদি—মুখপর্য্যন্তং ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ। মুদ্রাকরণেঽসমর্থঃ তত্ত্বমুদ্রয়া পুষ্পদ্বারা বা মাতৃকান্যাসং কুর্য্যাৎ। তারার্ণবে কথিত হইয়াছে যে—স্ত্রী শূদ্র, নাদবিন্দু যোগ ব্যতিরেকে মাতৃকান্যাস করিবেন। পরন্তু অন্যত্র সকলের পক্ষেই নাদবিন্দু যোগের বিধান দৃষ্ট হয়। তারারহস্য-কার বলেন যে, স্ত্রী শূদ্র, কেবল ওকারে নাদবিন্দু যোগ করিবেন না। সকলের পক্ষেই শেষের অং ও অঃ ইহাতে বিভিন্নভাবে নাদবিন্দু যোগ করিতে হইবে না। অধিকাংশ স্থলে নিত্যপূজাতে উপরোক্ত সৃষ্টি ন্যাস পর্য্যন্তই করিবার বিধি দৃষ্ট হয়। পরন্তু মেরুতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—ন্যাসাঃ কার্য্যাস্ত বটুভিঃ স্থিতিসংহারসৃষ্টয়ঃ। সংহারসৃষ্টিস্থিতয়ঃ গৃহস্থস্ত ন্যসেৎ ক্রমাৎ। বাণপ্রস্থাশ্চ যতয়ঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়ক্রমাৎ॥ অর্থাৎ ব্রহ্মচারি প্রথমে স্থিতি, পরে সংহার ও শেষে

সৃষ্টিন্যাস করিবেন ; গৃহস্থ ক্রমশঃ সংহার, সৃষ্টি ও স্থিতি ন্যাস করিবেন ; বাণপ্রস্থ এবং যতি ক্রমশঃ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ন্যাস করিবেন। কুলাবতারে...তস্মাৎ ত্রিতয়মাচরেৎ। এই বচন দ্বারা তিন প্রকার ন্যাসেরই বিধি দৃষ্ট হয়।

যাহাহউক পূর্ব্বে সৃষ্টিন্যাস কথিত হইয়াছে। সংহারন্যাসের ধ্যান যথা—অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং বিদ্যাক্ষরৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাং। অর্দ্ধেন্দুমৌলি-মরুণামরবিন্দসংস্থাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমতস্তনভারনম্রাং॥ ইহার ঋষ্যাদি ও ষড়ঙ্গ পূর্ব্ববৎ। উপরোক্ত সৃষ্টিন্যাসের ন্যায় সবিন্দুমাতৃকাবর্ণ ক্ষং হইতে আরম্ভ করিয়া বিপরীত ভাবে যথাযথ স্থানে ক্রমশঃ ন্যাস করিয়া ললাটে অং পর্য্যন্ত ন্যাসে সমাপ্ত হইবে।

স্থিতিন্যাসের ধ্যান যথা—সিন্দূরকান্তিমমিতাভরণাং ত্রিনেত্রাং বিদ্যাক্ষসূত্রমৃগ-পোতবরান্ দধানাং। পার্শ্বে স্থিতাং ভগবতীমপি কাঞ্চনাভাং ধ্যায়েৎ করাব্জধৃত-পুস্তকবর্ণমালাম্॥ ইহারও ঋষ্যাদি ও ষড়ঙ্গন্যাস পূর্ব্ববৎ। এই ন্যাসের ক্রম যথা—দক্ষিণ পাদের তৃতীয় সন্ধি (গুল্‌ফের উপরিস্থিত সন্ধি) হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়াদি—মুখ পর্য্যন্ত বিসর্গ ও বিন্দু এই উভয় যুক্ত করিয়া, প্রথমে ডকারাদি ক্ষকারান্ত যথাযথ স্থানে যথাযথরূপে ন্যাস করিয়া পরে এইরূপে ললাট হইতে আরম্ভ করিয়া অকারাদি ক্রমে দক্ষিণ জানু পর্য্যন্ত ঠকার অবধি ন্যাস করিতে হইবে। ইহাই স্থিতিক্রম।

তন্ত্রে যে যে স্থলে কেবল সৃষ্টিক্রমে ন্যাসের বিধান দেওয়া আছে সেই সেই স্থলেই বিন্দুযুক্ত করিয়া উক্ত ন্যাস করিবার বিধান আছে। মেরুতন্ত্র, সারদা-তিলক, সিদ্ধান্তসার প্রভৃতি যে সমস্ত তন্ত্রে ত্রিবিধ ক্রমের বিধান আছে, সেই সেই স্থলেই উপরে প্রথমোক্ত সৃষ্টি ন্যাসকালে প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণে বিসর্গ যুক্ত করিয়া ন্যাস করিবার বিধান আছে। অন্যান্য যথাযথই হইবে।

এই বাহ্যমাতৃকান্যাসে যে স্থলে যেরূপ মুদ্রায় ন্যাসের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইরূপ মুদ্রায় ন্যাস করাই প্রশস্ত। নিতান্ত অসমর্থপক্ষে অনামিকা (অঙ্গুষ্ঠযুক্ত অনামিকা বা তত্ত্বমুদ্রা) দ্বারা অথবা পুষ্পদ্বারা কিম্বা মানসেই তত্তৎ স্থানে ন্যাস করা বিধেয়। যথা গন্ধর্ব্বতন্ত্রে,—এতাস্তু মাতৃকামুদ্রাঃ ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতাঃ। অজ্ঞাত্বা বিন্যসেৎ যস্তু ন্যাসঃ স্যাত্তস্য নিষ্ফলঃ॥ অনাময়া বা পুষ্পৈর্ব্বা মনসা বা ন্যসেদ্ধৃত॥

যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ। ততআদৌ গুরুং পঞ্চোপচারেণ সংপূজ্য, (৩৮) ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আদিত্যাদি —নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এবম্, ইন্দ্রাদি-দশদিক্পালেভ্যঃ। গণেশাদি-পঞ্চদেবতাভ্যঃ, দশমহাবিদ্যাভ্যঃ। দশাবতারেভ্যঃ। ত্রয়ৈ। সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ। সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ। অকারাদি-পঞ্চাশদ্বর্ণেভ্যঃ। প্রতিপদাদি-তিথিভ্যঃ। কৃষ্ণপক্ষায়। শুক্ল-পক্ষায়। অমাবস্যায়ৈ। পূর্ণিমায়ৈ। প্রণবাদিনমোহন্তেন সংপূজ্য, উপস্থিতং বাণেশ্বরং অথবা পারদাদিনির্ম্মিত-শিবং নারায়ণাদিকঞ্চ পূজয়েৎ (৩৯)। *

---

(৩৮) সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজা করাই কর্ত্তব্য। বৃহন্নীলতন্ত্রে আছে,—মূলমন্ত্রং গুরোর্ব্বাক্যং তস্মাদাদৌ গুরুং যজেৎ। গুরুপূজা যথা,—ঐঁ এষ গন্ধঃ সশক্তিক-গুরু-শ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ। এইরূপ, ঐঁ ইদং সচন্দন-পুষ্পং। ঐঁ ইদং সচন্দন-বিল্বপত্রং। ঐঁ এষ ধূপঃ। ঐঁ এষ দীপঃ। ঐঁ ইদং নৈবেদ্যং। অভিষিক্ত পক্ষে—(পাদুকামন্ত্র) এষ গন্ধঃ সশক্তিকগুরু-শ্রীঅমুকানন্দনাথ-অমুকী-দেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ ৷ ইত্যাদি।

(৩৯) কি শৈব, কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত, কি সৌর, কি গাণপত, সকলকেই সর্ব্বাগ্রে শিবলিঙ্গ পূজা করিতে হইবে। পরে শিবলিঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিয়া স্ব স্ব ইষ্টদেবতা বা অন্য দেবতার পূজা করিতে পারিবেন। ইহার বিশেষ প্রমাণ তোড়লতন্ত্র, উৎপত্তিতন্ত্র প্রভৃতিতে আছে। লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরি। আদৌ লিঙ্গং প্রপূজ্যাথ বিল্বপত্রৈর্বরাননে॥ পশ্চাদন্যং মহেশানি শিবং প্রার্থ্য প্রপূজয়েৎ। অন্যথা মূত্রবৎ সর্ব্বং শিবপূজাং বিনা প্রিয়ে॥ ইতি। লিঙ্গশব্দের অর্থ যথা স্কন্দপুরাণে—

---

* সামান্য কাণ্ডে মূলে অভ্যুক্ষণাদি বিধি দৃষ্ট হয়। অভ্যুক্ষণ শব্দে ন্যুব্জহস্তে (সঙ্কুচিত করতলে) জল লইয়া তির্য্যগ্ভাবে সিঞ্চন। প্রোক্ষণ শব্দে জলসমেত (আর্দ্র) উত্তান হস্তে সলিলবিন্দু সিঞ্চন। যথা তন্ত্রে, উত্তানেন তু হস্তেন প্রোক্ষণং সমুদাহৃতং। ন্যুব্জস্বাভ্যুক্ষণং প্রোক্তং তিরশ্চাভ্যুক্ষণং স্মৃতং॥

আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা। আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥ ইতি। বাণলিঙ্গ, স্ফাটিকলিঙ্গ, পারদলিঙ্গ, পাষাণনির্ম্মিত শিবলিঙ্গ, সুবর্ণলিঙ্গ, রৌপ্যলিঙ্গ, নবরত্ননির্ম্মিতলিঙ্গ, মণিময়লিঙ্গ, কাংস্যলিঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ শিবলিঙ্গে শিবের পূজা হইয়া থাকে। যাঁহার যেরূপ শিবলিঙ্গ আছে তিনি তাহাতেই শিবপূজা করিবেন। যাঁহার গৃহে শিবলিঙ্গ নাই তিনি পার্থিব শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া পূজা করিবেন। যিনি তাহাতে অসমর্থ, তিনি করবীর প্রভৃতি পুষ্পযন্ত্রে, নিজ ব্রহ্মরন্ধ্রে, জলে অগ্নিতে অথবা অন্য কোন দেবতা বা ঘটের উপরি পূজা করিবেন। তন্মধ্যে বাণলিঙ্গে প্রতিষ্ঠা, সংস্কার ও আবাহন কিছুই নাই, অষ্টমূর্ত্তি পূজাও নাই।

বাণলিঙ্গপূজা। প্রথমতঃ বাণলিঙ্গকে স্নান করাইতে হইবে, মন্ত্র যথা— ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ॥ (সচরাচর সকলে এই মন্ত্রে বাণলিঙ্গ, পারদলিঙ্গ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের স্নান করাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত আর কয়েকটি মন্ত্র আছে, তাহাও ঐরূপ শিবলিঙ্গের স্নানে ব্যবহৃত হইতে পারে) যথা, ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥ ১॥ ওঁ অঘোরেভ্যোঽথঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ॥ ২॥ ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবেঽভবেঽনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ॥ ৩॥ ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ॥ ৪॥ ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদাশিব ওঁ॥ ৫॥

বাণলিঙ্গের ধ্যান যথা,—'ঐঁ' প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভং। কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমং। শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরং। এবং ধ্যাত্বা বাণলিঙ্গং যজেত্তং পরমং শিবং॥ কূর্ম্মমুদ্রায় গন্ধপুষ্প লইয়া এইরূপ ধ্যানপূর্ব্বক নিজমস্তকে পুষ্প রাখিয়া আপনার ইষ্টদেবতা হইতে অভিন্ন শিবশক্তি-যুগলমূর্ত্তি ভাবনা করিয়া মানসপূজা করিবে যথা,—(উভয় হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠ-যোগে) লং পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং বাণেশ্বরশিবায় সমর্পয়ামি নমঃ

ইত্যাদি (পৃঃ ৩ পংঃ২)। অথবা যোগসার মতানুসারে মনে মনে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে দ্বিতীয়বার কূর্ম্মমুদ্রায় গন্ধপুষ্প লইয়া ধ্যান পাঠ করিয়া মনে মনে কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে লইয়া গিয়া সেইস্থান তেজঃপুঞ্জময় ভাবনা করিয়া সেই তেজ হইতে শিবশক্তিরূপ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া বামনাসিকার নিশ্বাস দ্বারা সেই কল্পিত মূর্ত্তি কূর্ম্মমুদ্রাস্থিত পুষ্পে সংস্থাপন পূর্ব্বক বাণেশ্বরের মস্তকে বিন্যাস করিয়া দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। যথা— ঐং এতৎ পাদ্যং বাণেশ্বরশিবায় নমঃ। এইরূপ ঐং এষ অর্ঘঃ। ঐং ইদমাচমনীয়ং। ঐং ইদং স্নানীয়ং। ঐং এষ গন্ধঃ। ঐং ইদং সচন্দনপুষ্পং। ঐং ইদং সচন্দন-বিল্বপত্রং। ঐং এষ ধূপঃ। ঐং এষ দীপঃ। ঐং ইদং নৈবেদ্যং। ঐং ইদং পানার্থোদকং। ঐং ইদং পুনরাচমনীয়ং। ঐং ইদং তাম্বূলং। (সর্ব্বত্র শেষে বাণেশ্বর-শিবায় নমঃ)। পঞ্চোপচার যথা,—ঐং এষ গন্ধঃ বাণেশ্বর-শিবায় নমঃ। এইরূপ ঐং ইদং সচন্দন-পুষ্পং। ঐং ইদং সচন্দন-বিল্বপত্রং। ঐং এষ ধূপঃ। ঐং এষ দীপঃ। ঐং ইদং নৈবেদ্যং। (সর্ব্বত্র শেষে বাণেশ্বর-শিবায় নমঃ)। যদি ধূপ দীপ বা নৈবেদ্য উপস্থিত না থাকে তাহা হইলে, ইদং ধূপার্থোদকং। ইদং দীপার্থোদকং। ইদং নৈবেদ্যার্থোদকং। এই বলিয়া পূজা করিবে। অথবা ঐং ইদম্ উদকাত্মকং ধূপং ইত্যাদিরূপে পূজা করিবে। সমস্ত উপচারই বাণেশ্বরের মস্তকে দিতে হইবে। মস্তকে দিবার সুবিধা না হইলে অন্য পাত্রে রাখিয়াও নিবেদন করা যাইতে পারে। পরে ঐঁ বীজে প্রাণায়াম করিয়া (পৃঃ২৫ পং ১০) নিজ ইষ্টদেবতা ও বাণেশ্বর অভিন্ন, এইরূপ ভাবনা পূর্ব্বক 'ঐঁ' এই বীজ ১০৮ বার অথবা যথাশক্তি জপ করিবে। অনন্তর, ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর। এই মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে। তৎপরে প্রণাম যথা,—ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়-সাগরায়। কর্পূরকুন্দধবলেন্দু-জটাধরায় দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥ অনন্তর দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে দক্ষিণগণ্ডে আঘাত করিতে করিতে ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দে পাঁচবার মুখবাদ্য করিবে। বাণলিঙ্গ-স্তব যথা,—ওঁ বাণলিঙ্গ মহাভাগ সংসারাৎ ত্রাহি মাং প্রভো। নমস্তে চোগ্র-

রূপায় নমস্তে ব্যক্তযোনয়ে। সংসারকারিণে তুভ্যং নমস্তে সূক্ষ্মরূপধৃক্। প্রমত্তায় মহেন্দ্রায় কালরূপায় বৈ নমঃ। দহনায় নমস্তুভ্যং নমস্তে যোগকারিণে। ভোগিনাং ভোগকর্ত্রে চ মোক্ষদাত্রে নমো নমঃ। নমঃ কামাঙ্গনাশায় নমঃ কল্মষহারিণে। নমো বিশ্বপ্রদাত্রে চ নমো বিশ্বস্বরূপিণে। বাণস্য বরদাত্রে চ রাবণস্য ক্ষয়ায় চ। রামস্যানুগ্রহার্থায় রাজ্যায় ভরতস্য চ। মুনীনাং যোগদাত্রে চ রাক্ষসানাং ক্ষয়ায় চ। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ। ঐং দাহিকাশক্তিযুক্তায় মহামায়াপ্রিয়ায় চ। ভগপ্রিয়ায় শর্ব্বায় বৈরিণাং নিগ্রহায় চ। পরিত্রাণায় যোগিনাং কৌলিকানাং প্রিয়ায় চ। কুলাঙ্গনানাং ভক্তায় কুলাচাররতায় চ। কুলভক্তায় যোগায় নমো নারায়ণায় চ। মধুপানপ্রমত্তায় যোগেশায় নমো নমঃ। কুলনিন্দাপ্রণাশায় কৌলিকানাং সুখায় চ। কুলযোগায় নিষ্ঠায় শুদ্ধায় পরমাত্মনে। পরমাত্মস্বরূপায় লিঙ্গমূলাত্মকায় চ। সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বায় শিবায় নির্গুণায় চ। ইত্যেতৎ পরমং গুহ্যং বাণলিঙ্গস্য শঙ্কর। যঃ পঠেৎ সাধকশ্রেষ্ঠো গাণপত্যং লভেত সঃ। স্তবস্যাস্য প্রসাদেন যোগী যোগিত্বমাপ্নুয়াৎ। রাজ্যার্থিনাং ভবেদ্রাজ্যং ভোগিনাং ভোগ এব চ। সাধূনাং সাধনং দেব কৌলিকানাং কুলং ভবেৎ। যং যং কাময়তে মন্ত্রী তং তমাপ্নোতি লীলয়া। বাণলিঙ্গপ্রসাদেন সর্ব্বমাপ্নোতি সত্বরং। কিমন্যৎ কথয়ামীহ সর্ব্বং বেৎসি কুলেশ্বর। মহাভয়ে সমুৎপন্নে রাজদ্বারে কুলেশ্বর। দেশান্তরভয়প্রাপ্তে দস্যুচৌরাদিসঙ্কুলে। পঠনাৎ স্তবরাজস্য ন ভয়ং লভতে কচিৎ। বাণলিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া। তস্য শ্রবণমাত্রেণ নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ। বাণলিঙ্গং সদারাধ্যং যোগিনাং যোগসাধনে। কৌলিকানাং কুলাচারে পশূনাং শত্রুনিগ্রহে। বেদজ্ঞানং বেদপাঠে রোগিণাং রোগনাশনে। যো যো নারাধয়েদেনং সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং ভবেৎ। ইতি শ্রীযোগসারে সর্ব্বাগমোত্তমে হরপার্ব্বতীসংবাদে বাণলিঙ্গ-স্তোত্রং সমাপ্তং॥

অনন্তর যথাসাধ্য অষ্টাঙ্গ বা পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করিবে।

শিবপূজায় বিল্বপত্র দানাদি বিষয়ে অনেকেই ভ্রমনিবন্ধন অন্যথাচরণ করিয়া থাকেন। অতএব এস্থলে প্রমাণসমেত তাহার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইতেছে। শিবের মস্তকে বা অন্য দেবতার মস্তকে বিল্বপত্র দিতে হইলে চিত করিয়া না দিয়া উপুড় করিয়া দিতে হইবে। প্রমাণ যথা লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে, জলজং

স্থলজং বাপি পত্রং পুষ্পং ফলং তথা। যথোৎপন্নং তথা দেয়ং বিল্বপত্রমধোমুখম্॥ বিল্বপত্র জলসমেত (আর্দ্র) দেওয়া কর্ত্তব্য। যথা—সজলং বিল্বপত্রঞ্চ নির্জ্জলং তুলসীদলম্ ইতি।

বিল্বপত্রের উপরি বাণেশ্বর স্থাপন করা যাইতে পারে না। প্রমাণ যথা শিবার্চ্চনতন্ত্রে বাণেশ্বর-প্রকরণে,—মদাসনং বিল্বপত্রং ন কুর্ব্বীত কদাচন। যদি মোহাৎ প্রকুর্ব্বীত শিবহা ব্রতমাচরেৎ॥ ইতি। পার্থিব-শিবলিঙ্গ, বিল্বপত্রের উপরি স্থাপন করিতে হইবে। প্রমাণ যথা রুদ্রযামলে পার্থিব-শিববিষয়ে,—কেশ-কঙ্কর-কীটাদি-স্থিতে দুঃখং যতো ভবেৎ। তদ্দোষস্তোপশান্ত্যর্থং মালূরে স্থাপয়েৎ শিবং॥ ইত্যাদি।

যাঁহারা বিষ্ণুক্রান্তাতে অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্ব চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত দেশ-সমূহে বাস করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে বিল্বপত্রের বৃন্তচ্ছেদ করিয়া তদ্দ্বারা শিবপূজা বা অন্য দেবদেবী পূজা করা কর্ত্তব্য নহে। প্রমাণ যথা শিবতন্ত্রে বিষ্ণুক্রান্তা-প্রকরণে,—বিল্বপত্রং মহাযন্ত্রং ত্রিপত্রং পরমেশ্বরি। অতএব মহেশানি বজ্রহীনং ন দাপয়েৎ॥ বজ্রহীনে প্রদাতব্যে শিবহত্যা প্রজায়তে। যেন তেন প্রকারেণ সবজ্রঞ্চ প্রদাপয়েৎ॥” ইতি। অপর প্রমাণ যথা তন্ত্রান্তরে,—বিষ্ণুক্রান্তাসু দেবেশি বজ্রমোক্ষং ন কারয়েৎ॥ ইতি।

যাঁহারা অশ্বক্রান্তাতে অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণ দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বাস করেন, তাঁহারা বিল্বপত্রের বৃন্তচ্ছেদন করিয়া তদ্দ্বারা শিবপূজা করিবেন। বৃন্তযুক্ত বিল্বপত্রে শিবপূজা করিতে পারিবেন না। প্রমাণ যথা লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে অশ্বক্রান্তাবিষয়ে,—ইন্দ্রস্যাস্ত্রমিদং বজ্রং বৃন্তমূলে চ পার্ব্বতি। প্রাণান্তেহপি ন দাতব্যং সবজ্রং মচ্ছিরোপরি॥” ইতি।

রথক্রান্তাতে কোন বিশেষ বিধি বা নিষেধ নাই। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে সবজ্র বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করাই বিধেয়।

এক্ষণে বিষ্ণুক্রান্তা, রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তার সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। যথা শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে,—বিন্ধ্যপর্ব্বতমারভ্য যাবচ্চট্টলদেশতঃ। বিষ্ণুক্রান্তেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ বিন্ধ্যপর্ব্বতমারভ্য মহাচীনাবধি প্রিয়ে। রথক্রান্তেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ বিন্ধ্যপর্ব্বতমারভ্য যাবদেব মহোদধিঃ। অশ্বক্রান্তেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ইতি। এই বচনের তাৎপর্য্য

এই যে, বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্তের উপরি উত্তর দক্ষিণ লম্বা একটি সরল রেখা টান। ঐ রেখা, দক্ষিণে সমুদ্রতীর হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরাংশ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইবে। বিন্ধ্যপর্ব্বতের-পূর্ব্বসীমা হইতে পর্ব্বতের উপর দিয়া পশ্চিম-বাহিনী আর একটি রেখা টান : এই রেখা পশ্চিমে ভারতের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যাইবে। ইহা দ্বারা ভারতবর্ষ তিন খণ্ডে বিভক্ত হইল। ইহার কেন্দ্রস্থল বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্ত। ইহার পূর্ব্বখণ্ড বিষ্ণুক্রান্তা। পশ্চিমোত্তর খণ্ড রথক্রান্তা। দক্ষিণপশ্চিম খণ্ড অশ্বক্রান্তা। কাশীধামের পশ্চিমে বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বাংশ। সুতরাং বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্ব, ব্রহ্মদেশের পশ্চিম, সমুদ্রের উত্তর, মহাচীন অর্থাৎ হিমালয়ের উত্তরস্থিত দেশ সমূহের দক্ষিণাংশ, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন মহাপ্রদেশকে বিষ্ণুক্রান্তা বলা যায়।

বিল্বপত্রে আর একটি বিশেষ আছে যে, ফলশূন্য বৃক্ষের বিল্বপত্রে পূজা প্রশস্ত নহে। প্রমাণ যথা বরদাতন্ত্রে,—ফলশূন্য বৃক্ষজাতৈর্ব্বিল্বপত্রৈর্ন চার্চ্চয়েৎ॥ ইতি। বিল্বপত্র ধৌত করিবার সময় যাহাতে বৃন্ত ধৌত না হয় তাহা করিবে। প্রমাণ যথা ভবিষ্যপুরাণে,—"বিল্বপত্রস্য প্লবনং বৃন্তং হিত্বা তু প্লাবয়েৎ। বৃন্তসংপ্লবনাদেব ফলং হরতি রাক্ষসঃ॥" ইতি। অভাবপক্ষে চূর্ণবিল্বপত্রেও পূজা হইতে পারে; এবং তাহা ছয়মাস পর্য্যন্ত পর্য্যুসিত হয় না। যথা—'খণ্ডিতৈশ্চ শিবঃ পূজ্যঃ পত্রৈরন্যৈরখণ্ডিতৈঃ। ষন্মাষানন্তরং বিল্বপত্রং পর্য্যুসিতং ভবেৎ॥" বিল্বপত্রচয়ন মন্ত্র যথা—'অমৃতোদ্ভব শ্রীবৃক্ষ শঙ্করস্য সদা প্রিয়। ক্ষমস্ব শিবপূজার্থং তব পত্রং হরাম্যহং॥" মন্ত্রান্তর যথা—'পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালুর শ্রীফল প্রভো। মহেশ-পূজনার্থায় ত্বৎপত্রাণি চিনোম্যহং॥"

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বিহিত হইয়াছে যে,—অমাবস্যা পূর্ণিমা দ্বাদশী এই তিন তিথিতে এবং সায়ং ও মধ্যাহ্নকালে বিল্বপত্র চয়ন করিবে না। বিল্ববৃক্ষে আরোহণ করা ও শাখা ভঙ্গ করাও নিষিদ্ধ। সুবিধা না হইলে বরং আরোহণ করিতে পারা যায়। কিন্তু শাখা ভঙ্গ করা একেবারেই নিষিদ্ধ। বিল্বমূলে একটি শিব পূজা করিলে কোটি শিবলিঙ্গের পূজার ফল হয়। বিল্বমূল হইতে চারি হাত অন্তর পর্য্যন্ত স্থান উহার মহাক্ষেত্র এবং মহাপীঠের তুল্য। পরন্তু শত হাত পর্য্যন্ত স্থানকে ঐ বৃক্ষের ক্ষেত্র বলা যায়।

দূর্ব্বা। অনেকেই শিব পূজার নিমিত্ত দূর্ব্বার গর্ভমোচন করিয়া থাকেন।

ফলতঃ গৃহস্থের পক্ষে দুর্ব্বার গর্ভমোচন করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। প্রমাণ যথা শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে শিববিষয়ে—গৃহিণাং সগর্ভৈব দূর্ব্বা দেয়া। যথা,—অন্তঃশূন্যাং ত্রিপত্রাঞ্চ যো দদ্যাচ্ছিরোপরি। জন্মন্তত্র দরিদ্রঃ স্যাদন্তে চ নরকং ব্রজেৎ॥” ইতি। পিচ্ছিলাতন্ত্রে,—দূর্ব্বাপি গর্ভযুক্তা চেৎ দেবী-তুষ্টিকরী ভবেৎ॥ ইতি। দেবীত্যুপলক্ষণম্; স্মৃতিতে গর্ভমোচনের বিধি আছে বটে, তাহা গৃহস্থের পক্ষে নহে। স্বতন্ত্রতন্ত্রে আছে যে, সপ্তপত্রান্বিতা দূর্ব্বা হোমকর্ম্মণি শস্যতে। অন্যত্র পঞ্চপত্রা স্যাৎ ত্রিপত্রা চার্ঘ্য-কর্ম্মণি॥ অর্থাৎ হোমকালে সপ্তপত্রসমন্বিত দূর্ব্বাই প্রশস্ত। অর্ঘ্যে ত্রিপত্রযুক্ত দূর্ব্বাই প্রশস্ত এবং অন্যান্য কার্য্যে পঞ্চপত্রান্বিত দূর্ব্বা প্রশস্ত। শিবার্চ্চনচন্দ্রিকায় আছে, পত্রত্রয়ান্বিতা দূর্ব্বা (শ) সর্ব্বকর্ম্মণি শস্যতে। হরতত্ত্ব-দীধিতিকার বলেন যে, এস্থলে শর্ব্ব বা সর্ব্ব শব্দের অর্থ শিব, অতএব শিব-বিষয়ে সকল সময়েই ত্রিপত্রান্বিত প্রশস্ত, নচেৎ পূর্ব্বোক্ত বচনের সহিত বিরোধ হয়। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, পূর্ব্বোক্ত বচনে সপ্ত বা পঞ্চপত্রান্বিত দূর্ব্বার কার্য্যবিশেষে প্রাশস্ত্যই উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিপত্রান্বিত দূর্ব্বা তত্তৎ কার্য্যে অগ্রাহ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয় নাই। দূর্ব্বার গর্ত্ত পত্রসংখ্যা মধ্যে গৃহীত হইবে না। গৌতমীয় তন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের অর্ঘ্য বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে, অর্ঘ্যে দূর্ব্বা চারিটি দিবে। অন্যান্য দেবতা বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাই না। শক্তি বিষয়ে হোমের প্রকরণে একত্রে তিনটি দূর্ব্বা দানের ব্যবস্থা আছে। মৎস্যসূক্তে মঙ্গলচণ্ডীর অর্ঘ্যে অষ্ট দূর্ব্বা দানের ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতিরেকে শতদূর্ব্বা দানেরও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। আমাদের বিবেচনায় অন্যূন তিনটি দূর্ব্বা দেওয়া কর্ত্তব্য। অভাবে একটি দূর্ব্বা, তদভাবে অর্ঘ্যে কেবল তণ্ডুল দিলেও চলিবে। গরুড়-পুরাণে আছে, ভানুবারং বিনা দূর্ব্বাং তুলসীং দ্বাদশীং বিনা। জীবিতস্যা-বিনাশায় ন বিচিন্বীত ধর্ম্মবিৎ॥ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রবিবারে দূর্ব্বাচয়ন নিষিদ্ধ। শিবলিঙ্গ একত্র দুইটি পূজা করা নিষিদ্ধ; দুটি থাকিলে পৃথক্ পৃথক্ পূজা করা কর্ত্তব্য। দুয়ের অধিক যতই হউক, একবার পূজা করিলে সকলের পূজা করা হইবে; ইচ্ছা হইলে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ পূজাতে দোষ নাই। ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে পার্থিব লিঙ্গ নির্ম্মাণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মৃত্তিকা প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের পক্ষে শুক্ল বর্ণ মৃত্তিকা প্রশস্ত, ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ, বৈশ্যের পীতবর্ণ এবং শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাই প্রশস্ত, অভাবে সকলের পক্ষে যে কোন বর্ণের মৃত্তিকা নির্ম্মিত লিঙ্গই প্রশস্ত। ওঁ হরায় নমঃ এই মন্ত্রে মৃত্তিকা আহরণ করিবে। ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ এই মন্ত্রে শিবলিঙ্গ গঠন করিবে। মাতৃকাভেদতন্ত্রে কথিত আছে, অন্যূন একতোলা বা দুইতোলা মৃত্তিকা লইয়া শিবলিঙ্গ নির্ম্মান করিতে হইবে। এই মাতৃকাভেদতন্ত্রে এবং তন্ত্রান্তরে আছে, শিবলিঙ্গ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং বিতস্তি পরিমাণ অপেক্ষা বৃহৎ হইবে না। পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে হয়। উচ্চতা, বিস্তার, পীঠ, প্রভৃতির যথোক্ত পরিমাণমত না করিলে, সেই শিব পূজায় নানারূপ বিপৎপাতের সম্ভাবনা। লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে একহস্তে লিঙ্গ নির্ম্মাণের বিধি দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষা বাম হস্তে নির্ম্মিত লিঙ্গপূজায় অধিক ফল। অবশ্য যিনি এক হস্তে অক্ষম হইবেন, তিনি উভয় হস্তে লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবেন। বিশ্বসার তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, বেদীর উপরে লিঙ্গভাগ অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব পরিমাণ দীর্ঘ হইবে। অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব শব্দে অঙ্গুষ্ঠের বৃহৎ পর্ব্বই বুঝিতে হইবে। এই লিঙ্গ নির্ম্মাণে ত্রিসূত্রীকরণ এবং পঞ্চসূত্রীকরণেরও বিধান দৃষ্ট হয়। বেদীর উপরে লিঙ্গভাগের দীর্ঘতা, লিঙ্গের পর হইতে পীঠের অগ্রভাগ পর্য্যন্তের দীর্ঘতা, এবং বামে ও দক্ষিণে বেদীর ব্যাস হইতে লিঙ্গের ব্যাস বাদ দিয়া যাহা থাকিবে তাহা, এই তিনটির পরিমাণ বা দীর্ঘতা সমান হইলে, তাহাকে ত্রিসূত্রীকরণ বলে। এইরূপ বেদীর উপরের লিঙ্গভাগ ঐ লিঙ্গমস্তকের বিস্তার বা ব্যাস, লিঙ্গের পরস্থিত পীঠাগ্র পর্য্যন্ত অংশ, লিঙ্গের চতুর্দ্দিকস্থিত বেদীর যে অংশ বামে ও দক্ষিণে লিঙ্গের বহির্ভাগে আছে, তদুভয়ের মিলিত পরিমাণ বা বেদীর ব্যাসার্দ্ধ ও সেই বেদীর নিম্নে অবশিষ্টাংশ এই পঞ্চ স্থানের সম পরিমাণকরণকে পঞ্চসূত্রীকরণ বলে। কালোত্তর তন্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে, স্ফাটিক ও মারকত প্রভৃতি লিঙ্গেরই পঞ্চসূত্রীকরণ হইয়া থাকে। যথা, স্ফাটিক-মারকতাদীনাং পঞ্চসূত্রী-প্রমাণকং। পরন্তু তন্ত্রান্তরে আছে, রত্নাদিষু চ নির্ম্মাণে মানমিচ্ছাবশাদ্ভবেৎ। অর্থাৎ রত্নাদি নির্ম্মিত লিঙ্গে পরিমাণের বিধান নাই। পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া মস্তকে বজ্র স্থাপন করিতে হইবে। শিবলিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমতঃ একবার সবজ্র স্নান করাইয়া বজ্র মোচন করিতে হইবে। প্রমাণ যথা,—লিঙ্গচ্ছিদ্রে মহেশানি

মহাবহ্নিঃ প্রজায়তে। অতএব বরারোহে বজ্রং দদ্যাচ্ছিবোপরি। সবজ্রং গঠয়েদ্দেবি সবজ্রং স্থাপনং চরেৎ। সবজ্রং স্থাপয়িত্বা চ ততো বজ্রং পরিত্যজেৎ॥

বলা বাহুল্য, বাণলিঙ্গ, প্রতিষ্ঠিতলিঙ্গ, প্রতিমা বা অন্যান্য যন্ত্রে বজ্র কল্পনা নাই।

বজ্রমোচনে বিশেষ এই যে, সৌর ও শাক্ত ঈশানকোণে বজ্র নিক্ষেপ করিবেন। বৈষ্ণব, লিঙ্গের পশ্চাদ্ভাগে বজ্রশিলা কল্পনা করিয়া সেই স্থানে মোচন করিয়া রাখিবেন। শৈব ঈশানকোণে লিঙ্গমূলে নিক্ষেপ করিবেন। গাণপতগণ লিঙ্গের দক্ষিণ ভাগে গণেশের গজদন্ত কল্পনা করিয়া সেই স্থানে ঐ বজ্র নিক্ষেপ করিবেন। যথা, ঐশান্যাং নিঃক্ষিপেৎ বজ্রং সৌরঃ শাক্তশ্চ সুব্রতে। বৈষ্ণবো বজ্রশিলায়াং পৃষ্ঠদেশে চ তং ত্যজেৎ। শৈবৈশান্যাং লিঙ্গমূলে দক্ষদন্তে চ গাণপাঃ। লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে শাক্তের শক্তিপীঠে বজ্রমোচন বিধান আছে। সামান্য-কাণ্ডের প্রথমে পাদপ্রক্ষালন কালে শৈব সর্ব্বদা উত্তর মুখেই পাদপ্রক্ষালন করিবেন। অবশ্য প্রথমে বামপাদ প্রক্ষালনই বিধেয়। পরন্তু কাংস্যাধারে পাদ প্রক্ষালন করিতে নাই এবং কুশ দ্বারা পাদমার্জ্জন করিতে নাই।

তন্ত্রে কাম্যপূজাতে শিবস্থিতিস্থান নিরূপণ বিহিত হইয়াছে। এই স্থানে আমরা প্রসঙ্গক্রমে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। নিত্যপূজায় অবশ্য ইহা বিহিত হইতে পারে না। যথা,—তিথিঞ্চ দ্বিগুণীকৃত্য পঞ্চভিশ্চ সমন্বিতং। সপ্তভিশ্চ হরেদ্ভাগং শিববাসং সমুদ্দিশেৎ। একেন বাসঃ কৈলাসে দ্বিতীয়ে গৌরীসন্নিধৌ। তৃতীয়ে বৃষভারূঢ়ঃ সভায়াঞ্চ চতুর্থকে॥ পঞ্চমে ভোজনে চৈব ক্রীড়ায়াঞ্চ রসায়নে। শ্মশানে সপ্তমে চৈব শিববাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ কৈলাসে চ ভবেৎ সৌখ্যং গৌর্য্যাঞ্চ সুখসম্পদঃ। বৃষেঽভীষ্টসিদ্ধিঃ স্যাৎ সভা সন্তাপকারিণী॥ ভোজনে চ ভবেৎ কার্য্যং ক্রীড়া কার্য্যবিনাশিনী। শ্মশানে চ ভবেন্মৃত্যুঃ ফলমেবং বিচারয়েৎ॥ শিববাসমবিজ্ঞায় প্রবৃত্তঃ শিবকর্ম্মসু। ন তস্য ফলমাপ্নোতি সত্যং বর্ষশতৈরপি॥ ইতি॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নির্দ্দিষ্ট দিনে যে তিথি হইবে, সেই তিথি সংখ্যাকে দ্বিগুণ করিয়া তাহার সহিত পাঁচ যোগ করিতে হইবে। ঐ যোগফলকে সাত দিয়া ভাগ করিতে হইবে। যাহা ভাগ শেষ থাকিবে, তাহা দেখিয়াই শিবের স্থিতি বিষয় নিরূপণ করিতে হইবে। ঐ ভাগশেষ এক হইলে, বুঝিতে হইবে যে

এক্ষণে শিব কৈলাসে অবস্থিত আছেন। দুই ভাগশেষ হইলে, তিনি গৌরী সন্নিধানে আছেন। তিন হইলে তিনি বৃষভারূঢ়। চারি অবশিষ্টে তিনি সভায়, পাঁচ হইলে তিনি ভোজনে, ছয় হইলে তিনি ক্রীড়ারত, এবং ভাগশেষ যদি সাত বা শূন্য থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যে শিব এক্ষণে শ্মশানে অবস্থিত।

শিব যখন কৈলাসে অবস্থান করেন তখন কোন কাম্য কার্য্য করিলে, তাহাতে সুখবর্দ্ধন হয়। গৌরীসন্নিধানে সুখ ও সম্পদ বৃদ্ধি হয়। তিনি যখন বৃষভারূঢ়, তখন কার্য্য করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। কিন্তু সভায় উপস্থিত কালে সন্তাপ বৃদ্ধি করে। ভোজন কালে কার্য্য সিদ্ধি হয়। অপি চ ক্রীড়াকালে কার্য্য হানি এবং শ্মশানে উপস্থিত কালে কার্য্য করিলে মৃত্যু হইয়া থাকে। অতএব এইরূপ বিচার করিয়া শিববিষয়ে কাম্য কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

অথ শিবপূজা।

প্রথমতঃ সাধক উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সাধারণ পদ্ধতিক্রমে বর্ণ ন্যাস ও গুরু পূজাদি সম্পন্ন করিয়া কাংস্যাদি পাত্রে (৪০) বিল্বপত্রের উপরি এরূপে পার্থিবশিব বসাইবে যে পীঠের অগ্রভাগ উত্তর দিকে থাকিবে। পরে 'ওঁ হরায় নমঃ' এই মন্ত্রে ঐ লিঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক মনে মনে মৃত্তিকা আনয়ন করিতে হইবে। ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ, এই মন্ত্রে শিবলিঙ্গ মার্জ্জিত করিবে (ইহার দ্বারাই মৃত্তিকা আহরণ ও শিবলিঙ্গ গঠন সিদ্ধ হইবে)। পরে শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিয়া

---

(৪০)—সকল দেবতাই তাম্রপাত্রে স্থাপন করিতে পারা যায়। পরন্তু শিবপূজায় কাংস্যপাত্র প্রশস্ত। সকল প্রকার লিঙ্গই স্বর্ণপাত্রে ও রজতপাত্রে স্থাপন করা প্রশস্ত। পরন্তু ভস্মলিঙ্গ স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করিতে নাই। এইরূপ গব্যলিঙ্গ তাম্রপাত্রে স্থাপন নিষিদ্ধ। শিবলিঙ্গ সর্ব্বদা দক্ষিণ মুখে অর্থাৎ শক্তিপীঠ উত্তরদিকে রাখিয়া স্থাপন করিতে হইবে। এবং সাধক স্বয়ং দক্ষিণদিকে উত্তর মুখে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার পূর্ব্বমুখ অর্থাৎ সদ্যোজাতবক্ত্রের পূজা করিবেন। যথা রুদ্রযামলে, ন প্রাচীমগ্রতঃ শম্ভোর্নোদীচীং শক্তিসংস্থিতাং। ন প্রতীচীং যতঃ পৃষ্ঠমতো দক্ষং সমাশ্রয়েৎ॥

ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব, এই মন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিবে (৪১)। অনন্তর ঋষ্যাদিন্যাস করিবে যথা,—ওঁ নমঃ শিবায় অস্য মন্ত্রস্য বামদেব-ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ ঈশানো দেবতা চতুর্ব্বর্গসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি বামদেব-ঋষয়ে নমঃ মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ॥ মূর্ত্তিন্যাস। অঙ্গুষ্ঠযোগে তর্জ্জনীদ্বয়ে, নং তৎপুরুষায় নমঃ। অঙ্গুষ্ঠযোগে মধ্যমাদ্বয়ে, মঃ অঘোরায় নমঃ। অঙ্গুষ্ঠযোগে কনিষ্ঠাদ্বয়ে, শিং সদ্যোজাতায় নমঃ। ঐরূপ অনামিকাদ্বয়ে, বাং বামদেবায় নমঃ। তর্জ্জনীযোগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে য়ং ঈশানায় নমঃ (৪২)। করন্যাস। ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। মঃ মধ্য-

---

(৪১)—মন্ত্রমহোদধিতে কথিত হইয়াছে যে, ওঁ নমো হরায় এই মন্ত্রে মৃত্তিকাহরণ, ওঁ নমো মহেশ্বরায় এই মন্ত্রে গঠন, ওঁ নমঃ শূলপাণয়ে এই মন্ত্রে প্রতিষ্ঠা, ওঁ নমঃ পিণাকধৃচে এই মন্ত্রে আবাহন, ওঁ নমঃ পশুপতয়ে এই মন্ত্রে স্নপন, ওঁ নমঃ শিবায় এই মন্ত্রে উপচার দান, ওঁ নমো মহাদেবায় এই মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবে। পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য সাধকদিগের মধ্যে মন্ত্রমহোদধি-সম্মত মন্ত্রই আদরণীয়।

যাঁহারা শৈব বা শিবমন্ত্রের উপাসক, অথবা যাঁহারা বিশেষরূপে শিবপূজা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রথমে এইস্থলে পীঠন্যাস করিবেন। তদ্‌যথা—জগদ্ধাত্রীদুর্গাপূজাপদ্ধত্যুক্ত 'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' হইতে 'হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ' এই পর্য্যন্ত পীঠদেবতাগণের ন্যাস করিয়া হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদিক্রমে পীঠশক্তির ন্যাস করিবে। যথা,—ওঁ বামায়ৈ নমঃ। (এইরূপ) জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, কাল্যৈ, কলবিকরিণ্যৈ, বলবিকরিণ্যৈ, বলপ্রমথিন্যৈ, সর্ব্বভূতদমন্যৈ, সর্ব্বত্র প্রণবাদি নমোঽন্তে ন্যাস করিতে হইবে। পরে হৃৎপদ্মের মধ্যস্থলে ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ। তদুপরি, ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায় (সকলগুণাদিশক্তিরূপায়) অনন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ।

(৪২)—যাঁহারা সক্ষম হইবেন, তাঁহারা এইরূপ তর্জ্জন্যাদি অঙ্গুলিসমূহে যথাযথ মূর্ত্তি ন্যাস করিয়া, ঐ মন্ত্রে উভয় হস্তের ঐ ঐ অঙ্গুলি দ্বারাই ক্রমশঃ—মুখে, হৃদয়ে, পদদ্বয়ে, গুহ্যে ও পরে মস্তকে এইরূপ ন্যাস করিবেন। এবং তৎপরে পুনরায় ঐ ঐ মন্ত্রে ঐরূপ অঙ্গুলিযোগে স্বয়ং পঞ্চমুখ বিবেচনা করিয়া ক্রমশঃ পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও উর্দ্ধমুখে ঐ সকল ন্যাস করিবেন।

সক্ষম ব্যক্তি এইস্থলে গোলকন্যাস করিতে পারেন। তদ্‌যথা—হৃদয়ে, ওঁ নমঃ। মুখে, নং নমঃ দক্ষিণ অংশে, মঃ নমঃ, বামাংশে, শিং নমঃ, দক্ষিণ-উরুতে, বাং নমঃ, বাম-উরুতে, য়ং নমঃ, তত্ত্বমুদ্রায় তত্তৎস্থানে ন্যাস করিবে। পুনরায় এইরূপ ক্রমে কণ্ঠে, নাভিতে, দক্ষিণপার্শ্বে, বামপার্শ্বে, পৃষ্ঠে ও হৃদয়ে এবং পুনশ্চ, মস্তকে, মুখে, দক্ষিণ-নেত্রে, বাম-নেত্রে, দক্ষিণ-নাসিকায় ও বাম-নাসিকায় ক্রমশঃ ক্রমশঃ ন্যাস হইবে। পুনর্ব্বার দক্ষিণবাহুমূলের সন্ধিতে, বাহুমধ্যসন্ধিতে, মণিবন্ধের সন্ধিতে, অঙ্গুলিমূলের সন্ধিতে, অঙ্গুলির মধ্যসন্ধিতে এবং সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগে ক্রমশঃ ন্যাস করিতে

মাভ্যাং বষট্। শিং অনামিকাভ্যাং হুঁ। বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। যং করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। অঙ্গন্যাস। ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। নং শিরসে স্বাহা। মঃ শিখায়ৈ বষট্। শিং কবচায় হুঁ। বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। যং করতল-

---

হইবে। তৎপরে বামহস্তের, দক্ষিণপদের, বামপদের, ঐরূপ সন্ধিস্থানে ও অঙ্গুল্যগ্রে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ন্যাস করিতে হইবে। এইরূপ মস্তক, মুখ, হৃদয়, কুক্ষিদ্বয়ে, উরুদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে এক এক মন্ত্রে ক্রমশঃ ন্যাস করিতে হইবে। এইরূপে আপনাকে শিবমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া হৃদয়ে, মুখে, দক্ষিণোর্দ্ধহস্তস্থিত পরশুতে, দক্ষিণাধঃহস্তস্থিত মৃগে, বামোর্দ্ধহস্তস্থিত অভয়মুদ্রায়, বামাধঃহস্তস্থিত বরমুদ্রায় ক্রমশঃ ঐ মন্ত্রে ন্যাস করিতে হইবে। পুনশ্চ এইরূপ মুখে, অংশদ্বয়ে, হৃদয়ে, পাদদ্বয়ে, উরুদ্বয়ে এবং জঠরে ন্যাস করিয়া পুনরায় মস্তকে, নং তৎপুরুষায় নমঃ। ললাটে, মঃ অঘোরায় নমঃ। উদরে, শিং সদ্যোজাতায় নমঃ। হৃদয়ে, বাং বামদেবায় নমঃ। গুহ্যে, যং ঈশানায় নমঃ। এইরূপে পঞ্চমূর্ত্তি ন্যাস করিয়া তৎপরে শ্রীকণ্ঠাদিমাতৃকান্যাস করিতে হইবে।

শ্রীকণ্ঠাদিকমাতৃকান্যাস যথা—অস্য শ্রীকণ্ঠাদিকমাতৃকান্যাসস্য দক্ষিণামূর্ত্তি-ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ অর্দ্ধাত্রিজো হরো দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি দক্ষিণামূর্ত্তি-ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি অর্দ্ধাত্রিজায় হরায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে (মূলাধারে) হল্‌ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ।

ষড়ঙ্গন্যাস যথা—অং কং খং গং ঘং ঙং আং হ্সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং হ্সীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং হ্সূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং হ্সৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔং হ্সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ হ্সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। হৃদয়াদিতেও এইরূপ করিতে হইবে।

অনন্তর ধ্যান যথা—বন্ধূককাঞ্চননিভং রুচিরাক্ষমালাং, পাশাঙ্কুশৌ চ বরদং নিজবাহুদণ্ডৈঃ। বিভ্রাণমিন্দুশকলাভরণং ত্রিনেত্র-মর্দ্ধাম্বিকেশমনিশং বপুরাশ্রয়ামঃ॥

পরে পূর্ব্বের ন্যায় মাতৃকামুদ্রায় ক্রমশঃ ললাট হইতে মাতৃকাস্থানে ন্যাস করিবে যথা—হ্সৌঁ অং শ্রীকণ্ঠেশায় পূর্ণোদর্য্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ আং অনন্তেশায় বিরজায়ৈ নমঃ। হ্সৌঁ ইং সূক্ষ্মেশায় শাল্মল্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ ঈং ত্রিমূর্ত্তীশায় লোলাক্ষ্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ উং অমরেশায় বর্ত্তুলাক্ষ্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ ঊং অর্ঘীশায় দীর্ঘঘোণায়ৈ নমঃ। হ্সৌঁ ঋং ভারভূতীশায় (ভারমূর্ত্তীশায়) দীর্ঘমুখ্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ ৠং তিথীশায় গোমুখ্যৈ নমঃ। হ্সৌ ঌং স্থাণ্বীশায় দীর্ঘজিহ্বায়ৈ নমঃ। হ্সৌঁ ৡং হরেশায় কুণ্ডোদর্য্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ এং ঝিণ্টীশায় ঊর্দ্ধকেশ্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ ঐং ভৌতিকেশায় বিকৃতাস্যায়ৈ নমঃ। হ্সৌঁ ওঁ সদ্যোজাতেশায় জ্বালামুখ্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ ঔং অনুগ্রহেশায় উল্কামুখ্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ অং অক্রূরেশায় শ্রীমুখ্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ অঃ মহাসেনেশায় বিদ্যামুখ্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ কং ক্রোধীশায় মহাকাল্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ খং চণ্ডেশায় সরস্বত্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ গং

পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ (৪৩)। ব্যাপকন্যাস যথা, ওঁ নমোঽস্তু স্থাণুভূতায় জ্যোতির্লিঙ্গামৃতাত্মনে। চতুর্মূর্ত্তিবপুশ্ছায়া-ভাসিতাঙ্গায় শম্ভবে॥ এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত ও পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সাত বার, পাঁচবার বা তিনবার করদ্বারা মার্জ্জন করিবে, এই ব্যাপকন্যাসের বিশেষ বিধি কালীপূজাস্থলে দৃষ্ট হইবে।

পঞ্চান্তকেশায় (সর্ব্বসিদ্ধি) গৌর্য্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ বং শিবোত্তমেশায় ত্রৈলোক্যবিদ্যায়ৈ নমঃ। হ্সৌঁ ঙং একরুদ্রেশায় মন্ত্রশক্ত্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ চং কূর্ম্মেশায় আত্মশক্ত্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ ছং একনেত্রেশায় ভূতমাত্রে নমঃ। হ্সৌঁ জং চতুরাননেশায় লম্বোদর্য্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ ঝং অজেশায় দ্রাবিণ্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ ঞং সর্ব্বেশায় নাগর্য্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ টং সোমেশায় খেচর্য্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ ঠং লাঙ্গলীশায় মঞ্জর্য্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ ডং দারুকেশায় রূপিণ্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ ঢং অর্দ্ধনারীশায় বীরিণ্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ ণং উমাকান্তেশায় কাকোদর্য্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ তং আষাঢ়ীশায় পূতনায়ৈ নমঃ। হ্সৌঁ থং দণ্ডীশায় ভদ্রকাল্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ দং অত্রীশায় যোগিন্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ ধং মীনেশায় শঙ্খিন্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ নং মেষেশায় গর্জ্জিন্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ পং লোহিতেশায় কালরাত্র্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ ফং শিখীশায় কুব্জিন্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ বং ছগলণ্ডেশায় কপর্দ্দিন্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ ভং দ্বিরণ্ডেশায় বজ্রায়ৈ নমঃ। হ্সৌঁ মং মহাকালেশায় জয়ায়ৈ নমঃ। হ্সৌঁ যং ত্বগাত্মনে বালীশায় সুমুখ্যৈ (সুমুখীশ্বর্য্যৈ) নমঃ। হ্সৌঁ রং অসৃগাত্মনে ভুজঙ্গেশায় রেবত্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ লং মাংসাত্মনে পিনাকীশায় মাধব্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ বং মেদাত্মনে খড়্গীশায় বারুণ্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ শং অস্থ্যাত্মনে বকেশায় বায়ব্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ ষং মজ্জাত্মনে শ্বেতেশায় রক্ষোবিদারিণ্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ সং শুক্রাত্মনে ভৃগ্বীশায় সহজায়ৈ নমঃ। হ্সৌঁ হং প্রাণাত্মনে নকুলীশায় লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ লং জীবাত্মনে শিবেশায় ব্যাপিন্যৈ নমঃ। হ্সৌঁ ক্ষং পরমাত্মনে সম্বর্ত্তকেশায় মহামায়ায়ৈ নমঃ।

রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় এই ন্যাসের ঋষ্যাদি, ষড়ঙ্গ ও প্রয়োগে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তদুক্ত ঋষ্যাদিন্যাস যথা—অস্যশ্রীকণ্ঠাদিন্যাসস্য অম্বরীশঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ অর্দ্ধনারীশ্বরো দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো জ্ঞানবিজ্ঞানার্থে বিনিয়োগঃ ইত্যাদি। ষড়ঙ্গন্যাসে হ্সৌঁ বীজ ষড়দীর্ঘযুক্ত না করিয়া তত্তৎস্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দেওয়া হইয়াছে। ন্যাসের প্রয়োগে, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং শ্রীকণ্ঠেশপূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই বীজপ্রয়োগের প্রমাণও আছে; পরন্তু আমরা তন্ত্রে স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাইলাম যে, উক্ত প্রয়োগে "শ্রীকণ্ঠেশপূর্ণোদরীভ্যাং" না হইয়া "শ্রীকণ্ঠেশায় পূর্ণোদর্য্যৈ" ইত্যাদি আমাদের লিখিতরূপই প্রয়োগ হইবে। তদনুসারের প্রয়োগও প্রমাণসঙ্গত হয় নাই।

(৪৩)—দেবতাভেদে তন্ত্রে ষড়ঙ্গমুদ্রারও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। শৈবাগমে শৈব-ষড়ঙ্গমুদ্রা কথিত হইয়াছে যথা—কৃতমুষ্টিপুটৌ হস্তৌ কৃত্বাঙ্গুষ্ঠৌ হৃদি ন্যসেৎ। হৃন্মুদ্রেয়ং সমাখ্যাতা শিরোমুদ্রা প্রকীর্ত্ত্যতে। ললাটাগ্রে সমাধায় কৃতমুষ্টিপুটৌ করৌ। কুর্য্যাৎ উর্দ্ধপ্রসক্তাগ্রে

তর্জন্যৌ জ্যেষ্ঠবাহ্যতঃ॥ করৌ শিখায়াং সংযোজ্য কৃতমুষ্টিপুটাকৃতী। জ্যেষ্ঠাবধঃ প্রসক্তাগ্রৌ কনিষ্ঠাবূর্দ্ধতস্তথা। কুর্য্যাৎ সেয়ং শিখামুদ্রা সর্ব্বোপদ্রবনাশিনী॥ কৃত্বাঙ্গুষ্ঠৌ প্রসক্তাগ্রৌ তর্জ্জন্যৌ চ ত্রিকোণবৎ। মূর্দ্ধি পশ্চান্মুখং কৃত্বা নয়েদুভয়পার্থতঃ। করৌ হৃদন্তমুদ্রেয়ং কবচস্যাভয়প্রদা॥ কৃত্বা নেত্রমুখং হস্তং সক্তাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠকং। প্রসার্য্য মধ্যমাং কিঞ্চিন্নময়েদিতরাঙ্গুলী। নেত্রমুদ্রেয়মুদ্দিষ্টা রক্ষোভূতার্ত্তিজন্মনী॥ পরস্পরতলদ্বন্দ্বং পুনরাস্ফোটয়েদ্দশ॥ অর্থাৎ পরস্পর করতলদ্বয় সম্মুখীনরূপে সংযুক্ত করিয়া একহস্তের অঙ্গুলিসকলের মধ্যে অন্য হস্তের অঙ্গুলিসকল স্থাপিত করিয়া করপৃষ্ঠে অঙ্গুলিসকল আকুঞ্চনপূর্ব্বক করতলদ্বয়ের মধ্যস্থল অবকাশযুক্ত (ফাঁপা) রাখিবে। ইহাতে একহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীমধ্যে অপর হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী ও মধ্যমামধ্যে ঐ অপর হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামামধ্যে মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠামধ্যে অনামা, এবং সেই হস্তের কনিষ্ঠা অন্য হস্তের কনিষ্ঠার বহিঃপার্শ্ব দিয়া করপৃষ্ঠে সংস্থাপিত হইবে, ইহাকে উভয় হস্তের মুষ্টিপুট বলে। এই মুষ্টিপুটের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সরল ও সংযুক্ত রাখিয়া অঙ্গন্যাসকালে ঐ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় হৃদয়ে স্পর্শ করিতে হইবে (হৃদয়ায় নমঃ)। ঐরূপ উভয় হস্তের মুষ্টিপুট করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় ও অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত ও সরলভাবে উর্দ্ধাগ্র করিয়া ললাটের উপরি স্থাপন করিলে শিরোমুদ্রা হইবে (শিরসে স্বাহা)। ঐরূপ মুষ্টিপুট করিয়া শিখার স্থলে, সংযুক্ত অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অধোমুখ ও সংযুক্ত কনিষ্ঠাদ্বয় উর্দ্ধমুখ স্থাপিত করিলেই শিখামুদ্রা হইল (শিখায়ৈ বষট্)। প্রত্যেক হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করিলে এক একটিতে ত্রিকোণ আকার হইবে। পরে ঐরূপ ভাবেই ব্রহ্মরন্ধ্রে করদ্বয় এরূপে স্থাপিত করিবে, যাহাতে পরিবর্ত্তিতভাবে একহস্তের করপৃষ্ঠ অন্য হস্তের করপৃষ্ঠে সংযুক্ত হয়; ইহাদ্বারা দক্ষিণকর কিঞ্চিদ্বামে ও বামকর তদ্দক্ষিণে পরিবর্ত্তিতভাবে ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপিত হইল। পরে মস্তকের বামপার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বোক্ত মুদ্রাযুক্ত দক্ষিণহস্ত এবং দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া বামহস্ত ক্রমশঃ হৃদয় পর্য্যন্ত নামাইয়া আনিতে হইবে। এই সময়ে উভয় হস্তের যুক্তভাবে স্থিত অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অগ্রভাগদ্বারা শরীর স্পর্শ করিতে করিতে আইসে, এই মুদ্রাই কবচমুদ্রা (কবচায় হুঁ)। দক্ষিণহস্ততল নেত্রের বা মুখের সম্মুখীন করিয়া কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিতভাবে সংসক্ত রাখিয়া মধ্যমা সরল, তর্জ্জনী ও অনামা কুঞ্চিতভাবে কিঞ্চিন্নমিত অবস্থায় নেত্রত্রয়স্থলে স্পর্শ করিবে (নেত্রত্রয়ায় বৌষট্)। অনন্তর অস্ত্র—ফট্‌কারকালে প্রসারিত উভয় করতলে দশবার আস্ফোটন করিবে (অস্ত্রায় ফট্)।

বৈষ্ণবের অঙ্গন্যাসে ষড়ঙ্গমুদ্রা যথা রাঘবভট্ট—প্রসারিততলেনৈব পাণিনা হৃদয়ং শিরঃ। প্রোক্তা শিখা তথা সম্যক্ অধোঙ্গুষ্ঠেন মুষ্টিনা॥ তথাবিধাভ্যাং পাণিভ্যাং বর্ম্মস্কন্ধাদিনাভিগং। তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ প্রোক্তা নেত্রত্রয়ে ক্রমাৎ। যদা নেত্রদ্বয়ং প্রোক্তং তদা তর্জ্জনীমধ্যমে॥ প্রমাণান্তর যথা—অঙ্গুষ্ঠবর্জ্জমঙ্গুলিশ্চতস্রো হৃদি মূর্দ্ধনি। শিখায়াং মুষ্টিরেব স্যাদঙ্গুষ্ঠকৃতনালিকা। সর্ব্বাঙ্গুলয় আনাভেঃ পাণ্যোঃ কবচবন্ধনং॥ এই উভয় প্রমাণের তাৎপর্য্য এই যে, করতল প্রসারিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ব্যতিরেকে অন্য অঙ্গুলিচতুষ্টয় যুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে এবং ঐরূপ মুদ্রাতেই মস্তক স্পর্শ করিবে। শিখাস্থানে, পশ্চাদ্ভাগে অধোমুখে প্রসারিত

অনন্তর কূর্ম্মমুদ্রায় গন্ধ পুষ্প গ্রহণ করিয়া ধ্যান পাঠ করিবে যথা,—ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং (৪৪)॥ অনন্তর করস্থিত পুষ্প নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া ধ্যানানুরূপ শিবমূর্ত্তি ধ্যানপূর্ব্বক যথাশক্তি মানস-পূজা করিবে (৪৫)।

অঙ্গুষ্ঠযুক্ত মুষ্টিদ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে। উভয় হস্তের সমুদয় অঙ্গুলি বা করতল প্রসারিত করিয়া স্কন্ধ হইতে নাভি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। বলা বাহুল্য ইহাতেও দক্ষিণ হস্ত বামস্কন্ধ দিয়া ও বাম হস্ত দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া নামিয়া আসিবে। শিবোক্ত নেত্রমুদ্রায় স্থায় তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামা যথাক্রমে নেত্রত্রয় স্পর্শ করিবে। পরন্তু যে স্থলে দেবতার দুইটি নেত্র সেই স্থলে তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা নেত্রদ্বয় স্পৃষ্ট হইবে। পরে প্রসারিত করতলদ্বয়ের তিনবার উর্দ্ধোর্দ্ধ আস্ফোটন দ্বারা তালত্রয় হইবে। যথা রাঘবভট্টে প্রসারিততলাভ্যাস্তু তালত্রয়মুদীরিতং॥

কালীপূজা স্থলে শক্তিষড়ঙ্গমুদ্রা উদ্ধৃত হইবে। শিবের ষোঢান্যাস একটি বৃহৎ ব্যাপার। যাঁহাদের অভিলাষ হইবে কুলার্ণবে চতুর্থ পটলে অনুসন্ধান করিবেন।

অনন্তর বীজন্যাস বা বিদ্যান্যাস করিতে হইবে। যথা--(ব্রহ্মরন্ধ্রে) মূল। (ভ্রূমধ্যে) মূল। (ললাটে) মূল। (নাভিতে) হ্রুঁ। (মুখে) হ্রীঁ। (মূলাধারে) হ্রুঁ। (সর্ব্বাঙ্গে) মূল। সর্ব্বত্র তত্ত্বমুদ্রায় ন্যাস করিতে হইবে। এস্থলে মূল শব্দে যে দেবতার যে মন্ত্রে পূজা হইতেছে তাহাই বুঝিতে হইবে।

তৎপরে তত্ত্বন্যাস। মন্ত্রকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রথম খণ্ডের পর 'আত্মতত্ত্বায় স্বাহা' এই বলিয়া পদতল হইতে নাভি পর্য্যন্ত হস্তাবমর্ষণ করিবে। দ্বিতীয় খণ্ডান্তে 'বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা' বলিয়া নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডান্তে 'শিবতত্ত্বায় স্বাহা' বলিয়া হৃদয় হইতে শিরঃ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ হস্তাবমর্ষণ করিবে। মন্ত্র প্রকার যথা—ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা। নমঃ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা। শিবায় শিবতত্ত্বায় স্বাহা। বলা বাহুল্য তিনখণ্ড করিতে হইলে ঐ তিন স্থলেই সর্ব্বত্র যে বর্ণ সংখ্যা সমান থাকিবে, তাহা নহে। যে স্থলে সেরূপ সুবিধা হয় সে স্থলে অবশ্য তাহাই করিতে হইবে।

(৪৪)—শিবপুরাণে এই ধ্যানের অন্তর্গত 'বিশ্ববীজং' এই শব্দের পরিবর্ত্তে 'বিশ্ববন্দ্যং' এই পাঠান্তর আছে এবং উপরিউক্ত ধ্যানের শেষে আরও দুইটি শ্লোক দৃষ্ট হয়। যথা—কর্পূরগৌরং করুণাবতারং সাংসারসারং ভুজগেন্দ্রহারং। সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানীসহিতং নমামি॥ কৈলাসপীঠাসনমধ্যসংস্থং ভক্তৈশ্চ নন্দ্যাদিভিঃ সেব্যমানং। ভক্তার্ত্তিদাবানলমপ্রমেয়ং ধ্যায়েদুমা-লিঙ্গিতবিশ্বরূপং॥

(৪৫)—তোড়লতন্ত্রে আছে, পুষ্পং দত্ত্বা স্বশিরসি শিবোঽহমিতি ভাবয়েৎ। যজ্ঞবিভবখণ্ডে

পরে পূর্ব্বের ন্যায় কূর্ম্মমুদ্রায় গন্ধ পুষ্প লইয়া পুনর্ব্বার ধ্যান পাঠপূর্ব্বক ভাবনা-দ্বারা কুণ্ডলিনীকে মূলধার হইতে সহস্রারে লইয়া গিয়া শিবশক্তিযোগে সহস্রারে তেজোময় ভাবনা করিয়া সেই তেজ হইতে শিবমূর্ত্তি উৎপন্ন হইল কল্পনা করিয়া বামনাসিকার নিশ্বাস দ্বারা ঐ শিবমূর্ত্তি করস্থিত পুষ্পযন্ত্রে স্থাপিত করিয়া করদ্বয় মুক্ত না করিয়াই ঐ পুষ্প গঠিত শিবের মস্তকে স্থাপন করিবে। পরে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক আবাহন করিবে যথা, পিণাকধৃক্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব, ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখীভব, মম পূজাং গৃহাণ। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে, স্থাং স্থীং

মানস পূজার ক্রম যথা—আসনং প্রথমে দদ্যাৎ স্বাগতং কুশলং বদেৎ। অর্ঘ্যং ততঃপরং দদ্যাৎ পাদ্যঞ্চৈব ততঃপরং॥ আচমনং ততো দদ্যাৎ স্নাপয়েত্তু ততঃপরং। বাসো দদ্যাৎ ততো যজ্ঞোপবীতং ভূষণানি চ॥ গন্ধপুষ্পং তথা ধূপদীপমোদনমেব চ। মাল্যমালেপনং দদ্যাৎ বিল্বপত্রানি কল্পিতং॥ যথাশক্ত্যা জপেন্মন্ত্রং শিবরূপং ষড়ক্ষরং। স্তুতিঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা নমস্কৃত্য সমাপয়েৎ॥ ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ সর্ব্বং কুর্য্যাৎ বিচক্ষণঃ। ষড়ক্ষরেণ সর্ব্বানি সিদ্ধ্যন্তি নাত্র সংশয়ঃ॥ বলা বাহুল্য এতৎ সমস্তই মানসে সমর্পণ করিতে হইবে। গুরুর মানসপূজার ন্যায়, ওঁ নমঃ শিবায় লং পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং শ্রীশিবায় সমর্পয়ামি নমঃ (পৃঃ ৩ পং ৬) এইরূপ ক্রমে তদুল্লিখিত মুদ্রায় ও উপচারে মানসপূজার বিধানও তন্ত্রে আছে।

মানসপূজার পর অর্ঘ্যস্থাপনের বিধান আছে। এই অর্ঘ্যস্থাপনের বিধান কালীপূজাপদ্ধত্যুক্ত দানার্ঘ্যস্থাপনের ন্যায়। বিশেষ এই যে প্রথমতঃ ভূমিতে মণ্ডল লিখিবার স্থলে, 'হৌঁ' বীজ লিখিয়া তাহার বহির্ভাগে ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ তৎপরে, বৃত্ত ও তৎপরে চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিতে হইবে। ষড়ঙ্গপূজায় ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শিবষড়ঙ্গদেবতাভ্যো নমঃ, এই বলিয়া পূজা করিতে হইবে। অথবা বিশেষভাবে করিতে হইলে, ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইত্যাদিরূপে পৃথক্ পৃথক্ ষড়ঙ্গের পূজা করিতে হইবে। শিবের অর্ঘ্য শঙ্খে স্থাপিত করিতে নাই। অর্ঘ্যপাত্র স্বর্ণনির্ম্মিত, রৌপ্যনির্ম্মিত, তাম্রনির্ম্মিত অথবা স্বহস্তগঠিত মৃণ্ময় হইবে। শিব সূর্য্য ও দুর্গা ব্যতিরেকে অন্যান্য দেবতাতে শঙ্খে অর্ঘ্য স্থাপিত হইতে পারে। ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুলি পরিমাণ অর্ঘ্যপাত্র সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চব্বিশ অঙ্গুলি পরিমাণ মধ্যম, দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ তদপেক্ষা অপ্রশস্ত ; পরন্তু অষ্টাঙ্গুলি পরিমাণের ন্যূন অর্ঘ্যপাত্র হইবে না।

তৎপরে ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ। এইরূপে পীঠন্যাসোক্ত পীঠদেবতার ও পীঠশক্তির পূজা করিতে হইবে। অথবা, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ এতেগন্ধ-পুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। এই বলিয়া সংক্ষেপে পূজা করিলেই চলিবে। পীঠদেবতাদিগের পূজাস্থল জগদ্ধাত্রীপূজার পীঠপূজায় দ্রষ্টব্য।

স্থিরীভব যাবৎ পূজাং করোম্যহং। অনন্তর স্নান করাইবে যথা, ওঁ নমঃ শিবায় ইদং স্নানীয়ং পশুপতয়ে নমঃ। (৪৬) তৎপরে দশোপচার পূজা যথা, ওঁ নমঃ শিবায় এতৎ পাদ্যং শিবায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় এষ অর্ঘঃ (ইদমর্ঘ্যং) শিবায় নমঃ। (৪৭) ওঁ নমঃ শিবায় ইদম্ আচমনীয়ং শিবায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় ইদং স্নানীয়ং পশুপতয়ে নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় এষ গন্ধঃ শিবায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় ইদং সচন্দন-পুষ্পং শিবায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় ইদং সচন্দন-বিল্বপত্রং শিবায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় এষ ধূপঃ শিবায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় এষ দীপঃ শিবায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় ইদং নৈবেদ্যং শিবায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় ইদং পানার্থোদকং শিবায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় ইদং পুনরাচমনীয়ং শিবায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় ইদং তাম্বূলং শিবায় নমঃ। * (ধূপ, দীপ বা তাম্বূল উপস্থিত না থাকিলে ধূপার্থোদকং, দীপার্থোদকং, তাম্বূলার্থোদকং এইরূপ উল্লেখ করিবে। পঞ্চোপচারে পূজা করিতে হইলে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য মাত্র দিবে।)

---

(৪৬) যাঁহারা শিবপূজায় শিবের স্নান কালে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও মধুদ্বারা স্নান করাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই কয়েকটী মন্ত্রের দ্বারা স্নান করাইবেন। যথা "ওঁ হৌ ঈশানায় নমঃ" এই মন্ত্রে প্রথমতঃ দুগ্ধের দ্বারা স্নান করাইয়া পরে "ওঁ হৌ অঘোরায় নমঃ" এই মন্ত্রে দধি দ্বারা, এবং "ওঁ হৌ বামদেবায় নমঃ" এই মন্ত্রে ঘৃতের দ্বারা, পরে "ওঁ হৌ সদ্যোজাতায় নমঃ" এই মন্ত্রে মধু দ্বারা স্নান করাইয়া শেষে জলের দ্বারা পুনরায় স্নান করাইবেন।

শিবরাত্রে পূজাস্থলে ঐ চারিটি দ্রব্যের দ্বারা যথাক্রমে চারি প্রহরে ঐ ঐ মন্ত্রের দ্বারা স্নান করাইতে হয়।

(৪৭) শিবরাত্রে পূজাসময়ে চারি প্রহরে অর্ঘ্যদিবার চারিটি স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে, যথা—প্রথম প্রহরে। "শিবরাত্রি ব্রতং দেব পূজাজপপরায়ণঃ। করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর।" দ্বিতীয় প্রহরে। "ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ"। তৃতীয় প্রহরে "ওঁ দুঃখদারিদ্র্যশোকেন দগ্ধোঽহং পার্ব্বতীপ্রিয়। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যমুমাকান্ত প্রসীদ মে"। চতুর্থ প্রহরে "ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যমুমাকান্ত গৃহাণ মে"।

উপচারদানকালে অস্মদ্দেশীয় অধিক ব্যক্তিই এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন যে, "এতৎপাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।" "ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" ইত্যাদি।

অনন্তর পুষ্প, অক্ষত, বা জল দ্বারা বেদীতে অষ্টমূর্ত্তি পূজা করিবে যথা,—(পূর্ব্বদিকে) ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। (এইরূপে ঈশান-কোণে) ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। (উত্তরে) রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। (পরে সোমসূত্র লঙ্ঘন না করিয়া নিজের কোলের দিক্ দিয়া হাত ঘুরাইয়া লইয়া গিয়া বায়ুকোণে) উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ। (পশ্চিমে) ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ। (নৈঋ্ঋতকোণে) পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ। (দক্ষিণে) মহা-দেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। (অগ্নিকোণে) ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। পরে ওঁ নমঃ শিবায়, এই মন্ত্র অন্যূন দশবার জপ করিয়া ওঁ গুহ্যাতি ইত্যাদি (৫৯ পৃঃ—২১ পং) মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্য জলে গোযোনিমুদ্রায় দেবতার দক্ষিণ হস্তে জপ সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিবে যথা,—ওঁ নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে। নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥ নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে। নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥ ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণ-ত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥ অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় মুখবাদ্য করিবে (৫৯পৃঃ—২৬পং)। অতঃপর স্তোত্রপাঠ করিবে যথা,—ওঁ সর্ব্ব-জ্ঞানপ্রবিজ্ঞান-প্রদায়ৈকমহাত্মনে। নমস্তে সর্ব্বদেবেশ সর্ব্বভূতহিতে রত। অনন্তভোগসম্পন্ন অনন্তাসনসংস্থিত। অনন্তকান্তিসম্ভোগ পরমেশ নমোঽস্তু তে। পরাপর পরাতীত উৎপত্তিস্থিতিকারক। সর্ব্বার্থসাধনোপায় বিশ্বেশ্বর নমোঽস্তু তে। সর্ব্বার্থনির্ম্মলাভোগ সর্ব্বব্যাধিবিনাশন। যোগিযোগিমহাযোগিযোগীশ্বর নমোঽস্তু তে। কৃত্বা লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাঞ্চ ধ্যাত্বা দেবং সদাশিবং। পূজয়িত্বা বিধানেন স্তবমেনমুদীরয়েৎ। লিঙ্গস্তবং মহাপুণ্যং যঃ শৃণোতি সদা নরঃ। নোৎপদ্যতে চ সংসারে স্থানং প্রাপ্নোতি শাশ্বতং। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শৃণুয়াচ্চ সুসংস্তবং। পাপকঞ্চুকনির্ম্মুক্তঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদং॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্ত-লিঙ্গস্তবঃ সমাপ্তঃ॥

একটি অতিসংক্ষিপ্ত স্তব যথা,—শিবেতি চন্দ্রচূড়েতি শঙ্করেতি হরেতি চ। পার্ব্বতীপ্রাণনাথেতি বদ জিহ্বে নিরন্তরং॥

অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা,—ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং। বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥ অনন্তর অষ্টাঙ্গে বা পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিয়া সংহার-মুদ্রায় 'মহাদেব ক্ষমস্ব' বলিয়া বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শিবকে কাত

করিয়া রাখিবে॥ পরে, ঈশান কোণে উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া ওঁ "চণ্ডেশ্বর-ভৈরবায় নমঃ" এই মন্ত্রে নির্ম্মাল্যদ্বারা পূজা করিবে।

পাষাণনির্ম্মিত, পারদনির্ম্মিত, অষ্টধাতুনির্ম্মিত, স্ফটিকনির্ম্মিত, রত্ননির্ম্মিত, সুবর্ণনির্ম্মিত, রৌপ্যনির্ম্মিত অথবা অন্য কোন পদার্থনির্ম্মিত প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বা অনাদিলিঙ্গ পূজা করিতে হইলে ঐ পার্থিব শিবলিঙ্গের ন্যায়ই পূজা হইবে। কিন্তু তাহাতে মৃদাহরণ, গঠন, আবাহন, প্রতিষ্ঠা, স্থিরীকরণ ও বিসর্জ্জন এই কয়েকটী মাত্র প্রয়োগ হইবে না। বৈদ্যনাথ শিবের স্বতন্ত্র ধ্যান ও মন্ত্র আছে, তাহা নিত্যপূজায় দেওয়া অনাবশ্যক।

তোড়লতন্ত্রেও বিধি আছে যে, এতৎ পাদ্যং মহেশানি ষড়ক্ষরমনুং ততঃ। নমস্কারং সমুচ্চার্য্য সর্ব্বং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ এই বচন অনুসারে উক্ত প্রকার পূজাই বিধিসঙ্গত হইতেছে। যদিও শিব, মন্ত্র হইতে অভিন্ন, তথাপি উক্ত প্রকারে পূজা করিলে শিবলিঙ্গের পূজা না হইয়া ষড়ক্ষর শিবমন্ত্রেরই পূজা হয়। সুতরাং যিনি শিবলিঙ্গের পূজা না করিয়া ষড়ক্ষর মন্ত্রের পূজা করিতে ইচ্ছা করেন তিনি "এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" ইত্যাদি বাক্যে পূজা করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। সমুদায় তন্ত্রের মতানুসারে সমুদায় দেবদেবীর পূজায় বিশিষ্টরূপ বিধি আছে যে, অগ্রে মন্ত্র (ওঁ নমঃ শিবায়) তৎপরে উপচারের নাম (এতৎ পাদ্যং) তৎপরে পূজনীয় দেবতার নাম (শিবায়) তৎপরে ত্যাগাত্মক বাক্য (নমঃ) প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা গুপ্তসাধন তন্ত্রে,—মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততো দ্রব্যং সমুচ্চরেৎ। দেবতায়ৈ ততঃ পশ্চাৎ ত্যাগাত্মকমনুং স্মরেৎ॥ ইতি। এইরূপ বিধি সমুদায় তন্ত্রেই আছে। বিশেষতঃ ঐ তোড়লতন্ত্রে এবং অন্যান্য তন্ত্রে যে পার্থিব শিবপূজার সূত্র কথিত হইয়াছে, তাহাতে উপচার দিবার সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে "শিবায়" এই শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে যথা, হরো মহেশ্বরশ্চৈব শূলপাণিঃ পিণাকধৃক্ পশুপতিঃ শিবশ্চৈব মহাদেব ইতি ক্রমাৎ॥ মৃত্তিকাগ্রহণে চৈব গঠনে চ প্রতিষ্ঠনে। আবহনে চ স্নপনে পূজনে চ বিসর্জ্জনে। হরাদীনি চ নামানি মহাদেবান্তানি কীর্ত্তয়েৎ॥......ন্যূনাধিকং মহেশানি যদি চৈকাক্ষরং ভবেৎ। বর্ণসংখ্যা মহেশানি ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি॥ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "ওঁ নমঃ শিবায় এতৎ পাদ্যং শিবায় নমঃ" এই মন্ত্রের শেষোক্ত শিবায় এই শব্দস্থলে একটী অক্ষর ন্যূন বা অধিক করিলে প্রত্যেক অক্ষরে এক একটী ব্রহ্মহত্যা পাতক হইবে।" এই সমুদায় কারণে সর্ব্বতন্ত্রসম্মত উপচারদান মন্ত্র ব্যবহার করা বিধেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। পার্থিব শিবের উপরি শক্তিপূজার বিধি নাই।

(৪৮) অথ নারায়ণ পূজা। স্নানমন্ত্র যথা,—ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতস্পৃত্বা (ঃস্পৃষ্ট্বা) অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥১॥ ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমং ॥২॥ ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা

অথ নারায়ণ পূজা ব্যবস্থা।

(৪৮) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র সকলেরই নারায়ণ বা শালগ্রাম পূজা করা কর্ত্তব্য। নারায়ণ পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতে নাই এবং সে ব্যক্তির অন্যদেবতার পূজা ও সিদ্ধ হয় না। স্বয়ং শালগ্রাম পূজা বিষয়ে অধিকারী বিশেষে নানাশাস্ত্রে নানামত দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অন্যান্য জাতির শালগ্রাম পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে "ব্রাহ্মণঃ পূজয়েন্নিত্যং ক্ষত্রিয়াদির্নপূজয়েৎ।" পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য এই তিন জাতির শালগ্রাম পূজায় অধিকার আছে। যথা 'ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ত্রয়াণাং মুনিসত্তম। অধিকারঃ স্মৃতঃ সম্যক্ শালগ্রাম শিলার্চ্চনে।" স্ত্রীজাতি, শূদ্র, পতিত, ষণ্ড এবং বিকর্ম্মী ব্যক্তিদিগের শালগ্রাম পূজায় অধিকার নাই। যথা "স্ত্রীশূদ্র পতিতানাঞ্চ ষণ্ডানাঞ্চ বিকর্ম্মণাং। নৈবাধিকারো বিজ্ঞেয়ঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনে।" "বিষ্ণুভক্তৈর্বৈকবৈশ্চ গোব্রাহ্মণহিতেরতৈঃ। শালগ্রামশিলাচক্রং পূজনীয়ং সদা মুনে।" ইত্যাদি বচনের দ্বারা অনুমিত হয় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতির শালগ্রাম পূজায় অধিকার আছে। কিন্তু উক্ত পদ্মপুরাণের তৎপরবর্ত্তি প্রমাণ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণ সমূহের দ্বারা কেবল একমাত্র ব্রাহ্মণেরই শালগ্রামপূজায় অধিকার আছে। ইহাই প্রতীতি হয়। যথা লিঙ্গপুরাণে "ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রী শূদ্রকর সংস্পর্শো বজ্রপাতাধিকো মম।" পদ্মপুরাণে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণের নারায়ণ পূজাবিধি যে কয়েকটি প্রমাণ দৃষ্ট হয়, তাহা সামান্য বিধি। কারণ তৎপরবর্ত্তি প্রমাণসমূহ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণের দ্বারা তাহা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর ব্রাহ্মণ ব্যতিত ক্ষত্রিয়াদি জাতির শালগ্রাম পূজা বিধায়ক প্রমাণ সমূহ স্পর্শহীন পূজা বিষয়ে, যথা বৃহন্নারদীয়ে "স্ত্রীণামনুপনীতানাং শূদ্রাণাঞ্চ মহীশ্বর। স্পর্শনে নাধিকারোঽস্তি বিষ্ণোর্বা শঙ্করস্য চ" ইত্যাদি। পদ্মপুরাণে পুরাণসংগ্রহেচ "দীক্ষা,—যুক্তৈস্তথা শূদ্রৈর্মদ্যপানবিবর্জ্জিতৈঃ। কর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণেনৈব শালগ্রামশিলার্চ্চনং"। পুনশ্চ পদ্মপুরাণে,—শালগ্রামশীলাপূজ্রাং বিনা যোঽশ্নাতি মানবঃ। স চণ্ডালাদি বিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ"। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই শালগ্রাম পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতে নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণই স্বয়ং কেবলমাত্র শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া পূজা করিবেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য জাতি স্বয়ং স্পর্শ না করিয়া ব্রাহ্মণেরদ্বারা পূজা করাইবেন। ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং শাস্ত্রকার পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত।

বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥৩॥ ওঁ অগ্ন আয়াহি-বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥৪॥ ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ॥৫॥ এই পাঁচটী মন্ত্র এবং গায়ত্রীদ্বারা অসমর্থ পক্ষে কেবল প্রথমোক্ত পুরুষসূক্ত মন্ত্রদ্বারা স্নান করাইয়া গাত্রমার্জ্জন পূর্ব্বক তাম্রপাত্রে সচন্দন তুলসীর উপরি বসাইয়া মস্তকের উপরি একটী সচন্দন তুলসীপত্র স্থাপন করিবে (৪৯)। পরে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে যথা,—ওঁ নমো নারায়ণায় ইত্যষ্টাক্ষর মন্ত্রস্য সাধ্যনারায়ণ ঋষির্দেবীগায়ত্রীচ্ছন্দঃ পরমাত্মা দেবতা চতুর্ব্বর্গসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি সাধ্যনারায়ণ-ঋষয়ে নমঃ। মুখে দেবীগায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি পরমাত্মনে দেবতায়ৈ নমঃ। করন্যাস যথা,— ওঁ নাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ নীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ নূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ নৈ অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ নৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ নঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্॥ অঙ্গন্যাস যথা,—ওঁ নাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ নীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি। অনন্তর নারায়ণের পূর্ব্বদিক্ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অষ্টদিকে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে যথা, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে কর্ত্রে নমঃ। এইরূপ, হর্ত্রে। ধাত্রে। বিধাত্রে। সামবেদায়। যজুর্ব্বেদায়। ঋগ্বেদায়। অথর্ব্ববেদায়। প্রণবাদি নমোঽন্তে পূজা করিবে। অনন্তর কূর্ম্মমুদ্রায় গন্ধ-পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে যথা,—ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরণ্ময়-বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

এই ধ্যান পাঠপূর্ব্বক আপনার মস্তকে পুষ্প দিয়া মানসোপচারে পূজা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া যথাশক্ত্যুপচারে পূজা করিবে। দশোপচারে পূজা যথা,—ওঁ নমো নারায়ণায় এতৎ পাদ্যং নারায়ণায় নমঃ। ওঁ নমো নারায়ণায় এষ অর্ঘঃ (ইদমর্ঘ্যং) নারায়ণায় নমঃ। ইত্যাদি শিবপূজার ন্যায় দশোপচারে পূজা হইবে (৭৩পৃঃ—২পং)। পরন্তু বিল্বপত্রস্থলে তুলসী দিতে

---

(৪৯) তুলসীচয়ণ মন্ত্র যথা—তুলস্যমৃতনামাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া। কেশবার্থং চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥ ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিং। তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি॥ কোন্ কোন্ দিনে তুলসী চয়ন করিতে নাই, তাহার প্রমান যথা,—সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং নিশি সন্ধ্যয়োঃ। ছিন্দন্তি তুলসীং যে তু তে ছিন্দন্তি হরেঃ শিরঃ"।

হইবে। (৫০) তুলসীপত্র দিবার বিশেষ মন্ত্র আছে যথা, ওঁ নমো নারায়ণায় ইদং সচন্দন-তুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। এইরূপে তাম্বূল পর্য্যন্ত উপচার দিয়া মন্ত্রাক্ষর পূজা করিবে যথা, ওঁ এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ নমঃ।' এইরূপ, ন নমঃ। মো নমঃ। না নমঃ। রা নমঃ।' য় নমঃ। ণা নমঃ। য় নমঃ। অনন্তর 'ওঁ নমোঃ নারায়ণায়' এই মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া গুহ্যাতি ইত্যাদি মন্ত্রে (৫৯পৃঃ—২১) গোযোনিমুদ্রায় জপ সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিবে যথা,—ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ পরে স্তবপাঠ করিবে যথা,—ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং। ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং॥১॥ ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যং। মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবৎ বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং॥২॥ অনন্তর পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে যে—নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং। তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥ মন্ত্রহীনং ক্রিয়া-হীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন। যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥ অনন্তর ঈশানকোণে উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া 'বিশ্বক্‌সেনায় নমঃ' এই মন্ত্রে নির্ম্মাল্য দ্বারা পূজা করিবে। পরে নারায়ণের উপরি পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্প দ্বারা লক্ষ্মীপূজা করিতে হইবে যথা, শ্রীঁ এষ গন্ধঃ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। শ্রীঁ ইদং সচন্দন-পুষ্পং লক্ষ্ম্যৈ বৌষট্। শ্রীঁ ইদং সচন্দন-বিল্বপত্রং লক্ষ্ম্যৈ বৌষট্। শ্রীঁ এষ ধূপঃ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। শ্রীঁ এষ দীপঃ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। শ্রীঁ ইদং নৈবেদ্যং লক্ষ্ম্যৈ নিবেদয়ামি। প্রণাম মন্ত্র যথা, শ্রীঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥ (নারায়ণের উপরি সকল দেবতারই পূজা হইতে পারে, কেবল শববাহিনী দেবতার পূজা হইবে না)।

---

(৫০) প্রথমত নারায়ণের নীচে এবং উপরে যে তুলসীপত্র দেওয়া হয়, তাহা অমন্ত্রক্। কারণ মন্ত্রপূত করিয়া দিলে তাহা নির্ম্মাল্য স্বরূপ হয়। নির্ম্মাল্যদ্রব্য দেবতার অঙ্গে রাখা নিষিদ্ধ। যথা স্মৃতৌ "............তৃষিতাঃ পশবো বদ্ধাঃ কণ্যকার্চ রজস্বলা। দেবতাচ সনির্ম্মাল্যা হন্তি পুন্যং পুরাকৃতাং"। ইত্যাদি।

কেহ কেহ নিজভবনে লক্ষ্মী গণেশ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং প্রতিদিন তাঁহাদের পূজা করা হইয়া থাকে। প্রায় সমুদায় দেবতারই পূজার এক নিয়ম। অগ্রে বীজ, পরে দ্রব্য, তৎপরে দেবতার নাম ও শেষে ত্যাগাত্মক মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। কোন্ উপচার দিবার সময় কোন্ প্রকার ত্যাগাত্মক মন্ত্র দিতে হইবে তাহা লিখিত হইতেছে যথা,—পাদ্য দিবার সময় নমঃ। অর্ঘ্য দিবার সময় স্বাহা। আচমনীয়তে স্বধা। স্নানীয়ে নিবেদয়ামি। গন্ধে নমঃ। পুষ্পে বৌষট্। ধূপে নমঃ। দীপে নমঃ। নৈবেদ্যে নিবেদয়ামি। পানার্থোদকে নমঃ। পুনরাচমনীয়ে স্বধা। তাম্বূলে নিবেদয়ামি ইত্যাদি। তন্ত্রে যদিও পুংদেবতার ও স্ত্রী দেবতার উপচার দানে কোন ইতর-বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি অস্মদ্দেশীয় প্রায় সমুদায় ব্যক্তিই পুরুষ দেবতার উপচার দানকালে একমাত্র 'নমঃ' পদই প্রয়োগ করেন, স্বাহা, স্বধা প্রভৃতি প্রয়োগ করেন না। তন্ত্রে কথিত আছে, 'সম্প্রদায়বিহীনানাং ফলং, ন স্যান্মহেশ্বরি'। সুতরাং আমরাও সম্প্রদায়ের অনুরোধে পুরুষদেবতার সমুদায় উপচারদানে নমঃ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। এক্ষণে কতিপয় দেবতার ধ্যান লিখিত হইতেছে।

লক্ষ্মীধ্যান যথা, ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ-শৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং॥ গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং। রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥ পূজাপ্রকার যথা—শ্রীঁ এতৎ পাদ্যং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ইত্যাদি। প্রণামমন্ত্র (৭৮ পৃঃ—২১ পং)।

গণেশধ্যান।—ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপ-ব্যালোলগণ্ডস্থলং। দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু॥ পূজাপ্রকার,—গং এতৎ পাদ্যং গণেশায় নমঃ। ইত্যাদি। গণেশের বিশেষ পূজা তন্ত্রোক্ত দশবিধসংস্কার পদ্ধতিতে পাইবেন।

বাস্তুপুরুষধ্যান।—অরুণিত-মণিবর্ণং কুণ্ডলশ্রেষ্ঠকর্ণং সুসিত সুভগমাস্যং দণ্ডপাণিং সুবেশং। নিখিলজননিবাসং বিশ্ববীজস্বরূপং নতজনভয়নাশং বাস্তুদেবং ভজামি॥ অথবা—চতুর্ভুজং মহাকায়ং জটামণ্ডিতমস্তকং। ত্রিলোচনং করালাস্যং হারকুণ্ডলশোভিতং॥ লম্বোদরং দীর্ঘকর্ণং লোমশং পীতবাসসং। গদাত্রিশূলপরশু-খট্বাঙ্গং দধতং করৈঃ। অসিচর্ম্মধরৈর্ব্বীরৈঃ কপিলা-

স্যাদিভির্বৃতং। শত্রূণামন্তকং সাক্ষাৎ উদ্যদাদিত্যসন্নিভং॥ ধ্যায়েদ্দেবং বাস্তুপতিং কূর্ম্মপদ্মাসনস্থিতং॥ পূজাপ্রকার,—ওঁ ক্ষ্রাং ক্ষ্রীঁ ক্ষ্রূঁ ক্ষ্রৈঁ ক্ষ্রৌং এতৎ পাদ্যং বাস্তুপুরুষায় নমঃ। ইত্যাদি॥

সূর্য্যধ্যান। ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরং দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥ পূজাপ্রকার,—হ্রাঁ হ্রীঁ সঃ এতৎ পাদ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ইত্যাদি॥

ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয়ের ধ্যান পূজা সমুদায় ইহার প্রথম খণ্ড ২৩ পৃষ্ঠায় আছে।

মনসার ধ্যান। শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাং। বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং॥ মহাজ্ঞানযুতাঞ্চৈব প্রবরাং জ্ঞানিনাং সতাং। সিদ্ধাধিষ্ঠাত্রীদেবীঞ্চ সিদ্ধাং সিদ্ধিপ্রদাং ভজে॥ পূজাপ্রকার,—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ মনসাদেব্যৈ স্বাহা এতৎ পাদ্যং মনসাদেব্যৈ নমঃ। ইত্যাদি।

গঙ্গার ধ্যান। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং শুক্লাম্বরবিভূষিতাং। শুক্লমুক্তাবলী-মালা-হৃদয়োপরিশোভিতাং॥ শ্বেতমালাধরাং দেবীং শ্বেতাভরণভূষিতাং। সদা ষোড়শবর্ষীয়াং ব্রহ্মাদিপরিষেবিতাং॥ পূজাপ্রকার,—ওঁ হ্রীঁ গঙ্গায়ৈ ওঁ হ্রীঁ স্বাহা এতৎ পাদ্যং গঙ্গায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি॥ অথবা হ্রীঁ গঙ্গায়ৈ হ্রীঁ এতৎ পাদ্যং গঙ্গায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি॥

মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান।—যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা। বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা॥ রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জ্বলমণ্ডিতা। রক্তকৌষেয়-বসনা স্মিতবক্ত্রা শুভাননা। নবযৌবনসম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিতপ্রভা॥ পূজা-প্রকার,—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ সর্ব্বপূজ্যে দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা এতৎ পাদ্যং মঙ্গলচণ্ডিকায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি॥

সরস্বতীর ধ্যান। ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্ব্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ কুচভর-নমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে। নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী-পুস্তকশ্রীঃ সকল-বিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ॥ পূজাপ্রকার—ঐঁ এতৎ পাদ্যং সরস্বত্যৈ নমঃ। ইত্যাদি॥

শীতলার ধ্যান। ওঁ শূর্পালঙ্কৃতমস্তকাং সুরগণৈঃ সংস্তূয়মানাং মুদা বামে কুম্ভধরাং পয়োদবদনাং বন্দে খরস্থাং সদা। দিগ্বাসামুরুহাসসুন্দরমুখীং

সংমার্জ্জনীং দক্ষিণে পাণৌ তাং দধতীং ভবার্ত্তিশমনীং সংসারবিদ্রাবিণীং ॥ পূজাপ্রকার,—ওঁ শীতলায়ৈ নমঃ এতৎ পাদ্যং শীতলায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ পূজা।

পূর্ব্বোক্ত সাধারণ পদ্ধতি ক্রমেণ বর্ণন্যাসপর্য্যন্তং সম্পাদ্য গুরু-পূজাদিকং বিধায় প্রাণায়ামং কুর্য্যাৎ যথা, "ক্লীঁ" এই মন্ত্র একবার জপ করিয়া দক্ষিণ-নাসা দ্বারা বায়ুরেচন করিবে, তৎপরে সপ্তবার জপদ্বারা বামনাসায় বায়ু পূরণ করিয়া ঐ বীজ বিংশতিবার জপকরত নাসাপুটদ্বয় ধারণ করিয়া বায়ুর কুম্ভক করিবে। পুনর্ব্বার একবার জপে বামনাসায় বায়ু রেচন, সপ্তবার জপে দক্ষিণনাসায় বায়ু পূরণ ও বিংশতিবার জপে উভয়নাসা-ধারণ পূর্ব্বক বায়ুর কুম্ভক করিবে। তৎপরে ঐ মন্ত্র একবার জপদ্বারা দক্ষিণনাসায় বায়ু রেচন, সপ্তবার জপদ্বারা বামনাসায় বায়ু পূরণ এবং বিংশতিবার জপদ্বারা উভয় নাসাধারণ করিয়া কুম্ভক করিবে। (৫১) ততঃ পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা, "(হৃদি মৃগমুদ্রয়া) ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ ॥ (৫২)। ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা,—শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ। মুখে বিরাট্-ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে ক্লীং বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ, ইতি

---

(৫১) সর্ব্বপ্রকার কৃষ্ণমন্ত্রে "ক্লীঁ" এই বীজে প্রাণায়াম করিবে। মূলমন্ত্রেও প্রাণায়াম করিতে পারেন। ক্রমদীপিকায় লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি যে মন্ত্র জপ করিবে, সে ব্যক্তি সেই মন্ত্রে প্রাণায়াম করিতে পারেন। যদি দশাক্ষর মন্ত্র জপ করেন, তবে দশাক্ষর মন্ত্রে প্রাণায়াম করিবেন। কিন্তু অষ্টাবিংশতিবার রেচন, পূরণ ও কুম্ভক করিতে হইবে। এবং অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপে দ্বাদশ বার রেচন, পূরণ ও কুম্ভক করিবেন। একবার রেচন, পূরণ ও কুম্ভক করিলে এক প্রাণায়াম হয়, এই প্রকার তিন বার প্রাণায়াম করা বিধি। অন্যান্য মন্ত্রে মন্ত্রবর্ণ সংখ্যায় রেচন, পূরণ ও কুম্ভক করিতে হয়। প্রাণায়ামের যেরূপ নিয়ম লেখা হইল, এই ক্রম কেবল শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে জানিবে। অন্যদেবতা বিষয়ে এইরূপে প্রাণা-য়াম বিধি নহে।

(৫২) প্রত্যেক পীঠদেবতার ন্যাস যথা,—হৃদয়ে ওঁ আধার-শক্তয়ে নমঃ। (এইরূপ) প্রকৃত্যৈ। কূর্ম্মায়। অনন্তায়। পৃথিব্যৈ। সুধাম্বুধয়ে। মণিদ্বীপায়। চিন্তামণিগৃহায়।

দুর্গাং নমস্কুর্য্যাৎ। ততঃ প্রণবপুটিতং মূলমন্ত্রং করয়োর্ম্মধ্যে পৃষ্ঠে পার্শ্বেচ ত্রিশো বিন্যস্য প্রণবপুটিতান্ সবিন্দুন্ মূলবর্ণান্ অঙ্গুলীনাং পর্ব্বসু নমোহন্তান্ ন্যসেৎ। তদ্‌যথা দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে ত্রিষু পর্ব্বসু ওঁ গোঁ ওঁ নমঃ। দক্ষিণ-তর্জ্জন্যাং ওঁ পীঁ ওঁ নমঃ। দক্ষিণমধ্যমায়াং ওঁ জং ওঁ নমঃ। দক্ষিণ-অনামিকায়াং ওঁ নং ওঁ নমঃ। দক্ষিণকনিষ্ঠায়াং ওঁ বং ওঁ নমঃ। বামকনিষ্ঠায়াং ওঁ ল্লং ওঁ নমঃ। বাম-অনামিকায়াং ওঁ ভাং ওঁ নমঃ। বামমধ্যমায়াং ওঁ য়ং ওঁ নমঃ। বামতর্জ্জন্যাং ওঁ স্বাং ওঁ নমঃ। বামাঙ্গুষ্ঠে ওঁ হাং ওঁ নমঃ। অয়ং সৃষ্টিন্যাসঃ। এবং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠপূর্ব্বা বামকনিষ্ঠান্তা স্থিতিঃ। সংহৃতিশ্চ বামাঙ্গুষ্ঠাদি দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠান্তা। (৫৩)। তৎপরে করদ্বয়ের দশাঙ্গুলীতে স্থিতিন্যাসক্রমে মন্ত্রের দশাক্ষরন্যাস করিয়া করদ্বয়ের অঙ্গুলীতে পঞ্চাঙ্গন্যাস করিবে। যথা, (দক্ষাঙ্গুষ্ঠে) ওঁ গোং ওঁ নমঃ। (তর্জ্জনীতে) ওঁ পীং ওঁ নমঃ। (মধ্যমায়াং) ওঁ জং ওঁ নমঃ। (অনামিকায়) ওঁ

পারিজাতায়। কল্পবৃক্ষায়। মণিবেদিকায়ৈ। রত্নসিংহাসনায়। মণিপীঠায়। (চতুর্দ্দিকে) মুণিভ্যঃ। দেবেভ্যঃ। (দক্ষস্কন্ধে) ধর্ম্মায়। (বামস্কন্ধে) জ্ঞানায়। (বামোরুতে) বৈরাগ্যায়। (দক্ষিণোরুতে) ঐশ্বর্য্যায়। (মুখে) অধর্ম্মায়। (বামপার্শ্বে) অজ্ঞানায়। (নাভিতে) অবৈরাগ্যায়। (দক্ষিণপার্শ্বে) অনৈশ্বর্য্যায়। (হৃদয়ে) অং অনন্তায়। পংপদ্মায়। আনন্দকন্দায়। সম্বিন্নালায়। প্রকৃতিময়পত্রেভ্যঃ। বিকারময়কেশরেভ্যঃ। পঞ্চাশদ্বীজাঢ্যতত্ত্বময়কর্ণিকায়ৈ। অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে। সং সত্ত্বায় প্রবোধাত্মনে। রং রজসে পৃথিব্যাত্মনে। তং তমসে মোহাত্মকায়। (দক্ষিণাংশে) আং আত্মনে। (উত্তরে) অং অন্তরাত্মনে। (পশ্চিমে) পং পরমাত্মনে। পূর্ব্বে হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে। (মধ্যে) মায়াতত্ত্বায়। কামতত্ত্বায়। কালতত্ত্বায়। বিদ্যাতত্ত্বায়। পরতত্ত্বায়। (পূর্ব্বাদিদলেষু) বিমলায়ৈ। উৎকর্ষিণ্যৈ। জ্ঞানায়ৈ। ক্রিয়ায়ৈ। যোগায়ৈ। প্রহ্ব্যৈ। সত্যায়ৈ। ঈশানায়ৈ। (মধ্যে) অনুগ্রহায়ৈ। (তদুপরি) ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ। সর্ব্বত্র অগ্রে প্রণব ও শেষে নমঃ পদ যোগ করিয়া ন্যাস করিবে॥

(৫৩) এই ন্যাস দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাপর্য্যন্ত এবং বাম হস্তের কনিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত ন্যাস করাকে সৃষ্টিন্যাস বলে। এই সৃষ্টিন্যাস দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত ন্যাসকে স্থিতিন্যাস বলে। এইরূপ বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাদি

নং ওঁ নমঃ। (কনিষ্ঠায়) ওঁ বং ওঁ নমঃ। (বামাঙ্গুষ্ঠে) ওঁ ল্লং ওঁ নমঃ। (বাম-তর্জ্জনীতে, ওঁ ভাং ওঁ নমঃ। (বামমধ্যমায়) ওঁ য়ং ওঁ নমঃ (বামঅনামায়) ওঁ স্বাং ওঁ নমঃ। (বামকনিষ্ঠায়) ওঁ হাং ওঁ নমঃ। পঞ্চাঙ্গন্যাস যথা, আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বিচক্রায় স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। সুচক্রায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্। ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুঁ। অসুরান্তচক্রায় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। ততঃ প্রণবপুটিতমূলমন্ত্রে মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত এবং পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত তিনবার ন্যাস করিবে। সংহারসৃষ্টিভেদে দশতত্ত্বন্যাস। যথা, (পাদয়োঃ) গোং নমঃ পরায় পৃথিবী-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। (লিঙ্গে) পীং নমঃ পরায় জলতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (হৃদি) জং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। (মুখে) নং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (শিরসি) বং নমঃ পরায়াকাশতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (হৃদি) ল্লং নমঃ পরায়াহঙ্কারতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ভাং নমঃ পরায় মহত্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। (সর্ব্ব-গাত্রে) য়ং নমঃ পরায় প্রকৃতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ। স্বাং নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে নমঃ। হাং নমঃ পরায় পরতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ইতি সংহারন্যাসঃ। সৃষ্টিন্যাসঃ যথা, (সর্ব্বগাত্রে) হাং নমঃ পরায় পরতত্ত্বাত্মনে নমঃ। স্বাং নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে নমঃ। য়ং নমঃ পরায় প্রকৃতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (হৃদি) ভাং নমঃ পরায় মহত্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। ল্লং নমঃ পরায়াহঙ্কারতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (শিরসি) বং নমঃ পরায়াকাশতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (মুখে) নং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (হৃদি) জং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। (লিঙ্গে)

অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত ন্যাসকে সংহৃতিন্যাস বলে। এই প্রকার সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহৃতি ত্রিবিধ ন্যাস করিয়া পুনরায় সৃষ্টি ও স্থিতি এই পঞ্চবিধ ন্যাস করিতে হয়। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, সংহৃতিন্যাসে সমস্ত দোষ নাশ হয়। সৃষ্টি ও স্থিতি ন্যাসে বিদ্যালাভ হয়। এই পঞ্চবিধ ন্যাসের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহৃতি ও সৃষ্টি এই চতুর্ব্বিধ ন্যাস, গৃহস্থ ও সস্ত্রীক বাণপ্রস্থ ব্যক্তি সৃষ্টি, স্থিতি, সংহৃতি, সৃষ্টি এবং স্থিতি এই পঞ্চবিধ ন্যাস, মুনিগণ সৃষ্টি স্থিতি ও সংহৃতি, এই ত্রিবিধ ন্যাস, এবং বিরাগী ব্যক্তি উক্ত পঞ্চবিধ ন্যাস করিবেন। উক্ত পঞ্চবিধ ন্যাসে অশক্ত ব্যক্তি একবার মাত্র ন্যাস করিলেও পূজা সিদ্ধ হইবে। যথা,—গৌতমীয় তন্ত্রে 'ন্যাসত্রয়ং সদা কুর্য্যাদশক্তাবেক এবহি।"

পীং নমঃ পরায় জলতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (পাদয়োঃ) গোং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বাত্মনে নমঃ। অথ সৃষ্টিক্রমন্যাসঃ। যথা, (শিরসি, মধ্যমাঙ্গুল্যা) গোং নমঃ। (নেত্রয়োঃ, তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যাং) পীং নমঃ। (কর্ণয়োঃ, অঙ্গুষ্ঠ-রহিতাভিঃ অঙ্গুলীভিঃ) জং নমঃ। (ঘ্রাণে, অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং) নং নমঃ। (মুখে, সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ) বং নমঃ। (হৃদি, অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাং) ল্লং নমঃ। (নাভৌ, অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাং) ভাং নমঃ। (লিঙ্গে, অঙ্গুষ্ঠরহিতাঙ্গুলীভিঃ) য়ং নমঃ। (জানুনোঃ, অঙ্গুষ্ঠরহিতাঙ্গুলীভিঃ) স্বাং নমঃ। (পাদয়োঃ, সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ হাং নমঃ।

স্থিতিক্রমন্যাসঃ। যথা, (হৃদি, অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাং) গোং নমঃ। (নাভৌ, অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাং) পীং নমঃ। (লিঙ্গে, অঙ্গুষ্ঠরহিতাঙ্গুলীভিঃ) জং নমঃ। (জানুনোঃ, অঙ্গুষ্ঠরহিতাঙ্গুলীভিঃ) নং নমঃ। (পাদয়োঃ সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ) বং নমঃ। (শিরসি, মধ্যময়া) ল্লং নমঃ। (নেত্রয়োঃ, মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যাং) ভাং নমঃ। (কর্ণয়োঃ, অঙ্গুষ্ঠরহিতাঙ্গুলীভিঃ) য়ং নমঃ। (ঘ্রাণে, অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং) স্বাং নমঃ। (মুখে, সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ) হাং নমঃ।

সংহারক্রমন্যাসঃ। যথা, (পাদয়োঃ, সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ) গোং নমঃ (জানুনোঃ, অঙ্গুষ্ঠরহিতাঙ্গুলীভিঃ) পীং নমঃ। (লিঙ্গে, অঙ্গুষ্ঠরহিতাঙ্গুলীভিঃ) জং নমঃ। (নাভৌ, অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাং) নং নমঃ। (হৃদি, অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাং) বং নমঃ। (মুখে, সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ) ল্লং নমঃ। (ঘ্রাণে, অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং) ভাং নমঃ। (কর্ণয়োঃ, অঙ্গুষ্ঠরহিতাঙ্গুলীভিঃ) য়ং নমঃ। (নেত্রয়োঃ, মধ্যমাতর্জ্জমীভ্যাং) স্বাং নমঃ। (মূর্দ্ধ্নি, মধ্যমাঙ্গুল্যা) হাং নমঃ। (৫৪)। অথ বিভূতি-পঞ্জরন্যাসঃ। যথা, (আধারে) গোং নমঃ। (লিঙ্গে) পীং নমঃ। (নাভৌ) জং নমঃ। (হৃদি) নং নমঃ। (গলে) বং নমঃ। (মুখে) ল্লং নমঃ। (অংশয়োঃ) ভাং নমঃ, য়ং নমঃ। (উর্ব্বোঃ) স্বাং নমঃ, হাং নমঃ। (কন্ধরায়াং) গোং নমঃ। (নাভৌ) পীং নমঃ। (কুক্ষৌ) জং নমঃ। (হৃদি) নং মমঃ। (স্তনয়োঃ) বং নমঃ, ল্লং নমঃ। (পার্শ্বয়োঃ)। ভাং নমঃ, য়ং নমঃ।

---

(৫৪) এস্থলেও পুর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণাদি ভেদে পুনরায় সৃষ্টি, স্থিতি ন্যাস করিবেন।

(শ্রোণ্যোঃ) স্বাং নমঃ, হাং নমঃ। (শিরসি) গোং নমঃ। (মুখে) পীং নমঃ। (নেত্রয়োঃ) জং নমঃ, নং নমঃ। (কর্ণয়োঃ) বং নমঃ, ল্লং নমঃ। (নাসাপুটয়োঃ) ভাং নমঃ, য়ং নমঃ। (কপলয়োঃ) স্বাং নমঃ, হাং নমঃ। (দক্ষিণহস্তমূলে) গোং নমঃ। (মধ্যসন্ধিতে) পীং নমঃ। (মণিবন্ধে) জং নমঃ। (অঙ্গুলীমূলে) নং নমঃ। (অঙ্গুল্যগ্রে) বং নমঃ। (অঙ্গুষ্ঠে) ল্লং নমঃ। (তর্জ্জনীতে) ভাং নমঃ। (মধ্যমাতে) য়ং নমঃ। (অনামিকাতে) স্বাং নমঃ। (কনিষ্ঠাতে) হাং নমঃ। এইরূপ বামহস্তের মূলাদি পঞ্চস্থানে "গো" আদি পঞ্চবর্ণ এবং অঙ্গুষ্ঠাদি পঞ্চ অঙ্গুলীতে "ল্ল" আদি পঞ্চবর্ণ। এইরূপ দক্ষিণ পাদের মূলাদি পঞ্চস্থানে পঞ্চবর্ণ ও পঞ্চাঙ্গুলীতে পঞ্চবর্ণ। বামপাদের মূলাদি পঞ্চস্থানে পঞ্চ বর্ণ ও পঞ্চাঙ্গুলীতে পঞ্চবর্ণ ন্যাস করিবে। (মূর্দ্ধ্নি) গোং নমঃ। (তৎপূর্ব্বে) পীং নমঃ। (তদ্দক্ষিণে) জং নমঃ। (তৎপশ্চিমে) নং নমঃ। (তদুত্তরে) বং নমঃ। (মূর্দ্ধ্নি সকলে) ল্লং নমঃ। (ভুজয়োঃ) ভাং নমঃ, য়ং নমঃ। (উর্ব্বোঃ) স্বাং নমঃ, হাং নমঃ (শিরসি) গোং নমঃ। (নেত্রয়োঃ) পীং নমঃ। (মুখে) জং নমঃ। (কণ্ঠে) নং নমঃ। (হৃদি) বং নমঃ। (জঠরে) ল্লং নমঃ। (মূলাধারে) ভাং নমঃ। (লিঙ্গে) য়ং নমঃ। (জানুনোঃ) স্বাং নমঃ। (পাদয়োঃ) হাং নমঃ। (শ্রোত্রয়োঃ) গোং নমঃ। (গণ্ডয়োঃ) পীং নমঃ। (অংশয়োঃ) জং নমঃ। (স্তনয়োঃ) নং নমঃ। (পার্শ্বয়োঃ) বং নমঃ। (লিঙ্গে) ল্লং নমঃ। (উর্ব্বোঃ) ভাং নমঃ। (জানুনোঃ) য়ং নমঃ। (জঙ্ঘয়োঃ) স্বাং নমঃ। (পাদয়োঃ) হাং নমঃ। দশাঙ্গন্যাসঃ। যথা, (হৃদি) গোং নমঃ। (শিরসি) পীং নমঃ। (শিখায়াং) জং নমঃ। (সর্ব্বাঙ্গে) নং নমঃ। (দিক্ষু) বং নমঃ। (দক্ষপার্শ্বে) ল্লং মমঃ। (বামপার্শ্বে) ভাং নমঃ। (কটিদেশে) য়ং নমঃ। (পৃষ্ঠে) স্বাং নমঃ। (মূর্দ্ধ্নি) হাং নমঃ। পঞ্চাঙ্গন্যাসঃ। যথা আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ। বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা। সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্। ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা কবচায় হুঁ। অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। ততো ব্যাপকন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা ওঁ কিরীটকেয়ুরহার মকর-কুণ্ডল শঙ্খ-চক্র-গদাম্ভোজহস্ত-শ্রীবৎসবক্ষঃস্থল-শ্রীভূমি-সহিতাত্ম-জ্যোতির্দ্ময়-দীপ্তকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমঃ। এইমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া বেণু

বিল্বাদি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক "ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্"। এই মন্ত্রে দিগ্‌বন্ধন করিয়া ধ্যান করিবেন।

ধ্যানং যথা,—স্মরেদ্‌বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতং। গোবিন্দং পুণ্ডরী-কাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ॥ আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ। পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ॥ মুক্তাহারলসৎপীন-তুঙ্গস্তন-ভরানতাঃ স্রস্তধম্মিল্লবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ॥ দন্তপঙ্‌ক্তিপ্রভোদ্ভাসি-স্পন্দ-মানাধরাঞ্চিতাঃ। বিলোভয়ন্তীর্ব্বিবিধৈ র্ব্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ব্বিতৈঃ॥ ১॥ ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং। গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং গোবিন্দং করবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥ ২॥ এবং ধ্যাত্বা স্বশিরসি তৎ পুষ্পং দত্ত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ। যথা, স্ববামে ঊর্দ্ধমুখত্রিকোণং তদ্বহির্বৃত্তং তদ্বহিশ্চতুষ্কোণমণ্ডলং বিলিখ্য সামান্যার্ঘ্যজলেন সংপ্রোক্ষ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ, ইতি মণ্ডলং সংপূজ্য তত্র ত্রিপদিকাং সংস্থাপ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ইতি ত্রিপদিকাং সংপূজ্য, ফট্ ইতি শঙ্খং প্রক্ষাল্য ত্রিপদিকোপরি সংস্থাপ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ইতি অর্ঘ্যপাত্রং সংপূজ্য মূলমুচ্চরন্ ত্রিভাগং জলেনাপূর্য্য তত্র বিল্বপত্রতুলসী-পত্র-গন্ধপুষ্প-দূর্ব্বাক্ষতাদীনি সংস্থাপ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। ইতি অর্ঘ্যজলং সংপূজ্য ক্রোং গঙ্গেচ ইত্যাদিনা অঙ্কুশ-মুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাৎ তীর্থমাবাহ্য, গন্ধপুষ্পৈঃ সংপূজ্য, বষট্ ইতি গালিনীমুদ্রাং প্রদর্শ্য, হ্রীং এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীকৃষ্ণস্য ষড়ঙ্গ দেবতাভ্যো নমঃ, ইতি ষড়ঙ্গদেবতাং সংপূজ্য শ্রীকৃষ্ণ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখীভব, মমকৃতাং পূজাং গৃহাণ, ইতি পঞ্চমুদ্রয়া আবাহ্য গন্ধপুষ্পেণ সংপূজ্য মৎস্যমুদ্রয়া আচ্ছাদ্য মূলং দশধা জপ্ত্বা ফট্ ইতি ঊর্দ্ধোর্দ্ধ কৃততালত্রয়েণ সংরক্ষ্য ধেনু-যোনি-পরমী-করণমুদ্রাং প্রদর্শ্য তজ্জলং কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষিপ্য, মূলমন্ত্রমুচ্চরন্ তেনোদকেন আত্মানং পূজোপকরণঞ্চ অভ্যুক্ষয়েৎ। ততঃ পীঠদেবতাভ্যো

নমঃ। পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। (*)। কূর্ম্মমুদ্রয়া কুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা (৮৬পৃঃ—৩পং) মূলাধারাৎ কুলকুণ্ডলিনীং ব্রহ্মপথেন পরমশিবপর্য্যন্তং বিভাব্য হৃদয়াষ্টদলপীঠে সমানীয় মূলেন মূর্ত্তিং কল্পয়িত্বা যং ইতি বায়ুবীজমুচ্চরন্ বামনাসাপুটেন দেবং স্বহৃদয়াৎ কুসুমাঞ্জলাবানীয় কূর্ম্মমুদ্রয়া এব তানি কুসুমানি যন্ত্রোপরি (দেবতামস্তকোপরি) স্থাপয়েৎ। ততঃ পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ পঞ্চোপচারেণ বা পূজয়েৎ। নিত্য-পূজায়াং ষোড়শোপচারাদ্যসম্ভবাৎ। দশোপচারপূজা যথা ক্লীং গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা এতৎপাদ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। (বীজ) এষ অর্ঘ্যঃ শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা; (বীজ) ইদং আচমনীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় স্বধা। এবং (বীজ) ইদং স্নানীয়ং… নমঃ। (বীজ) এষ গন্ধঃ…নমঃ। (বীজ) ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং… নমঃ। (বীজ) এষ ধূপঃ—নমঃ। (বীজ) এষ দীপঃ…নমঃ। (বীজ) ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং …নমঃ। (৫৫) (বীজ) ইদং আচমনীয়ং…স্বধা। (বীজ) ইদং তাম্বূলং—নমঃ (বীজ) ইদং পুনরাচমনীয়ং…স্বধা॥ ততো (মুখে) ওঁ বেণবে নমঃ। (হৃদি) ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ। ওঁ কৌস্তুভায় নমঃ। ওঁ শ্রীবৎসায় নমঃ। ততঃ পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততঃ মূলেন শুক্লচন্দনপঙ্কিলাং শ্বেততুলসীং দেবতা-দক্ষিণে এবং রক্তচন্দনপঙ্কিলাং রক্ত-তুলসীং দেবতাবামে দদ্যাৎ। এই প্রকার করবীরদ্বয় দিবেন। কিম্বা সমস্তই মস্তকে দিবেন। ততঃ আবরণ পূজা। কৃতাঞ্জলিঃ, দেব? আজ্ঞাপয় আবরস্তে পূজয়ামি ইত্যনুজ্ঞাং লব্ধা পূজয়েৎ যথা, পূর্ব্বে ওঁ দামায় নমঃ। দক্ষিণে ওঁ সুদামায় নমঃ। পশ্চিমে ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। উত্তরে ওঁ কিঙ্কিন্যৈ নমঃ। কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণে ওঁ আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ। নৈর্ঋতে ওঁ বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা। বায়ুকোণে ওঁ সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্। ঈশানে ওঁ ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায়

(*) অধিকারী ব্যক্তি এইস্থলে বিশেষ পূজা করিবেন।

(৫৫) 'অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা' এই মন্ত্রে জলবিন্দু নিক্ষেপ পূর্ব্বক গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন সহকারে, প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, পরে 'অমৃতাপিধানমসি স্বাহা' পুনঃ জলবিন্দু নিক্ষেপ করিবে।

স্বাহা কবচায় হুঁ। চতুর্দ্দিক্ষু ওঁ অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। ততঃ পত্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ রুক্মিণ্যৈ নমঃ। এবং সত্যভামায়ৈ। নাগ্নজিত্যৈ। সুনন্দায়ৈ। মিত্রবিন্দায়ৈ। সুলক্ষণায়ৈ জাম্বুবত্যৈ। সুশীলায়ৈ। পত্রাগ্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। এবং দেবক্যৈ। নন্দায়। যশোদায়ৈ। বলভদ্রায়। সুভদ্রায়ৈ। গোপেভ্যঃ। গোপীভ্যঃ। তদ্বাহ্যে মধ্যে চ পূর্ব্বাদিক্রমেণ ওঁ মন্দারায় নমঃ। এবং সন্তানায়। পারিজাতায়। কল্পবৃক্ষায়। হরিচন্দনায়। তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যঃ। বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যঃ। ততঃ কৃষ্ণাষ্টকান্ পূজয়েৎ। যথা, ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। এবং বাসুদেবায়। দেবকীনন্দনায়। নারায়ণায়। যদুশ্রেষ্ঠায়। বার্ষ্ণেয়ায়। ধর্ম্মসংস্থাপনায়। অসুরাক্রান্তভারহারিণে। সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। (৫৬)। আবরণপূজাস্থলে সর্ব্বত্র শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এই প্রকার বিধিও আছে। যথা ওঁ দামশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইত্যাদি॥ প্রত্যেক আবরণ দেবতার পূজায় অশক্ত হইলে। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীকৃষ্ণাবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ’। এইরূপে পূজা করিবে। ততঃ রাধিকাং ধ্যায়েৎ। যথা, অমলকমলকান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং শশধরসমবক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাং। স্তনযুগগতমুক্তাদামদীপ্তাং কিশোরীং ব্রজপতিসুতকান্তাং রাধিকামাশ্রয়েঽহং॥ পূজাপ্রকার, হ্রীঁ শ্রীঁ রাং এতৎ পাদ্যং রাধিকায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি দশোপচারেণ পঞ্চোপচারেণ বা পূজয়েৎ। (৫৭) পরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া ‘গুহ্যাতি’ মন্ত্রে দেবতার দক্ষিণ হস্তে জপ সমর্পণ করিয়া স্তোত্র কবচাদি পাঠ করিয়া পূজা সমাপন করিবেন।

---

(৫৬) যাঁহাদের প্রণব উচ্চারণ করিতে নাই। তাঁহারা সর্ব্বত্র প্রণবের স্থলে ‘নমঃ’ কিম্বা ‘হ্রীঁ’ বীজ দিয়া ন্যাস ও পূজাদি করিবেন।

(৫৭) শ্রীকৃষ্ণের পূজাতেও তর্পণ করিবার বিধি আছে। তাঁহা সংক্ষেপে লিখিতেছি যথা (বীজ) সাঙ্গ-সাবরণ-সায়ুধ-সপরিবার-সশক্তিক-সবাহন-শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। বিশেষ নিয়ম কালীপূজাস্থলে পাইবেন।

অথ শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলমূর্ত্তি পূজা।

যাঁহারা যুগলমন্ত্রের উপাসক, তাঁহাদের সুবিধার জন্য সংক্ষেপে পূজা-বিধি কথিত হইতেছে, যথা,—পূর্ব্বোক্ত সাধারণ পদ্ধতিক্রমেণ বর্ণন্যাস পর্য্যন্তং সম্পাদ্য গুরুপূজাদিকং বিধায় শ্রীকৃষ্ণপূজাপদ্ধত্যুক্ত পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ। ততো ঋষ্যাদিন্যাসঃ। কৃতাঞ্জলিঃ অস্য মন্ত্রস্য নারদঋষিঃ বিরাট্‌ছন্দঃ শ্রীরাধা-কৃষ্ণৌদেবতে ক্লীঁ বীজং স্বাহা শক্তিঃ শ্রীঁ রাং কীলকং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ। মুখে বিরাট্‌-ছন্দসে নমঃ। হৃদি রাধাকৃষ্ণাভ্যাং দেবতাভ্যাং নমঃ। মূলাধারে ক্লীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ সর্ব্বাঙ্গে শ্রীঁ রাং কীলকায় নমঃ। 'মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রীদেবতায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ' ইতিদুর্গাং নমস্কুর্য্যাৎ। ততঃ প্রণবপুটিতং মূলমন্ত্রং করয়োর্ম্মধ্যে পৃষ্ঠে পার্শ্বেচ ত্রিশো বিন্যস্য অঙ্গুলীষু স্থিতিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা,—দক্ষাঙ্গুষ্ঠে ওঁ ক্লীঁ ওঁ নমঃ। দক্ষতর্জ্জন্যাং ওঁ শ্রীঁ ওঁ নমঃ। দক্ষমধ্য-মায়াং ওঁ রাং ওঁ নমঃ। দক্ষানামিকায়াং ওঁ রাং ওঁ নমঃ। দক্ষকনিষ্ঠায়াং ওঁ ধাং ওঁ নমঃ। বামাঙ্গুষ্ঠে ওঁ কৃং ওঁ নমঃ; বামতর্জ্জন্যাং ওঁ ষ্ণাং ওঁ নমঃ। বাম-মধ্যমায়াং ওঁ ভ্যাং ওঁ নমঃ। বামানামিকায়াং ওঁ স্বাং ওঁ নমঃ। বামকনিষ্ঠায়াং ওঁ হাং ওঁ নমঃ॥ (৫৮)। ততঃ করয়োরঙ্গুলীষু পঞ্চাঙ্গন্যাসঃ। যথা, আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বিচক্রয়ায় স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। সুচক্রায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্। ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুং। অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্॥ ততো মূলমন্ত্রপুটিতান্ সবিন্দূন্ মাতৃকাবর্ণান্ মাতৃকাস্থানেষু ন্যসেৎ॥ (৫৯)। অথ ষড়ঙ্গন্যাসঃ। যথা,—ক্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ। শ্রীঁ শিরসে স্বাহা। রাং শিখায়ৈ বষট্। রাধাং কবচায় হুং। কৃষ্ণাভ্যাং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। অথ ব্যাপকন্যাসঃ। যথা, ওঁ কিরীটকেয়ূর-হারমকরকুণ্ডলশঙ্খচক্রগদাম্ভোজহস্তপীতাম্বরধরশ্রীবৎসাঙ্কিত—বক্ষঃস্থল—শ্রীভূমি-সহিতাত্মজ্যোতির্দ্দ্বয়দীপ্তিকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমঃ। ইতি মন্ত্রেণ ব্যাপকন্যাসং

---

(৫৮) স্ত্রী, শূদ্র পক্ষে সর্ব্বত্রই প্রণব (ওঁ) স্থলে হ্রীঁ অথবা ওঁ হইবে।

(৫৯) কেশবকীর্ত্ত্যাদিন্যাসঃ। তত্ত্বন্যাসঃ। মন্ত্রাক্ষরতত্ত্বন্যাসঃ। সৃষ্টিক্রমঃ। স্থিতিক্রমঃ। সংহারক্রমঃ। বিভূতিপঞ্জরন্যাসঃ। মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসঃ। দশাঙ্গন্যাসঃ। এই সকল ন্যাস বাহুল্য-ভয়ে নিত্যপূজায় দিলাম নাই।

কুর্য্যাৎ॥ ততঃ বেণু, বনমালা, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বিশ্বরূপ পঞ্চমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য 'ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্' ইতি মন্ত্রেণ দিগ্বন্ধনং কুর্য্যাৎ। ততো ধ্যানং যথা, তাপিঞ্জচ্ছবিরঙ্গগাং প্রিয়তমাং স্বর্ণপ্রভামম্বুজপ্রোদ্যদ্বামভুজাং স্ববামভুজয়াশ্লিষ্যন্ সচিন্তাশ্রয়া। শ্লিষ্যন্তীং স্বয়মন্যহস্তবিলসৎসৌবর্ণবেত্রশ্চিরং পায়াদ্বঃ শনস্নুপীতবসনো নানাবিভূষো হরিঃ॥ ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্য স্থাপনং কুর্য্যাৎ। (৬০)। ততঃ পীঠদেবতাং পীঠশক্তিঞ্চ পূজয়েৎ। যথা, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এবং প্রকৃত্যৈ নমঃ। ইত্যাদি পীঠন্যাসোক্ত (৮১পৃঃ ৫২টিঃ) ক্রমেণ পাঠদেবতাং পূজয়েৎ। অথবা পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। (অথ বিশেষপূজা)। ঊর্দ্ধ বিন্দ্বাত্মকং বক্ত্রমধোবিন্দুস্তনদ্বয়ং হকারার্দ্ধং কামপুরং স্বাত্মানমপি চিন্তয়েৎ ইতি আত্মানং কামকলারূপং বিভাব্য কূর্ম্মমুদ্রয়া সিতরক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা মূলাধারাৎ কুলকুণ্ডলিনীং ব্রহ্মপথেন পরমশিবপর্য্যন্তং বিভাব্য হৃদষ্টদলে সমানীয় মূলেন মূর্ত্তিং কল্পয়িত্বা যং ইতি বায়ুবীজেন বামনাসাপুটেন রাধাসহিতকৃষ্ণং স্বহৃদয়াৎ কুসুমাঞ্জলাবানীয় কূর্ম্মমুদ্রয়া এব তানি কুসুমানি দেবতামস্তকোপরি স্থাপয়েৎ। ততঃ মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ পঞ্চোপচারেণ বা পূজয়েৎ। যথা (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীরাধাসহিতায় কৃষ্ণায় নমঃ, ইতি সংপ্রোক্ষ্য ইদং পাদ্যং শ্রীরাধায়ৈ নমঃ, ইতি পাদ্যস্য অর্দ্ধং দদ্যাৎ। ইদং পাদ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ, ইতি অপরার্দ্ধং দদ্যাৎ। (বীজ) এষ অর্ঘ্যঃ শ্রীরাধাসহিতায় কৃষ্ণায় নমঃ। ইতি পূর্ব্ববৎ সংপ্রোক্ষ্য এষঃ শ্রীরাধায়ৈ, ইতি অর্দ্ধং দদ্যাৎ। এষঃ শ্রীকৃষ্ণায়, ইতি অপরার্দ্ধং। আচমনীয়ং সমভ্যর্চ্চ্য (বীজ) ইদং আচমনীয়ং শ্রীরাধাসহিতশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। ইদং শ্রীরাধায়ৈ ইত্যর্দ্ধং দদ্যাৎ। ইদং শ্রীকৃষ্ণায়। এবং সর্ব্বত্র। ইদং স্নানীয়ং শ্রীরাধাসহিত শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। ইদং শ্রীরাধায়ৈ। ইদং শ্রীকৃষ্ণায়। এষ গন্ধঃ... শ্রীরাধায়ৈ। এষঃ গন্ধঃ শ্রীকৃষ্ণায়। ইদং সচন্দনপুষ্পং শ্রীরাধায়ৈ। ইদং

---

(৬০) (৮৬ পৃঃ ১১ পুং) শ্রীকৃষ্ণের অর্ঘ্যস্থাপনের ন্যায়। সাধারণতঃ অর্ঘ্যস্থাপন প্রায় সর্ব্বত্রই এক প্রকার। স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। কেবল দেবতার নাম এবং বীজ স্বতন্ত্র হইবে।

শ্রীকৃষ্ণায়। শ্রীঁ রাং ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং শ্রীরাধায়ৈ। ক্লীঁ ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং শ্রীকৃষ্ণায়। এষ ধূপঃ শ্রীরাধায়ৈ। এষ ধূপঃ শ্রীকৃষ্ণায়। এষ দীপঃ শ্রীরাধায়ৈ। এষ দীপঃ শ্রীকৃষ্ণায়। ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং শ্রীরাধায়ৈ। ইদং...শ্রীকৃষ্ণায়। গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বকং ক্ষণভুঞ্জানং বিভাব্য প্রাণাদি মুদ্রা প্রদর্শনং। ইদং পানার্থোদকং শ্রীরাধায়ৈ। ইদং—শ্রীকৃষ্ণায়। ইদং পুনরাচমনীয়ং শ্রীরাধায়ৈ। ইদং...শ্রীকৃষ্ণায়। ইদং তাম্বূলং শ্রীরাধায়ৈ। ইদং...শ্রীকৃষ্ণায়॥ অথ তত্ত্বমুদ্রয়া মস্তকে হৃদয়েচ তর্পয়েৎ। যথা, মূলমুচ্চার্য্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ—শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। কৃতাঞ্জলিঃ ভগবতি ভগবন্ আজ্ঞাপয় পরিবারাংস্তে পূজয়ামি ইত্যনুজ্ঞাং লব্ধ্বা, ইদং সচন্দনপুষ্পং শ্রীরাধাকৃষ্ণাবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। শ্রীরাধাকৃষ্ণাবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। (পৃথক্ তর্পণ করিলে শ্রীরাধাপক্ষে হৃদয়ে অধোমুখত্রিকোণ নমঃ স্থানে স্বাহা। এবং শ্রীকৃষ্ণপক্ষে মস্তকে ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ নমঃ)॥ ততঃ শিরসি, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলিপঞ্চকং দত্বা, মূলমন্ত্রং জপ্ত্বা স্তোত্রকবচাদিকং পঠিত্বা প্রণমেৎ॥

অথ শ্রীরামচন্দ্রপূজা।

পূর্ব্বোক্ত প্রাতঃকৃত্যাদি সাধারণ পূজাপদ্ধতিক্রমেণ বর্ণন্যাসং সম্পাদ্য গুরুপূজাদিকং বিধায় বৈষ্ণবোক্ত পীঠন্যাসং (৬১) কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা, শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীরামায় দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। যথা, রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। রীং

---

(৬১) পীঠন্যাসঃ। ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এবং প্রকৃত্যৈ, কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায় মনিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মনিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়। (দক্ষিণস্কন্ধে) ধর্ম্মায়। (বাম স্কন্ধে) জ্ঞানায়। (বামোরৌ) বৈরাগ্যায়। (দক্ষিণোরৌ) ঐশ্বর্য্যায়। (মুখে) অধর্ম্মায়। (বামপার্শ্বে) অজ্ঞানায়। (নাভৌ) অবৈরাগ্যায়। (দক্ষপার্শ্বে) অনৈশ্বর্য্যায়। (হৃদি) ওঁ অনন্তায় নমঃ। এবং পদ্মায়, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে। সং সত্ত্বায়। রং রজসে। তং তমসে। আং আত্মনে। অং অন্তরাত্মনে। পং পরমাত্মনে। হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে। কেশরেষু পূর্ব্বাদিদিক্ষু প্রাদক্ষিণ্যেন মধ্যে চ ওঁ বিমলায়ৈনমঃ। এবং উৎকর্ষিণ্যৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, যোগায়ৈ, প্রহ্ব্যৈ, সত্যায়ৈ, ঈশানায়ৈ, অনুগ্রহায়ৈ। তদুপরি ওঁ নমোভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে শ্রীরামচন্দ্রায় সর্ব্বাত্মসংযোগযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ।

তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্। রৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ। রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। রাং হৃদয়ায় নমঃ। রীং শিরসে স্বাহা। রুং শিখায়ৈ বষট্। রৈং কবচায় হুঁ। রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। রঃ অস্ত্রায় ফট্॥ মন্ত্রন্যাসঃ যথা—(ব্রহ্মরন্ধ্রে) রাং নমঃ। (ভ্রূমধ্যে) রাং নমঃ। (হৃদি) মাং নমঃ। (নাভৌ) য়ং নমঃ। (লিঙ্গে) নং নমঃ। (পাদয়োঃ) মং নমঃ। (*) ততো মূর্ত্তিপঞ্জরাদিকং বিধায় ধ্যায়েৎ। যথা কালাম্ভোধরকান্তিকান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসীনং মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি। সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভং রাঘবং পশ্যন্তং মুকুটাঙ্গদাদিবিবিধাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥ ইতি ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য অর্ঘস্থাপনং কুর্য্যাৎ। ততঃ ওঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ (৬২)। ওঁ পীঠমনুভ্যো নমঃ। ততো লক্ষ্মণং ধ্যায়েৎ যথা, দ্বিভুজং স্বর্ণরুচিরতনুং পদ্মনিভেক্ষণং। ধনুর্ব্বাণকরং রাম-সেবাসংসক্তমানসং। ধ্যায়েদ্দেবং সদা ভক্তো লক্ষ্মণং লক্ষ্মণান্বিতং। পূজাপ্রকার 'লং লক্ষ্মণায় নমঃ' এতৎ পাদ্যং লক্ষ্মণায় নমঃ। ইত্যাদি। এবং সংপূজ্য অষ্টোত্তরশতং লক্ষ্মণমনুজপ্যা পুনঃ রামং ধ্যাত্বা পূজয়েৎ। (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। ইত্যাদি ক্রমেণ দশোপচারেণ পঞ্চোপচারেণ বা পূজয়েৎ। ততঃ সীতাং পূজয়েৎ। ধ্যানং যথা—নীলাম্ভোজদলাভিরামনয়নাং নীলাম্বরালঙ্কৃতাং গৌরাঙ্গীং শরদিন্দুসুন্দরমুখীং বিস্মেরবিম্বাধরাং। কারুণ্যামৃতবর্ষিণীং হরিহর-ব্রহ্মাদিভির্বন্দিতাং ধ্যায়েৎ সর্ব্বজনেপ্সিতার্থফলদাং রামপ্রিয়াং জানকীং। শ্রীঁ সীতায়ৈ স্বাহা এতৎ পাদ্যং সীতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি। ততো ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ইঁহাদিগের পূজা করিবে। ততঃ আবরণদেবতাং পূজয়েৎ। কৃতাঞ্জলিঃ

(*) মূর্ত্তিপঞ্জরাদিন্যাস বিস্তৃত। সেকারণ নিত্যপূজায় দিলাম না।

(৬২) পীঠমনুর পূজার পর সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ইহাদিগের পূজা করিয়া, লক্ষ্মণ মন্ত্র একশত অষ্টবার জপ করিয়া পরে রামচন্দ্রের পূজা করিবে এবং রামচন্দ্রের পূজার পরেও অঙ্গরূপে ঐ চারিদেবতার পূজা করিবে। প্রমাণ যথা, অগস্ত্যসংহিতায়াং—অজপ্ত্বা লক্ষ্মণমনুং রামচন্দ্রং জপন্তি যে। তজ্জপস্য ফলং নৈব প্রাপ্নুবন্তি কুশলা অপি॥ অষ্টোত্তরশতং বাপি সহস্রং বা সমাহিতঃ। লক্ষ্মণমনুর্জপ্যা ইত্যাদি।...অঙ্গত্বেনোদিতাহ্যেতে প্রাধান্যেনাপি সত্তমঃ। আদাবপ্যন্ততো বাপি পূজায়াং রাঘবস্যচ॥ ইত্যাদি। লক্ষ্মণমন্ত্র—লাং লক্ষ্মণায় নমঃ॥

অথ দক্ষিণকালিকাপূজা।

(৬৩) পূর্ব্বোক্ত-সাধারণ-পদ্ধতিক্রমেণ বর্ণন্যাসপর্য্যন্তং সম্পাদ্য গুরুপূজাদিকং বিধায় পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা,—(হৃদি মৃগ-

---

দেব আজ্ঞাপয় আবরণন্তে পূজয়ামি ইত্যনুজ্ঞাং লব্ধ্বা পূজয়েৎ। যথা (দেব বামপার্শ্বে) শ্রীঁ সীতায়ৈ নমঃ। (অগ্রে) শার্ঙ্গায় নমঃ। (দক্ষপার্শ্বে) শরেভ্যো নমঃ (বামপার্শ্বে) চাপায় নমঃ। তদ্বহিঃ কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণেষু দিক্ষুচ রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। অথবা ষড়ঙ্গদেবতাভ্যো নমঃ। (ততো দলেষু পূর্ব্বাদিদিক্ষু) ওঁ হনুমতে নমঃ। এবং সুগ্রীবায়, ভরতায়, বিভীষণায়, লক্ষ্মণায়, অঙ্গদায়, শত্রুঘ্নায়, জাম্বুবতে। (দলাগ্রেষু) সৃষ্টয়ে, জয়ন্তায়, বিজয়ায়, সুরাষ্ট্রায়, রাষ্ট্রবর্দ্ধনায়, অকোপায়, ধর্ম্মপালায়, সুমন্ত্রায়। ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যঃ, বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যঃ॥ ততস্তর্পয়েৎ যথা (বীজ) সাঙ্গ—সাবরণ—সায়ুধ—সপরিবার—সবাহন—সীতাসহিতশ্রীরামচন্দ্রশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। বিশেষরূপে প্রত্যেক দেবতার তর্পণ ও বীজ জানিতে হইলে (৩০ পৃঃ) দেখিবেন। ততঃ পুষ্পাঞ্জলিন্দত্ত্বা যথাশক্তি মূলমন্ত্রং জপ্ত্বা জপং সমর্প্য স্তবকচাদিকং পঠিত্বা সমাপয়েৎ।

(৬৩) ঘটস্থাপনবিধি। নিত্যপূজায় ঘটস্থাপনের আবশ্যক হয় না। সেকারণ মূলে দেওয়া হয় না। পরন্তু সাধারণের সুবিধার জন্য এই স্থলে দেওয়া হইল। প্রথমতঃ কোন সময়ে ঘটস্থাপন করা উচিত, তাহাই অগ্রে নির্ণীত হইতেছে যথা,—সঙ্কল্পাদি কার্য্য করিয়া পূজামণ্ডপে প্রবেশ করতঃ বিহিতাসনে উপবেশন পূর্ব্বক আচমনাদি কার্য্য করিয়া সামান্যার্ঘ স্থাপনান্তে কিম্বা পূর্ব্বে ঘটস্থাপন করিবার বিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। পরন্তু সামান্যার্ঘ্য স্থাপনের পূর্ব্বেই ঘটস্থাপন করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা শাস্ত্রোক্ত সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল কিম্বা ভূপুরমধ্যগত অষ্টদল পদ্ম নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি অঞ্জলিপরিমিত শুক্লধান্যোপরি যথাশাস্ত্রোক্ত ঘট বসাইবেন। ঘট মধ্যে জল ও পঞ্চপল্লব, তদুপরি আতপতণ্ডুল পূর্ণ শরাব, তদুপরি সশীষ নারিকেল, তদুপরি প্রমাণ বস্ত্রযুগল এবং নবরত্ন কিম্বা পঞ্চরত্ন তদভাবে কেবল সুবর্ণ দিবেন। প্রথমতঃ ঘট কি প্রকার করা উচিত, তাহাই

লিখিত হইতেছে। যথা সাধক বিত্তশাঠ্য না করিয়া নিজ সামর্থ্যানুসারে স্বুবর্ণনির্ম্মিত, রজতনির্ম্মিত, তাম্রনির্ম্মিত, কাংস্যনির্ম্মিত, কাচনির্ম্মিত, পাষাণ-নির্ম্মিত অথবা মৃত্তিকানির্ম্মিত অচ্ছিদ্রঘটে দেবতার অর্চ্চনা করিবেন। কোন্ কোন্ কার্য্যে কি প্রকার ঘট প্রশস্ত এবং কাহার কি প্রকার ফল তাহাই স্থিরীকৃত হইতেছে যথা—মোক্ষের নিমিত্ত স্বুবর্ণনির্ম্মিত ঘট প্রশস্ত, রজতনির্ম্মিত ঘট ভোগদ, তাম্রনির্ম্মিত ঘট দেবতার প্রীতিদায়ক, কাংস্যজঘট পুষ্টিবর্দ্ধনকারী, বশীকরণে কাচসম্ভব, স্তম্ভনে পাষাণঘটিত এবং মৃন্ময়ঘট সকল কার্য্যেই প্রশস্ত।

ঘটের বেষ্টন ছত্রিশঅঙ্গুলি পরিমাণ, উচ্চতা ষোড়শাঙ্গুল, কণ্ঠ চতুরঙ্গুল বিস্তার, মুখ ষড়ঙ্গুল পরিমিত, তলদেশ পঞ্চাঙ্গুল পরিমাণ হইবে। ইতি অস্মৎ প্রকাশিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে পঞ্চমোল্লাসে ২২৫ পৃষ্ঠা। কলাবতী দীক্ষা প্রকরণে ঘটপরিমাণ যথা,—পঞ্চাশৎ অঙ্গুলি পরিমাণ বেষ্টন, উচ্চতা ষোড়শাঙ্গুলি, ও মুখ অষ্টাঙ্গুলি হইবে। প্রমাণ যথা,—পঞ্চাশদঙ্গুল ব্যাম উৎসেধঃ ষোড়শাঙ্গুলঃ। কলসানাং প্রমাণন্তু মুখমষ্টাঙ্গুলং স্মৃতং॥ তন্ত্রসারে কথিত আছে যে, ঘটের উচ্চতা ছত্রিশ অঙ্গুলি ও যথোচিত বেষ্টন হইবে। অথবা উচ্চতা ষোড়শাঙ্গুল কিম্বা দ্বাদশ অঙ্গুল পরিমাণ হইবে। ইহার ন্যূন হইবে না। প্রমাণ যথা ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং কুম্ভং বিস্তারোন্নতিশালিনং। ষোড়শং দ্বাদশং বাপি ততো ন্যূনং ন কারয়েৎ।

ঘটস্থাপনং যথা। রক্তবস্ত্রপরিবেষ্টিতং ঘটং ক্লীং ইতি সম্প্রোক্ষ্য ঐং ইতি কুশৈঃ সন্তাড্য, হ্রীঁ ইতি ঘটং স্থাপয়েৎ। হ্রীঁ ইতি জলেন পূরয়েৎ। হ্রীঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসিচ। সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদানদাঃ। হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বঃ পাতালমহীগতাঃ। সর্ব্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্ব্বন্তু সন্নিধিং। ইতি তীর্থমাবাহ্য হ্রীঁ ইতি ঘটমধ্যে নবরত্নং পঞ্চরত্নং স্বুবর্ণং বা দদ্যাৎ। নমঃ ইতি গন্ধং, ষং ইতি পুষ্পং, হ্রীঁ ইতি দূর্ব্বাং, হ্রীঁ ইতি সকর্পূরং গন্ধপুষ্পং ঘটমধ্যে দদ্যাৎ। শ্রীঁ ইতি পঞ্চপল্লবং (তদভাবে কেবলাম্রপল্লবং) হ্রীঁ শ্রীঁ ইতি সাক্ষত শরাবং, হূং ইতি ফলং, স্ত্রীঁ ইতি স্থিরী-কৃত্য, নমঃ ইতি ফলোপরি বস্ত্রযুগলং, শ্রীঁ সিন্দূরং দত্ত্বা প্রণবেণ অভ্যুক্ষ্য, হূং ফট্ স্বাহা ইতি দর্ভেণ তাড়য়েৎ। ততঃ স্থাং স্থীং হ্রীঁ শ্রীঁ স্থিরীভব ইতি ঘটং স্থিরী কুর্য্যাৎ।

মুদ্রয়া) ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ॥ (৬৪) ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। (৬৫) অথ ঋষ্যাদিন্যাসো যথা,—(বীজ) অস্য মন্ত্রস্য ভৈরব ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দঃ শ্রীদক্ষিণকালিকা দেবতা হ্রীঁ

প্রকারান্তরে বিশেষ ঘটস্থাপন প্রণালী (সনাতন ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রথম খণ্ড) অর্থাৎ অস্মৎপ্রকাশিত তন্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কারপদ্ধতি ৭ পৃঃ দেখুন।

(৬৪) প্রত্যেক পীঠদেবতার ন্যাস যথা,—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ (এইরূপ) প্রকৃত্যৈ। কূর্ম্মায়। অনন্তায়। পৃথিব্যৈ। সুধাম্বুধয়ে। মণিদ্বীপায়। চিন্তামণিগৃহায়। শ্মশানায়। পারিজাতায়। কল্পবৃক্ষায়। মণিবেদিকায়ৈ। রত্নসিংহাসনায়। মণিপীঠায়। (চতুর্দ্দিকে) মুনিভ্যঃ। দেবেভ্যঃ। বহুমাংসাস্থিমোদমানশিবাভ্যঃ শবমুণ্ডেভ্যঃ। চিতাঙ্গারাস্থিভ্যঃ। (দক্ষস্কন্ধে) ধর্ম্মায়। (বামস্কন্ধে) জ্ঞানায়। (বামোরুতে) বৈরাগ্যায়। (দক্ষিণোরুতে) ঐশ্বর্য্যায়। (বামপার্শ্বে) অজ্ঞানায়। (নাভিতে) অবৈরাগ্যায়। (দক্ষপার্শ্বে) অনৈশ্বর্য্যায়। (হৃদয়ে) অং অনন্তায়। পং পদ্মায়। আনন্দকন্দায়। সম্বিন্নালায়। প্রকৃতিময়পত্রেভ্যঃ। বিকারময়কেশরেভ্যঃ। তত্ত্বময়কর্ণিকায়ৈ। অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে। সং সত্ত্বায়। রং রজসে। তং তমসে। আং আত্মনে। অং অন্তরাত্মনে। পং পরমাত্মনে। হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে। সর্ব্বত্র অগ্রে প্রণব ও শেষে নমঃ পদ যোগ করিয়া ন্যাস করিবে।

(৬৫) প্রত্যেক পীঠশক্তিন্যাস যথা,—(হৃৎপদ্মে পূর্ব্বাদিকেশরে) ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ। (এইরূপ) জ্ঞানায়ৈ। ক্রিয়ায়ৈ। কামিন্যৈ। কামদায়িন্যৈ। রত্যৈ। রতিপ্রিয়ায়ৈ॥ আনন্দায়ৈ। (মধ্যে) মনোন্মন্যৈ। ঐঁ পরায়ৈ। অপরায়ৈ পরাপরায়ৈ। (তদুপরি) হ্সৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ।

তন্ত্রোক্ত পঞ্চপল্লব যথা, পনসাম্রং তথাশ্বত্থং বটং বকুলমেবচ। পঞ্চপল্লবমুক্তঞ্চ মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥ ইতিতন্ত্রসারঃ। অর্থাৎ কাঁঠাল, আম্র, বট, অশ্বত্থ এবং বকুল। সশীর্ষ-নারিকেল, বিল্ব (বেল) অথবা কদলীফল দেওয়া যাইতে পারে। নবরত্ন যথা, মুক্তামাণিক্য-বৈদূর্য্য গোমেদো বজ্রবিদ্রুমৌ। পদ্মরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথা ক্রমাৎ।

বীজং, হূঁ শক্তিঃ, ক্রীঁ কীলকং, পুরুষার্থচতুষ্টয়-সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে উষ্ণিক্‌ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হ্রীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ হূঁ শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে ক্রীঁ কীলকায় নমঃ। করন্যাসো যথা,—ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাংস্বাহা। ওঁ ক্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ ক্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হূঁ। ওঁ ক্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। অঙ্গন্যাসো যথা,—ওঁ ক্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ক্রীঁ শিরসে স্বাহা। ওঁ ক্রূঁ শিখায়ৈ বষট্ ওঁ ক্রৈঁ কবচায় হূঁ। ওঁ ক্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্॥ (৬৬) অথ সংক্ষেপ ষোঢ়ান্যাসো যথা,—(মস্তকে) ওঁ নমঃ। (মূলাধারে) স্ত্রীঁ নমঃ। (লিঙ্গে) এং নমঃ। (নাভৌ) ক্রীঁ নমঃ। (হৃদি) ঐং নমঃ। (কণ্ঠে) ক্লীঁ নমঃ। (ভ্রূমধ্যে) স্বৌং নমঃ (দক্ষিণবাহৌ) ওঁ নমঃ। (বামবাহৌ) শ্রীঁ নমঃ। (দক্ষিণ

---

(৬৬) অঙ্গন্যাস বিষয়ে মুদ্রার নিয়ম এই যে, হৃদয়ে ন্যাস করিবার সময় তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা এই তিন অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ করিতে হইবে। মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা শিরোদেশ, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখাদেশ, দশ অঙ্গুলী দ্বারা কবচ এবং তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামা এই তিন অঙ্গুলী দ্বারা নেত্রত্রয় স্পর্শ করিতে হইবে। তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলী দ্বারা বাম করতলে অঘাত করিয়া দক্ষিণ করতলপৃষ্ঠদ্বারা বামকরতলপৃষ্ঠ স্পর্শ করিবে। ইহাই শক্তিষড়ঙ্গমুদ্রা। বিষ্ণুর ষড়ঙ্গমুদ্রা স্বতন্ত্র ও শিবের স্বতন্ত্র। অঙ্গন্যাসের সময় স্ত্রী এবং শূদ্রও স্বাহা উচ্চারণ করিতে পারিবে। কিন্তু প্রণবের পরিবর্ত্তে হ্রীঁ এই বীজ দিবে। এমন কি, এই পদ্ধতির যে যে স্থলে প্রণব দিবার বিধি আছে, স্ত্রী ও শূদ্র সেই সেই স্থলেই প্রণবের পরিবর্ত্তে হ্রীঁ অথবা ঔঁ উচ্চারণ করিবে, এবং তাহারা হোমাদি স্থলে স্বাহা শব্দের পরিবর্ত্তে নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিবে।

পাদে) হ্রীঁ নমঃ। (বামপাদে) ক্লীঁ নমঃ। (পৃষ্ঠে) ক্রোং নমঃ। সর্ব্বত্র তত্ত্বমুদ্রয়া ন্যসেৎ। (৬৭)

অথ বীজন্যাসঃ। (ব্রহ্মরন্ধ্রে) মূলং। (ভ্রূমধ্যে) মূলং। (ললাটে) মূলং। (নাভৌ) হূঁ। (মুখে) হ্রীঁ। (মূলাধারে) হূঁ। (সর্ব্বাঙ্গে) মূলং। সর্ব্বত্র তত্ত্বমুদ্রয়া ন্যসেৎ। অথ তত্ত্বন্যাসঃ। (মূলং ত্রিখণ্ডং বিধায় প্রথমখণ্ডান্তে) আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ইতি পাদাদি নাভিপর্য্যন্তং, (দ্বিতীয়খণ্ডান্তে) বিদ্যা-

---

(৬৭) কালীযোঢ়া,—বীরতন্ত্রে কথিত আছে, এই কালীযোঢ়া তারা, দুর্গা, ও উন্মুখীর পূজাতেও ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার প্রয়োগ যথা, প্রথমে পূর্ব্বোক্ত ক্রমে (৫৪পৃঃ—২৮পং) মাতৃকাস্থানে মাতৃকান্যাস করিতে হইবে। পরে ঐ মাতৃকাস্থানে সেই মাতৃকামুদ্রায়, ওঁ অং ওঁ। ওঁ আং ওঁ ইত্যাদি ক্রমে একপঞ্চাশৎ বর্ণ একপঞ্চাশৎ স্থানে ন্যাস করিবে। পরবর্ত্তী সমুদায় ন্যাসই ঐ মাতৃকাস্থানে হইবে. যথা,—অং ওঁ অং। আং ওঁ আং। ইত্যাদি। শ্রীঁ অং শ্রীঁ। শ্রীঁ আং শ্রীঁ। ইত্যাদি। অং শ্রীঁ অং। আং শ্রীঁ আং ইত্যাদি। ক্লীং অং ক্লীং। ক্লীং আং ক্লীং। ইত্যাদি। অং ক্লীঁ অং। আং ক্লীঁ আং। ইত্যাদি। হ্রীঁ অং হ্রীঁ। হ্রীঁ আং হ্রীঁ। ইত্যাদি। অং হ্রীঁ অং। আং হ্রীঁ আং। ইত্যাদি। হ্রীঁ হ্রীঁ অং হ্রীঁ হ্রীঁ। হ্রীঁ হ্রীঁ আং হ্রীঁ হ্রীঁ। ইত্যাদি। অং হ্রীঁ হ্রীঁ অং। আং হ্রীঁ হ্রীঁ আং। ইত্যাদি। খ্রং খ্লং ৯ং ঞং অং খ্রং খ্লং ৯ং ঞং। খ্রং খ্লং ৯ং ঞং আং খ্রং খ্লং ৯ং ঞং। ইত্যাদি। অং খ্রং খ্লং ৯ং ঞং অং। আং খ্রং খ্লং ৯ং ঞং আং ইত্যাদি। (বীজমন্ত্র) অং (বীজমন্ত্র)। (বীজমন্ত্র) আং (বীজমন্ত্র) ইত্যাদি। অং (বীজমন্ত্র) অং আং (বীজমন্ত্র) আং ইত্যাদি। পরে মাতৃকামুদ্রায় মাতৃকাস্থানে অনুলোম-বিলোমে (১০২ বার) বীজমন্ত্র ন্যাস করিয়া স্বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে (মাতৃকাবর্ণে সংখ্যা রাখিয়া) ১০৮ বার ব্যাপকন্যাস করিবে। বঙ্গদেশীয় সাধকগণ এই প্রকারে যোঢ়ান্যাস করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য সাধকগণের

তত্ত্বায় স্বাহা, ইতি নাভ্যাদিহৃদয়পর্য্যন্তং, (তৃতীয়খণ্ডান্তে) শিবতত্ত্বায় স্বাহা, ইতি হৃদাদি শিরঃপর্য্যন্তং হস্তাভ্যাং ন্যসেৎ। অথ ব্যাপকন্যাসঃ। (সপ্তধা পঞ্চধা বা প্রণবপুটিত-মূলমন্ত্রমুচ্চরন্ শীর্ষাদি পাদপর্য্যন্তং পাদাদি শীর্ষপর্য্যন্তং করাভ্যাং মার্জ্জয়ন্ ব্যাপকন্যাসং কুর্য্যাৎ, ইতি তন্ত্রসারাদি সম্মতং। বস্তুতস্তু বহুতরস্পষ্টপ্রমাণদর্শনে নিরূপিতং,) শীর্ষাদিপাদান্তং, পাদাদিশিরোঽন্তং, নাভ্যাদি হৃদয়ান্তং চ, প্রণবপুটিতমূলেন হস্তাভ্যাং মার্জ্জনম্ একধা ব্যাপকন্যাসো ভবতি। ইত্থং পঞ্চধা ত্রিধা বা যথাশক্তি কর্ত্তব্যং। অথ খড়্গমুদ্রা, মুণ্ডমুদ্রা, বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা, লেলিহামুদ্রা--প্রদর্শনপূর্ব্বকং কূর্ম্মমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাণি গৃহীত্বা ধ্যায়েৎ যথা,—শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাং। হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাং॥ মুক্তকেশীং ললজ্জিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ। চতুর্ব্বাহুযুতাং দেবীং বরা-

---

রীতি কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। তাঁহারা প্রথমতঃ উক্ত প্রকারে মাতৃকান্যাস করিয়া পরে ওঁ অং ওঁ, অং ওঁ অং। ওঁ আং ওঁ, আং ওঁ আং। ইত্যাদি। শ্রীঁ অং শ্রীঁ, অং শ্রীঁ অং। শ্রীঁ আং শ্রীঁ, আং শ্রীঁ আং। ইত্যাদি। এইরূপ ক্রম অনুসারে ষোঢ়ান্যাস করিয়া থাকেন। ইহাতে ভেদ এই যে, পশ্চাত্য সাধকগণ ষোঢ়ামন্ত্র দ্বারা মাতৃকাবর্ণ পুটিত ও মাতৃকাবর্ণ দ্বারা ষোঢ়ামন্ত্র পুটিত মন্ত্র একবারেই ন্যাস করেন। বঙ্গদেশীয় সাধকগণ যে স্থলে ১২ বার ন্যাস করেন পাশ্চাত্যগণ ছয়বার ন্যাসেই তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় পাশ্চাত্য সাধকগণের মতই উত্তম। বীরতন্ত্রে কথিত আছে এই ষোঢ়ায় সিদ্ধ হইলে শরীরে কোন পাপ থাকে না। ষোঢ়াসিদ্ধ ব্যক্তি যাহাকে প্রণাম করেন তাহার আয়ুঃক্ষয় হয়। এমন কি, ষোঢ়াসিদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিয়া দেবতারাও ভয়ে কম্পিত হন। (ক্রমান্বয়ে বিধিপূর্ব্বক একলক্ষ ষোঢ়া করিলেই ষোঢ়াসিদ্ধ হইতে পারা যায়)।

ভয়করাং স্মরেৎ॥ (৬৮) ইতি স্বশিরসি তৎপুষ্পং দত্ত্বা ঋজুকায়ঃ স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা দেবতাং হৃদি ধ্যাত্বা মনসা নৈবেদ্যং বিনা সর্ব্বোপচারৈঃ পূজয়েৎ। (৬৯)

---

(৬৮) মূলে একাক্ষর ও ত্র্যক্ষর মন্ত্রের ধ্যান কথিত হইল। বিদ্যারাজ্ঞী প্রভৃতি সর্ব্বমন্ত্রে ব্যবহৃত দক্ষিণকালিকার ধ্যান যথা,—(বীজ) করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং॥ সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গ বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধ-পাণিকাং॥ মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং। কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাং॥ কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্মভয়ানকাং। ঘোরদংষ্ট্রাং করা-লাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং॥ শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং। সৃক্ক-দ্বয়গলদ্রক্ত ধারাবিস্ফুরিতাননাং॥ ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং। বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাং। দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি-মুক্তালম্বিকচো-চ্চয়াং॥ শবরূপমহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতাং। শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং॥ মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং। সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরা-ননসরোরুহাং॥ এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিদাং॥ ইতি।

(৬৯) যাঁহারা অনভিষিক্ত বা গৃহকর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থ, তাঁহারা যেরূপ মানস পূজা করিবেন, তাহা মূলে কথিত হইল। যাঁহারা অভিষিক্ত বা গুপ্ত সন্ন্যাসী অথবা যাঁহারা সন্ন্যাসী হইয়াও জনকরাজাদির ন্যায় নির্লিপ্তভাবে গৃহে অবস্থান করেন কিম্বা সেরূপ নির্লিপ্তভাবের অভ্যাস করেন, তাঁহাদের মানস পূজা বা অন্তর্যাগ স্বতন্ত্র। এস্থলে সেই অন্তর্যাগের মূল মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে যথা,—হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ। পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥ তেনামৃতেনাচমনীয়ং স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতং। আকাশ-তত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধঃ স্যাৎ গন্ধতত্ত্বকং॥ চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ। তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ॥ অনাহতধ্বনি-র্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরং। সহস্রারং ভবেৎ ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকং॥ নৃত্য-মিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা। সুমেখলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা। অমায়াদ্যৈর্ভাবপুষ্পৈরর্চ্চয়েদ্ভাবগোচরাং। অমায়ম্ অনহঙ্কারম্ অরাগম্ অমদং

অথ দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ যথা,—স্ববামে চন্দনজলেন মৎস্য-মুদ্রয়া হূঁ-গর্ভমধোমুখত্রিকোণং তদ্বহির্বৃত্তং তদ্বহিশ্চতুষ্কোণ-মণ্ডলং বিলিখ্য সামান্যার্ঘ্যজলেন সংপ্রোক্ষ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ, ইতি মণ্ডলং সংপূজ্য তত্র ত্রিপদিকাং সংস্থাপ্য হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ ইতি

তথা। অমোহকম্ অদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকৌ তথা। অমাৎসর্য্যম্ অলোভঞ্চ দশপুষ্পং বিদুর্বুধাঃ॥ অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পম্ ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমং॥ ইতি পঞ্চদশৈর্ভাব-পুষ্পৈঃ সংপূজয়েৎ শিবাং। সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং মৎস্যশৈলং তথৈব চ॥ মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পরমান্নকং। কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পঞ্চ, তৎক্ষালনোদকং॥ কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দত্ত্বা প্রপূজয়েৎ॥ স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গগনে চ জলান্তরে। যদ্ যৎ প্রমেয়ং তৎ সর্ব্বং নৈবেদ্যার্থং নিবেদয়েৎ॥ পাতাল-ভূতল-ব্যোম-চারিণো বিঘ্নকারিণঃ। তাংস্তানপি বলিং দত্ত্বা নির্দ্বন্দ্বো জপমারভেৎ। গ্রন্থিমা-কুণ্ডলীশক্তির্নাদান্তে মেরুসংস্থিতিঃ। সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চয়েৎ॥ অকারাদি লকারান্তম্ অনুলোম ইতি স্মৃতম্। পুনর্লকারমারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মন্ত্রং জপেৎ॥ অষ্টবর্গাদ্যষ্টবর্ণৈস্তথা ন্যূনমথাষ্টকং। অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সমর্প্য প্রণমেদ্ধিয়া॥ সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বান্তর্জ্যোতিঃস্বরূপিণি। গৃহাণান্তর্জপং মাতরাদ্যে কালি (দেবি) নমোঽস্তু তে॥ সমর্প্য জপমেতেন পঞ্চাঙ্গং প্রণমেদ্ধিয়া। অথ হোমং প্রবক্ষ্যামি যেন চিন্ময়তাং ব্রজেৎ॥ অথাধারময়ে কুণ্ডে চিদগ্নৌ হোময়েত্ততঃ। আত্মান্তরাত্মা পরম-জ্ঞানাত্মা চ প্রকীর্ত্তিতঃ। এতদ্রূপস্থ চিৎ-কুণ্ডং চতুরস্রং বিভাবয়েৎ॥ আনন্দমেখলারম্যং বিন্দু-ত্রিবলয়াঙ্কিতম্। অর্দ্ধমা-ত্রাযোনিরূপং ব্রহ্মানন্দময়ং ভবেৎ॥ বামে নাড়ীমিড়াং ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ। সুষুম্নাং মধ্যতো ধ্যাত্বা কুর্য্যাৎ হোমং যথাবিধি॥ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সাধকেন্দ্রো হবিস্তেন প্রকল্পয়েৎ। মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং জপেদমুং॥ নাভিচৈতন্য-রূপাগ্নৌ হবিষা মনসা স্রুচা। জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহং॥ ১॥ বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ দদ্যাচ্চ প্রথমাহুতিং। মূলমন্ত্রোপরি শ্লোকমপরং হোময়েন্মনুং॥ ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা। সুষুম্না-বর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহং

ত্রিপদিকাং সংপূজ্য, ফট্ ইতি হিরণ্ময়ং, রৌপ্যময়ং, তাম্রময়ং, শঙ্খময়ং অথবা স্বহস্ত-গঠিত-মৃন্ময়মর্ঘ্যপাত্রং প্রক্ষাল্য ত্রিপদিকোপরি সংস্থাপ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ইতি অর্ঘ্যপাত্রং সংপূজ্য মূলমুচ্চরন্ (৭০) ত্রিভাগং জলেনাপূর্য্য তত্র গন্ধপুষ্পাক্ষতদূর্ব্বাবিল্বপত্রাদীনি (৭১)

স্বাহা ॥ ২ ॥ প্রকাশাকাশহস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্মনী-স্রুচা। ধর্ম্মাধর্ম্মকলাস্নেহ-পূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহম্ ॥ ৩ ॥ বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ তৃতীয়াহুতিমাচরেৎ। মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং জপেদমুং ॥ অন্তর্নিরন্তরনিরিন্ধনমেধমানে মায়ান্ধকার-পরিপন্থিনি সম্বিদগ্নৌ। কস্মিংশ্চিদদ্ভুতমরীচিবিকাশভূমৌ বিশ্বং জুহোমি বসুধাদিশিবাবসানম্ ॥ স্বাহা। অনেন মনুনা হুত্বা পূর্ণাহুতিরনন্তরং ॥ ইদন্তু পাত্রভরিতং মহত্তাপ-পরামৃতং। পূর্ণাহুতিময়ে বহ্নৌ পূর্ণহোমং জুহোম্যহং। বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ দদ্যাচ্চ পঞ্চমাহুতিম্।

(৭০) এই অর্ঘ্য স্থাপনের পর আর একটি অর্ঘ্যস্থাপনের বিধি আছে। এই অর্ঘ্যের বামদিকে সেই অর্ঘ্য স্থাপন করিতে হয়। এই প্রথম স্থাপিত অর্ঘ্যের নাম দানার্ঘ্য। শেষে স্থাপিত অর্ঘ্যের নাম বিলোমার্ঘ্য। উপচার দিবার সময় দেবতার মস্তকে দানার্ঘ্য দিতে হয়। পূজান্তে বিলোমার্ঘ্য হস্তে করিয়া প্রদক্ষিণ ও তদ্দ্বারা আত্মসমর্পণ করা হইয়া থাকে। যিনি দুইটি অর্ঘ্য স্থাপনে অসমর্থ তিনি একমাত্র দানার্ঘ্য স্থাপন করিয়া পূজাবসানে সামান্যার্ঘ্যজল দ্বারা আত্মসমর্পণ করেন ও যিনি একটিও অর্ঘ্যস্থাপনে সমর্থ নহেন তিনি অর্ঘ্যদানকালে অর্ঘ্যদ্রব্য লইয়া দেবতার মস্তকে সমর্পণ করেন। যাহা হউক এই দুইটি অর্ঘ্য-স্থাপনের রীতি ও মন্ত্র একই প্রকার। পরন্তু এই মাত্র ভেদ আছে যে, দানার্ঘ্যে বীজমন্ত্র পাঠ করিয়া জল দিতে হয়, বিলোমার্ঘ্যে বীজমন্ত্র ও বিলোম-মাতৃকা পাঠ করিয়া জল দিতে হয়। পরন্তু রহস্য-পূজায় বিলোমার্ঘ্যের স্থাপন করিতে হয় না। কারণ শ্রীপাত্র দ্বারাই বিলোমার্ঘ্যের কার্য্য হয়।

(৭১) প্রপঞ্চসারে কথিত আছে,—গন্ধ, পুষ্প, (বিল্বপত্র) অক্ষত, যব, তিল, সর্ষপ, দূর্ব্বা ও কুশাগ্র এই অষ্টদ্রব্য অর্ঘ্যপাত্রে দিতে হইবে। মহাকপিল-পঞ্চরাত্রে ঐ রূপ অষ্টদ্রব্য অর্ঘ্যে দিবার কথা আছে বটে কিন্তু তাহাতে

সংস্থাপ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ইতি অর্ঘ্যজলং সংপূজ্য ক্রোঁ। গঙ্গে চ ইত্যাদিনা (৩৫ পৃঃ—২ পং) অঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য গন্ধপুষ্পৈঃ সংপূজ্য বষট্, ইতি গালিনীমুদ্রাং প্রদর্শ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে দেব্যাঃ ষড়ঙ্গদেবতাভ্যো নমঃ (৭২) ইতি ষড়ঙ্গদেবতাঃ সংপূজ্য শ্রীদক্ষিণকালিকে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুদ্ধা ভব ইহ সন্নিরুদ্ধা ভব, ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখীভব, মম পূজাং গৃহাণ ইতি আবাহন্যাদি-পঞ্চমুদ্রয়া দেবীমাবাহ্য গন্ধপুষ্পধূপদীপাদিভিঃ কেবল-গন্ধপুষ্পেণ বা তাং সংপূজ্য মৎস্য-মুদ্রয়া আচ্ছাদ্য মূলং দশধা জপ্ত্বা বামহস্তকরতলে দক্ষিণহস্ত-তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যাং 'ফট্' ইতি

কুশাগ্রের পরিবর্ত্তে ফল দিবার বিধি রহিয়াছে। যদি এই অষ্টদ্রব্য উপস্থিত না থাকে তাহা হইলে যে কয়েকটি দ্রব্য উপস্থিত, তাহাই অর্ঘ্যপাত্রে দিবে। যদি কিছুই উপস্থিত না থাকে তাহা হইলে অর্ঘ্য দিবার মন্ত্রে দেবতার মস্তকে কেবল তণ্ডুল বা কেবল জল দিলেও অর্ঘ্য দেওয়া সিদ্ধ হইবে। কৌলাবলীতে কথিত হইয়াছে শ্যামাদূর্ব্বা (শক্তিপূজায় শ্বেতদূর্ব্বা নিষিদ্ধ) পদ্ম, অপরাজিতা, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, যব, কুশাগ্র, তিল, সর্ষপ এই কয়েকটি সমুদায় দেবতার অর্ঘ্যদ্রব্য। ফেৎকারিণীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, কুশাগ্র, অক্ষত, যব, ব্রীহি, তিল ঘৃত, শ্বেতসর্ষপ, পুষ্প (চন্দন, বিল্বপত্র) এই সমুদায় দ্রব্য অর্ঘ্যে দিতে হইবে।

(৭২) ষড়ঙ্গদেবতার প্রত্যেকের পূজা যথা,—ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে হৃদয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) ক্রীঁ শিরসে স্বাহা, শিরোঽঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ক্রূঁ শিখায়ৈ বষট্, শিখাঙ্গ-শক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ক্রৈঁ কবচায় হুঁ, কবচাঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ক্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্, অস্ত্রাঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

উর্দ্ধোর্দ্ধ-কৃত-তালত্রয়েণ সংরক্ষ্য ধেনু-যোনি-পরমীকরণমুদ্রাং প্রদর্শ্য তজ্জলং কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষিপ্য মূলমন্ত্রমুচ্চরন্ তেনোদকেন আত্মানং পূজোপকরণঞ্চ অভ্যুক্ষয়েৎ। অথ সমর্থশ্চেৎ বিলোমার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ। (পৃঃ ১০১—পং ১৩)

অথ পীঠপূজা যথা, (৭৩) ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠ-দেবতাভ্যো নমঃ (৭৪)। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠ-

---

(৭৩) কিরূপ যন্ত্রের উপরি অর্থাৎ কোন আধারের উপরি শক্তিপূজা করিতে হইবে তদ্বিষয়ে মাতৃকাভেদতন্ত্র, কুলার্ণব, শিবার্চ্চন-চন্দ্রিকা, গুপ্তসাধন-তন্ত্র, পিচ্ছিলাতন্ত্র, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র, তারারহস্য প্রভৃতি তন্ত্রে যে সমুদায় যন্ত্রের উল্লেখ আছে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে,—(পার্থিবশিবলিঙ্গ ভিন্ন) সমুদায় শিবলিঙ্গ, প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা, মণি, পীঠস্থান, লিখিত যন্ত্র, স্থাপিত ঘট, পুস্তক, গঙ্গা, জল, স্থণ্ডিল. অগ্নি, সূর্য্য, চিত্রিত পট, মণ্ডল, ফলক, নিজমস্তক, নিজহৃদয়, শালগ্রাম, অপরাজিতা; করবীর, জবা প্রভৃতি যন্ত্রপুষ্প, দেবতার চরণাঙ্ক, খড়্গ, লৌহিত্য নদ, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, তীর্থ, বিল্বমূল, বিল্ব-বৃক্ষ, পর্ব্বতশিখর, পর্ব্বতস্থ কৃষ্ণশিলা, পর্ব্বতগহ্বর এই সমুদায় যন্ত্রের উপরি শক্তিপূজা হইতে পারে। পরন্তু কালীকুলসর্ব্বস্বে কথিত আছে যে, শালগ্রাম-শিলার উপরি কালী, তারা ও ত্রিপুরার পূজা হইবে না। তন্ত্রে কথিত আছে শালগ্রামশিলার উপরি কালী, তারা, প্রভৃতি শক্তির পূজা হইবে না। নিরুত্তরতন্ত্রে কথিত আছে কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, সুন্দরী ও ভৈরবীর পূজা শালগ্রামের উপরি হইবে না। আমাদের গুরূপদেশ আছে যে, 'শাল-গ্রামশিলা-যন্ত্রে নার্চ্চয়েৎ শববাহিনীম্।' অর্থাৎ শালগ্রামের উপরি শববাহিনী দেবীর পূজা হইবে না। তারানিগমে কথিত আছে যে, যদি কোন প্রকার যন্ত্র না পাওয়া যায় তাহা হইলে শালগ্রামে বা জলে শক্তিপূজা হইতে পারে।

(৭৪) পীঠদেবতাদিগের পৃথক্ পৃথক্ পূজা যথা,—ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ। (এইরূপ সর্ব্বত্র প্রথমে ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে, শেষে নমঃ) প্রকৃত্যৈ। কূর্ম্মায়। অনন্তায়। পৃথিব্যৈ। সুধাম্বুধয়ে। মণিদ্বীপায়।

শক্তিভ্যো নমঃ। (৭৫) ॥ ❋ ॥ অথ বিশেষ-পূজা ॥ ❋ ॥ (৭৬)

অথ পূর্ব্ববৎ করন্যাসম্ অঙ্গন্যাসঞ্চ কৃত্বা (৯৬পৃঃ—৫পং) কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা (৯৮পৃঃ—১১পং) মূলাধারাৎ কুলকুণ্ডলিনীং ব্রহ্মপথেন পরমশিবপর্য্যন্তং বিভাব্য হৃদয়াষ্টদলপীঠে সমানীয় মূলেন মূর্ত্তিং কল্পয়িত্বা যং ইতি

চিন্তামণিগৃহায়। (শ্মশানায়)। পারিজাতায়। কল্পবৃক্ষায়। মণিবেদিকায়ৈ। রত্নসিংহাসনায়। মণিপীঠায়। (পীঠের চতুর্দ্দিক্) মুনিভ্যঃ। দেবেভ্যঃ। (বহুমাংসাস্থিমোদমানশিবাভ্যঃ)। (শবমুণ্ডেভ্যঃ। চিতাঙ্গারাস্থিভ্যঃ।) (পূর্ব্বদিক্ হইতে উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত দিক্ চতুষ্টয়ে) ধর্ম্মায়। জ্ঞানায়। বৈরাগ্যায়। ঐশ্বর্য্যায়। (অগ্নিকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত কোণচতুষ্টয়ে) অধর্ম্মায়। অজ্ঞানায়। অবৈরাগ্যায়। অনৈশ্বর্য্যায়। (পীঠের মধ্যস্থলে) অং অনন্তায়। পং পদ্মায়। আনন্দকন্দায়। সম্বিন্নালায়। প্রকৃতিময়পত্রেভ্যঃ। বিকারময়কেশরেভ্যঃ। তত্ত্বময়কর্ণিকায়ৈ। অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে। সং সত্ত্বায়। রং রজসে। তং তমসে। আং আত্মনে। অং অন্তরাত্মনে। পং পরমাত্মনে। হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে।

(∘) এই বেষ্টনীর মধ্যে যে কয়েকটি পীঠদেবতার পূজা আছে তাহা শ্মশানবাসিনী দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার পূজার সময় ব্যবহৃত হইবে না।

(৭৫) (পীঠকমলদলমূলে আটদিকে পূর্ব্বাদিকেশরে পূর্ব্বের ন্যায়) ইচ্ছায়ৈ। জ্ঞানায়ৈ। ক্রিয়ায়ৈ। কামিন্যৈ। কামদায়িন্যৈ। রত্যৈ। রতিপ্রিয়ায়ৈ। আনন্দায়ৈ। [কর্ণিকাতে পূর্ব্বের ন্যায়] মনোন্মন্যৈ। [মধ্যস্থলে] ঐং পরায়ৈ। অপরায়ৈ। পরাপরায়ৈ। (তদুপরি) হসৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ।

(৭৬) বিশেষপূজায় অর্থাৎ রহস্যপূজায় সকলের অধিকার নাই। যাঁহারা পূর্ণাভিষিক্ত তাঁহারাই এ রহস্যপূজায় অধিকারী। কোন কোন সম্প্রদায়ে শাক্তাভিষিক্ত ব্যক্তিরাও রহস্যপূজায় অধিকার পাইয়া থাকেন।

বায়ুবীজমুচ্চরন্ বামনাসাপুটেন দেবীং স্বহৃদয়াৎ কুসুমাঞ্জলাবানীয় কূর্ম্মমুদ্রয়া এব তানি কুসুমানি যন্ত্রোপরি (দেবতামস্তকোপরি) স্থাপয়েৎ। (৭৭)। ততঃ পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ পঞ্চো-

---

এই বিশেষপূজাপদ্ধতি স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইল। যাঁহারা রীতিমত পূর্ণাভিষিক্ত অথবা যাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে রহস্যপূজায় অধিকারী কেবল তাঁহারাই একমাত্র আমার নিকট এই বিশেষপূজাপদ্ধতি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। অন্য কোন ব্যক্তি ইহা দেখিতেও পাইবেন না। যাঁহারা এই বিশেষপূজায় অধিকারী নহেন তাঁহাদের উপযুক্ত পূজাপদ্ধতি শেষ পর্য্যন্ত ইহাতে প্রদত্ত হইতেছে। ফলতঃ কি অভিষিক্ত কি অনভিষিক্ত সকলেই দিবসে এই পূজাপদ্ধতি অনুসারে পূজা করিবেন। পরন্তু যাঁহারা অনভিষিক্ত তাঁহারা দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন অথবা অন্য কোন নৈমিত্তিক কালীপূজার দিন রাত্রিকালেও এই পূজাপদ্ধতি অনুসারে পূজা করিতে পারিবেন। যাঁহারা অভিষিক্ত তাঁহাদের রাত্রিকালে পূজা করিতে হইলে এই পদ্ধতি ও বিশেষপূজাপদ্ধতি ব্যতিরেকে পূজাই হইবে না। ফলতঃ এই স্থান হইতে শেষপর্য্যন্ত অভিষিক্ত ব্যক্তির নিশাপূজা-পদ্ধতি স্বতন্ত্র এবং অভিষিক্তের দিবাপূজা পদ্ধতি ও অনভিষিক্তের সকল সময়ের পূজাপদ্ধতি স্বতন্ত্র, অর্থাৎ এই পদ্ধতি দেখিয়া অভিষিক্ত ব্যক্তি দিবসে ও অনভিষিক্ত ব্যক্তি দিবারাত্রিতে পূজা করিতে পারিবেন।

(৭৭) যদি অপ্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি বা ঘটে পূজা করা হয় তাহা হইলে এই সময় আবাহন করিতে হইবে. যথা,—কৃতাঞ্জলি—ওঁ মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে। সর্ব্বভূতহিতে মাতরেহেহি পরমেশ্বরি॥ ওঁ এহেহি ভগবত্যম্ব ভক্তানুগ্রহবিগ্রহে। যোগিনীভিঃ সমং দেবি রক্ষার্থং মম সর্ব্বদা॥ ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার-সমন্বিতে। যাবৎ ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আবাহনী প্রভৃতি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া মহাকালসহিতে পরিবার-সহকারে আবাহন করিবে. যথা,—(মূলমন্ত্র) মহাকালসহিতে পরিবার-

গণপরিবৃতে শ্রীদক্ষিণকালিকে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ (১ আবাহনী মুদ্রা) ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ (২ স্থাপনী), ইহ সন্নিহিতা ভব ইহ সন্নিহিতা ভব (৩ সন্নিধাপনী), ইহ সন্নিরুদ্ধা ভব ইহ সন্নিরুদ্ধা ভব (৪ সন্নিরোধনী), ইহ সম্মুখী-ভব ইহ সম্মুখীভব (৫ সম্মুখীকরণী) মম পূজাং গৃহাণ। পরে হুং এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন-মুদ্রা প্রদর্শন। দেবীর অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস দ্বারা অথবা ষড়ঙ্গন্যাস মন্ত্রে সেই সেই অঙ্গে পুষ্প প্রক্ষেপ দ্বারা সকলীকরণ। ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন দ্বারা অমৃতীকরণ। পরমীকরণ-মুদ্রা প্রদর্শন দ্বারা পরমীকরণ। ভূতিনীমুদ্রা, আকর্ষণীমুদ্রা, যোনিমুদ্রা, (ত্রিখণ্ডমুদ্রা) প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে যথা,—লেলিহানমুদ্রায় দেবীর হৃদয় অথবা যন্ত্র স্পর্শপূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে যথা,—আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হংসঃ শ্রীদক্ষিণ-কালিকায়াঃ প্রাণা ইহপ্রাণাঃ, আং হ্রীঁ ইত্যাদি শ্রীদক্ষিণকালিকায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ, আং হ্রীঁ ইত্যাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি, আং হ্রীঁ ইত্যাদি বাঙ্‌মনশ্চ-ক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

সংক্ষেপ পূজায় বা অসমর্থ ব্যক্তি পক্ষে শাম্ভবীতন্ত্রে ও অন্নদাকল্পে আছে যে 'আং হ্রীঁ ক্রোঁ' স্বাহা, এই বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে। পৈঠীনসি বলিয়াছেন যে, প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় স্ত্রীশূদ্রও স্বাহা উচ্চারণ করিতে পারিবে।

এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার সময় অনেকেই ইহার ঋষ্যাদি পাঠ করিয়া থাকেন। সম্মোহনতন্ত্র, গৌতমীয়তন্ত্র, শাম্ভবীতন্ত্র, কমলাবিলাস, অন্নদাকল্প, কালীকুলামৃত, নিবন্ধ প্রভৃতি তন্ত্রে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় ঋষ্যাদি-ন্যাসের বিধান নাই। বিশেষতঃ শ্যামারহস্যকার, শ্যামাপ্রদীপকার, শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীকার প্রভৃতি বিখ্যাত তান্ত্রিকগণও ঋষ্যাদিন্যাসের বিধান করেন নাই, সুতরাং আমরাও তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী হইয়া দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠার ঋষ্যাদির উল্লেখ করিলাম না। ভূতশুদ্ধির পরে যে নিজশরীরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়, তদ্বিষয়ে কালীকুলামৃত ও মন্ত্রমহোদধিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রে ঋষ্যাদি-ন্যাসের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু তাহা এতদূর বিস্তৃত যে নিত্যপূজায় তদনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নাই সুতরাং আমরা সে স্থলেও ঋষ্যাদি দিই নাই।

পচারেণ বা পূজয়েৎ, নিত্যপূজায়াং ষোড়শোপচারাদ্যসম্ভবাৎ (৭৮)। দশোপচার-পূজা যথা,—(বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। (বীজ) এষঃ অর্ঘ্যঃ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বাহা। এবং, ইদং

কাম্য পূজায় ভূতশুদ্ধির অন্তে নিজ প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় তাহার ঋষ্যাদি দিবার ইচ্ছা থাকিল। অনেকে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর চক্ষুর্দান করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা তন্ত্রমধ্যে চক্ষুর্দানের বিধি পাইলাম না। বিশেষতঃ 'বাঙ্মনশ্চক্ষুশ্রোত্র-ঘ্রাণ-প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারাই চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের প্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হইতেছে। ফলতঃ চক্ষুর্দান বৈদিক প্রয়োগ হইতেছে। যাঁহার ইচ্ছা হয় করুন তাহাতে আমাদের বিধি নিষেধ নাই।

(৭৮) ষোড়শ উপচার যথা শিবার্চ্চনচন্দ্রিকা,—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বসন, (সিন্দূর), আভরণ, গন্ধ, পুষ্প (বিল্বপত্র), ধূপ, দীপ, নৈবদ্য (পানীয়, পুনরাচমনীয়, তাম্বূল) ও প্রণাম। মহানির্ব্বাণ, মন্ত্ররত্নাবলী প্রভৃতি কোন কোন তন্ত্রে অন্য প্রকার ষোড়শোপচারের বিধি আছে। অস্মদ্দেশে অপ্রচলিত বলিয়া তাহার উল্লেখ হইল না। ফলতঃ শেষোক্ত ষোড়শোপচার শ্রীকুলে গ্রাহ্য। প্রথমোক্ত ষোড়শোপচার কালীকুলে গ্রাহ্য। বিষ্ণুক্রান্তাস্থিত (অস্মদ্দেশীয়) সাধকগণ কালীকুলের বিধানানুসারে পূজা করেন। কৌলিকার্চ্চন-দীপিকাতেও বিধি আছে যে, অস্মদ্দেশীয় সাধকগণ শ্রীকুলের দেবতা ত্রিপুরসুন্দরী প্রভৃতির পূজা করিবার সময়েও কালীকুলের বিধানানুসারে পাত্রস্থাপনাদি সমুদায় কার্য্য করিবেন।

উপচারদানের মন্ত্রাদি যথা,—

আসন। রৌপ্যের আসন সম্মুখে কোন আধারে সংস্থাপন পূর্ব্বক বং এই মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্য জলে অভ্যুক্ষিত করিয়া ধেনুমুদ্রা ও গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। পরে এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে তিনবার

সামান্যার্ঘ্যজল দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া 'এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ' 'এতৎ-সম্প্রদান-শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত বা অর্ঘ্য-জলদ্বারা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও পূজনীয় দেবতার পূজা করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক 'ইদং রজতাসনং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে বামহস্তস্পৃষ্ট দক্ষিণহস্তের অঙ্গুল্যগ্রদ্বারা অর্ঘ্য-জলবিন্দু প্রক্ষেপ পূর্ব্বক নিবেদন করিবে। পরে মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সেই আসন বামহস্তস্পৃষ্ট দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীযোগে দেবতার বামভাগে স্থাপন করিবে। পরন্তু নিবেদনের সময় অথবা কোন উপচার অর্পণের সময়ে যেন নখ প্রদর্শন না হয় অর্থাৎ সমুদায় উপচার নিবেদন বা অর্পণ করিবার সময় চিত হস্তে সম্পাদন করিবে। এইরূপ চিতহস্তে সমুদায় উপচারই নিবেদন বা অর্পণ করিবে; কিন্তু সর্ব্বত্রই বামহস্তের যোগ আবশ্যক। উপচারদানকালে দেবতার উপরি যেন হস্ত ভ্রামিত করা না হয়।

আসন।—আসন দানকালে যেরূপ আসনের অর্চ্চনা করা হইল গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ. নৈবেদ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, ফল, সুবর্ণ প্রভৃতিও প্রদান করিবার সময় এইরূপ প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া উৎসর্গ করিবে। কোন্ দ্রব্যের অধিপতি কোন্ দেবতা তাহা যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতিতে কথিত হইয়াছে যথা,—রজতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, সুবর্ণের অগ্নি, অন্নের লক্ষ্মী, বস্ত্রের বৃহস্পতি, হারের জলের মধুর ও সমুদায় পেয়-দ্রব্যের বরুণ, আসনের পৃথিবী, কৃশরের ও পরমান্নের রমা, ঘৃতপ্রদীপ দধি ও ক্ষীরের বিষ্ণু. পুষ্পের ও তৈলপ্রদীপের বনস্পতি; গন্ধ ও ধূপের গন্ধর্ব্ব, ঘৃতের বৈশ্বালি এবং মাল্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা দুর্গা, অথবা সমুদায় দ্রব্যেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বিষ্ণু।

রজতাসনের ন্যায় পুষ্পসমূহনির্ম্মিত আসন, কাষ্ঠনির্ম্মিত আসন, বস্ত্রনির্ম্মিত আসন, চর্ম্মনির্ম্মিত আসন, কুশাসন, প্রভৃতি নানাপ্রকার আসন নিবেদন করা যাইতে পারে, কিন্তু এই সমুদায় আসনের পরিমাণ এক হস্তের ন্যূন হইবে না। শিবার্চ্চনচন্দ্রিকাতে কথিত আছে লৌহ ব্যতীত সমুদায় তৈজস আসনই শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে সুবর্ণাসন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাতৃকাভেদতন্ত্রে কথিত আছে, সুবর্ণনির্ম্মিত আসন ও রৌপ্যনির্ম্মিত আসন চারি অঙ্গুলি পরিমান অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। কোন কোন তন্ত্রে কথিত হইয়াছে "যন্ত্রনির্ম্মাণযোগ্যং হি পীঠং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।" অর্থাৎ যাহাতে যন্ত্র অঙ্কিত করিতে পারা যায় তাদৃশ আসন দেবতাকে নিবেদন করিবে। আসন চারি অঙ্গুলি হইলে তাহাতে দেবতার যন্ত্র অঙ্কিত হইতে পারে।

(কৃতাঞ্জলিপুটে মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক) শ্রীদক্ষিণকালিকে দেবি স্বাগতং সুস্বাগতং তে ? পরে হৃষ্টচিত্তে দেবতা কথিত 'সুস্বাগতং' চিন্তা করিবে।

পাদ্য। (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। এই মন্ত্রে বামহস্তযুক্ত দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীযোগে পূর্ব্ববৎ চিত্তহস্তে দেবতার চরণযুগলে অর্পণ করিবে।

পাদ্য।—পাদ্যদ্রব্য যথা,—মহাকপিলপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে, দূর্ব্বা, অপরাজিতা, শ্যামাক ও পদ্ম এই দ্রব্যচতুষ্টয় পাদ্যজলে নিক্ষেপ করিতে হইবে। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে ইহার সহিত অগুরুচন্দন দিবার বিধি আছে। কিন্তু ফেৎকারিণীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, উষীর অর্থাৎ ব্যানার মূল ও চন্দন এই দুই দ্রব্য পাদ্যজলের সহিত দিতে হইবে। এস্থলে সাধক ইচ্ছানুসারে ও সুবিধা অনুসারে বা যাহা উপস্থিত দিবেন।

অর্ঘ্য। (বীজ) এষঃ অর্ঘঃ (ইদমর্ঘ্যং) শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বাহা। এই মন্ত্রে পাদ্য দিবার রীতিক্রমে দেবতার মস্তকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

আচমনীয়। (বীজ) ইদং আচমনীয়ং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বধা। এই মন্ত্রে পাদ্য দিবার রীতিক্রমে দেবতার মুখে আচমনীয় প্রদান করিবে।

আচমনীয়। আচমনীয়দ্রব্য যথা,—জায়ফল, লবঙ্গ কক্কোল এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া আচমনীয়জলে মিশ্রিত করিয়া তৈজস পাত্রে বা শঙ্খে করিয়া প্রদান করিবে। মহাকপিলপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে কর্পূর, অগুরুচন্দন ও পুষ্প এই তিনটী দ্রব্য আচমনীয়জলে দিবে। এই আচমনীয় কোন্ সময় দিতে হয় তাহা জ্ঞানমালাতে কথিত হইয়াছে যথা,—পাদ্যদিবার পর একবার, মধুপর্কদিবার পর একবার, স্নানের পর একবার, বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত দানের পর একবার, নৈবেদ্য দানের পর একবার ও ভোগদিবার পর একবার আচমনীয় প্রদান করিতে হইবে। পরন্তু আমরা শিবার্চ্চনচন্দ্রিকার মতানুসারেই উপচার দানক্রম লিখিলাম।

মধুপর্ক। মধুপর্ক পূর্ব্বের ন্যায় অর্চ্চনা করিয়া, (বীজ) 'এষ মধুপর্কঃ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বধা' এই মন্ত্রে পাদ্য দিবার রীতিক্রমে দেবতার মুখে মধুপর্ক দিবে।

মধুপর্ক। মধুপর্কদ্রব্য যথা,—গন্ধর্ব্বতন্ত্রে কথিত হইয়াছে দধি, ঘৃত, মধু, চিনি, নারিকেল-জল, কাংস্যপাত্রে এই পঞ্চদ্রব্যে মধুপর্ক প্রদান করিলে দেবী প্রীতা হন। এই পঞ্চদ্রব্যের মধ্যে মধু অধিক পরিমাণে দিতে হইবে এবং দধি ঘৃত চিনি ও নারিকেল জল সমান পরিমাণে দিবে। শ্রীক্রমমতে নারিকেল-জলের পরিমাণ স্বল্প। এবং মধুপর্কপাত্রের পরিমাণ অষ্টাঙ্গুলের ন্যূন হইবে না। অন্যত্র প্রমাণ আছে মধু ১৬ তোলা, ঘৃতাদি প্রত্যেক দ্রব্য ৪ তোলা করিয়া ১৬ তোলা। সমুদায়ে ৩২ তোলা হইবে। সুতরাং মধুপর্কের পাত্র এরূপ হইবে যে তাহাতে আধসের ধরিতে পারে। শ্রীক্রমে কথিত হইয়াছে মধুপর্ক দিবার সময় কাংস্যপাত্রে নারিকেলজল দিলে কোন দোষ হয় না। শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকাতে কথিত হইয়াছে দধি, মধু ও ঘৃত এই তিন

দ্রব্য কাংস্যপাত্রে স্থাপিত করিয়া কাংস্য পাত্র দ্বারা আচ্ছদনপূর্ব্বক মধুপর্ক প্রদান করিবে। এস্থলেও সাধকের ইচ্ছাবিকল্প।

(বীজ) 'ইদং পুনরাচমনীয়ং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বধা' এই মন্ত্রে পাদ্য দিবার রীতিক্রমে দেবতার মুখে পুনরাচমনীয় দিবে।

পুনরাচমনীয়। সারদাতিলকে কথিত হইয়াছে আচমনীয় দিবার মন্ত্রে কেবল শুদ্ধ জলদ্বারাই পুনরাচমনীয় দিবে। শাম্ভবীতন্ত্রে ও মহানির্ব্বাণে কথিত আছে—'বং স্বধা' মন্ত্রে পুনরাচমনীয় দিবে। সুতরাং সাধক স্বধা বা বং স্বধা এই উভয় মন্ত্রের মধ্যে যে মন্ত্রে ইচ্ছা সেই মন্ত্রেই পুনরাচমনীয় দিতে পারিবেন।

স্নানীয়। (বীজ) 'ইদং স্নানীয়ং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ' (নিবেদয়ামি)। এই মন্ত্রে পাদ্য দানের রীতিক্রমে দেবতার সর্ব্বাঙ্গে দিবে।

স্নানীয়। মহাকপিলপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে গন্ধ, পুষ্প, ও অক্ষত এই তিন দ্রব্য স্নানীয়-জলে মিশ্রিত করিবে। অন্যত্র কথিত হইয়াছে দেবতার স্নান বিষয়ে কেবল জল অপেক্ষা সুরভিদ্রব্য মিশ্রিত জল শতগুণ ফলদায়ক। গঙ্গাদি তীর্থের জল তীর্থের তারতম্য অনুসারে বিশেষ বিশেষ ফলদায়ক। শাম্ভবীতন্ত্র প্রভৃতিতে কথিত আছে নিবেদয়ামি এই মন্ত্রে স্নানীয়, বসন ও ভূষণ সর্ব্বশরীরে সমর্পণ করিবে। গন্ধর্ব্বতন্ত্র প্রভৃতিতে কথিত আছে স্নানীয়, বসন ও ভূষণ "নমঃ" এই মন্ত্রে দিতে হইবে। এস্থলেও সাধকের ইচ্ছাবিকল্প।

বস্ত্র। আসন অর্চ্চনার ন্যায় বস্ত্রও সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া (বীজ) 'ইদং বস্ত্রং (সোত্তরীয়ং বস্ত্রং) শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ' (নিবেদয়ামি)। এই মন্ত্রে অঙ্গুল্যগ্রে জলপ্রক্ষেপ দ্বারা নিবেদন করিয়া বামহস্তযুক্ত দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে দেবতার সর্ব্বাঙ্গে অর্পণ করিবে।

বস্ত্র। শক্তিপূজায়, সূর্য্যপূজায় ও গণেশপূজায় রক্তবস্ত্রই প্রশস্ত। বিষ্ণুর পীতবস্ত্র ও শিবের শ্বেতবস্ত্র প্রশস্ত। কিন্তু এই সমুদায় বস্ত্র ক্ষৌম বা কার্পাস উভয়বিধই হইতে পারে। পরন্তু এই বস্ত্র মলিন, ছিদ্র, আখুদষ্ট, কীটাকুলিত, তৈলাদি-দূষিত, জীর্ণ ছিন্ন ও দশাশূন্য না হয়। বস্ত্রের পরিমাণ এইরূপ হইবে যে যুবতী রমণী যেন উহা পরিধান করিতে পারে। কোন কোন তন্ত্রে আছে দশহাত দীর্ঘ বস্ত্র দিতে হইবে। গৌতমীয় তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে আধ হাত পরিমাণের ন্যূন না হয় এরূপ বস্ত্র দিবে। এই বচন কৃষ্ণবিষয়ক, শক্তিবিষয়ক নহে। বৃহদ্দাতন্ত্রে কথিত আছে, বস্ত্রের পরিমাণ দেড় হাতের ন্যূন না হয়। ইহা নিতান্ত দরিদ্র ও অক্ষম পক্ষে ব্যবস্থাপিত। ফলতঃ শিবকে যুবার পরিধান যোগ্য বস্ত্র এবং শক্তিকে যুবতীর পরিধান যোগ্য বস্ত্র দিতে হইবে। কত মূল্যের বস্ত্র দিতে হইবে তাহাও একপ্রকার কথিত আছে। কর্ম্মকর্ত্তা যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিলে

প্রফুল্ল ও প্রীত হয়েন অর্থাৎ যিনি যেরূপ বস্ত্রকে আপনার তোলা কাপড় মনে করেন তিনি সেইরূপ বস্ত্রই দেবতাকে দিবেন। বস্ত্রদানের মন্ত্র স্নানমন্ত্রের ন্যায়।

সিন্দুর। (বীজ) 'ইদং সিন্দূরং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।' এই মন্ত্রে কনিষ্ঠা বা অনামা দ্বারা সীমন্তে ও ললাটে সিন্দূর প্রদান করিবে। যজ্ঞোপবীত। (বীজ) 'ইদং যজ্ঞোপবীতং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।' এই মন্ত্রে জলপ্রক্ষেপদ্বারা নিবেদন করিয়া পূর্ব্বরূপ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে দেবতার গলদেশে অর্পণ করিবে।

আভরণ। আভরণ পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিয়া, (বীজ) 'ইদং রজতাভরণং শ্রীদক্ষিণ-কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ (নিবেদয়ামি)'। এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে সর্ব্বাঙ্গ উদ্দেশে প্রদান করিবে।

আভরণ। যুবতী রমণী যেরূপ অলঙ্কার ধারণ করিতে পারে, ন্যূনকল্পে অষ্টমবর্ষীয় কন্যা যেরূপ অলঙ্কার ধারণ করিতে পারে এরূপ চরণাভরণ, নিতম্বাভরণ, হস্তাভরণ, কণ্ঠা-ভরণ, নাসাভারণ, কর্ণাভরণ, সীমন্তাভরণ প্রভৃতি যতদুর সাধ্য দেবতাকে প্রদান করিতে হইবে। এই সমুদায় আভরণ মণিময়, মৌক্তিকময়, স্বর্ণময়, রজতময় অথবা পুষ্পময় হইতে পারে। যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা ও শক্তি তিনি সেইরূপই দিবেন। নিতান্ত অসমর্থ-পক্ষে বিধি আছে যে, একটীমাত্র হিরণ্ময় অঙ্গুরীয় বা রৌপ্যময় অঙ্গুরীয় দিবে। যামলে কথিত আছে যে, যিনি কোন অলঙ্কার দিতেই সমর্থ নহেন তিনি ভক্তিপূর্ব্বক মনে মনে নানা অলঙ্কার দিবেন। শাম্ভবীতন্ত্র প্রভৃতিতে ভূষণদানের পর উপভূষণদানেরও বিধি আছে। ছত্র, চামর, চন্দ্রাতপ, পাদুকা প্রভৃতি উপভূষণের মধ্যে পরিগণিত।

গন্ধ। (বীজ) 'এষ গন্ধঃ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।' (বীজ) ইদং কুশীদং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। এই মন্ত্রে চন্দন দিবার রীতি অনুসারে রক্তচন্দন দিবে।

গন্ধ। গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত আছে,– চন্দন, অগুরু ও কর্পূর এই তিন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দেবতার সর্ব্বাঙ্গে বিলিপ্ত করিবে। যামলে কথিত আছে, ও শ্যামাসপর্য্যাতে বিহিত হইয়াছে যে, কর্পূর, চন্দন, কস্তুরি, গোরোচনা, অগুরু ও কুঙ্কুম এই সমুদায় মিশ্রিত করিয়া জল দিয়া ঘর্ষণপূর্ব্বক গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিবে। এই গন্ধদ্রব্য 'নমঃ', এই মন্ত্রে দেবতার চরণযুগলে নিবেদন করিবে। পরে ঐরূপ রক্তচন্দন দিবে। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে কথিত আছে, চূর্ণীকৃত, ঘর্ষিত, দাহকর্ষিত, সম্মর্দ্দজরস, ও প্রাণ্যঙ্গোদ্ভব রস এই পাঁচ প্রকার গন্ধ দেবীর প্রীতিদায়ক। এ সমুদায় কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয় তাহা গন্ধর্ব্ব তন্ত্রেই চতুর্দ্দশপটলে আছে। তাহাতেই কথিত আছে যে, গন্ধ নানাপ্রকার আছে,

তন্মধ্যে চন্দনকাষ্ঠ ঘর্ষিত করিয়া যে গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি সমর্থ হয়েন তিনি এই সময় গন্ধাষ্টক দিয়া থাকেন। পঞ্চদেবতার গন্ধাষ্টক ভিন্ন ভিন্ন। তন্মধ্যে শক্তির গন্ধাষ্টক কথিত হইয়াছে যথা,—চন্দন, অগুরু, কর্পূর, চোর, কুঙ্কুম গোরোচনা, জটামাংসী ও কপি। এই অষ্টদ্রব্য একত্রে করিলে ভগবতীর গন্ধাষ্টক হয়। গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে সর্ব্বাঙ্গে গন্ধ দিবে, যামলে কথিত হইয়াছে পাদপদ্মে গন্ধ দিবে, মহানির্ব্বাণে কথিত হইয়াছে হৃদয়ে গন্ধ দিবে। তন্ত্রকৌমুদী ও বামকেশ্বরতন্ত্রে কথিত হইয়াছে ললাটে চন্দন দিবে এ সমুদায়ই শাস্ত্রসিদ্ধ সুতরাং সাধক ইচ্ছানুসারে যে কোন মত অবলম্বন করিবেন। শাম্ভবীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে মধ্যমা, ও অনামিকা দ্বারা দেবতার হৃদয়ে গন্ধপ্রদান করিবে। তন্ত্রান্তর ও তন্ত্রসারে কথিত হইয়াছে মধ্যমা, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা গন্ধ দিতে হইবে। রাঘবভট্ট বলিয়াছেন কনিষ্ঠাদ্বারা গন্ধ প্রদান করিবে। মন্ত্রমহোদধিতে কথিত হইয়াছে যে, কনিষ্ঠাদ্বারা গন্ধপ্রদান করিয়া কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠযোগরূপ গন্ধমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। এস্থলেও সাধকের ইচ্ছাবিকল্প।

পুষ্প। (বীজ) 'ইদং সচন্দনপুষ্পং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্।' এই মন্ত্রে যথারীতি তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে (জ্ঞানমুদ্রায়) পুষ্প প্রদান করিবে। (বীজ) 'ইদং সচন্দন বিল্বপত্রং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্।' এই মন্ত্রে পুষ্পদিবার রীতি ক্রমে অর্পণ করিবে। পরে দেবতার মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাদপদ্মে, ও সর্ব্বাঙ্গে এই পঞ্চস্থানে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে।

পুষ্প। প্রথমতঃ নিষিদ্ধপুষ্প কথিত হইতেছে। তন্ত্ররাজ, শ্যামাপ্রদীপ প্রভৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেবতাকে যে সমুদায় পুষ্প প্রদান করিতে হইবে তন্মধ্যে ম্লান, পর্য্যুষিত (বাসি), (শেফালিকা ও বকুল ব্যতীত) ভূপতিত পুষ্প, কীটাকুলিত, কীটক্ষত কেশাদিদূষিত, গন্ধরহিত, উগ্রগন্ধ, প্রণাম সময়ে হস্তস্থিত, বামহস্তে রক্ষিত, বৃক্ষ হইতে বামহস্তে উৎপাটিত, জলমধ্যে ধৌত, ডাল ভাঙ্গিয়া বা বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া আহৃত, বলপূর্ব্বক সংগৃহীত, অপহৃত, অশুচিস্পৃষ্ট, যে কোন কারণে অপবিত্র, মনুষ্যকর্ত্তৃক ইচ্ছাপূর্ব্বক আঘ্রাত, পরিধেয় বস্ত্রে স্থাপিত, জনাকীর্ণ হাট বা বাজারে ক্রীত, শুষ্ক, মধ্যাহ্ন স্নানের পর বৃক্ষ হইতে আহৃত, মস্তক কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গে ধৃত পলাশ, কাশ, শরৎকাল ভিন্ন অন্য ঋতুজাত শেফালিকা ও বকুল, মনুষ্যদ্বারা, প্রস্ফুটিতবৎকৃত, শিখাযুক্ত জবা, অন্য দেবালয়জাত পুষ্প, এ সমুদায় পুষ্প নিষিদ্ধ।

পদ্ম ও চম্পক পুষ্প ভিন্ন অন্য পুষ্পের কলিকা দ্বারা পূজা হয় না। পদ্ম, জাতিপুষ্প ও বিল্বপত্র ছিঁড়িয়া দিলেও তদ্দ্বারা পূজা হয়। অন্যপুষ্প ছিন্নভিন্ন হইলে তদ্দ্বারা পূজা হয় না। বকুল, অশোক, অর্জ্জুন ও কুটজপুষ্পের বোঁটা ফেলিয়া পূজা করিতে হইবে। অন্য সমুদায় পুষ্পেই বৃন্ত সমেত পূজা করিতে হইবে। জলজাত পুষ্প অন্ত্যজ কর্ত্তৃক আনীত

হইলেও তদ্দারা পূজা হইতে পারে; অন্ত্যজস্পৃষ্ট স্থলজ পুষ্পে পূজা হয় না। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে কথিত হইয়াছে, কুন্দ, কুরুবক, কেতকী, ঝিণ্টী, নিচুল, নীল, বিকট, ভৃঙ্গরাজ, বকুল, রঙ্গণ, এই সমুদায় পুষ্পে মাঘ মাস ভিন্ন অন্যমাসে পূজা হয় না।

কথিত হইয়াছে পর্য্যুষিত-পুষ্পে পূজা হয় না। তন্মধ্যে বিল্বপত্র, কুন্দ, কহ্লার, পদ্ম, বক, তুলসী ও কলিকাত্মক পুষ্প অর্থাৎ যাহা ফোটে না এবং মালাকার গৃহস্থিত পুষ্প এ সমুদায় পর্য্যুষিত হয় না। অন্যান্য সমুদায় পুষ্পে যতক্ষণ সদ্গন্ধ থাকে ততক্ষণ পর্য্যুষিত হয় না। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে কথিত হইয়াছে শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম, কুমুদ ও উৎপল এই সমুদায় পুষ্প পাঁচদিনের মধ্যে পর্য্যুষিত হয় না। গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে করবীরপুষ্প একদিন পর্য্যুষিত হয় না। যে বিল্ববৃক্ষের ফল হয় নাই তাহার বিল্বপত্রে পূজা নিষিদ্ধ।

ঝিণ্টীপুষ্প, পীতভগর, শ্বেত-ওড্র, কৃষ্ণ-অর্জ্জুন, রক্তকুন্দ, নীলকণ্ঠ, কুরুণ্টকপুষ্প, মন্দার, ও অর্কপুষ্প এবং শ্বেতদূর্ব্বা ও তুলসীতে ভগবতীর পূজা হয় না। বিহিতপুষ্পের মধ্যে রক্তপুষ্প বিশেষতঃ জবা, করবীর, অপরাজিতা ও পদ্ম দেবীর প্রীতিকর। বক ও মালতীপুষ্পে কালী ও তারার পূজা হয় না। নাগকেশর, ধুস্তূর, বাসক, কিংশুক, কৃষ্ণকেলি ও কাঞ্চনপুষ্পে ত্রিপুরার পূজা হয় না। কাঞ্চনপুষ্পে লক্ষ্মীর পূজা হয় না। কুন্দ, অশোক ও তগর পুষ্পে ও তুলসীতে গণেশের পূজা হয় না। কুন্দ, মন্দার, নাগকেশর, কাষ্ঠতগর ও ধুস্তূর পুষ্পে সূর্য্যের পূজা হয় না। বন্ধুজীব ও দ্রোণপুষ্পে সরস্বতীর পূজা হয় না। পদ্ম ভিন্ন অন্য জলজপুষ্পে দুর্গার পূজা হয় না। মাঘমাস ভিন্ন অন্য মাসে প্রস্ফুটিত কুন্দপুষ্প, শেফালিকা, জবা, কাটমল্লিকা, বকুল, মালতী, জাতী, যূথী, কেতকী, কুমুদ, কোকিলাক্ষী-করবীর অর্থাৎ গাঢ় রক্ত করবীর, বন্ধূক, নাগকেশর, কুটজপুষ্প ও জয়ন্তী, শিবপূজায় এই সমুদায় পুষ্প নিষিদ্ধ।

অধিকাংশ সাধক নিষিদ্ধপুষ্পেও পূজা করিয়া থাকেন ইহার প্রমাণও আছে যথা মৎস্যসূক্তে,—ভক্তিযুক্তো মহেশানি সর্ব্বং পুষ্পং নিবেদয়েৎ। রাঘবভট্ট—সর্ব্বপুষ্পৈঃ সদাপূজা বিহিতা-বিহিতৈরপি। কর্ত্তব্যা সর্ব্বদেবানাং ভক্তিযোগ্যোঽত্র কারণং॥ তথা তন্ত্রান্তরে, দেবীপূজা সদা কার্য্যা জলজৈঃ স্থলজৈরপি। বিহিতৈর্বা নিষিদ্ধৈর্বা ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥ তদনুসারে কথিত হইয়াছে, বিহিত পুষ্পের অভাব হইলে যদি ভক্তি হয় নিষিদ্ধ পুষ্পে পূজা করা যাইতে পারে। ফলতঃ বিহিত পুষ্পের অভাবেই নিষিদ্ধপুষ্পে পূজা করা তন্ত্রের অভিপ্রেত।

বামকেশ্বরতন্ত্র ও তন্ত্রকৌমুদীতে কথিত হইয়াছে, ললাটে চন্দন ও মস্তকে পুষ্প দিবে। বারাহীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে পদ্ম মস্তকের উপরি দিবে এবং অন্যান্য পুষ্প দেবতার শরীরে দিবে। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে কথিত হইয়াছে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী যোগে দেবতার দক্ষিণে পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। যামলে কথিত হইয়াছে, গন্ধ, পুষ্প ও অলঙ্কার সম্মুখে সংস্থাপন পূর্ব্বক নিবেদন করিবে। ইহার মীমাংসা এই যে পুষ্প সম্মুখে সংস্থাপন করিয়া আসন নিবেদনের ন্যায় জলবিন্দু প্রক্ষেপ পূর্ব্বক নিবেদন করিয়া বামহস্তযুক্ত দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে পদ্ম মস্তকোপরি

এবং অন্যান্য পুষ্প দেবতার অঙ্গে অর্পণ করিবে। পরে সেই দেবতাঙ্গে অর্পিত পুষ্প দেবতার দক্ষিণে নিক্ষেপ করিবে। পুষ্প, ফল পত্র অধোমুখ করিয়া অর্পণ করিবে না। বৃক্ষে যেরূপ উৎপন্ন হইয়াছে সেইরূপ ভাবেই দিতে হইবে। পরন্তু বিল্বপত্রস্থলে বিপরীত অর্থাৎ বিল্বপত্র অধোমুখ (উপুড়) করিয়া দিবে। পরন্তু পুষ্পা-ঞ্জলি দিবার সময় কিম্বা অর্ঘ্য দিবার সময় অথবা একত্র বহুপুষ্প দিবার সময় পুজাদির অধোমুখ বা উৰ্দ্ধমুখ বিচার থাকিবে না। পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় সেই পুষ্প পর্য্যুষিত হইলেও দোষ হয় না।

ধূপ। ধূপপাত্র সম্মুখে সংস্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি ধূপ রাখিয়া বাম হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা ধূপের আধার স্পর্শ পূর্ব্বক ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষিত করিয়া 'এতস্মৈ ধূপায় নমঃ, এই মন্ত্রে আসন অর্চ্চনার ন্যায় তিনবার ধূপের অর্চ্চনা করিয়া আসনের ন্যায় অধিপতি ও দেবতার অর্চ্চনা পূর্ব্বক, 'ওঁ বনস্পতিরসো দিব্য-গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥' এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক '(বীজ) এষ ধূপঃ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। এই মন্ত্রে অর্ঘ্যজল প্রক্ষেপ দ্বারা নিবেদন করিবে। পরে 'ফট্' এই মন্ত্রে ঘণ্টা প্রোক্ষণ পূর্ব্বক 'ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা তর্জ্জনী ও মধ্যমাযোগে ঘণ্টার পূজা করিয়া বামহস্তে ঘণ্টা উত্তোলন পূর্ব্বক ঘণ্টা-ধ্বনি করিতে করিতে দক্ষিণহস্তের অনামা ও মধ্যমার মধ্যমপর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠাগ্র-যোগে ধূপ উত্তোলন করিয়া বীজমন্ত্র ও গায়ত্রী পাঠ করিতে করিতে উৰ্দ্ধে দেবতার নাসিকা পর্য্যন্ত তিনবার ভ্রামিত করিবে। পরে আপনার দক্ষিণদিকে ঐ ধূপ স্থাপন করিবে।

দীপ। বামহস্তের মধ্যমাদ্বারা দীপপাত্র স্পর্শ করিয়া ধূপের ন্যায় অর্চ্চনাপূর্ব্বক 'ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং'॥ এইমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক '(বীজ) এষ দীপঃ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। এই মন্ত্রে ধূপ নিবেদনের ন্যায় নিবেদন করিয়া বামহস্তে ঘণ্টা ধ্বনি করিতে করিতে বীজমন্ত্র ও গায়ত্রী পাঠ সহকারে দক্ষিণ হস্তে ধূপবৎ দীপ লইয়া উৰ্দ্ধে দেবতার নেত্র পর্য্যন্ত তিনবার ভ্রামিত করিয়া বামে বা দক্ষিণে স্থাপন করিবে। এই দীপ নির্ব্বাণ করিবে না বা কার্য্যান্তরের নিমিত্ত স্থানান্তরে লইয়া যাইবে না। অনন্তর তিনবার বা একবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিবে।

নৈবেদ্য। নৈবেদ্য আনয়ন পূর্ব্বক সম্মুখে অধোমুখ ত্রিকোণমণ্ডলোপরি পুষ্প প্রভৃতি আধারে সংস্থাপন করিয়া 'ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষিত করিবে। পরে হুঁ এইমন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক চক্রমুদ্রায় অভিরক্ষিত করিয়া যং এই মন্ত্রে দোষসমূহ শোষণ, রং এই মন্ত্রে দহন, বং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন দ্বারা অমৃতীকরণ করিবে অর্থাৎ নৈবেদ্য অমৃতময় হইয়াছে ভাবনা করিবে। পরে মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন পূর্ব্বক দশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। পরে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা অথবা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা নৈবেদ্য পাত্র স্পর্শ করিয়া, (বীজ) ইদং সোপকরণ-নৈবেদ্যং শ্রীদক্ষিণ-কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি। এই মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অর্ঘ্যজলবিন্দু প্রক্ষেপ সহকারে নিবেদন করিবে। পরে দক্ষিণহস্তে অর্ঘ্যজল লইয়া (বীজ) শ্রীদক্ষিণকালিকে দেবি এতজ্জলং, 'অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা' এই মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে। পরে বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন সহকারে, প্রাণায় স্বাহা অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, এই পঞ্চমন্ত্রে দক্ষিণ হস্তে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্ষণকাল ধ্যান করিবে যে ভগবতী সমুদায় নৈবেদ্য ভোজন করিতেছেন। এই ভাবনাকালে মূলমন্ত্র কিছু জপ করিবে। পরে অর্ঘ্যজল লইয়া (বীজ) শ্রীদক্ষিণকালিকে দেবি এতজ্জলং অমৃতাপিধানমসি স্বাহা' এই মন্ত্রে দেবীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিবে।

নৈবেদ্য। সুবর্ণপাত্র, রজতপাত্র, তাম্রপাত্র, কাংস্যপাত্র অথবা স্বহস্তগঠিত মৃণ্ময়পাত্র, প্রস্তরপাত্র, পদ্মপত্র, অথবা যজ্ঞকাষ্ঠময়পাত্র নৈবেদ্য দানে প্রশস্ত। বালকের, স্ত্রীলোকের, অথবা আপনার প্রিয় যে বস্তু অর্থাৎ উত্তম সন্দেশ চিনি রম্ভা প্রভৃতি নানাবিধ সুস্বাদু ফল মূল প্রভৃতি দ্বারা নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে হইবে। যে বস্তু নিজের, বালকের বা স্ত্রীলোকের প্রিয় নহে এরূপ দ্রব্যের নৈবেদ্য দেওয়া বিধেয় নহে। নৈবেদ্য দুই প্রকার আমান্ন ও পক্কান্ন। আমান্ন দেবতার দক্ষিণে ও পক্কান্ন দেবতার বামে স্থাপন করিতে হইবে। অথবা উভয়বিধ নৈবেদ্যই দেবতার সম্মুখে স্থাপন করা যাইতে পারে। পুরশ্চরণচন্দ্রিকাতে কথিত আছে, ইহার বিপরীতক্রমে নৈবেদ্য স্থাপন করিলে তাহা দেবতার ভোগ্য হয় না। নৈবেদ্য অর্চ্চনার সময় বামহস্তের নৈবেদ্যমুদ্রায়, অর্থাৎ কনিষ্ঠাযুক্ত অঙ্গুষ্ঠযোগে নৈবেদ্যপাত্র স্পর্শ করিবার বিধি আছে। কোন্ কোন তন্ত্রে দেখা যায় কেবল বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা নৈবেদ্যপাত্র স্পর্শ করিয়া নৈবেদ্য অর্চ্চনা করিবে। মন্ত্রমহোদধিতে কথিত আছে, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামাযোগে নৈবেদ্যমুদ্রা হয়। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে কথিত আছে, নৈবেদ্য স্থাপন করিয়া যদি

আচ্ছাদন করা না হয় তাহা হইলে তাহা রাক্ষসের ভোগ্য হয়। এই নিমিত্ত সাধকগণ নৈবেদ্যের উপরি পুষ্প বা বিল্বপত্র নিক্ষেপ করিয়া রাখেন। শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ও যামলে কথিত আছে নৈবেদ্যের উপরি অষ্টবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আছে সাতবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। কালীকুলামৃততন্ত্রে কথিত আছে দশবার জপ করিবে। ইহার মীমাংসা এই যে, কুলপূজায় সাতবার জপ, কালীপূজায় দশবার জপ এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজায় আটবার জপ করিবে। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে কথিত হইয়াছে যে, নৈবেদ্য নিবেদনের পর সেই নৈবেদ্য দুই হস্তে উত্তোলন করিয়া ইষ্টদেবতার মুখের নিকট ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে যথা, (বীজ) জগন্মাতর্জ্জগদ্ধাত্রি শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকে। নিবেদয়ামি যৎকিঞ্চিৎ জুষাণেদং হবির্নমঃ॥ পরে ঐ নৈবেদ্য আমান্ন হইলে দেবতার দক্ষিণে ও সিদ্ধান্ন হইলে বামে স্থাপন করিবে।

এই সময়ে দেবীর বামদিকে অন্নব্যঞ্জনাদিও নিবেদন হইতে পারে। তাহার প্রক্রিয়া সমুদায়ই নৈবেদ্য নিবেদনের ন্যায়। পরন্তু কেবল মন্ত্রে বিশেষ এই যে, 'ইদং সোপকরণ-নৈবেদ্যং' না বলিয়া 'ইদং সোপকরণান্নং' বলিতে হইবে। ফলতঃ দেবীর দ্বিতীয় পূজার পর অন্ন নিবেদন করাই বিধেয়। পূজা সমাপ্তির পর ভোজনের পূর্ব্বেও অন্ন নিবেদন করা প্রচলিত আছে।

পানার্থোদক। '(বীজ) ইদং পানার্থোদকং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।' এই মন্ত্রে স্বর্ণপাত্রে, রৌপ্যপাত্রে বা তাম্রপাত্রে পানীয় জল, নিবেদন করিবে। পরে পূর্ব্বের ন্যায় পুনরাচমনীয় প্রদান করিতে হইবে।

তাম্বূল। অনন্তর সম্মুখে কোন আধারে তাম্বূল সংস্থাপন করিয়া বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা স্পর্শপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় অর্চ্চনা করিয়া '(বীজ) এতৎ তাম্বূলং শ্রীদক্ষিণ-কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি' এই মন্ত্রে দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে তাম্বূল নিবেদন করিবে।

তাম্বূল। অগস্ত্যসংহিতায় কথিত হইয়াছে, তাম্বূলে চূর্ণবিন্দু লাগাইয়া তাহাতে পূগ (সুপারি) ও কর্পূর দিয়া দেবতাকে নিবেদন করিবে। শিবার্চ্চনচন্দ্রিকাতে ও মৎস্যসূক্তে কথিত আছে, তাম্বূলে শঙ্খ, শম্বুক বা জঙ্গলা (জোঙড়া) প্রভৃতির চূর্ণ দিয়া পাপড়, খদির, এলাচ, দারুচিনি, জায়ফল, কর্পূর, ধনিয়া, মৃগনাভি ও অন্যান্য সদ্গন্ধ দ্রব্য দিয়া দেবতাকে নিবেদন করিবে। পাথরের চূর্ণ দেওয়াও নিষিদ্ধ নহে। মৎস্যসূক্তে কথিত আছে. কপর্দ্দক, বৃক্ষ, বৃক্ষপত্র বা পলাশজাত চূর্ণ নিষিদ্ধ। যে তাম্বূললতা অশোক, শাল্মলী, পনস ও বহেড়া গাছে উঠিয়াছে তাহাও নিষিদ্ধ।

যদি পূজোপকরণের অভাব হয় তাহা হইলে সেই উপচার স্মরণপূর্ব্বক সেই স্থলে অক্ষত,

আচমনীয়ং...স্বধা। ইদং স্নানীয়ং...নিবেদয়ামি। এষ গন্ধঃ... নমঃ। ইদং সচন্দনপুষ্পং...বৌষট্। ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং... বৌষট্। এষ ধূপঃ...নমঃ। এষ দীপঃ...নমঃ। ইদং নৈবেদ্যং...নিবেদয়ামি। ইদং পানার্থোদকং...নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ং...স্বধা। ইদং তাম্বূলং...নিবেদয়ামি। উপচার-দানে সর্ব্বত্র অগ্রে মূলং পশ্চাৎ উপচার-নাম পশ্চাৎ চতুর্থ্যন্তদেবতা-নাম তৎপশ্চাৎ ত্যাগাত্মক-বাক্যং প্রযোক্ত-ব্যং। অথ তত্ত্বমুদ্রয়া শ্রীদক্ষিণকালিকাং দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা ইতি দেব্যা মুখে সন্তর্প্য, (বীজ) এষ সচন্দনপুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীদ-ক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্, ইতি মন্ত্রেণ পুষ্পাঞ্জলিপঞ্চকং পুষ্পাঞ্জলিমেকং বা দদ্যাৎ। অথ যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য কৃতাঞ্জলি-

---

শ্বেতসর্ষপ দূর্ব্বা অথবা জল দিবে। বস্ত্রের অভাবে দেবীকে রক্তপদ্ম বা জবা দেওয়া যাইতে পারে। সর্ব্বাভাবে মনে মনে উপচার দিবে। উপচারের অভাবে জল দিতে হইলে, এই মন্ত্রে জল দিতে হইবে যথা,—ইদং ধূপার্থমুদকং। তাম্বূলার্থমুদকং ইত্যাদি। ঐরূপ অক্ষত দিতে হইলে ;—ইদং ধূপার্থমক্ষতং ইত্যাদি।

পরে '(বীজ) শ্রীদক্ষিণকালিকাং তর্পয়ামি স্বাহা' এই মন্ত্রে অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে ভগবতীর মুখে অর্পণ করিবে। তর্পণ বিষয়ে বিশেষ এই যে, যাঁহারা অনভিষিক্ত তাঁহারা বামহস্তযুক্ত দক্ষিণহস্তের তত্ত্বমুদ্রায় অমৃতবোধে জলদ্বারা তর্পণ করিবেন। যাঁহারা অভিষিক্ত তাঁহারা দক্ষিণহস্তের তত্ত্বমুদ্রায় অক্ষত ও বামহস্তের তত্ত্বমুদ্রায় অমৃতময় জল লইয়া উভয় তত্ত্বমুদ্রার সংযোগ সহকারে তর্পণমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আপনার হৃদয়ে অধোমুখ ত্রিকোণ যন্ত্র লিখিয়া দেবতার মুখে তর্পণ করিবেন। অনন্তর মাল্য ও অনুলেপন অর্পণ পূর্ব্বক '(বীজ) এষ সচন্দন-পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্, এই মন্ত্রে দেবতার মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাদপদ্মে ও সর্ব্বাঙ্গে এক এক করিয়া পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন।

পুটো ভূত্বা ইষ্টদেবতাং প্রার্থয়েৎ। যথা,—শ্রীদক্ষিণকালিকে দেবি আজ্ঞাপয় ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি। অথ মনসা দেব্যনুজ্ঞাং লব্ধাং বিভাব্য পূজয়েৎ যথা,—ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে, শ্রীদক্ষিণকালিকা-ষড়ঙ্গদেবতা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ (৭৯)। এবং, দিব্যৌঘ-সিদ্ধৌঘ-মানবৌঘ-গুরুপংক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এবংগুরু-পরমগুরু-পরাপরগুরু-পরমেষ্ঠিগুরুশ্রীপা। ভৈরবঋষিশ্রীপা। কালিদেব্যম্বা-প্রভৃতি-পঞ্চদশযোগিনীশ্রীপা। ব্রাহ্মীদেব্যম্বা প্রভৃতিঅষ্টশক্তি-শ্রীপা। অসিতাঙ্গাদ্যষ্টভৈরব-শ্রীপা। সাঙ্গ-সাবরণ-সায়ুধ-সপরিবার-সশক্তিক-সবাহন-দশদিক্-পাল-শ্রীপা। শবরূপশিব-শ্রীপা। খড়্গমুণ্ডবরাভয়-শ্রীপা। (সর্ব্বত্র শ্রীপাস্থলে, শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ)। অথবা ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে, শ্রীদক্ষিণকালিকাবরণ-দেবতা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ততস্তত্ত্বমুদ্রয়া তর্পয়েৎ যথা, শ্রীদক্ষিণকালিকা-দেব্যা আবরণদেবতা-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। প্রত্যেকস্য পৃথক্ পৃথক্ তর্পণে স্ত্রীদেবতাস্থলে স্বাহা পদং পুংদেবতাস্থলে নমঃ পদং প্রয়োক্তব্যং। (৮০)

---

(৭৯) তন্ত্রসারে কথিত হইয়াছে যে, সর্ব্বত্রাবরণপূজায়াং শ্রীপাদুকাপদ-প্রয়োগঃ। তথা চ জ্ঞানার্ণবে,— শ্রীপদং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য পাদুকাপদমুদ্ধরেৎ। পূজয়ামি নমঃ পশ্চাৎ পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ॥ শ্যামারহস্য-ধৃত কালীকল্পে কথিত হইয়াছে যে, শ্রীপদং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য পাদুকাপদমুদ্ধরেৎ। পূজয়ামি নমঃ পশ্চাৎ পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ। ইতি।

(৮০) আবরণপূজা। আবরণদেবতার পূজার সময় যে স্থানে যে আবরণ-দেবতার অধিষ্ঠান, সেই স্থানে তাঁহার পূজা না করিলে পূজাই বিফল হয়। এজন্য আমরা আবরণদেবতাদিগের স্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক পূজা বলিতেছি। তন্মধ্যে ষড়ঙ্গশক্তির পূজাবিষয়ে আমরা শিবার্চ্চনচন্দ্রিকা, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, শ্যামারহস্য,

কুলার্ণব ও তন্ত্রান্তরের মতানুসারে যথাযথ পূজাস্থান নির্দ্দেশ করিলাম। ক্রমদীপিকা ও গৌতমীয়তন্ত্রে যে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে তাহা বৈষ্ণবের পক্ষে গ্রাহ্য, শাক্তের পক্ষে নহে। ষড়ঙ্গপূজা যথা,—(দেবতার অগ্নিকোণে) ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (ঈশানকোণে) ক্রীং শিরসে স্বাহা শিরোঽঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (নৈঋতকোণে) ক্রূঁ শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (বায়ুকোণে ক্রৈঁ কবচায় হুঁ কবচাঙ্গক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (অগ্রে ক্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (চতুর্দ্দিকে) ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

আগম অনুসারে আবরণপূজায় দিঙ্ নিরূপণ করা কঠিন অতএব গৌতমীয়তন্ত্র, একবীরাকল্প, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী প্রভৃতির মতানুসারে, ভগবতীর হৃদয়ে হৃদয়াঙ্গপূজা, মস্তকে শিরোঽঙ্গপূজা, শিখাতে শিখাঙ্গপূজা, সর্ব্বদেহে কবচাঙ্গপূজা, ও সর্ব্বদিকে অস্ত্রপূজা করাই উত্তমকল্প। আবরণপূজায় আগম অনুসারে দিঙ্-নিরূপণ করিবার রীতি এই যে, দেবতাকে যে মুখেই স্থাপন করা হউক, দেবতার সম্মুখ দিক্ই পূর্ব্বদিক্। সুতরাং সাধক যে মুখেই পূজা করুন দেবতার সম্মুখ পূর্ব্বদিক্, দেবতার পশ্চাৎ পশ্চিম, দেবতার দক্ষিণ দক্ষিণ এবং দেবতার বাম উত্তরদিক্ কল্পনা করিতে হইবে। এতদনুসারে বিদিক্ কল্পনা করিয়া পূজা করিবে।

অনন্তর পূজাযন্ত্রের বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত গুরুপংক্তির পূজা করিবে যথা—(পাদুকা বা ঐঁ বীজ) মহাদেবী-দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) মহাদেবানন্দ-নাথশ্রীপা। (মহাকালানন্দনাথ-শ্রীপা।) ত্রিপুরানন্দ নাথশ্রীপা। (এইরূপ) ভৈরবানন্দ-নাথ। (ইঁহারা দিব্যৌঘ-গুরু।) (সিদ্ধৌঘগুরু যথা) ব্রহ্মানন্দনাথ। পূর্ণদেবানন্দনাথ। চলচ্চিত্তানন্দ-নাথ। চলাচলানন্দনাথ। কুমারানন্দনাথ। ক্রোধানন্দনাথ। বরদানন্দ-নাথ। স্মরদীপানন্দনাথ। মায়া-দেব্যম্বা। মায়াবতী দেব্যম্বা। (মান-বৌঘ-গুরুপংক্তি) যথা,—বিমলানন্দনাথ। কুশলানন্দনাথ। ভীমসেনানন্দনাথ। সুধাকরানন্দনাথ। মীনানন্দনাথ। গোরক্ষানন্দনাথ। ভোজদেবানন্দনাথ। প্রজাপত্যানন্দনাথ। মূলদেবানন্দনাথ। রন্তিদেবানন্দনাথ। বিঘ্নেশ্বরানন্দ-

নাথ। হুতাশনানন্দনাথ। সমম্নানন্দনাথ। (নকুলানন্দনাথ)। সন্তোষানন্দনাথ। (পরে আপনার) গুরু। পরমগুরু। পরাপরগুরু। পরমেষ্ঠিগুরু। সর্ব্বত্র প্রথমে পাদুকা বা ঐঁ বীজ এবং অন্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ বলিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা অভাবে অক্ষত জল দ্বারা পূজা করিবে। পরে ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে, ভৈরবঋষিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

পরে যোগিনীগণের ধ্যান করিবে যথা,—সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরাঃ মুণ্ডমালাবিভূষণাঃ। তর্জ্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ। দিগম্বরা হসন্মুখ্যঃ স্ব-স্ব-ভর্ত্তৃসমন্বিতাঃ॥ (বাহ্যত্রিকোণের অধঃকোণে) হ্রীঁ শ্রীকালী-দেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ দেবীর বামকোণে) কপালিনী-দেব্যম্বা। (দেবীর দক্ষকোণে) কুল্লাদেব্যম্বা। (তদন্তর্গত ত্রিকোণেও ঐরূপ ক্রম অনুসারে) কুরুকুল্লা। বিরোধিনী। বিপ্রচিত্তা। (তদন্তর্গত ত্রিকোণেও ঐরূপ ক্রমে) উগ্রা। উগ্রপ্রভা। দীপ্তা। (তদন্তর্গত ত্রিকোণেও ঐরূপ ক্রমে) নীলা। ঘনা। বলাকা। (তদন্তর্গত ত্রিকোণেও ঐরূপ ক্রমে) মাত্রা। মুদ্রা। মিতা। (সর্ব্বত্র দেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ)।

অষ্টদলপদ্মের পূর্ব্বদল হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণস্থ দল পর্য্যন্ত অষ্টদলে অষ্টশক্তির পূজা করিবে। ওঁ আং ব্রাহ্মী-দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) ওঁ ঈং নারায়ণী। ওঁ উং মাহেশ্বরী। ওঁ ঋং চামুণ্ডা। ওঁ ৯ং কৌমারী। ওঁ ঐং অপরাজিতা। ওঁ ঔঁ বারাহী। ওঁ অঃ নারসিংহী। অষ্টশক্তির ধ্যান যথা শ্যামারহস্যে,—ব্রহ্মাণীং হংসসংরূঢ়াং স্বর্ণবর্ণাং চতুর্ভুজাং। চতুর্ব্বক্ত্রাং ত্রিনেত্রাঞ্চ ব্রহ্মকূর্চ্চঞ্চ পঙ্কজং॥ দণ্ডপদ্মাক্ষসূত্রঞ্চ দধতীং চারুহাসিনীং। জটাজূটধরাং দেবীং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥১॥ নারায়ণীং মহাদীপ্তাং, শ্যামাং গরুড়বাহিনীং। নানালঙ্কারসংযুক্তাং চারুকেশাং চতুর্ভুজাং। ঘণ্টাং শঙ্খং কপালঞ্চ চক্রং সন্দধতীং পরাং। মধুমত্তাং মদোল্লোলদৃষ্টিং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং॥২॥ মাহেশ্বরীং বৃষারূঢ়াং শুভ্রাং ত্রিনয়নান্বিতাং। কপালং ডমরুঞ্চৈব বরদাভয়শূলকং। টঙ্কঞ্চ দধতীং দেবীং নানাভরণভূষিতাং॥৩॥ চামুণ্ডামট্টহাসাং প্রকটিতদশনাং ভীমবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাং নীলাম্ভোজপ্রভাভাং প্রমুদিতবপুষাং নারমুণ্ডালিমালাং॥ খড়্গাং শূলং কপালং নরশিরঘটিতং খেটকং ধারয়ন্তীং প্রেতারূঢ়াং প্রমত্তাং মধুমদমুদিতাং ভাবয়েচ্চণ্ডরূপাং॥৪॥ কৌমারীং কুঙ্কুমপ্রভাং ত্রিনেত্রাং শিখি-

সংস্থিতাং। চতুর্ভুজাং শক্তি-পাশমঙ্কুশাভয়ধারিণীং। নানালঙ্কারসংযুক্তাং প্রমত্তাং পরিচিন্তয়েৎ ॥ ৫ ॥ অপরাজিতাঞ্চ পীতাভামক্ষসূত্রবরপ্রদাং। কপালং মাতুলুঙ্গঞ্চ দধতীং পরিচিন্তয়েৎ ॥ ৬ ॥ বারাহীং ধূম্রবর্ণাঞ্চ বরাহবদনাং শুভাং। ফলকং খড়্গামুষলং হলং বেদভুজৈর্যুতাং ॥ ৭ ॥ নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ ॥ ৮ ॥ (দশবিধসংস্কারের ১৯পৃষ্ঠায় বিশ্বসারতন্ত্র হইতে গণেশের আবরণ মধ্যে যে অষ্টশক্তির পূজা লেখা হইয়াছে সেই অষ্টশক্তির সহিত এই অষ্টশক্তির নাম ও ধ্যানের কিছু বিভিন্নতা আছে)।

ঐরূপ ঐ অষ্টদলপদ্মের পূর্ব্বাদি দলাগ্রে অষ্টভৈরবের পূজা করিবে যথা,— ঐঁ হ্রীঁ অং অসিতাঙ্গভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) ঐঁ হ্রীঁ ইং রুরুভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ উং চণ্ডভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ ঋঁ ক্রোধভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ ৯ং উন্মত্তভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ এঁ কপালিভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ ওঁ ভীষণভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ অং সংহারভৈরব। সর্ব্বত্র শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ এই বলিয়া পূজা করিতে হইবে। নিরুত্তরতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, ভূপুরের পূর্ব্বদ্বার হইতে দক্ষিণদ্বার পর্য্যন্ত দ্বারচতুষ্টয়ে অসিতাঙ্গাদি অষ্টভৈরবের পূজা করিবে অর্থাৎ প্রত্যেক দ্বারে দুই দুই ভৈরবের পূজা করিতে হইবে।

ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের প্রত্যেকের পূজা যথা,—(পূর্ব্বদিকে) ওঁ লাং ইন্দ্র-পীতবর্ণ-ঐরাবতবাহন-বজ্রহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-সুরাধিপতি-শ্রীদক্ষিণকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ।১। (এইরূপ অগ্নি-কোণে) ওঁ রাং অগ্নি-রক্তবর্ণ-মেষবাহন-শক্তিহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-তেজোধিপতি-শ্রীদক্ষিণকালিকা-পারিষদশ্রীপা ।২। (দক্ষিণে) ওঁ যাং যম-কৃষ্ণবর্ণ-মহিষবাহন-দণ্ডহস্ত-সশক্তিক--সপরিবার- প্রেতাধিপতি--শ্রীদক্ষিণকালিকা-পারিষদশ্রীপা ।৩। (নৈর্ঋতে) ওঁ ক্ষাং নির্ঋতি-ধূম্রবর্ণ-অশ্ববাহন-খড়্গহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-রাক্ষসাধিপতি-শ্রীদক্ষিণকালিকা-পারিষদশ্রীপা। ৪। (পশ্চিমে) ওঁ বাং বরুণ-শুক্লবর্ণ-মকরবাহন-পাশহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-জলাধিপতি-শ্রীদক্ষিণকালিকাপারিষদশ্রীপা ।৫। (বায়ুকোণে) ওঁ যাং বায়ু-ধূম্রবর্ণ-মৃগবাহন-অঙ্কুশহস্ত-সশক্তিক--সপরিবার--প্রাণাধিপতি--শ্রীদক্ষিণকালিকা-পারিষদ-শ্রীপা ।৬।(উত্তরে) ওঁ কুং কুবের-শুক্লবর্ণ নরবাহন-গদাহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-যক্ষাধিপতি-শ্রীদক্ষিণকালিকা-পারিষদশ্রীপা ।৭। (ঈশানে) ওঁ হাং ঈশান-

অথ মহাকালং ধ্যায়েৎ যথা,—মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং। বিভ্রতং দণ্ড-খট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুং। ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং। ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালা-বিভূষিতং। জটাভারলসচ্চন্দ্র-খণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভং॥ (ধ্যানান্তরং যথা— মহাকালং যজেৎ পশ্চাৎ বিপরীতরতান্তরে। মুক্তকেশং স্রস্তবেশং দিগম্বর-হসন্মুখং॥)। পঞ্চোপচারপূজা যথা,—হূঁ ক্ষ্রৌঁ যাং রাং লাং বাং আং ক্রোং মহাকাল-ভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীঁ শ্রীঁ ফট্ স্বাহা, এষ গন্ধঃ মহাকাল-ভৈরবায় শিবায় নমঃ। এবং (ঐ বীজ) ইদং সচন্দনপুষ্পং। (বীজ) এষ ধূপঃ। (বীজ) এষ দীপঃ। (বীজ) ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং। অথ দশোপচারেণ পঞ্চোপচারেণ অসামর্থ্যে গন্ধপুষ্পেণ বা পুনর্দ্দেবীং সংপূজ্য (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ মহাকালভৈরবসহিতায়াঃ শ্রীস-

---

শুক্লবর্ণ-বৃষভবাহন-শূলহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-গণাধিপতি-শ্রীদক্ষিণকালিকাপারিষদশ্রীপা। ।৮। (অধঃ অর্থাৎ নৈঋ্ঋত-পশ্চিম মধ্যে) ওঁ হ্রীঁ অনন্ত-গৌরবর্ণ-গরুড়বাহন-চক্রহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার--নাগাধিপতি--শ্রীদক্ষিণকালিকা-পারিষদশ্রীপা। (উর্দ্ধে অর্থাৎ পূর্ব্ব ও ঈশানকোণ মধ্যে) ওঁ আং ব্রহ্মারুণ-বর্ণ-হংসবাহন-পদ্মহস্ত-সশক্তিক- সপরিবার--প্রজাধিপতি-শ্রীদক্ষিণকালিকাপারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

পরে ভূপুরের বহির্দ্দেশে সেই সেই দিক্পালের নিকটে সেই সেই দেবতার অস্ত্র পূজা করিতে হইবে যথা—(পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ব্বদিক হইতে) ওঁ বজ্রশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) শক্তি। দণ্ড। খড়্গ। পাশ। অঙ্কুশ। গদা। শূল। চক্র। পদ্ম। সর্ব্বত্র শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

ওঁ শবরূপশিবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) খড়্গ। মুণ্ড। বর। অভয়। সর্ব্বত্র শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

দক্ষিণকালিকা-দেবতায়াঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা, ইতি তত্ত্বমুদ্রয়া দেবীং তর্পয়েৎ। সমর্থশ্চেদস্মিন্নেব সময়ে অন্ন-নিবেদনং কৃত্বা মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাদপদ্মে, সর্ব্বাঙ্গেষু চ পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ দদ্যাৎ। অথ সমর্থশ্চেৎ বলিদানং নীরাজনঞ্চ কুর্য্যাৎ। (৮১)

---

(৮১) অন্ননিবেদন। অন্নব্যঞ্জনাদি আনয়ন পূর্ব্বক দেবতার বামে ত্রিকোণমণ্ডলোপরি আধারে স্থাপন করিয়া নৈবেদ্যসংস্কারের রীতিক্রমে সংস্কার করিবে (পৃঃ ১১৫—পং ২)। পরে (বীজ) ইদং সোপকরণমন্নং সাঙ্গায়ৈ সাবরণায়ৈ সায়ুধায়ৈ সপরিবারায়ৈ সবাহনায়ৈ মহাকালভৈরবসহিতায়ৈ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি। অন্যান্য সমুদায় নৈবেদ্যের ন্যায়। (১১৫ পৃ— ২ পং)। অন্ননিবেদনের পর পানার্থোদক, আচমনীয় ও তাম্বূল নিবেদন করিবে।

বলিপ্রদান। দেবতার বামদিকে ত্রিকোণ, বৃত্ত, চতুরস্র মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মণ্ডলায় নমঃ, এই মন্ত্রে মণ্ডল পূজাপূর্ব্বক তথায় আধারোপরি বলিপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে তণ্ডুল, দধি, হরিদ্রা, লবণ, আর্দ্রক, মাংস, মীন, তীর্থ, জল, প্রভৃতি যথা উপস্থিত দ্রব্য সংস্থাপন পূর্ব্বক পাঠ করিবে যথা,—ওঁ এহ্যেহি জগতাং মাতর্জগতাং জননি শুভে। গৃহ্ন গৃহ্ন ইমং নিত্যং সিদ্ধিং মে দেহি দেহি শত্রুক্ষয়ং কুরু কুরু হুঁ ফট্ স্বাহা। (বীজ) এষ সামিষান্ন-বলিঃ (এব বলিঃ) শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মহাকালেরও এইরূপ বলি দিবার বিধি আছে। মন্ত্র যথা,—(বীজ) মহাকালভৈরব শ্মশানাধিপ ইমং বলিং গৃহ্ণাপয় বিঘ্ননিবারণং কুরু সিদ্ধিং মে প্রযচ্ছ স্বাহা, এষ সমাংসবলিঃ (এষ বলিঃ) মহাকাল-ভৈরবায় শিবায় নমঃ। আবশ্যক হইলে এই সময় যথারীতি ছাগাদি বলিদান করা যাইতে পারে। যথা, যামলে কথিত আছে যে,—লক্ষণযুক্ত পশুকে স্নান করাইয়া রক্তমাল্যাদি দ্বারা শোভিত করিয়া দেবীর সম্মুখে স্থাপন করতঃ 'ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া' এই মন্ত্রে শ্বেত সর্ষপ বিকিরন পূর্ব্বক ভূতাপসরণ করিবে। পরে অর্ঘ্যোদক দ্বারা প্রোক্ষণ, "ফট্"

এই মন্ত্রে রক্ষণ, "হুঁ" এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন এবং ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ, এই সমুদায় কার্য্য করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পশুর পূজা করিবে। যথা,—ওঁ এতে গন্ধ-পুষ্পে ছাগপশবে নমঃ। ইতি পঞ্চোপচারেণ পূজয়েৎ। পরে বামহস্ত দ্বারা পশু ধরিয়া মূল মন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা সাতবার প্রোক্ষণ করিয়া পশুকর্ণে এই মন্ত্র পাঠ করিবে যথা,—"পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্ম্মণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ"। পরে খড়্গ পূজা করিবে যথা,—"হ্রীঁ কালি কালি বজ্রেশ্বরি লৌহদণ্ডায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া খড়্গের অগ্রভাগ, মধ্যদেশ, মূলদেশ ও সর্ব্বাংশে পূজা করিবে যথা,—ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে "হ্রূং বাগীশ্বরীব্রহ্মভ্যাং নমঃ" ইতি অগ্রে। এইরূপ 'হ্রূং লক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাং নমঃ" ইতি মধ্যে। "হ্রূং উমামহেশ্বরাভ্যাং নমঃ" ইতি মূলে। "ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবশক্তিযুক্তায় খড়্গায় নমঃ" ইতি সর্ব্বাংশে। পরে "খড়্গায় খরশাণায় শক্তিকার্য্যার্থতৎপরঃ। পশুশ্ছেদ্যস্তয়া শীঘ্রং খড়্গনাথ নমো-হস্তু তে"॥ এই মন্ত্রে খড়্গকে প্রণাম করিয়া মহাবাক্য (সঙ্কল্প) করিবে যথা, কোশামধ্যে কুশ এবং হরীতকী ধরিয়া ওঁ বিষ্ণু ওঁতৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীদক্ষিণ-কালিকাদেবতা প্রীতকামঃ ইমং ছাগপশুং বহ্নিদৈবতং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে। এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া পরে "যথোক্তেন বিধা-নেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতং" এই মন্ত্রে সমর্পণ করিবে। পরে ছেদন করিয়া সমাংস রুধির দেবীকে নিবেদন করিবে যথা,—স্বর্ণপাত্র, রজতপাত্র, তাম্রপাত্র কিম্বা কাংস্য পাত্রে সমাংসরুধির দেবী সম্মুখে স্থাপন করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবীকে নিবেদন করিবে। যথা,—ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি…অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীদক্ষিণকালিকাপ্রীতিকামঃ ইমং সমাংসছাগরুধিরবলিং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে। এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া (বীজ) এষ সমাংস-রুধিরবলিঃ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ইতি দদ্যাৎ। এই সময়ে সপ্রদীপশীর্ষও ঐরূপে দেবীকে নিবেদন করিয়া থাকেন। পরে অবশিষ্ট রুধির চতুষ্পাত্রে করিয়া বটুকাদির বলি দিতে হইবে। যথা,—বায়ুকোণে ত্রিকোণ, বৃত্ত ও চতুরস্র মণ্ডল অথবা কেবল বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া "হ্রঁ বাং (বাং) এতে গন্ধপুষ্পে বটুকায় নমঃ" এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া ঐ মণ্ডলোপরি এক রুধির পাত্র স্থাপন করিয়া 'হ্রঁ বাং (বাং) এষ রুধিরবলিঃ বটুকায় নমঃ' এই মন্ত্রে

নিবেদন করিবে। কোন কোন তন্ত্রে এইস্থলে মুদ্রা প্রদর্শন করাইবার বিধিও আছে। যথা,—বটুকের বলি নিবেদনান্তে বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে তত্ত্বমুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন। পরে ঈশানকোণে ঐরূপ মণ্ডল করিয়া হুঁ যাং (যোং এতে গন্ধপুষ্পে যোগিনীভ্যো নমঃ" এইমন্ত্রে পূজা করিয়া, মণ্ডলোপরি রুধিরপাত্র স্থাপন পূর্ব্বক 'হুঁ যাং (যাং) এব রুধিরবলিঃ যোগিনীভ্যো নমঃ। এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা যোন্যা-কারে মুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন। পরে নৈর্ঋত কোণে ঐরূপ মণ্ডল করিয়া 'হুঁ ক্ষাং (ক্ষাং) এতে গন্ধপুষ্পে ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এই মন্ত্রে পূজা করিয়া রুধিরপাত্র স্থাপন পূর্ব্বক 'হুঁ ক্ষাং (ক্ষাং) এব রুধিরবলিঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ'। এইমন্ত্রে নিবেদন করিয়া বামহস্তের মধ্যমাঙ্গুলি দণ্ডাকার করিয়া মুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন। পরে অগ্নিকোণে ঐরূপ মণ্ডল করিয়া হুঁ গাং (গং) এতে গন্ধপুষ্পে গণপতয়ে নমঃ'। এইমন্ত্রে পূজা করিয়া রুধিরপাত্র স্থাপন পূর্ব্বক 'হুঁ গাং (গং) এব রুধিরবলিঃ গণপতয়ে নমঃ'। এইমন্ত্রে নিবেদন করিয়া বামহস্তের তর্জ্জনী সরলাকার করিয়া মুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন। ইহার বিশেষ নিয়মাদি পরে দিব।

নীরাজন-প্রকার। নীরাজন বিষয়ে কালোত্তরতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, প্রথম ঘৃত-দীপমালা দ্বারা, দ্বিতীয় জলপূর্ণ শঙ্খদ্বারা, তৃতীয় বিশুদ্ধ বস্ত্রদ্বারা, চতুর্থ আম্র অশ্বত্থ প্রভৃতি পত্রদ্বারা, পঞ্চম সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত দ্বারা নীরাজন করিবে। ফলতঃ তিন, পাঁচ, সাত, নয় অথবা যে কোন দীপমালাদি বিষমসংখ্য বস্তুদ্বারা আরত্রিক করিবে। পল্লবস্থলে বিল্বপত্র ও পুষ্পদ্বারা, এবং দর্পণদ্বারা, চামরদ্বারা; কর্পূর-দীপদ্বারা, ধূপাদিদ্বারা নীরাজন করাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। দীপমালাতে তিন, পাঁচ, সাত, নয় প্রভৃতি বিষমসংখ্য ও বহুসংখ্য দীপশিখা থাকা আবশ্যক। নীরাজনকালে ইষ্ট-দেবতার স্তবপাঠ করিতে হইবে। প্রথমতঃ দীপমালা প্রজ্বালিত করিয়া সম্মুখে সংস্থাপন পূর্ব্বক 'এতস্মৈ নীরাজনদীপমালায়ৈ নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে দীপদানের ন্যায় অর্চ্চনা পূর্ব্বক (১১৪ পৃঃ ২৩ পং) বামচরণ অগ্রসর করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বামহস্তে পূর্ব্বের ন্যায় অর্চ্চিত (১১৪ পৃঃ ১৪ পং) ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে নীরাজন করিতে আরম্ভ করিবে। দীপমালায় নীরাজনের নিয়ম

অথ নিত্যহোমঃ। কুণ্ডং স্থণ্ডিলং সমভূমিং বা সামান্যার্ঘ্যজলেন সংপ্রোক্ষ্য তিস্রো রেখা লিখেৎ। ততো যথাবিধি অগ্নিমানীয় 'ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ' ইতি মন্ত্রেণ ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজ্য মূলমন্ত্রং পঠন্ লিখিত-রেখাত্রয়োপরি বহ্নিং সংস্থাপয়েৎ। অথ 'ওঁ ভূঃ স্বাহা' 'ওঁ ভুবঃ স্বাহা' 'ওঁ স্বঃ স্বাহা' ইতি মন্ত্রেণ সতিল-ঘৃতাহুতিত্রয়ং দদ্যাৎ। ততঃ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা। ক্রীং শিরসে স্বাহা। ক্রূং শিখায়ৈ বষট্ স্বাহা। ক্রৈং কবচায় হূঁ স্বাহা। ক্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্বাহা। ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ স্বাহা। অথবা ষড়ঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা, ইতি মন্ত্রেণ ষড়ঙ্গহোমং কুর্য্যাৎ। ততঃ ওঁ অসিতাঙ্গাদ্যষ্টভৈরবেভ্যঃ স্বাহা ইতি পূর্ব্বাদ্যষ্টদিক্ষু ঘৃতধারয়া একামাহুতিং দদ্যাৎ। অথ, শ্রীশ্রীদক্ষিণকালিকে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদিনা দেবীমাবাহ্য স্বাহান্ত-মূলমন্ত্রেণ ষোড়শাহুতিং দদ্যাৎ। ততঃ মহাকালবীজেন মহাকালায় একাহুতিং, হ্রীঁ শ্রীদক্ষিণকালিকাবরণদেবতাভ্যঃ স্বাহা ইতি চ একাহুতিং দত্ত্বা নমস্কৃত্য সংহারমুদ্রয়া ইষ্টদেবতাং স্বহৃদয়মানীয়, অগ্নে ত্বং চন্দ্রমণ্ডলং গচ্ছ ইতি অগ্নিং বিসৃজেৎ (৮২)।

এই যে, দেবতার চরণদেশে চারিবার, নাভিমণ্ডলে দুইবার, মুখমণ্ডলে তিনবার, সর্ব্বাঙ্গদেশে সাতবার দীপমালা ভ্রামিত করিয়া উহা দেবতার দক্ষিণে বা বামে স্থাপিত করিয়া চক্রমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অন্যান্য নীরাজন দ্রব্যের অর্চ্চনাদি করিতে হইবে না। তৎসমুদায় পূর্ব্বের ন্যায় ১৬ বার কিম্বা পাদতলে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে তিনবার, সমুদায়ে এই নয়বার মাত্র ভ্রামিত করিলেই হইবে। অথবা তৎসমুদায় সর্ব্বাঙ্গে সাতবার বা তিনবার ভ্রামিত করিবে। পরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে হইবে।

(৮২) সংক্ষেপ হোম কথিত হইতেছে। বালুকাদ্বারা একহস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ স্থণ্ডিল রচনা করিয়া তাহার মধ্যস্থলে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে কুশ-

মূলদ্বারা বিন্দুগর্ভ-ত্রিকোণ ষট্‌কোণ ও গোলাকার যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহা অষ্টদলপদ্মের কর্ণিকাস্বরূপ কল্পনা করিয়া তাহার অষ্টদিকে অষ্টদল অঙ্কিত করিবে। তাহার চতুর্দ্দিকে ভূপুর অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে 'নমঃ' এই মন্ত্রে অষ্টদলপদ্মের অগ্নিকোণে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত উত্তরমুখ তিনটি সরল রেখা ও বায়ুকোণে ঐরূপ পূর্ব্বমুখ তিনটি সরল রেখা অঙ্কিত করিবে। পরে মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্থণ্ডিল নিরীক্ষণ, ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ ও ঐ মন্ত্রে কুশ-দ্বারা তাড়ন, হুঁ এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ, ফট্ এই মন্ত্রে উর্দ্ধোর্দ্ধ তাল-ত্রয়ে রক্ষণ, এই সমুদায় কার্য্য করিয়া মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণব পাঠপূর্ব্বক অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বহ্নের্যোগ-পীঠায় নমঃ, এই মন্ত্রে মধ্যস্থলে পূজা করিয়া পূর্ব্বাগ্র রেখাত্রয়ে 'ওঁ মুকুন্দায় নমঃ' 'ওঁ ঈশানায় নমঃ' 'ওঁ পুরন্দরায় নমঃ' এই মন্ত্রত্রয়ে, এবং উত্তরাগ্র রেখাত্রয়ে 'ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ' 'ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ' 'ওঁ ইন্দবে নমঃ' এই মন্ত্রত্রয়ে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। (বীজ) শ্রীদক্ষিণকালিকা-স্থণ্ডিলায় নমঃ' এই মন্ত্রে মধ্যস্থলে পূজা করিয়া ধ্যান করিবে, যথা,—ওঁ বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরসন্নিভাং। বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়ভাব-সমন্বিতাং শ্রীদক্ষিণ-কালিকা-স্বরূপাং॥ এইরূপ ধ্যান করিয়া 'হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ' 'ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে বাগীশ্বরায় নমঃ' এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্পে পূজা করিবে। অনন্তর যথাবিহিত অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক বিহিত পাত্রে স্থাপন করিয়া মূলান্তে বৌষট্ এই মন্ত্রে বীক্ষণ, ফট্ এই মন্ত্রে কুশ-দ্বারা তাড়ন, ফট্ এই মন্ত্রে জলদ্বারা প্রোক্ষণ, হুঁ এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা-প্রদর্শন, বং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন সহকারে অমৃতীকরণরূপ বহ্নি-সংস্কার করিয়া রং এই মন্ত্রে কিঞ্চিন্মাত্র অগ্নি লইয়া, হুঁ ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা এই মন্ত্রে নৈর্ঋতকোণে ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ করিবে। পরে ওঁ এই মন্ত্রে দুই হস্তে বহ্নি উদ্ধৃত করিয়া মণ্ডলোপরি তিনবার পরিভ্রামণ পূর্ব্বক ভূমিতে জানু সংলগ্ন করিয়া বিপরীত দিক্ হইতে আপনার অভিমুখে মণ্ডল-মধ্যস্থলে ভগবতীর যোনিতে শিববীজ বোধে সেই বহ্নি স্থাপন করিবে। পরে রং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। রং বহ্নিচৈতন্যায়, নমঃ, এই মন্ত্রদ্বয়ে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্ব-

জ্বালয় স্বাহা, এই মন্ত্রে জ্বালিনীমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নির উপাসনা করিবে যথা,—ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনং। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখং॥ পরে কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নির নামকরণ করিবে যথা,—ওঁ অগ্নে ত্বং শ্রীদক্ষিণকালিকানামাসি। পরে ওঁ দক্ষিণকালিকানামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ (৭২ পৃঃ ৬ পং) ইত্যাদিমন্ত্রে অবাহন্যাদি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক আবাহন করিয়া, পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্পে পূজা করিবে যথা—ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা, এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীদক্ষিণকালিকানামাগ্নয়ে নমঃ। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অগ্নের্হিরণ্যাদি-সপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ॥ (এইরূপ) সহস্রার্চ্চিষে, হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি-অগ্নিষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ। অগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদ্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো নমঃ। (এইরূপ বহির্দ্দেশে, ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যঃ। পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যঃ। ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যঃ। বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যঃ।)

অনন্তর স্রুক্ ও স্রুব (যাহা দ্বারা আহুতি দেওয়া যায় তাহা) অধোমুখ করিয়া অগ্নিতে তপ্ত করিবে। পরে উহা বামহস্তে রাখিয়া তাহার অগ্রভাগ, মধ্য ও মূলদেশ কুশদ্বারা মার্জ্জন পূর্ব্বক জলদ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া পুনর্ব্বার তাপিত করিয়া সেই মার্জ্জনকুশ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে ঐ স্রুক্ ও স্রুব আত্মদক্ষিণে কুশোপরি স্থাপন করিবে। পরে কুশোপরি ঘৃতপাত্র স্থাপনপূর্ব্বক ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষিত করিয়া তাহাতে ঘৃত স্থাপন করিবে। পরে ঐ ঘৃত, বীজপাঠপূর্ব্বক বীক্ষণ, ফট্ এই মন্ত্রে কুশদ্বারা তাড়ন, হুঁ এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ, ফট্ এই মন্ত্রে পূর্ব্বের ন্যায় ঊর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয়ে রক্ষণ ও বং এই মন্ত্রে যোনিমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক অগ্নিদ্বারা দ্রবীভূত করিয়া তদুপরি হুঁ এই মন্ত্রে জ্বালিত কুশদ্বয় ভ্রামিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর প্রাদেশ-প্রমাণ কুশপত্রদ্বয় ঘৃতের উপরি নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা ঘৃত তিন ভাগ করিবে। পরে বামভাগের ঘৃত ঈড়া, মধ্যভাগের ঘৃত সুষুম্না ও দক্ষিণভাগের ঘৃত পিঙ্গলারূপ ভাবনা করিয়া হোম করিবে যথা,—'নমঃ' এই মন্ত্রে দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া 'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণনেত্রে (যে স্থান অল্পমাত্র জ্বলিতেছে সেই স্থানই অগ্নির নেত্র) আহুতি দিবে। পরে দক্ষিণভাগে স্থাপিত কোন

পাত্রে হুতশেষ আজ্যপাত করিতে হইবে। যাজক ব্রাহ্মণগণ ইহাকে হাত ঝাড়া ঘী বলেন। সমুদায় আহুতি দিবার সময়েই এইরূপ পাত্রান্তরে হাত বা যাহা দ্বারা আহুতি দেওয়া হইতেছে তাহা ঝাড়িতে হইবে। পরে 'নমঃ' এইমন্ত্রে বামভাগ হইতে ঘৃত লইয়া 'ওঁ সোমায় স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নির বামনেত্রে আহুতি দিবে। পরে 'নমঃ' মন্ত্রে মধ্যভাগ হইতে ঘৃত লইয়া 'ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নির ললাটনেত্রে আহুতি দিবে। পুনর্ব্বার দক্ষিণভাগ হইতে 'নমঃ' এই মন্ত্রে ঘৃত লইয়া 'ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নির মুখে (যেখানে অধিক জ্বলিতেছে সেই স্থানে) আহুতি প্রদান করিবে।

পরে মহাব্যাহৃতিহোম করিবে যথা—'ওঁ ভূঃ স্বাহা' 'ওঁ ভুবঃ স্বাহা' 'ওঁ স্বঃ স্বাহা' 'ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা' এই চারি মন্ত্রে চারি আহুতি দিবে। পরে 'ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা' এই মন্ত্রে তিনবার আহুতি দিবে। পরে আপনার সহিত অগ্নি ও দেবতার ঐক্য ভাবনা করিয়া মূলমন্ত্রের পর স্বাহা পদ যোগ করিয়া একাদশ আহুতি প্রদান করিবে। পরে যেরূপ সঙ্কল্প, তদনুসারে সাজ্য বিল্বপত্র দ্বারা বা যে কোন বিহিত হব্য দ্বারা স্বাহান্ত মূলমন্ত্রে মৃগমুদ্রায় অন্যূন অষ্টাদশ সংখ্যক আহুতি দিবে। পরে মহাকালের বীজমন্ত্রে ঐরূপে যথাশক্তি আহুতি দিয়া 'শ্রীদক্ষিণকালিকায়া অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা' 'শ্রীদক্ষিণকালিকায়া আবরণদেবতাভ্যঃ স্বাহা' এই দুই মন্ত্রে দুই আহুতি দিবে। সমর্থ হইলে প্রত্যেক আবরণদেবতার উদ্দেশে এক এক আহুতি দেওয়া যাইতে পারে। পরে তাম্বূল ও সুপারির সহিত অথবা যে কোন বিহিত ফল বা পুষ্পের সহিত ঘৃতপূর্ণ পাত্র লইয়া পূর্ণাহুতি দিবে যথা,—(মূলমন্ত্র) ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং যদুক্তং যৎ স্মৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীদক্ষিণকালিকাচরণে সমর্পয়ে। ওঁ তৎসৎ। এই মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিয়া সংহারমুদ্রায় আপনার ইষ্টদেবতাকে অগ্নি হইতে স্বহৃদয়ে আনয়ন করিয়া 'ক্ষমস্ব' এই মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবে। পরে 'ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব' এই মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ বা দধি তদভাবে জল নিক্ষেপ করিবে।° পরে স্রুবলগ্ন ভস্মদ্বারা ললাটে তিলক করিবে। মন্ত্র যথা, ওঁ যং যং স্পৃশামি হস্তেন যং চ পশ্যামি চক্ষুষা। স এব দাসতাং যাতু

যদি শক্রসমো ভবেৎ॥ অন্য ব্যক্তিকে তিলক দিবার মন্ত্র যথা, যং যং স্পৃশসি হস্তেন যস্ত্বাং পশ্যতি চক্ষুষা। স এব দাসতাং যাতু রাজানো দুষ্টদস্যবঃ॥ স্ত্রীজাতিকে তিলক দিবার মন্ত্র যথা,—যং যং স্পৃশসি পাদেন যং চ পশ্যসি চক্ষুষা। স এব দাসতাং যাতু যদি শক্রসমো ভবেৎ॥ কেহ কেহ পশ্চাদুক্ত মন্ত্রেও তিলক দিয়া থাকেন যথা, ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং এই মন্ত্রে ললাটে, ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং এই মন্ত্রে কণ্ঠদেশে, ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং এই মন্ত্রে দক্ষিণ বাহুমূলে, ওঁ তৎ তেঽস্তু ত্র্যায়ুষং এই মন্ত্রে বাম বাহুমূলে তিলক দিবে।

অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় অর্চ্চনা করিয়া পূর্ণপাত্র উৎসর্গ করিতে হইবে যথা,— শ্রীবিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ কৃতৈতৎ-শ্রীদক্ষিণকালিকাপূজাঙ্গীভূত-হোমকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং ব্রহ্মদক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং তস্মৈ ব্রহ্মণেঽহং সম্প্রদদে। পূর্ণপাত্র-লক্ষণ যথা মেরুতন্ত্রে, 'ততো ব্রহ্মাণমুদ্বাস্য ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ। দ্বাত্রিংশৎপলমাত্রেণ নির্ম্মিতং তাম্রপাত্রকং॥ তণ্ডুলৈস্তৎ সমাপূর্য্য সহিরণ্যং সদক্ষিণং। দদ্যাদ্বিপ্রায় তত্তুষ্টৌ পূর্ণপাত্রমিতীরিতং॥

যাঁহার কুণ্ড আছে তিনি কুণ্ডে হোম করিবেন। যাঁহার কুণ্ড নাই তিনি বালুকা দ্বারা স্থণ্ডিল রচনা পূর্ব্বক তাহাতে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে হোম করিবেন। এই স্থণ্ডিল কিরূপ হইবে তদ্বিষয়ে সারদাতিলক ও তন্ত্রসারে কথিত হইয়াছে যে স্থণ্ডিল চতুষ্কোণ হইবে এবং প্রত্যেক দিকে একহাত করিয়া প্রশস্ত হইবে এবং উচ্চতা এক অঙ্গুলি হইবে। শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকা, গণেশবিমর্ষিণীতন্ত্র ও রাঘবভট্ট বলিয়াছেন যে, ঐ চতুষ্কোণ স্থণ্ডিলের প্রত্যেক দিক্ এক হাত বা আধ হাত করিয়া দীর্ঘ হইবে। উচ্চতা অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব-পরিমিত হইবে। বৃহৎ তন্ত্রসারে কথিত হইয়াছে, স্থণ্ডিলের চতুর্দ্দিক এক হস্ত পরিমিত হইবে এবং উচ্চতা চারি অঙ্গুলি হইবে। মেরুতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, একহস্ত পরিমিত স্থণ্ডিলে দশ সহস্র পর্য্যন্ত হোম হইতে পারে। ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়ে কথিত হইয়াছে যে, হস্তপরিমিত চতুষ্কোণ স্থণ্ডিলের উচ্চতা অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপরিমাণ হইবে। শিবার্চ্চনচন্দ্রিকাতে কথিত হইয়াছে, বেদীর দক্ষিণদিকে স্থণ্ডিল রচনা করিয়া হোম করিবে। ক্রিয়াসারে কথিত হইয়াছে যে বেদীর পূর্ব্বদিকে হোম, জ্ঞানার্ণব ও নিত্যাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে বেদীর ঈশানকোণে হোম, বিশ্বসারতন্ত্রে কথিত হইয়াছে বেদীর পশ্চিমদিকে হোম, ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়ে কথিত হইয়াছে বেদীর ঈশানকোণে বা পূর্ব্বদিকে হোম, ব্রহ্মসংহিতায় কথিত হইয়াছে যে দেবতার সম্মুখে হোম করিবে। কৌলাবলী প্রভৃতি কোন কোন তন্ত্রে আছে যে আপনার দক্ষিণে হোম

করিবে। যদিও এতৎ সমুদায়ই শাস্ত্রসিদ্ধ তথাপি আপনার দক্ষিণে পূর্ব্বমুখ হইয়া দেবতার সম্মুখে হোম করাই অস্মদ্দেশে প্রচলিত।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, শিবার্চ্চনচন্দ্রিকা, সারদাতিলক ও নিবন্ধে কথিত হইয়াছে স্থণ্ডিলমধ্যে পূর্ব্বাগ্র ও উত্তরাগ্র তিনটি তিনটি রেখা অঙ্কিত করিবে অথবা ত্রিকোণগর্ভ, ষট্‌কোণ, বৃত্ত, অষ্টদল ও ভূপুর যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। নারদপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে, তিনটি তিনটি রেখা মাত্র অঙ্কিত করিবে আর কিছুই নহে। কৃষ্ণার্চ্চনচন্দ্রিকা, গৌতমীয়তন্ত্রে, তারারহস্যবৃত্তি, বৃহৎ তন্ত্রসার, জ্ঞানার্ণব, নিত্যাতন্ত্র, বিশ্বসার প্রভৃতি বহুতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, ত্রিকোণ ষট্‌কোণ প্রভৃতি যন্ত্র অঙ্কিত করিবে, তিনটি তিনটি রেখাও অঙ্কিত করিতে হইবে। গোবিন্দভট্ট বলিয়াছেন কুশমূল দ্বারা ত্রিকোণ ষট্‌কোণ প্রভৃতি যন্ত্র অথবা রেখা অঙ্কিত করিবে। যদি রেখা অঙ্কিত করা না হয় তাহা হইলে ষট্‌কোণযন্ত্রেই মুকুন্দ প্রভৃতি ও ব্রহ্মা প্রভৃতির পূজা করিবে। ফলতঃ রেখা ও যন্ত্র উভয় অঙ্কিত করাই বিধেয়। কেবল নিত্যহোমে তিনটি মাত্র রেখা অঙ্কিত করা হয়, যন্ত্র অঙ্কিত করা হয় না।

অষ্টদল পদ্মের বায়ুকোণে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত পূর্ব্বাগ্র তিনটি রেখা এবং অগ্নিকোণে উত্তরাগ্র তিনটি রেখা তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে, কুশমূলদ্বারা "নমঃ" এই মন্ত্র পাঠসহকারে অঙ্কিত করিবে। বায়ুকোণের রেখা অঙ্কিত করিবার সময় দক্ষিণরেখাক্রমে আরম্ভ করিয়া অঙ্কিত করিবে ও অগ্নিকোণের রেখাত্রয় অঙ্কিত করিবার সময় পশ্চিম রেখাক্রমে আরম্ভ করিয়া অঙ্কিত করিবে।

হোমদ্রব্য। গব্যঘৃতদ্বারা হোম করা উত্তম কল্প, মহিষীঘৃত দ্বারা হোম করা মধ্যম কল্প, ছাগী প্রভৃতির ঘৃত দ্বারা হোম করা নিষিদ্ধ। কৌলাবলীতে শক্তিবিষয়ে হোমদ্রব্য কথিত হইয়াছে যথা,—কেবল তিলযুক্ত ঘৃত অথবা ইহার সহিত মাংস, মৎস্য, মধু, তিল, পুষ্প, যব, ধান্য, (মুদ্রা, কুলপুষ্প) ফল, বিল্বপত্র, অপামার্গ, ভৃঙ্গরাজ, করবীর পুষ্প, জবাপুষ্প, অপরাজিতা, কিংশুক, পদ্ম, কুমুদ, কুন্দ, নীলপদ্ম, রক্তোৎপল, বন্ধূক, কেশর, চম্পক, জাতি, মালতী, মল্লিকা, কদম্ব, দ্রোণপুষ্প, অন্যান্য উত্তম বিহিত পুষ্প, ফল, পত্র, প্রভৃতি দ্বারা ভগবতীর হোম হইতে পারে। প্রত্যেক বারে কোন-দ্রব্য কত পরিমাণে আহুতি দিতে হয় তদ্বিষয়ে তন্ত্রসারে কথিত হইয়াছে, ঘৃত এক তোলা, দুগ্ধ এক ঝিনুক, পঞ্চগব্য, মধু এক ঝিনুক, পরমান্ন এক রুদ্রাক্ষ পরিমাণ, তিল, সর্ষপ, দধি এক প্রসৃতি (এককোশ), খৈ, চিড়ে ও ছাতু এক এক মুষ্টি, গুড় ও চিনি এক পল, চরু অর্দ্ধগ্রাস, ইক্ষু এক পর্ব্ব, পত্র, পুষ্প ও পিষ্টক এক একটি, কদলী ও নারঙ্গ এক একটি, মাতুলুঙ্গ চতুর্থ খণ্ড, পনস দশম খণ্ড, নারিকেল অষ্টম খণ্ড, বিল্ব তৃতীয় খণ্ড, কপিথ অর্দ্ধেক, উর্ব্বারুক (ফুট) তৃতীয় খণ্ড, অন্যান্য সমুদায় ফল অখণ্ড, সমিধ্ দশ-অঙ্গুলি, দূর্ব্বা তিনটি একত্র, গুড়ূচি চারি অঙ্গুলি, ব্রীহি একমুষ্টি, মুগ, মাষকলাই, যব, ও

অথ যথাশক্তি কুল্লুকা-সেতু-মহাসেতু-মুখশোধন মন্ত্রার্থ-ভাবনা-মন্ত্রচৈতন্য-যোনিমুদ্রাদিকং কৃত্বা যথাশক্তি জপ্ত্বা পুনঃ কুল্লুকাং, সেতুং, মহাসেতুম্, অশৌচভঙ্গঞ্চ বিধায়, গুহ্যাতি-গুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রাসাদান্মহেশ্বরি॥ ইতি মন্ত্রেণ বামহস্তেন ঘণ্টাং বাদয়ন্ গোযোনিমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পসামান্যার্ঘ্যজলেন দেব্যা বামহস্তে জপং সমর্প্য প্রণমেৎ (৮৩)।

গোধূম একমুষ্টি করিয়া, তণ্ডুল অর্দ্ধমুষ্টি, মরীচ ও লবণ এক ঝিনুক, চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কস্তূরী, কুঙ্কুম, তিন্তিড়ীবীজ পরিমিত।

বহ্নির অবস্থাভেদ। সমিধ্ দ্বারা হোমের সময় অগ্নিকে দণ্ডায়মান ভাবনা করিবে, ঘৃত হোমের সময় শয়ান ও অন্যান্য বস্তুদ্বারা হোমের সময় অগ্নিকে উপবিষ্ট ভাবনা করিবে।

অগ্নির কোন্ স্থানে হোম করিবে। সকল কার্য্যেই অগ্নির মুখে হোম করিতে হইবে। কারণ কর্ণে হোম করিলে পীড়া হয়, চক্ষুতে হোম করিলে অন্ধ হইতে হয়, নাসিকাতে হোম করিলে মনঃপীড়া হইয়া থাকে, মস্তকে হোম করিলে ধনক্ষয় হয়। যেখানে অদগ্ধ কাষ্ঠ তাহাই অগ্নির কর্ণ, যেখানে ধূম তাহাই অগ্নির নাসিকা, যেখানে অল্পমাত্র জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাই অগ্নির নেত্র, যেখানে অঙ্গাররূপে পরিণত হইয়াছে তাহাই অগ্নির মস্তক, যেখানে উত্তম প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা রহিয়াছে তাহাই অগ্নির মুখ এবং সেই শিখাই অগ্নির জিহ্বা। এই অগ্নির জিহ্বাতেই হোম করা বিধেয়। হোমে দুর্গন্ধ হইলে হোতার অমঙ্গল হয়। মেরুতন্ত্রে কথিত হইয়াছে অগ্নিবিসর্জ্জনের সময় অগ্নির নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতে হইবে যে, 'ভো ভো বহ্নে মহাশক্তে সর্ব্বকামপ্রদায়ক। কর্ম্মান্তরেঽপি সংপ্রাপ্তে সান্নিধ্যং কুরু সাদরম্।' ইতি।

(৮৩) সাধক যদি জপফল অর্থাৎ জপজনিত তেজ ইষ্টদেবতার হস্তে সমর্পণ করেন তাহা হইলে তাঁহার কিছুই থাকে না। যদি সাধকের জপজনিত তেজ নাই থাকিল তাহা হইলে তাঁহার জপ করিবারই বা প্রয়োজন, কি? পুর-শ্চরণ করিবারই বা প্রয়োজন কি? এই নিমিত্ত তন্ত্রকৌমুদীতে জপসমর্পণের রীতি কথিত হইয়াছে এবং সিংহবাহিনীতন্ত্রে ভগবতীর প্রশ্ন অনুসারে সদাশিব জপসমর্পণের ঐরূপ বিধি দিয়াছেন যে, জপ সমাপ্তি হইলেই সাধক কামিনীধ্যান

(৩৩পৃঃ—৫পং) করিবেন। অনন্তর কামিনীকে 'কং'-বীজরূপা ভাবনা করিয়া ইষ্ট বীজমন্ত্রের মধ্যে যে কয়েকটি বর্ণ থাকিবে তাহা কামিনীর অর্থাৎ কং বীজের গর্ভ মধ্যে আছে এইরূপ ভাবনা পূর্ব্বক প্রত্যেক বর্ণে চন্দ্রবিন্দু দিয়া অনুলোম ও বিলোমে দশবার করিয়া জপ করিবেন। যথা, কালীর যদি একাক্ষর মন্ত্র (ক্রীঁ) জপ করা হয় তাহা হইলে কং দশবার, রং দশবার, ঈং দশবার এবং ঈং দশবার, রং দশবার, ও কং দশবার এইরূপ জপ করিলেই অনুলোম ও বিলোমে জপ হইল। পরে ঐ কামিনীর অর্থাং কং বীজের গর্ভেই জ্যোতিস্তত্ত্ব অর্থাৎ হ্রৌঁ এই মন্ত্র জপ করিয়া ঐ কামিনী ও জ্যোতিস্তত্ত্ব একীভূত হইয়াছে ভাবনা করিবে। এই জ্যোতিস্তত্ত্ব বা জীবতত্ত্ব জীবাত্মা হইতে পৃথক্ নহে। অনন্তর ঐ একীভূত-জ্যোতিঃস্বরূপা কামিনীকে সহস্রারে স্থাপন পূর্ব্বক 'গুহ্যাতি' ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে জপ সমর্পণ করিলে সাধকের কিছুই থাকে না। সমুদায়ই ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। উক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা তেজোরূপ জপফল কামিনীগর্ভে জীবাত্মার নিকটে স্থাপন পূর্ব্বক দেবতার হস্তে বাহ্যজপ সমর্পণরূপ জপফল সমর্পণ হইয়া থাকে। সুতরাং সাধকের কিছুমাত্র তেজোহানি হয় না। কামধেনুতন্ত্রেও ঐরূপে জপ সমর্পণের বিধি আছে কিন্তু তাহাতে প্রত্যেক মাতৃকাস্থানে কামিনীধ্যান, পঞ্চাশৎ মাতৃকাস্থানে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ জপ, কামিনীবীজ জপ করিয়া কামিনীগর্ভ মধ্যে জ্যোতির্মন্ত্র জপ, এই কয়েকটি অতিরিক্ত আছে। এই বিষয় কামধেনু তন্ত্রের বিংশতি পটলে বিবৃত হইয়াছে।

নিত্যপূজায় কত জপ করিতে হইবে তাহা কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যথা,—১০০৮। ১০৮। ৫৪। ৩৮। ২৮। ১৮। ১২। ১০। ৮। এই শেষ সংখ্যার ন্যূন জপ বা হোম হইতে পারে না। শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকাতে কথিত হইয়াছে যে, বিংশতির ন্যূন জপ হইবে না তাহা নিত্যপূজাঙ্গ-জপ নহে, অন্য সময়ের জপ, অথবা নৈমিত্তিক পূজা বা কাম্য পূজাদির জপ। নিত্য পূজাতে ৮ বার মাত্র জপ করিলেও সিদ্ধ হইবে।

স্তব-কবচ পাঠ। মুণ্ডমালাতন্ত্রে, রুদ্রযামলে ও শাক্তক্রমে কথিত হইয়াছে যে, অগ্রে স্তব পাঠ করিয়া পশ্চাৎ কবচ ও সর্ব্বশেষে সহস্রনাম পাঠ করিবে।

নিরুত্তরতন্ত্রে কালীপূজাস্থলে কথিত হইয়াছে যে অগ্রে কবচ পাঠ করিয়া পরে স্তব পাঠ করিবে। ভৈরবতন্ত্রেও শ্রীদক্ষিণকালিকা পূজাস্থলে কথিত হইয়াছে, স্তব করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। পরে জগন্মঙ্গল নামক কবচ পাঠ করিয়া পশ্চাৎ সহস্রনাম স্তব পাঠ ও কর্পূরাদি স্তব পাঠ করিবে। ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সমুদায় দেবতার পূজাতেও অগ্রে স্তব পাঠ পূর্ব্বক পশ্চাৎ কবচ পাঠ করিবে। কালীপূজার সময় কবচ পাঠ করিবার পর স্তব পাঠ করিবে।

কৃতাঞ্জলি হইয়া একাগ্রমনে অনন্যচিত্তে স্তব পাঠ করিতে হইবে। স্তবের আদ্যন্তে প্রণব যোগ করিবে, স্তবের শেষ শ্লোক দুইবার পাঠ করিবে। মনে মনে স্তব পাঠ করিলে সিদ্ধ হইবে না। স্তবের প্রতি অক্ষর স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইবে। স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে বিরাম দিতে পারিবে না।

প্রদক্ষিণ। ভগবতীর প্রদক্ষিণ তিন প্রকার। গোলাকার, ত্রিকোণ ও ষট্‌কোণ। কালীকুলামৃততন্ত্রে আছে, দক্ষিণ হস্তে বিলোমার্ঘ্য ভদভাবে সামান্যার্ঘ্য-জল লইয়া বামহস্তে ঘণ্টাধ্বনি পূর্ব্বক স্তব করিতে করিতে ভগবতীকে প্রদক্ষিণ করিবে। পরন্তু প্রদক্ষিণের সময় দক্ষিণপার্শ্ব দেবতার দিকে থাকিবে। দেবতাকে বামদিকে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করা নিষিদ্ধ। ত্রিকোণ প্রদক্ষিণ করিতে হইলে, সাধক যদি উত্তরমুখ পূজা করেন তাহা হইলে তিনি আসন হইতে অথবা আসনের পশ্চাৎ কোন স্থান হইতে দেবতার বায়ুকোণ পর্য্যন্ত গমন করিবেন। পরে পূর্ব্বমুখ হইয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত গমন করিতে হইবে। পরে ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণ দিক্ পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রদক্ষিণারম্ভ স্থান পর্য্যন্ত যাইবেন। ইহাই ত্রিকোণাকার প্রদক্ষিণ। ষট্‌কোণ প্রদক্ষিণ করিতে হইলে সাধক দেবতার অগ্নিকোণে গিয়া সেই স্থান হইতে প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিবেন। প্রথমতঃ অগ্নিকোণ হইতে পশ্চিমমুখ হইয়া নৈর্ঋতকোণ পর্য্যন্ত যাইবেন। পরে ঐ নৈর্ঋতকোণ হইতে উত্তর পর্য্যন্ত এবং উত্তর হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত আসিয়া পরে পুনর্ব্বার ত্রিকোণ প্রদক্ষিণের ন্যায় দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া বায়ুকোণ পর্য্যন্ত, বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত এবং ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত গমন করিলে একবার ষট্‌কোণ প্রদক্ষিণ হইবে।

কালীকুলামৃতে কথিত হইয়াছে ভগবতীর একবার, সূর্য্যের সাতবার, গণেশের তিনবার, বিষ্ণুর চারিবার, শিবের অর্দ্ধচন্দ্রাকারে একবার প্রদক্ষিণ করা কর্ত্তব্য। পরন্তু ত্রিকোণ ও ষট্‌কোণ প্রদক্ষিণ ভগবতীর পক্ষেই বিধেয়। অন্যদেবতার পক্ষে বিধেয় নহে। প্রদক্ষিণে যে সংখ্যা দেওয়া হইল ইহা নিত্যপূজার নমস্কারাঙ্গ-প্রদক্ষিণ স্থলে। কাম্যবিষয়ে অধিক প্রদক্ষিণেরও বিধি আছে।

অনন্তর (স্বীজ) ইদং পরাম্মুখার্ঘ্যং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বাহা এই মন্ত্রে দেবতার মস্তকে সেই হস্তস্থিত অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে ও অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে। যদি বিলোমার্ঘ্য স্থাপিত না হয় তাহা হইলে সামান্যার্ঘ্যজলেই সেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে। যদি কেহ প্রদক্ষিণ করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে প্রণাম মাত্র করিবেন।

বারাহীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে পূজার অগ্রে, উপচার দানের পর এবং জপের অন্তে, এই তিন সময় সামান্যরূপ প্রণাম করিয়া পূজা সমাপ্তির পর অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে। অষ্টাঙ্গ-প্রণামের লক্ষণ সনৎকুমারতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যথা, পদযুগল, করযুগল, জানুযুগল, বক্ষস্থল, মস্তক, চক্ষু, বাক্য ও মন, এতৎসহযোগে যে প্রণাম তাহার নাম অষ্টাঙ্গ প্রণাম। জানুদ্বয়, হস্তদ্বয় ও মস্তক ভূমিষ্ঠ করিয়া যে প্রণাম তাহার নাম পঞ্চাঙ্গ প্রণাম। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে কথিত হইয়াছে, পদদ্বয়, জানুদ্বয়, হস্তদ্বয়, ভূপাতিত করিয়া, বক্ষস্থল ও মস্তক দ্বারা যে প্রণাম তাহাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলা যায়। যোগিনীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে প্রণাম করিবার সময় কোন আধারে আসনে বা হস্তে মস্তক নিক্ষেপ করিতে হইবে, ভূমিতে মস্তক নিক্ষেপ করিলে দেবী শাপপ্রদান করেন। দেবীর সম্মুখে সম্মুখীন হইয়া অষ্টাঙ্গে বা পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করা বিধেয় নহে। শরীরের দক্ষিণাংশ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাদৃশ প্রণাম করাই প্রশস্ত।

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে যে,—বদ্দত্তং ভক্তিভাবেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলং। আবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদ্‌গৃহাণানুকম্পয়া॥ ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনং যদর্চ্চিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥ কর্ম্মণা মনসা বাচা ত্বত্তো নান্যা গতির্ম্মম। অন্তশ্চারেণ ভূতানাং দ্রষ্ট্রী ত্বং পরমেশ্বরি॥ মাতর্যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং। তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরব্যয়াস্ত সদা ত্বয়ি॥

প্রণামমন্ত্রো যথা—শ্রীমৎসুরাসুরারাধ্য-চরণাম্বুরুহদ্বয়াং। চরাচরজগদ্ধাত্রীং কালিকাং প্রণমাম্যহং॥

ততঃ বামহস্তেন ঘণ্টাং বাদয়ন্ দক্ষিণহস্তেন সামান্যার্ঘ্য-জলং গৃহীত্বা ইতঃ পূর্ব্বং ইত্যাদি (১২৯ পৃঃ—২১ পং) মন্ত্রেণ দেব্যাঃ সম্মুখে ত্রির্ভ্রাময়িত্বা দেবীচরণারবিন্দে সমর্পয়েৎ। ইতি আত্মসমর্পণং। (৮৪)

---

(৮৪) ঘট প্রভৃতিতে পূজা করিতে হইলে এই সময় বিসর্জ্জন করিতে হইবে। প্রথমতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে হইবে, ওঁ আবাহনং ন জানামি ন জানামি বিসর্জ্জনং। পূজাঞ্চৈব ন জানামি ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরি॥ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি। ব্রহ্মযোনি-সমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি যথান্তরং॥ শ্রীদক্ষিণকালিকে দেবি পূজিতাসি ক্ষমস্ব। এই মন্ত্র পাঠের পর সমুদায় আবরণদেবতাকে (রশ্মিবৃন্দ-দেবতাকে) ভগবতীর অঙ্গে মনে মনে বিলীন ভাবনা করিয়া সংহারমুদ্রায় নির্ম্মাল্য পুষ্প লইয়া তাহাতে তেজোময়ী দেবতার অধিষ্ঠান চিন্তাপূর্ব্বক সেই পুষ্প নাসাগ্রে আনিয়া নিশ্বাস দ্বারা সেই তেজোময়ীকে ব্রহ্মরন্ধ্রে (লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে সুষুম্নাপথ দ্বারা) স্বহৃদয়ে আনয়ন পূর্ব্বক মনে মনে পূজা করিয়া আপনাকে দেবীময় ভাবনা করিবে। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবে যে—ওঁ তিষ্ঠ তিষ্ঠ পরে স্থানে স্বস্থানে পরমেশ্বরি। যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে সুরাস্তিষ্ঠন্তি মে হৃদি।

পূজাসঙ্কেত জ্ঞাত না থাকিলে দেবীপূজায় যথোক্ত ফল হয় না, এজন্য আমরা স্বতন্ত্রতন্ত্র হইতে পূজাসঙ্কেত প্রকাশ করিতেছি। পূজাসঙ্কেত এই যে, প্রথমতঃ যখন ভগবতীর পূজা করা হয় তখন ভাবনা করিতে হইবে যে, সমুদায় আবরণদেবতা দেবীর অঙ্গেই বিলীন আছেন। পরে যখন আবরণ পূজা আরম্ভ করা হয় তখন ভাবনা করিতে হইবে যে, সমুদায় আবরণদেবতা দেবীর অঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়া যথোক্ত স্থানে অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর আবরণ পূজার পরে ভগবতীর বিসর্জ্জনকালে অথবা পূজাবসানে পুনর্ব্বার ভাবনা করিতে হইবে যে সমুদায় আবরণদেবতা দেবীর

অথ ঐশান্যাম্ অধোমুখত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা 'ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ জ্যেষ্ঠমাতঙ্গি নমামি উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনি ত্রৈলোক্যবশঙ্করি স্বাহা, ইদং নির্ম্মাল্য-পুষ্পাদিকং উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালিন্যৈ নমঃ' ইতি মন্ত্রেণ নির্ম্মাল্যং পুষ্পং জলং কিঞ্চিৎ নৈবেদ্যমপি মণ্ডলোপরি দদ্যাৎ। (৮৫)

অঙ্গে বিলীন হইলেন। সমুদায় দেবতার পূজাতেই এই পূজাসঙ্কেত, ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক।

(৮৫) কালীকুলামৃততন্ত্রে, ভৈরবতন্ত্রে, শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে, ভৈরবীতন্ত্রে, শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকাতে ও মন্ত্রমহোদধিতে কথিত হইয়াছে, শক্তিপূজায় নির্ম্মাল্য-দ্বারা উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর পূজা করিবে। তন্ত্রসারকার মীমাংসা করিয়াছেন শক্তিপূজায় শেষিকার পূজা করিবে এবং দক্ষিণকালিকাদির পূজায় উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালিনীর পূজা করিবে। শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকা, গন্ধর্ব্বতন্ত্র, যামল প্রভৃতিতে কথিত হইয়াছে শক্তিপূজায় নির্মাল্যবাসিনীর পূজা করিবে। মেরুতন্ত্রে পঞ্চায়তনী পূজাস্থলে কথিত হইয়াছে শক্তির পূজার পর নির্ম্মাল্য দ্বারা চণ্ডে-শ্বরীর পূজা করিবে। পুরশ্চরণচন্দ্রিকায় কথিত হইয়াছে শক্তিপূজার পর ঈশানকোণে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া নির্ম্মাল্যদ্বারা নির্ম্মাল্যবাসিনীর পূজার পর তাঁহার বামদিকে উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর পূজা করিবে। এস্থলে মীমাংসা হইতেছে যে তন্ত্রসারকার যে প্রমাণ দেখিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে শক্তি বিষয়ে শেষিকার পূজা করিবে এবং কালী প্রভৃতি বিষয়ে উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর পূজা করিবে, সেই প্রমাণ পাঠ করিলে কেবল উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর পূজাই প্রতীয়মান হয়। তাহাতে যে শেষিকা শব্দটি আছে তাহা উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর বিশেষণ মাত্র। মেরুতন্ত্রে যে চণ্ডেশ্বরীর পূজার কথা হইয়াছে তাহা পঞ্চায়তনী দীক্ষা বিষয়ে অন্যত্র নহে। পুরশ্চরণচন্দ্রিকাতে যে নির্ম্মাল্যবাসিনী ও উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী এই উভয়ের পূজা কথিত হইয়াছে তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। যদি কেবল একমাত্র উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর পূজা করা হয়, তাহা হইলেও তাহা সিদ্ধ হইবে। কারণ বহুতন্ত্রেই একমাত্র উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর

পূজাই দৃষ্ট হইতেছে। ফলতঃ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী ও নির্ম্মাল্যবাসিনী পৃথক্ মূর্ত্তি নহেন, নামমাত্রে কেবল ভেদ। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে অষ্টাদশপটলে কথিত হইয়াছে, যিনি নির্ম্মাল্যবাসিনী তিনিই শেষিকা, তিনিই উচ্ছিষ্টমাতঙ্গী এবং তিনিই উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী। ঐ গন্ধর্ব্বতন্ত্রে ঊনবিংশ পটলে কথিত হইয়াছে যে নির্ম্মাল্যবাসিনী, শেষিকা, উচ্ছিষ্টমাতঙ্গী এবং উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর একই ধ্যান এবং একই মন্ত্র। সুতরাং ইহারা একই দেবতা নাম মাত্র ভেদ। গন্ধর্ব্বতন্ত্র দৃষ্ট হইলে এই বিষয়ে কোন তন্ত্রের সহিত কোন তন্ত্রের বিরোধ লক্ষিত হয় না। অতএব সাধকগণ নানা তন্ত্রে নানা প্রকার মত দর্শনে ভ্রান্ত না হইয়া কেবল উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর পূজা করিবেন। পরন্তু নির্ম্মাল্যবাসিনী প্রভৃতি যে কোন নামে পূজা করিলেও দোষ হইবে না। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, মেরুতন্ত্রের চণ্ডেশ্বরীও উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর নামান্তর মাত্র। উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর বীজ মূলে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার পূজামন্ত্র গন্ধর্ব্বতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যথা,—লেহ্যচোষ্যান্নপানাদি তাম্বূলমনুলেপনং। নির্ম্মাল্যং ভোজনং তুভ্যং দদামি শ্রীশিবাজ্ঞয়া॥ এই মন্ত্র পাঠের পর বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক নির্ম্মাল্যপুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিবে।

মন্ত্রমহোদধিতে কথিত হইয়াছে যে, দিবসের মধ্যে তিনবার পূজা করিবে। যিনি ত্রিকালীন পূজায় অসমর্থ তিনি প্রতিদিন দুইবার অথবা একবার পূজা করিবেন। সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ব্বদিবসে বিশেষরূপে পূজা করা কর্ত্তব্য। দশোপচার বা পঞ্চোপচারে নিত্যপূজা করিতে হইবে। যিনি তাহাতে অসমর্থ হইবেন তিনি যথাসাধ্য পুষ্পাদিচয়ন বা পূজার আয়োজন করিয়া দিবেন। যিনি তাহাতেও অসমর্থ তিনি একাগ্রমনে অন্যের পূজা দর্শন করিবেন।

অসমর্থ পক্ষে পাঁচপ্রকার পূজার বিধান আছে। যথা,—সাধনাভাবিনী, ত্রাসী, দৌর্ব্বোধী সৌতকী ও আতুরী। যদি পূজাদ্রব্যের অভাব হয় তাহা হইলে কেবল জলদ্বারা অথবা মনে মনে পূজা করিবে। ইহারই নাম সাধনাভাবিনী পূজা। যদি কোন ভয়ের সময় উপস্থিত হয় তাহা হইলে যথালব্ধ উপচারে অথবা মনে মনে পূজা করিলে সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হইবে। ইহার নাম ত্রাসীপূজা। বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও মূর্খেতে যে পূজা করে তাহার নাম দৌর্ব্বোধী পূজা। তাহাদের যেরূপ জ্ঞান সেইরূপই পূজা করিবে। অশৌচ উপস্থিত হইলে স্নান পূর্ব্বক মনে মনে সন্ধ্যা করিয়া মনে মনে দেবতার অর্চ্চনা করিবে; ইহার নাম সৌতকী পূজা। পরন্তু নিষ্কাম হইলে পূর্ব্বের ন্যায় বাহ্যপূজাদি সমুদায় করিবে। (এস্থলে

ইহাও বক্তব্য যে কালী, তারা, বা ত্রিপুরার উপাসক ব্যক্তি সমুদায় বাহ্যপূজা ও জপ করিবেন সন্ধ্যা করিতে পারিবেন না। গায়ত্রীজপেই সন্ধ্যার কার্য্য হইবে। পরন্তু যাঁহারা অভিষিক্ত তাঁহাদের কোন অশৌচ নাই। সুতরাং সন্ধ্যা বা পূজা রহিত হইবে না)। পীড়িত ব্যক্তি স্নান বা পূজা কিছুই করিবে না। দেবমূর্ত্তি বা সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক একটি পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। ইহারই নাম আতুরী পূজা। ঐ রুগ্ন ব্যক্তির রোগ আরোগ্য হইলে গুরু বা ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে যে, আশীর্ব্বাদ করুন আমার যেন পূজা-বিচ্ছেদ জনিত দোষ না হয়। পরে আশীর্ব্বাদ লইয়া পূর্ব্বের ন্যায় দেবতার পূজা করিবে। স্বয়ং সমুদায় আয়োজন করিয়া পূজা করিলে সম্পূর্ণ ফল হয়। অন্য কর্ত্তৃক দত্ত দ্রব্যে অথবা অন্যের আয়োজনে পূজা করিলে অর্দ্ধফল হয়।

তন্ত্ররাজে কথিত হইয়াছে যদি স্নান সন্ধ্যা ও পূজা (একদিন) না হয় তাহা হইলে ১০৮ মূলমন্ত্র জপ করিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে, যদি ঘটনাক্রমে নিত্যকর্ম্ম (দুইদিন বা বহুদিন) না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত জন্য ১০০৮ মূলমন্ত্র জপ করিবে। উত্তরতন্ত্রে কথিত হইয়াছে প্রবাসগত হইলে, দুর্গস্থ হইলে, স্থানপ্রাপ্ত না হইলে, জলপ্লাবন হইলে, কারাগারে বদ্ধ হইলে, ইষ্টদেবতার প্রতি সম্পূর্ণ মন নিবিষ্ট হইলে, সিংহব্যাঘ্রাদি-সমাকুল স্থানস্থ হইলে অথবা শত্রু কর্ত্তৃক দেশ আক্রান্ত হইলে সন্ধ্যা জপ ও পূজাদি সমুদায়ই মনে মনে করিবে।

অথ তারাপূজাপদ্ধতিঃ।

স্তবং পঠন্ যাগমন্দিরং প্রবিশ্য গুরুং পরদেবতাঞ্চ প্রণম্য 'ওঁ বজ্রোদকে হুঁ ফট্‌স্বাহা' ইতি জলং সংশোধ্য তজ্জলং পাত্রান্তরে সংরক্ষ্য শেষজলেন আসনমভ্যুক্ষ্য তত্র উপবিশ্য 'ওঁ হ্রীঁ বিশুদ্ধি সর্ব্বপাপানি শময়াশেষবিকল্পমপনয় হুঁ' ইতি মন্ত্রেণ 'মনসা' হস্তপাদৌ প্রক্ষাল্য 'হ্রীঁ স্বাহা' ইতি ত্রিরাচম্য কামিনীং ধ্যাত্বা (৩৩পৃঃ—৫পং) 'কং' ইতি দশধা জপেৎ। মূলেন ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ত্রিপুণ্ড্রং তিলকং সিন্দূরটীকাঞ্চ গৃহীত্বা 'ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হূঁ ফট্ স্বাহা' ইতি যোনিমুদ্রয়া ভূমিমভিমন্ত্র্য 'ওঁ রক্ষ রক্ষ হূঁ ফট্ স্বাহা' ইতি মুষ্টিনিঃসৃত জলেন ভূমিং শোধয়েৎ। ততঃ সূর্য্যার্ঘ্যং দত্ত্বা গুরুপূজাং বিধায় (৫৭ পৃঃ—১০পং) গুরুস্তোত্রং পঠিত্বা (৫পৃঃ—৬পং) তর্জ্জন্যাং রজতাঙ্গুরীয়কং অনামায়াং স্বর্ণাঙ্গুরীয়কং সন্ধার্য্য মন্ত্রাচমনং কুর্য্যাৎ (৩৫পৃঃ—২৫পং)। অথ পীঠং চিন্তয়েৎ যথা,—শ্মশানং তত্র সঞ্চিন্ত্য তত্র কল্পদ্রুমং স্মরেৎ। তন্মূলে মণিপীঠঞ্চ নানামণিবিভূষিতং॥ নানালঙ্কার-সংযুক্তং মুনিদেবৈর্বিভূষিতং। শিবাভির্বহুমাংসাস্থি-মোদমানাভিরন্ততঃ॥ চতুর্দ্দিক্ষু শবমুণ্ড-চিতাঙ্গারাস্থিসংযুতং। তন্মধ্যে ভাবয়েদ্দেবীং যথোক্তধ্যানযোগতঃ॥' ততঃ সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমেণ আসনাধস্ত্রিকোণমণ্ডলরচনাদিনা আসনং সংশোধ্য গুর্ব্বাদিপ্রণামপর্য্যন্তং কৃত্বা (৪০পৃঃ—৫পং) পুষ্পশোধনং বিধায় (৪১পৃঃ—৭পং)

স্ববামে সামান্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য (৩৪পৃঃ—৬পং) দ্বারপূজাং কুর্য্যাৎ যথা,—(পূর্ব্বদ্বারি) ওঁ হ্রীঁ গাং গণেশায় নমঃ। (দক্ষিণে) ওঁ হ্রীঁ বাং বটুকায় নমঃ। (পশ্চিমে) ওঁ হ্রীঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। (উত্তরে) ওঁ হ্রীঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। (নৈর্ঋত্যাং) ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ। সর্ব্বত্র প্রণবাদি-নমোহন্তেন গন্ধপুষ্পাভ্যাম্ অক্ষতেন বা পূজয়েৎ। ততঃ পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ যথা,—(পীঠমধ্যে) ওঁ শ্মশানায় নমঃ। এবং, কল্পবৃক্ষায়। (তন্মূলে) মণিপীঠায়। নানালঙ্কারেভ্যঃ। মুনিভ্যঃ। দেবেভ্যঃ। বহুমাংসাস্থিমোদমান-শিবাভ্যঃ। শবমুণ্ডেভ্যঃ। চিতাঙ্গারাস্থিভ্যঃ। (অগ্ন্যাদি-পূর্ব্বপর্য্যন্তম্ অষ্টদলেষু) ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। এবং, সরস্বত্যৈ। রত্যৈ। প্রীত্যৈ। কীর্ত্ত্যৈ। শান্ত্যৈ। পুষ্ট্যৈ। তুষ্ট্যৈ। (মধ্যে) হ্সৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ। সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোহন্তেন গন্ধপুষ্পাভ্যাম্ অক্ষতেন বা পূজয়েৎ। ততঃ ওঁ মণিধরিবজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বহা ইতি বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিং (শিখাং) বদ্ধা 'ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় হুং ফট্ স্বাহা' ইতি নারাচমুদ্রয়া অক্ষত-প্রক্ষেপেণ, দিব্য-দৃষ্ট্যাবলোকনেন, ফট্ ইতি মন্ত্রেণ বামপার্ষ্ণিঘাতত্রয়েণ চ দিব্যান্তরীক্ষ-ভৌমান্ বিঘ্নান্ উৎসার্য্য, ফট্ ইতি ঊর্দ্ধোর্দ্ধ-তালত্রয়ং দত্ত্বা ছোটিকাভির্দশদিগ্বন্ধনং কুর্য্যাৎ। ততঃ পূর্ব্ববৎ (৪১পৃঃ—৭পং) গন্ধপুষ্পাভ্যাং করৌ সংশোধ্য আং হুং ফট্ স্বাহা ইতি ব্যাপকত্বয়া কায়বাক্‌চিত্তং শোধয়েৎ। ততঃ অনুলোমবিলোমকৃত-সবিন্দু-মাতৃকাবর্ণপুটিত-বীজমন্ত্র-জপেন অথবা অং, কং, চং, টং, তং, পং, যং, শং, ইত্যষ্টবর্গা-

ন্যস্তবর্ণপুটিত-বীজমন্ত্রজপেন মন্ত্রশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ। মূলান্তে ফট্ ইতি মন্ত্রেণ সমস্ত-পূজাদ্রব্যং সংপ্রোক্ষ্য ধেনুমুদ্রাং দর্শয়েৎ। ইতি দ্রব্যশুদ্ধিঃ।

অথ ভূতশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ যথা,---স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা হংসঃ ইতি মন্ত্রেণ কুলকুণ্ডলিনীং জীবাত্মানং বৈলোম্যেন চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি চ সুষুম্নাবর্ত্মনা শিরোঽবস্থিতপরমাত্মনি পরমশিবে সংযোজ্য 'হ্রীং' কারং রক্তবর্ণং নাভৌ ধ্যায়ন্ পূরকেণ তস্য ষোড়শবার-জপেন তদুদ্ভূতেন অগ্নিনা লিঙ্গশরীরং সন্দহ্য 'স্ত্রীং'কারং পীতবর্ণং হৃদি চিন্তয়ন্ কুম্ভকেন তস্য চতুঃষষ্টিবার-জপেন তদুদ্ভূতেন বায়ুনা ভস্ম প্রোৎসার্য্য 'হুং'কারং শ্বেতবর্ণং শিরসি ধ্যায়ন্ রেচকেন তস্য দ্বাত্রিংশদ্বার-জপেন তদুদ্ভূতেন অমৃতেন তদস্থি প্লাবিতং কৃত্বা সমস্তম্ অপগতব্যথং বিশ্বং শরীরমাপ্লাবয়েৎ। তত আত্মানম্ অপগতব্যথং নির্ম্মলং দেবতাভেদেন চিন্তয়েৎ। তস্মিন্ বিশ্বব্যাপক-বারিণি আঃকারাৎ রক্তপঙ্কজং তদুপরি টাঙ্কারাৎ শ্বেতপঙ্কজং তদুপরি নীলসন্নিভং হূংকারং তদুপরি হূংকারবীজভূষিতাং কর্ত্তৃকাং ধ্যায়েৎ। ততঃ সোঽহং ইতি মন্ত্রেণ জীবং হৃদয়মানীয় কুলকুণ্ডলিনী-পৃথিব্যাদীনি যথাক্রমেণ স্ব স্ব স্থানে স্থাপয়িত্বা দেবতাং ধ্যাত্বা 'আং হ্রীঁ ক্রোং স্বাহা' ইতি মন্ত্রং স্বশিরসি একাদশবারং জপ্ত্বা, আং হ্রীঁ ক্রোং ইত্যাদি (১০৬পৃঃ---১০পং) একজটা (নীলসরস্বতী) দেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ ইত্যাদিক্রমেণ আত্মনি দেবতায়াঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা আত্মানং তারিণীময়ং বিভাব্য ধ্যানং কুর্য্যাৎ যথা,---প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং। খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং

ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ ॥ নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাং। চতুর্ভুজাং ললজ্জিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাং ॥ খড়্গকর্ত্তৃ-সমাযুক্ত-সব্যেতরভুজদ্বয়াং। কপালোৎপলসংযুক্ত-সব্যপাণি যুগান্বিতাং ॥ পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাং। বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রয়ভূষিতাং ॥ জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীং। সাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূ-ষিতাং ॥ বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাং। অক্ষোভ্যো দেবীমূর্দ্ধন্য-স্ত্রিমূর্ত্তির্নাগরূপধৃক্ ॥ (পঞ্চমুদ্রা-বিভূষিতাম্ অর্থাৎ ললাটে শ্বেতাস্থিপট্টিকাচতুষ্টয়ান্বিত-কপালপঞ্চকভূষিতাং।) ইতি ভূতশুদ্ধিঃ।

অথ মানসপূজা (৯৯ পৃঃ—১ পং)। অথ দানার্ঘ্যস্থাপনং (১০০পৃঃ ১পং)। (৮৬)। ততঃস্ত্রীঁ বীজেন হূঁ বীজেন বা প্রাণায়ামং

(৮৬ কালীপূজায় যেরূপে দানার্ঘ্য স্থাপন করিতে হয় এখানেও সেইরূপ পরন্তু বিশেষ এই যে, যদি ষড়ঙ্গদেবতাভ্যো নমঃ এই বলিয়া সংক্ষেপে ষড়ঙ্গ-দেবতার পূজা করা হয় তাহা হইলে কোন প্রভেদ নাই। যদি ষড়ঙ্গদেবতার পৃথক্ পৃথক্ পূজা করা হয় তাহা হইলে একজটার বা নীলসরস্বতীর ষড়ঙ্গমন্ত্র দেখিয়া তদনুসারে ষড়ঙ্গপূজা করিতে হইবে। যথা, একজটাপক্ষে,—ওঁ হ্রাং একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ হ্রীং তারিণ্যৈ শিরসে স্বাহা শিরোঽঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ হূঁ বজ্রো-দকে শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ হ্রৈং উগ্রজটে কবচায় হুঁ কবচাঙ্গ-শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ হ্রৌঁ মহাপ্রতিসরে নেত্র-ত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈক-জটে করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। নীলসরস্বতীপক্ষে যথা,—ওঁ হ্রাং অখিলবাগ্রূপিণ্যৈ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গ-শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপ ওঁ হ্রীঁ অখণ্ডবাগ্রূপিণ্যৈ শিরসে

কুর্য্যাৎ (৪৩পৃঃ ১৪পং)। অথ মাতৃকান্যাসঃ (৫২পৃঃ ১৮পং) (৮৭)
ততো বর্ণন্যাসঃ (৫২পৃঃ ১পং)। অথ পীঠন্যাসঃ। (হৃদি মৃগ-

স্বাহা শিরোঽঙ্গশক্তিশ্রীপা—: ওঁ হ্রূঁ ব্রহ্মবাগ্র্পিণ্যৈ শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তি-শ্রীপা—। ওঁ হ্রৈং বিষ্ণুবাগ্র্পিণ্যৈ কবচায় হুঁ কবচাঙ্গশক্তিশ্রীপা। ওঁ হ্রৌং রুদ্রবাগ্র্পিণ্যৈ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপা। ওঁ হ্রঃ সর্ব্ববাগ্র্পিণ্যৈ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

তারার উপচার দিবার মন্ত্র স্বতন্ত্র, সুতরাং অর্ঘ্যের উপরি তাঁহাকে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা পূজার সময় তদনুসারে পূজা করিতে হইবে। যথা, (বীজ) শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্ স্বাহা এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীএকজটায়ৈ (নীলসরস্বত্যৈ) দেবতায়ৈ বৌষট্।

(৮৭) তারারহস্যে তারাপূজাস্থলে মাতৃকান্যাস ও পীঠন্যাস দেওয়া হইয়াছে। তাহার প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পরন্তু তন্ত্রসারকার বলিয়াছেন যে, পীঠন্যাস ও মাতৃকান্যাস ফেৎকারিণীতন্ত্রে উক্ত হয় নাই বলিয়া লেখা হইল না। তিনি ফেৎকারিণীতন্ত্র হইতে প্রমাণ তুলিয়াছেন যে, 'অত্রোক্তমাচরেৎ সম্যক্ নান্যৎ সঞ্চারয়েদ্ বুধঃ।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে যেরূপ বলা হইল তাহাই করিবে অন্য কিছু যোগ করিয়া দিবে না, অর্থাৎ পীঠন্যাস ও মাতৃকা-ন্যাস করিবে না। আমরা ফেৎকারিণীতন্ত্রে তারাপূজাস্থলে উক্ত বচন প্রাপ্ত হইলাম না। যদিও কোন পুস্তকে ঐ বচন থাকে তাহা হইলেও তদনুসারে নিত্য নৈমিত্তিক পূজার ব্যবস্থা দিতে পারি না কারণ, ফেৎকারিণীতন্ত্রে ষট্কর্ম্ম-প্রসঙ্গে ঐ তারাপূজা কথিত হইয়াছে। সুতরাং ষট্কর্ম্মবিষয়ে অর্থাৎ কাম্য-পূজায় পীঠন্যাস ও মাতৃকান্যাস না করিলেও ক্ষতি নাই।

প্রাচীন পদ্ধতিতে তারাবিষয়ে অন্তর্মাতৃকান্যাসে বিভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে যথা,—সহস্রদল কমলের কর্ণিকার নিম্নে দ্বাদশদলের উপরি অকথাদিরেখা নামক ত্রিকোণ যন্ত্র চিন্তা করিয়া সেই স্থলে আপনার বামদিকের রেখায় বিন্দুযুক্ত অকারাদি ষোড়শবর্ণ ন্যাস করিবে। ঊর্দ্ধরেখায় ঐরূপ ককারাদি ষোড়শবর্ণ ন্যাস করিয়া দক্ষিণ রেখায় ঐরূপ থকারাদি ষোড়শবর্ণ ন্যাস পূর্ব্বক

মুদ্রয়া) পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। (৮৮)। ততঃ ষোঢ়ান্যাসং কুর্য্যাৎ (৯৬পৃঃ ১২ পং)। (৮৯) তত ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা,—(কৃতাঞ্জলিঃ) অস্য মন্ত্রস্য অক্ষোভ্যঋষি-

---

অবশিষ্ট হ ল ক্ষ এই তিনটি বর্ণ বিন্দুযুক্ত করিয়া ঐরূপে তিন কোণে ন্যাস করিবে। প্রাচীন পদ্ধতিতে বাহ্যমাতৃকাধ্যানও স্বতন্ত্র দৃষ্ট হইতেছে যথা,—শারৎপূর্ণেন্দুশুভ্রাং সকলগুণময়ীং লোলবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাং, শুক্লালঙ্কারভূষাং শশিমুকুটজটাটোপযুক্তাং প্রসন্নাং। পুস্তস্রক্‌পূর্ণকুম্ভং বরমপি দধতীং শুক্লপট্টাম্বরাঢ্যাং, বাগ্‌দেবীং পদ্মবক্ত্রাং, কুচভরনমিতাং চিন্তয়েৎ সাধকেন্দ্রঃ॥ পূর্ব্বে যেরূপ অন্তর্মাতৃকান্যাস ও বাহ্যমাতৃকাধ্যান বলা হইয়াছে এখানে সেরূপ না বলিয়া অন্যরূপ বলা হইল। এ উভয় প্রকারই তন্ত্রসঙ্গত, সুতরাং সাধকের যেরূপ ইচ্ছা বা গুরূপদেশ তাহাই করিবেন।

সমর্থ হইলে এই স্থলে মৃগমুদ্রা দ্বারা দ্বাদশযোনিন্যাস করিবে যথা,—(মস্তকে) ওঁ যোনিবেদ্যায়ৈ নমঃ। (এইরূপ মুখে) যোনিনিত্যায়ৈ। (কণ্ঠে) যোনিরূপায়ৈ। (হৃদয়ে) যোনিমধ্যায়ৈ। (উদরে) যোনিসিদ্ধায়ৈ। (নাভিতে) যোনিকৃত্যায়ৈ। (মূলাধারে) যোনিদায়ৈ। (দক্ষপাদে) যোনিহায়ৈ। (বামপাদে) যোনিসাধ্যায়ৈ। (দক্ষিণ হস্তে) যোনিজ্ঞানায়ৈ (বাম হস্তে) যোনিপায়ৈ। (সর্ব্বাঙ্গে) যোনিপুণ্যায়ৈ। সর্ব্বত্র আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ দিয়া ন্যাস করিবে।

(৮৮) বিশেষরূপ পীঠন্যাস যথা, মৃগমুদ্রা দ্বারা হৃৎপদ্মের কেশরসমুদায়ে ওঁ শ্মশানায় নমঃ ইত্যাদি। অগ্ন্যাদি অষ্টদলে ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ইত্যাদি (১৪১ পৃঃ—৭ পং)।

(৮৯) তারার গুহ্যষোঢ়া যথা,—ওঁ।১। হ্রীঁ।২। স্ত্রীঁ।৩। হূঁ।৪। ফট্।৫। ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্।৬। এই ছয়টি বীজ মাতৃকাবর্ণদ্বারা পুটিত করিয়া এবং এই ছয়টি বীজদ্বারা মাতৃকাবর্ণ পুটিত করিয়া যথাক্রমে মাতৃকান্যাসস্থানে সেই সেই মাতৃকামুদ্রায় ন্যাস করিলেই ষোঢ়ান্যাস হইবে। যথা অং ওঁ অং, আং ওঁ আং ইত্যাদি। ওঁ অং ওঁ, ওঁ আং ওঁ ইত্যাদি।১। অং হ্রীঁ অং, আং হ্রীঁ আং ইত্যাদি।

বৃহতীচ্ছন্দঃ শ্রীমদেকজটা-(নীলসরস্বতী-) দেবতা হূঁ বীজং ফট্ শক্তিঃ হ্রীঁ স্ত্রীঁ কীলকং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-চতুর্বর্গসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি অক্ষোভ্যঋষয়ে নমঃ। মুখে বৃহতী-চ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীমদেকজটায়ৈ (নীলসরস্বতীপক্ষে, নীলসরস্বত্যৈ) দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হূঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ ফট্ শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে হ্রীঁ স্ত্রীঁ কীলকায় নমঃ। অথ করাঙ্গন্যাসৌ (একজটাপক্ষে), হ্রাং একজটায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীঁ তারিণ্যৈ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রূঁ বজ্রোদকে মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈঁ উগ্রজটে অনামিকা-ভ্যাং হূঁ। হ্রৌঁ মহাপ্রতিসরে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈকজটে করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়া-দিষু। (নীলসরস্বতীপক্ষে তু) হ্রাঁ অখিলবাগ্রূপিণ্যৈ

হ্রীঁ অং হ্রীঁ, হ্রীঁ আং হ্রীঁ ইত্যাদি ।২। অং স্ত্রীঁ অং, আং স্ত্রীঁ আং, ইত্যাদি। স্ত্রীঁ অং স্ত্রীঁ, স্ত্রীঁ আং স্ত্রীঁ ইত্যাদি ৩। অং হূঁ অং, আং হূঁ আং ইত্যাদি। হূঁ অং হূঁ, হূঁ আং হূঁ ইত্যাদি। ৪। অং ফট্ অং, আং ফট্ আং ইত্যাদি। ফট্ অং ফট্, ফট্ আং ফট্ ইত্যাদি।৫। অং ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্ অং, আং ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্ আং ইত্যাদি। ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্ অং ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্, ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্ আং ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্ ইত্যাদি।৬। অনন্তর বীজ পাঠপূর্ব্বক তিনবার ব্যাপকন্যাস করিবে অথবা প্রণবপুটিত মূলমন্ত্র দ্বারা সাতবার বা পাঁচবার ব্যাপকন্যাস করিবে। ব্যাপকন্যাসের রীতি—৯৮পৃঃ—৩পং। এই ব্যাপকন্যাস ষোঢ়া-ন্যাসের একটি অঙ্গ। পূর্ব্বে যে সংক্ষেপষোঢ়া ও কালীষোঢ়া (৯৬পৃঃ—১২পং) দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি ষোঢ়ান্যাস করিলেও সিদ্ধি হইতে পারে। ফলতঃ আরও অনেক প্রকার ষোঢ়ান্যাস ও মহোষোঢ়ান্যাস আছে। তাহা নিত্যপূজার অনুপযোগী বলিয়া এস্থলে দেওয়া হইল না। নৈমিত্তিক পূজায় ও কাম্য পূজায় যদি আবশ্যক হয় তাহা দেওয়া হইবে।

অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীঁ অখণ্ডবাগ্রূপিণ্যৈ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রূঁ ব্রহ্মবাগ্রূপিণ্যৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈঁ বিষ্ণুবাগ্রূপিণ্যৈ অনামিকাভ্যাং হূঁ। হ্রৌঁ রুদ্রবাগ্রূপিণ্যৈ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ সর্ব্ববাগ্রূপিণ্যৈ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। সর্ব্বত্র আদৌ প্রণবো দেয়ঃ। অথ তত্ত্ব-ন্যাসঃ—মূলং ত্রিখণ্ডং বিধায় প্রথমখণ্ডান্তে আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইতি পাদাদি নাভিপর্য্যন্তং, দ্বিতীয়খণ্ডান্তে বিদ্যা-তত্ত্বায় স্বাহা ইতি নাভ্যাদি হৃদয়পর্য্যন্তং, তৃতীয়খণ্ডান্তে শিবতত্ত্বায় স্বাহা ইতি হৃদাদি শিরঃপর্য্যন্তং ন্যসেৎ (৯৭পৃঃ-৬পং দ্রষ্টব্যম্)। অথ বীজন্যাসঃ (তত্ত্বমুদ্রয়া ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ ললাটপর্য্যন্তং) ওঁ নমঃ। (ললাটাৎ মুখপর্য্যন্তং) হ্রীঁ নমঃ। (মুখাৎ কণ্ঠপর্য্যন্তং) স্ত্রীঁ নমঃ। (কণ্ঠাৎ হৃদয়-পর্য্যন্তং) হূঁ নমঃ। (হৃদয়াৎ নাভিপর্য্যন্তং) ফট্ নমঃ।

॥০॥ রহস্যপূজা ॥০॥

অথ কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তপুষ্পাঞ্জলিং বিরচয্য আত্মাভেদেন দেবতাং ধ্যায়েৎ যথা,—(বীজ) প্রত্যালীঢ়পদার্পিতাঙ্ঘ্রি-শবহৃদ্ঘোরাট্টহাসা পরা। খড়্গেন্দীবরকর্ত্তৃখর্পরভুজা হূঙ্কারবীজোদ্ভবা॥ খর্ব্বা নীলবিশালপিঙ্গলজটাজূটৈকনাগৈ-র্যুতা। জাড্যং ন্যস্য কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ং॥ (৯০)। এবং ধ্যাত্বা পূর্ব্বোক্তরীত্যা বামনাসাপুটেন

---

(৯০) যদি সাধক সমর্থ হন তাহা হইলে দেবতার ধ্যান পূর্ব্বক দেবতার মস্তকে পুষ্প সংস্থাপন করিয়া ধ্যানরহস্য ভাবনা করিবেন যথা,—দেবীমভিনব-জলধরনীলাং লম্বোদরীং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতশোভিতকটীং পীনোন্নতপয়োধরাং

দেবীং কুসুমাঞ্জলাবানীয় (১০৪পৃঃ ৪পং) পূজাযন্ত্রে সংস্থাপয়েৎ। (৯১)। ততো ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য, পরমী-করণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য, এং বীজমুচ্চার্য্য যোনিমুদ্রাং, হ্রীঁ বীজমুচ্চার্য্য ভূতিনীমুদ্রাং, ঐঁ বীজমুচ্চার্য্য বীজমুদ্রাং, স্ত্রীঁ বীজমুচ্চার্য্য দৈত্যধূমিনীমুদ্রাং, হূঁ বীজমুচ্চার্য্য লেলিহামুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ। অথ মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ পঞ্চোপচারেণ বা পূজয়েৎ। উপচারদানকালে সর্ব্বত্র

রক্তবর্ত্তুলনেত্রত্রয়াং পৃষ্ঠেহতিনীলজটাজূটাং শীর্ষে অক্ষোভ্যমহাদেবকৃতনাগ-ফণাতিশোভিতাং পার্শ্বদ্বয়ে লম্বমান-নীলোৎপলমালাং (অস্থিপট্টিকাচতুষ্টয়যুক্ত) পঞ্চমুদ্রাস্বরূপ-শুভ্রত্রিকোণাকার-কপালপঞ্চকাম্ অতিনীলজটাজূটাং বিস্তীর্ণ-চমরিকাকেশবৎ মহাবিগলিতচিকুরাং শুভ্রবর্ণতক্ষকনাগকৃতকঙ্কণাং রক্তবর্ণনাগ-কৃতস্বল্পহারাং চিত্রিতবর্ণ-শেষনাগকৃতহারাং স্বর্ণবর্ণ-স্বল্পনাগ-পাদাঙ্গুরীয়কাম্ ঈষদ্রক্তনাগকৃতকটিসূত্রাং দূর্ব্বাদলশ্যামলনাগকৃতবলয়াং চন্দ্রসূর্য্যবহ্নিকৃতনেত্রত্রয়াং কোটিকোটি-বালরবিচ্ছবি-কৃতদক্ষিণনেত্রাং কোটিকোটিবালচন্দ্রকৃতবামনেত্রাং লক্ষলক্ষদহনকৃত ঊর্দ্ধনেত্রাং ললজ্জিহ্বাং মহাকালশবরূপহৃদয়স্থিতসঙ্কুচিতদক্ষিণ-চরণাং শবপাদদ্বয়স্থিতপ্রসারিতবামচরণাম্ এতেন প্রত্যালীঢ়পদাং সদ্য-শ্ছিন্নগলরুধির-অন্যোন্যকেশগ্রথিত-মুণ্ডমালাবলীরমাং সর্ব্বস্ত্রালঙ্কারশোভিতাং মহামোহবিমোহিনীং মহামোক্ষবিদায়িনীং বিপরীতরতাসক্তাং রত্যাবেশস্মে-রাননাং দক্ষিণহস্তাধোধৃতকর্ত্তৃকাং তদূর্দ্ধে লক্ষচন্দ্রহাসখড়্গাধরাং বামোর্দ্ধে সর্ব্ব-শিষ্যাণাং ভয়হরণায় আসবগলিতনীলোৎপলকিঞ্চিদ্বিকস্বর-রক্তনাগধরাং তদধঃ কপালচষকসদ্যঃকৃত্তমুণ্ডশোভিতভুজাং হুঙ্কারবীজোদ্ভবাং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডানাং কর্ত্রীং ক্ষপয়িত্রীং ষোড়শাব্দাং সর্ব্বজ্ঞানবিধায়িনীং ধ্যাত্বাবাহয়েৎ।

(৯১) অপ্রতিষ্ঠিত যন্ত্রে বা ঘটস্থাপন করিয়া পূজা করিতে হইলে এই সময় প্রার্থনা, আবাহনাদি-পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক আবাহন, জীবন্যাস সম্পন্ন করিয়া দেবীর অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে (১০৫পৃঃ—২০পং)। ষড়ঙ্গন্যাসমন্ত্র (১৪৬পৃঃ—৭পং)।

মূলমন্ত্রান্তে শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা, ইতি মন্ত্রঃ পঠনীয়ঃ। যথা, (মূলমন্ত্রঃ) শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা, এতৎ পাদ্যং শ্রীমদেকজটায়ৈ (শ্রীনীলসরস্বত্যৈ) দেবতায়ৈ নমঃ। এবং, এষঃ অর্ঘঃ...স্বাহা। ইদমাচমনীয়ং...স্বধা। ইদং স্নানীয়ং...নমঃ (নিবেদয়ামি)। এষ গন্ধঃ...নমঃ। ইদং সচন্দনপুষ্পং... বৌষট্। ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং...বৌষট্। এষ ধূপঃ... নমঃ। এষ দীপঃ...নমঃ। ইদং নৈবেদ্যং...নিবেদয়ামি। ইদং পানার্থোদকং...নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ং... স্বধা। ইদং তাম্বূলং...নিবেদয়ামি। উপচারদানস্য বিশেষ-বিবরণন্তু কালীপূজায়ামুপচারদানে দ্রষ্টব্যম্ (১০৭ পৃঃ—১২পং)। অথ বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া সামান্যার্ঘ্যোদকং দক্ষিণহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া অক্ষতং গৃহীত্বা উভয়তত্ত্বমুদ্রাযোগেন, '(বীজ) শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা শ্রীমদেকজটাং (শ্রীমন্নীলসরস্বতীং) দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা' ইতি দেব্যাঃ মুখে সন্তর্প্য, (বীজ) শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা এষ সচন্দনপুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীমদেকজটায়ৈ (শ্রীমন্নীলসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ বৌষট্' ইতি মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাদপদ্মে, সর্ব্বাঙ্গে চ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ অথবা সর্ব্বাঙ্গে একমঞ্জলিং দত্ত্বা (এং বীজমুচ্চার্য্য) যোনিমুদ্রাং, (হ্রীঁ, ইতি) ভূতিনীমুদ্রাং, (ঐঁ, ইতি) বীজমুদ্রাং, (স্ত্রীঁ, ইতি) দৈত্যধূমিনীমুদ্রাং, (হূঁ, ইতি) লেলিহামুদ্রাঞ্চ প্রদর্শ্য প্রণমেৎ।

অথ যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য কৃতাঞ্জলিঃ প্রার্থয়েৎ,—দেবি আজ্ঞাপয় আবরণদেবতাস্তে পূজয়ামি। অথ আত্মানং প্রাপ্তা-নুজ্ঞং বিভাব্য গন্ধপুষ্পেণ আবরণদেবতাঃ পূজয়েৎ যথা,—অং অক্ষোভ্যঃ স্বাহা ওঁ অক্ষোভ্য বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা অক্ষোভ্যঋষিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইতি মৌলৌ পূজয়েৎ। ওঁ হ্রীঁ আবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ইতি গন্ধপুষ্পাভ্যাং পূজয়েৎ। ওঁ হ্রীঁ আবরণদেবতা-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা, ইতি বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া সামান্যার্ঘ্যোদকং দক্ষিণ-হস্ততত্ত্বমুদ্রয়া অক্ষতং গৃহীত্বা উভয়তত্ত্বমুদ্রাযোগেন দেব্যঙ্গে তর্পয়েৎ। (৯২)

---

(৯২) আবরণ দেবতাদিগের পৃথক্ পৃথক্ পূজা যথা—কেশরের অগ্নি-কোণ, ঈশানকোন, নৈর্ঋতকোণ, বায়ুকোণ, মধ্যস্থল ও চতুর্দ্দিক এই ছয় স্থান লক্ষ্য করিয়া যথাক্রমে ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। অথবা দেবতার ষড়ঙ্গ লক্ষ্য করিয়াই ষড়ঙ্গপূজা করিবে যথা, একজটাপক্ষে,—ওঁ হ্রাঁ একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইত্যাদি (১৪৩ পৃঃ—১৭ পং)। নীল-সরস্বতীপক্ষে (১৪৩পৃঃ—২৪পং)। পরে মূলানুসারে দেবীর মৌলিতে অক্ষোভ্যের পূজা করিবে। অক্ষোভ্যের ধ্যান যথা,—সহস্রাদিত্যসঙ্কাশং নাগরূপধরং শুভং। বিদ্যুৎকোটিসমাযুক্তং বহ্নিভাস্করলোচনং॥ সার্দ্ধত্রিবলয়োপেতং জটাকোট্যগ্রসং-স্থিতং। মহালাবণ্যসংযুক্তং সুরাসুরনমস্কৃতং॥ সূর্য্যবিদ্যুৎপ্রভং ভাস্বন্মহারত্নং শিরোপরি। এতদ্রূপং মহাকায়ং দেবৈরপি সুপূজিতং॥ এবং ধ্যাত্বা। এইরূপ ধ্যান করিয়া পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্পে পূজা করিবে। পূজামন্ত্র মূলে আছে। অনন্তর পীঠের উত্তরে বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ গুরুপংক্তির পূজা করিবে। 'সর্ব্বত্র গুরুপূজায় অগ্রে পাদুকামন্ত্র বা ঐঁ বীজ যোগ করিতে হইবে। যথা, (পাদুকা বা ঐঁ বীজ) ঊর্দ্ধকেশানন্দনাথ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা,, ঊর্দ্ধকেশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (পাদুকা বা ঐঁ বীজ) ব্যোম-

কেশানন্দনাথ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা, ব্যোমকেশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপ সর্ব্বত্র পূজামন্ত্র একই প্রকার, কেবল নামমাত্র বিভিন্ন হইবে। (এইরূপ) নীলকণ্ঠানন্দনাথ। বৃষধ্বজানন্দনাথ। ইঁহারা দিব্যৌঘগুরু)। বশিষ্ঠানন্দনাথ। কূর্ম্মনাথানন্দনাথ। মীননাথানন্দনাথ। মহেশ্বরানন্দনাথ। হরিনাথানন্দনাথ। (ইঁহারা সিদ্ধৌঘগুরু)। তারাবতীদেব্যম্বা। ভানুমতীদেব্যম্বা। জয়াদেব্যম্বা। বিদ্যাদেব্যম্বা। মহোদরীদেব্যম্বা। ফেরবীদেব্যম্বা। সুখানন্দনাথ। পরানন্দনাথ। পারিজাতানন্দনাথ। কুলেশ্বরানন্দনাথ। বিরূপাক্ষানন্দনাথ। (ইঁহারা মানবৌঘগুরু)।

তারাবতীদেব্যম্ব বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা তারবতীদেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ এইরূপে স্ত্রীগুরুসম্প্রদায়ের পূজা করিবে।

পরে পূর্ব্বাদি দল হইতে অষ্টদলে অষ্টযোগিনীর পূজা করিবে যথা,—(পূর্ব্বদলে) মহাকালীদেব্যম্ব বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা, মহাকালীদেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ অগ্নিকোণদলে) রুদ্রাণীদেব্যম্বা। (এইরূপ ক্রমশঃ) উমাদেব্যম্বা। ভীমাদেব্যম্বা। ঘোরাদেব্যম্বা। ভ্রামরীদেব্যম্বা। মহারাত্রিদেব্যম্বা। ভৈরবীদেব্যম্বা। (পরে পূর্ব্বদলে) বৈরোচন বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা, বৈরোচনশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (দক্ষিণদলে ঐরূপ) শঙ্খ। (পশ্চিমদলে) পাণ্ডুর। (উত্তরদলে) পদ্মনাভ। (অগ্নিকোণদলে) অসিতাভ। (নৈঋ‌্তদলে) নামক। (বায়ুদলে) মামক। (ঈশানদলে) তারক। (ঐরূপ পূর্ব্বাদি দ্বারচতুষ্টয়ে) পদ্মান্তক। যমান্তক। বিঘ্নান্তক। নরান্তক। পরে অস্ত্রপূজা যথা—(দক্ষিণাধোহস্তে) ওঁ কর্ত্তৃকে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা, কর্ত্তৃকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (দক্ষিণোর্দ্ধহস্তে ঐরূপ) খড়্গ। (বামোর্দ্ধহস্তে) ইন্দীবর। (বামাধোহস্তে) সদ্যঃকৃত্তশিরঃসহিত-চষক। (চরণতলে) শবরূপশিব। সর্ব্বত্র পূজা একই প্রকার। প্রথমতঃ সম্বোধনান্ত নাম তৎপরে 'বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা, তৎপরে অমুক শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপে আবরণদেবতার পূজা করিতে হইবে। এইরূপে শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ বলিয়া পুরুষ দেবতার ও তর্পয়ামি স্বাহা বলিয়া স্ত্রীদেবতার তর্পণ করা যাইতে পারে। আবরণপূজার দিঙ্‌নিরূপণ (১১৯পৃঃ—১০পং)।

অথ দেব্যা দক্ষিণে সদ্যোজাতমহাকালভৈরবং দশোপচারেণ পঞ্চোপচারেণ বা পূজয়েৎ। ধ্যানং যথা,—মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ইত্যাদি (১২২পৃঃ—১পং)। মন্ত্রো যথা, হূঁ ক্ষ্রৌঁ যাং রাং লাং বাং আং ক্রোং (সদ্যোজাত) মহাকালভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীঁ শ্রীঁ ফট্ স্বাহা। পূজামন্ত্রো যথা,—(বীজ) সদ্যোজাতমহাকালভৈরব বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা এষ গন্ধঃ সদ্যোজাত-মহাকালভৈরবায় শিবায় নমঃ। ইত্যাদি।

অথ দশোপচারেণ পঞ্চোপচারেণ বা পুনর্দেবীং পূজয়েৎ। অথ সাবরণাং দেবীং তর্পয়েৎ যথা,—(বীজ) শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতিচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা, সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ সদ্যোজাত-মহাকালভৈরবাসহিতায়াঃ শ্রীমদেকজটা-দেব্যাঃ (শ্রীমন্নীলসরস্বতীদেব্যাঃ) শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা, ইতি পূর্ব্ববৎ দেব্যঙ্গে তর্পয়েৎ।

অথ পূর্ব্বোক্তরীত্যা অন্নব্যঞ্জনাদিকং ত্রিকোণমণ্ডলোপরি সংস্থাপ্য সংশোধ্য (১২৩পৃঃ ৬ পং) নিবেদয়েৎ যথা,—(বীজ) শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্ স্বাহা, ইদং সোপকরণান্নং সাঙ্গায়ৈ সাবরাণায়ৈ সায়ুধায়ৈ সপরিবারায়ৈ সবাহনায়ৈ সদ্যোজাত-মহাকালভৈরব-সহিতায়ৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ (শ্রীমন্নীলসরস্বত্যৈ) দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি। শেষং পূর্ব্ববৎ (১২৩পৃঃ—১০পং)। অথ মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাদপদ্মে, সর্ব্বাঙ্গে চ পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা পূর্ব্ববৎ

তত্তৎ বীজমুচ্চার্য্য যোন্যাদি-পঞ্চমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ (১৪৯ পৃঃ—২০ পং) (৯৩)।

অথ কালীপূজা-পদ্ধতিক্রমেণ যথাযথং নীরাজনং নিত্য-হোমং সংক্ষিপ্ত-হোমং বা জপং জপসমর্পণং প্রণামং স্তব-কবচপাঠং প্রদক্ষিণীকরণং. প্রণামম্ আত্মসমর্পণং উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালিনী-পূজাঞ্চ কুর্য্যাৎ (১২৫পৃঃ—১৩৭পৃঃ) (৯৪)।

---

(৯৩) পূজান্তে বলিদিবার বিধি আছে। বলিদান যথা,—বামদিকে ত্রিকোণ, বৃত্ত ও চতুরস্র মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মণ্ডলায় নমঃ এই মন্ত্রে মণ্ডল পূজাপূর্ব্বক তথায় আধারোপরি বলিপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে তণ্ডুল, দধি, হরিদ্রা, লবণ, আর্দ্রক, মাংস, দগ্ধমীন, তীর্থ, জল প্রভৃতি উপস্থিত দ্রব্য সংস্থাপন পূর্ব্বক বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামাযোগে ধারণ করিয়া, ওঁ হ্রীঁ শ্রীমদেকজটে (শ্রীমন্নীলসরস্বতি) মহাযক্ষাধিপতয়ে ময়োপনীতং বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন গৃহ্নাপয় গৃহ্নাপয় মম সর্ব্বশান্তিং কুরু কুরু গরবিন্তামাক্রম্যাক্রম্য ত্রুট ত্রুট ছিন্ধি ছিন্ধি (ভিন্ধি ভিন্ধি) সর্ব্বজগদ্বশমানয় হ্রীঁ স্বাহা, এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া, (বীজ) শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্ স্বাহা এষ বলিঃ শ্রীমদেকজটায়ৈ (শ্রীমন্নীলসরস্বত্যৈ) দেবতায়ৈ নমঃ। এই মন্ত্রে নিবেদন করিবে। ইচ্ছা হইলে এই সময় ছাগাদি বলি দিতে পারা যায়। (১২৩পৃঃ—১৩পং)।

(৯৪) নিত্যহোমে বিশেষ এই যে, ষড়ঙ্গহোমের সময় কালীর ষড়ঙ্গ-মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া নিজ নিজ ইষ্টদেবতার ষড়ঙ্গমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। যে যে স্থলে দক্ষিণকালিকার নাম আছে তৎপরিবর্ত্তে সেই সেই স্থলেই নিজ নিজ দেবতার নাম উল্লেখ করিবেন।

প্রণামমন্ত্র যথা,—সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।

তারার প্রদক্ষিণ ও অষ্টাঙ্গ প্রণামের প্রমাণ যথা তারারহস্যে,—ততঃ প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ ঘণ্টাবাদ্যপুরঃসরং। ঊর্দ্ধং দক্ষিণকং হস্তং কৃত্বা বারত্রয়ং

অথ ত্রিপুরসুন্দরী-পূজাপদ্ধতিঃ।

সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমেণ প্রাতঃকৃত্যপ্রভৃতি গুর্ব্বাদিপূজা-উপস্থিতদেবতাপূজাপর্য্যন্তং (পৃঃ ১ অবধি ৫৭ পৃঃ—৯ পং পর্য্যন্তং). কর্ম্ম সম্পাদ্য, হৃদি মৃগমুদ্রয়া, ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। ইতি বিন্যস্য সংক্ষেপ-ষোঢ়াং কৃত্বা (৯৬ পৃঃ—১২পং) ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা,—(বীজ) অস্য ত্রিপুরসুন্দরীমন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্ত্তি-ঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ শ্রীমত্রিপুরসুন্দরীদেবতা বাগ্‌ভব-কূটং বীজং শক্তিকূটং শক্তিঃ কামরাজকূটং কীলকং পুরুষার্থচতুষ্টয়-সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ, মুখে পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, মূলাধারে বাগ্‌ভবকূটায় বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ শক্তিকূটায় শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে কামরাজকূটায় কীলকায় নমঃ।

অথ বশিন্যাদিন্যাসঃ। (তত্ত্বমুদ্রয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে) অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ বরলূং বশিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। (ললাটে) কং খং গং ঘং ঙং কলহ্রীঁ কামেশ্বরী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। (ভ্রূমধ্যে) চং ছং জং ঝং ঞং নবলীঁ মোদিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। (কণ্ঠে) টং ঠং ডং ঢং ণং য্লূঁ বিমলাবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। (হৃদি)

নরঃ॥ যাম্যাচ্চ বায়বীং গচ্ছেৎ স্থিত্বা কিঞ্চিচ্চ শাঙ্করীং। পুনর্যাম্যং প্রগত্বা তু প্রণমেচ্চ পুরঃস্থিতঃ॥ প্রণমেৎ সপ্তবারন্তু ত্রিঃ প্রকুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং। অঙ্গুলানাঞ্চ অগ্রাণি একীকৃত্য সুমানসঃ॥ ত্রিকোণাকারমাধায় কিঞ্চিদ্বামাংশতো নমেৎ। উরসা শিরসা পশ্চাৎ পাণিভ্যাং জানুতস্তথা। নাসাচিবুকযোগেন প্রণম্য সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ (সাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ)॥

তং থং দং ধং নং যমরীঁ অরুণা-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। (নাভৌ) পং ফং বং ভং মং হসলবযূঁ জয়িনীবাগ্‌-দেবতায়ৈ নমঃ। (মূলাধারে) যং রং লং বং ঝমরযূঁ-সর্ব্বেশ্বরীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। (সর্ব্বাঙ্গে) শং ষং সং হং লং ক্ষং ক্ষম্রীঁ কৌলিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ।

অথ করন্যাসঃ। অং মধ্যমাভ্যাং নমঃ, আং অনা-মিকাভ্যাং নমঃ, সৌঃ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, অং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, আং তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ, সৌঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। অথ অঙ্গন্যাসঃ। ঐং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীঁ শিরসে স্বাহা, সৌঃ শিখায়ৈ বষট্‌, ঐঁ কবচায় হুঁ, ক্লীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌, সৌঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্‌ অস্ত্রায় ফট্‌। মূলেন ব্যাপকং কৃত্বা (৯৮ পৃঃ—৩পং) সমর্থশ্চেৎ তত্তৎ বীজমুচ্চার্য্য নবমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ।

~ বীজসহিত-নবমুদ্রাঃ যথা, দ্রাং,—সর্ব্বসংক্ষোভিণী। দ্রীঁ,—সর্ব্বদ্রাবিণী। ক্লীঁ—আকর্ষিণী। ব্লুঁ,—সর্ব্বাবেশিনী। সঃ,—সর্ব্বোন্মাদিনী। ক্রোঁ,—মহাঙ্কুশমুদ্রা। হসখফ্রেং,—খেচরী। হ্‌সৌঃ,—বীজমুদ্রা। এং,—যোনিমুদ্রা।

অথ ধ্যানং। বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্ব্বাহুং ত্রিলোচনাং। পাশাঙ্কুশশরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে। এবং ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য (৯৯পৃঃ—৫পং) আন-ন্দোঽহমিতি বিভাব্য দানার্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ যথা,—স্ববামে দেব্যাঃ পুরতঃ ষট্‌কোণমধ্যগত-ত্রিকোণযন্ত্রং বিলিখ্য। মূলেন ষট্‌কোণং সংপূজ্য ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে, আধারশক্ত্যাদিভ্যো

নমঃ, ইতি মণ্ডলমধ্যে সংপূজ্য তত্র ত্রিপদিকাং সংস্থাপয়েৎ শেষং পূর্ব্ববৎ (১০০ পৃঃ—৫পং) (৯৫)। সমর্থশ্চেৎ

---

(৯৫) এই সময় বিশেষার্ঘ্যস্থাপনের বিধি আছে। কালীকুলে বিশেষার্ঘ্য নাই, শ্রীকুলে বিশেষার্ঘ্য আছে। তন্ত্রে কথিত হইয়াছে কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, দুর্গা, মহিষমর্দ্দিনী, ছিন্নমস্তা, বগলা, ত্রিপুটা, ত্বরিতা ও প্রত্যঙ্গিরা এই সকল দেবতা কালীকুলের অন্তর্গত। ত্রিপুরসুন্দরী, ধূমাবতী, মাতঙ্গী, স্বপ্নাবতী, ভৈরবী ও কমলা ইঁহারা শ্রীকুলের অন্তর্গত। এই ভারতবর্ষে পূজায় অর্ঘ্যপাত্র বা অন্যান্য পাত্র স্থাপন বিষয়ে ত্রিবিধ ক্রম প্রচলিত আছে। যথা গৌড়ক্রম, কাশ্মীরক্রম ও কেরলক্রম। নেপালদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া কলিঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ষট্‌পঞ্চাশৎ দেশে গৌড়ক্রম প্রচলিত। দাক্ষিণাত্য ষট্‌পঞ্চাশৎ দেশে কেরলক্রম প্রচলিত। অবশিষ্ট ষট্‌পঞ্চাশৎ দেশে কাশ্মীরক্রম প্রচলিত। ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, বিষ্ণুক্রান্তায় গৌড়ক্রম, রথক্রান্তায় কাশ্মীরক্রম, অশ্বক্রান্তায় কেরলক্রম। বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্ব বিষ্ণুক্রান্তা, উত্তর রথক্রান্তা, দক্ষিণ অশ্বক্রান্তা। বৃহত্তন্ত্ররাজে কথিত হইয়াছে, যাঁহাদের গৌড়মার্গ তাঁহারা কালীকুল বা শ্রীকুলস্থ যে কোন দেবতার পূজার সময় কালীকুলের মতানুসারেই পূজা করিবেন।" কালীকুলে বিশেষার্ঘ্য নাই সুতরাং অস্মদ্দেশীয় সাধকগণ শ্রীকুলের দেবতার পূজার সময়েও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন না। বিশেষার্ঘ্যের কার্য্য সামান্যার্ঘ্যদ্বারাই সম্পন্ন হইবে। কালীকুলে সামান্যার্ঘ্য দানার্ঘ্য, বিলোমার্ঘ্য ও পাদ্যপাত্র প্রভৃতি স্থাপনেরই বিধি আছে। কাশ্মীর সম্প্রদায়ে বিশেষার্ঘ্য স্থাপনের বিধি আছে। কালীপূজার সময়েও তাঁহারা বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিতে পারেন। কেরল সম্প্রদায়ের সাধকগণ বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করেন না বটে কিন্তু দেবতার দক্ষিণাংশে শ্রীপাত্র স্থাপন করেন। ফলে তাহাই বিশেষার্ঘ্য হইয়া উঠে। কারণ দেবতার সম্মুখে স্থাপিত অর্ঘ্যের নাম শ্রীপাত্র এবং দেবতার দক্ষিণাংশে স্থাপিত অর্ঘ্যের নাম বিশেষার্ঘ্য বা অন্যান্য অর্ঘ্য। সুতরাং তাঁহারা মুখে বলেন আমাদের বিশেষার্ঘ্য নাই শ্রীপাত্র আছে, কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাঁহাদের শ্রীপাত্র নাই বিশেষার্ঘ্যই আছে।

অস্মিন্নেব সময়ে দানার্ঘ্যস্য বামপার্শ্বে বিলোমার্ঘ্য-পাত্রং (১০১ পৃঃ—১৩পং) স্থাপয়েৎ। অথবা সামান্যার্ঘ্য-স্থাপনবৎ পাদ্যাদিপাত্রস্থাপনং কুর্য্যাৎ।

অথ যন্ত্রোপরি পীঠং পূজয়েৎ যথা,—ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ। (এবং) প্রকৃত্যৈ। কূর্ম্মায়। অনন্তায়। পৃথিব্যৈ। সুধাম্বুধয়ে। রত্নদ্বীপায়। নন্দনোদ্যানায়। রত্নমণ্ডপায়। কল্পবৃক্ষায়। মণিবেদিকায়ৈ। রত্নসিংহাসনায়। (পীঠোপরি বৈন্দবচক্রে) হসৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ ॥০॥ রহস্যপূজা ॥০॥

অথ বৈন্দবচক্রে হসরৈং হসকলরীং হসরৌঃ ইতি মন্ত্রেণ মূর্ত্তিং সঙ্কল্প্য উভয়হস্তে ত্রিখণ্ডমুদ্রাং বদ্ধা রক্তকুসুমগর্ভ-তন্মুদ্রাদ্বয়সংযোগেন পুনর্ধ্যাত্বা (১৫৫ পৃঃ—১৮পং) প্রবহন্নাসাপুটেন পূর্ব্ববৎ (১০৪পৃঃ— ৪পং) পুষ্পাঞ্জলাবানীয় মূর্ত্তৌ সংস্থাপয়েৎ। আবাহনস্যাবশ্যকতা চেৎ পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাৎ। (১০৫পৃঃ—২১পং) (৯৬)। ততঃ দশোপচারেণ পূজয়েৎ ততস্তর্পয়েচ্চ যথা,— (বীজ) এতৎ পাদ্যং ত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি (১০৭পৃঃ—২পং)। অথ কৃতাঞ্জলিঃ দেবি আজ্ঞাপয়

---

(৯৬) গন্ধর্ব্বতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, মূল উচ্চারণ পূর্ব্বক ত্রিখণ্ডমুদ্রা করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে যথা,— মহাপদ্মবনান্তঃস্থে ইত্যাদি (১০৭পৃঃ—২১পং। তৎপরে এহি দেবি প্রভাবাত্তে সুভবে ভয়নাশিনি। যাবৎ ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব॥ কামেশি ত্বম্ ইহাগচ্ছ সর্ব্বৈঃ পরিকরৈঃ সহ। পূজাকর্ম্মণি সান্নিধ্যম্ ইহ কল্পয় কামিনি॥ কামেশ্বরি সমাগচ্ছ কামেশাঙ্কনিষেবিণি অব্যুচ্ছিন্নাং মতিং শুদ্ধাং বাচং কণ্ঠস্থ দেহি মে॥

পরিবারাংস্তে পূজয়ামি’ ইত্যাত্মানং লব্ধানুজ্ঞং বিভাব্য পূজয়েৎ। যথা,—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ আবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া সামান্যার্ঘ্যজলং দক্ষিণহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া পুষ্পাক্ষতং গৃহীত্বা সংযোজ্য ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ভগবত্যা আবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা। ইতি চক্রে তর্পয়েৎ (৯৭)।

ইহার পরেই আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক আবাহন করিতে হইবে। আবাহনীমুদ্রা কথিত হইতেছে যথা,—সম্যক্ সংপূরিতৈঃ পুষ্পৈঃ করাভ্যাং কল্পিতোঽঞ্জলিঃ। আবাহনী সমাখ্যাতা মুদ্রা সর্ব্বার্থসাধিকা॥ অধোমুখী কৃতা সৈব তদা বৈ স্থাপনী ভবেৎ॥ ইত্যাদি। শেষচতুষ্টয়মুদ্রা সাধারণ হইতে অভিন্ন।

(৯৭) আবরণদেবতাদিগের সংক্ষেপে পূজা যথা,— (বিন্দুর অগ্নিকোণে) ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (ঈশানকোণে) ক্লীঁ শিরসে স্বাহা শিরোঽঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (নৈর্ঋত-কোণে) সৌঃ শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (বায়ুকোণে) ঐঁ কবচায় হুঁ কবচাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (মধ্যে) ক্লীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (চতুর্দ্দিকে) সৌঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। যিনি সমর্থ হইবেন, তিনি ঐঁ "এই বীজের পরিবর্ত্তে নিজ বীজমন্ত্রের বাগ্ ভবকূট, ক্লীঁ এই বীজের পরিবর্ত্তে নিজমন্ত্রের কামরাজকূট এবং সৌঃ এই মন্ত্রের পরিবর্ত্তে নিজমন্ত্রের শক্তিকূট উচ্চারণ করিবেন। অথবা ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ষড়ঙ্গদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

যিনি আবরণপূজাকালে প্রত্যেক আবরণপূজার পরেই তর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তর্পণকালে পূজয়ামি নমঃ এই বাক্যের পরিবর্ত্তে পুরুষ দেবতার স্থলে তর্পয়ামি নমঃ ও স্ত্রীদেবতার স্থলে তর্পয়ামি স্বাহা এই বলিবেন। তর্পণ যে দুই হস্তের তত্ত্বমুদ্রাযোগে করিতে হইবে তাহা বলা হইয়াছে। প্রত্যেক আবরণপূজার প্রথমে ত্রিতারী ব্যবহৃত হইবে। ত্রিতারী শব্দে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ।

সর্ব্বত্র দেবীর পশ্চাতে বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত গুরুপংক্তির পূজা করিতে হয়।

ত্রিপুরার আবরণ পূজার সময় দিঙ্‌নিরূপণের নিয়ম এই যে, সাধক যে মুখ হইয়া পূজা করিতে বসুন না কেন তিনি যেন পূর্ব্বমুখ হইয়া পূজা করিতে বসিয়াছেন মনে করিতে হইবে। সুতরাং সাধকের সম্মুখ ও দেবীর পশ্চাৎ পূর্ব্বদিক্। দেবীর সম্মুখ পশ্চিমদিক্, দেবীর বামে দক্ষিণদিক্ ও দেবীর দক্ষিণে উত্তরদিক্। কল্পিত পশ্চিম ও উত্তরের মধ্যে বায়ুকোণ; কল্পিত উত্তর ও পূর্ব্বের মধ্যে ঈশানকোণ; কল্পিত পূর্ব্ব ও দক্ষিণের মধ্যে অগ্নিকোণ; কল্পিত দক্ষিণ ও পশ্চিমের মধ্যে নৈঋ্ঋতকোণ।

দেবীর পশ্চাতে ঐরূপ ঈশানকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত গুরুপংক্তির পূজা করিতে হইবে যথা,—(পাদুকামন্ত্র অথবা ত্রিতারী) দিব্যৌঘগুরু-সিদ্ধৌঘগুরু-মানবৌঘগুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (পাদুকামন্ত্র অথবা ত্রিতারী) সশক্তিকগুরু-পরমগুরু-পরাপরগুরু-পরমেষ্ঠিগুরু শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

তন্ত্রসারকার সামান্যগুরুপংক্তিপূজা যেরূপ বলিয়াছেন তাহা উল্লিখিত হইতেছে যথা,—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গুরুভ্যো নমঃ। (এইরূপ) গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। পরমগুরুভ্যো নমঃ। পরমগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। পরাপরগুরুভ্যো নমঃ। পরাপরগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ। পরমেষ্ঠি-গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। আচার্য্যেভ্যো নমঃ। আচার্য্যপাদুকাভ্যো নমঃ। প্রত্যেক পূজার পূর্ব্বেই ত্রিতারী অর্থাৎ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ থাকিবে। ফলতঃ গুরুচতুষ্টয় যখন আবরণদেবতার অন্তর্গত এবং সকল তন্ত্রেই যখন আবরণদেবতার পূজার সময় শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ এইরূপ প্রয়োগ করিতে বলিতেছেন, তখন গুরুভ্যো নমঃ। গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ ইত্যাদিরূপ বাক্য না হইয়া সশক্তিকগুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ইত্যাদিরূপ বাক্য হওয়াই উচিত।

ভূপুরের প্রথমরেখায়, (ত্রিতারী) অনিমাদ্যষ্টসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। উহার মধ্যরেখায়, (ত্রিতারী) ব্রহ্মাণ্যাদি-অষ্টদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অন্তরেখায়, (ত্রিতারী) সর্ব্বসংক্ষোভিণ্যাদিমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে, (ত্রিতারী) ত্রিপুরাচক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং

পূজয়ামি নমঃ। (পরে বামহস্ত-তত্ত্বমুদ্রায় সামান্যার্ঘ্যজল ও দক্ষিণহস্ত তত্ত্বমুদ্রায় গন্ধপুষ্প ও অক্ষত লইয়া উভয়মুদ্রাযোগে) অত্র ত্রৈলোক্যমোহন-চতুরস্রচক্রে ত্রিপুরাচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতা অনিমাদ্যাঃ প্রকটযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ; সায়ুধাঃ সপরিবারাঃ সবাহনাঃ পূজিতাস্তর্পিতাঃ সন্তু, এইমন্ত্রে মূলদেবতার অধোবাম-হস্তে সমর্পণ করিবে। অনন্তর ষোড়শপত্রে, (ত্রিতারী) অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কামাকর্ষিণ্যাদি-ষোড়শনিত্যা-কলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে, (ত্রিতারী) ত্রিপুরেশীচক্র-নায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অনন্তর বামহস্ততত্ত্বমুদ্রায় সামান্যার্ঘ্য-জল ও দক্ষিণহস্ততত্ত্বমুদ্রায় গন্ধপুষ্প ও অক্ষত লইয়া উভয় মুদ্রার সংযোগে, অত্র সর্ব্বাশাপরিপূরকে ষোড়শদলচক্রে ত্রিপুরেশীচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতা কামাকর্ষিণ্যাদ্যা গুপ্তযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ ইত্যাদি মন্ত্রে মূলদেবতার অধোবাম-হস্তে সমর্পণ করিবে। অনন্তর অষ্টদলে—(ত্রিতারী) অনঙ্গকুসুমাদ্যষ্ট-দেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে, (ত্রিতারী) ত্রিপুর-সুন্দরী-চক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পূর্ব্ববৎ তত্ত্বমুদ্রায় অর্ঘ্যজলাদি লইয়া, অত্র সর্ব্বসংক্ষোভকরে অষ্টদলচক্রে ত্রিপুরসুন্দরীচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ অনঙ্গকুসুমাদ্যা গুপ্ততরযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ ইত্যাদি মন্ত্রে মূলদেবীর অধো-বামহস্তে সমর্পণ করিবে। অনন্তর চতুর্দ্দশারচক্রে, (ত্রিতারী) সর্ব্বসং-ক্ষোভিণ্যাদি-চতুর্দ্দশশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে, (ত্রিতারী) ত্রিপুরবাসিনী-চক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পূর্ব্বের ন্যায় তত্ত্ব-মুদ্রায় সামান্যার্ঘ্যজল ও গন্ধপুষ্পাক্ষত লইয়া, অত্র সর্ব্বসৌভাগ্যদায়কে চতুর্দ্দ-শারচক্রে ত্রিপুরবাসিনী-চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্ব্বসংক্ষোভিণ্যাদি-শক্তয়ঃ সম্প্রদায়যোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদি মন্ত্রে মূলদেবীর অধোবামহস্তে সমর্পণ করিবে। বহির্দ্দশারচক্রে, (ত্রিতারী) সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাদেবী—শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে, (ত্রিতারী) ত্রিপুরাশ্রীচক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্যজলাদি লইয়া, অত্র সর্ব্বার্থসাধকে বহির্দ্দশারচক্রে ত্রিপুরাশ্রীচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাদেব্যঃ কুলকৌলিনী-যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ ইত্যাদি মন্ত্রে মূলদেবীর অধোবামহস্তে সমর্পণ করিবে। অন্তর্দ্দশারচক্রে, (ত্রিতারী) সর্ব্বজ্ঞাদিদেবী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

অথ পঞ্চোপচারেণ কামেশ্বরং পূজয়েৎ। ধ্যানং যথা,—
দেবং কামেশ্বরং তত্র (হ্যেকবক্ত্রং) পঞ্চবক্ত্রং চতুর্ভুজং। ভস্মব্রুতং মধ্যহৃদি রক্তারক্তঞ্চ কুঙ্কুমৈঃ॥ ত্রিশূলঞ্চ পিণাকঞ্চ বামহস্তদ্বয়ে ধৃতং। উৎপলং বীজপূরঞ্চ দক্ষিণদ্বিতয়ে তথা॥ শ্বেতপদ্মোপরিস্থঞ্চ ধ্যাত্বা মধ্যে প্রপূজয়েৎ॥ ইতি॥

পূজামন্ত্রো যথা, ওঁ কাং এষ গন্ধঃ কামেশ্বরায় শিবায় নমঃ। ইত্যাদি।

চক্রাগ্রে, (ত্রিতারী) ত্রিপুরমালিনী চক্রনায়িকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্যজলাদি লইয়া, অত্র সর্ব্বরক্ষাকরান্তর্দ্দশারচক্রে ত্রিপুরমালিনী-চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে সর্ব্বজ্ঞাদ্যা দেব্যো নিগর্ব্বযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ, ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ অষ্টারচক্রে, (ত্রিতারী) বশিন্যাদ্যষ্টবাগ্‌দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে—(ত্রিতারী) ত্রিপুরসিদ্ধাচক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্যজলাদি লইয়া, অত্র সর্ব্বরোগহরচক্রে ত্রিপুরসিদ্ধাচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতা বশিন্যাদ্যাঃ রহস্যযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। অন্তস্ত্রিকোণে পূর্ব্বের ন্যায় ষড়ঙ্গপূজা করিবে। (১৫৮পৃঃ—১১পং)। পরে ঐ ত্রিকোণ-মণ্ডলের সম্মুখকোণে,—(ত্রিতারী) কামেশ্বরীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। দক্ষিণকোণে, (ত্রিতারী) বজ্রেশ্বরীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বামকোণে (ত্রিতারী) ভগমালিনীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে,—(ত্রিতারী) ত্রিপুরাম্বিকাচক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্যজলাদি লইয়া অত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে ত্র্যস্রচক্রে বাণচাপপাশাঙ্কুশ-বিভূষিতান্তরালে ত্রিপুরাম্বিকাচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ কামেশ্বর্য্যাদ্যাঃ রহস্যাতি-রহস্যযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। অনন্তর বিন্দুমধ্যে, (মূলমন্ত্র) শ্রীমহা-ত্রিপুরসুন্দরীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এই বলিয়া তিনবার পূজা করিবে। তাঁহার দক্ষিণে, (ত্রিতারী) যোনিমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বামে (ত্রিতারী) প্রাপ্তিসিদ্ধ্যাদিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চক্রাগ্রে (ত্রিতারী) ত্রিপুরভৈরবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পূর্ব্ববৎ বামহস্তস্থ-

(পঞ্চবক্ত্রশিবস্য ধ্যানং যথা, ওঁ ধ্যায়েৎ কল্পতরোর্ম্মূলে সরোজস্থং ত্রিলোচনং। চতুর্ব্বাহুং মহাভীমং পঞ্চবক্ত্রং ভয়াপহং॥ শূলং কপালং বামে তু দক্ষিণে পাশমুদ্গরং। রক্তবর্ণং মহাশান্তং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদং॥ বীজং যথা,— ওঁ পঞ্চবক্ত্রায় দেবায় হূঁ ফট্ স্বাহা স্বধা নমঃ। পূজামন্ত্রো যথা,—(বীজ) এষ গন্ধঃ পঞ্চবক্ত্রশিবায় নমঃ। ইত্যাদি।) (৯৮)।

মুদ্রায় অর্ঘ্যজল লইয়া ও দক্ষিণহস্তত্ত্বমুদ্রায় গন্ধপুষ্পাক্ষত লইয়া উভয়হস্তত্ত্বমুদ্রাযোগে, অত্র সর্ব্বানন্দময়ে পরমব্রহ্মস্বরূপিণি বৈন্দবে চক্রে ত্রিপুরভৈরবীচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্ব্বচক্রেশ্বরীযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ পূজিতাস্তর্পিতাঃ সন্তু, এইমন্ত্রে মূলদেবতার অধোবামহস্তে সমর্পণ করিবে।

(৯৮) কৌলিকার্চ্চনধৃতদেবীরহস্যে কথিত হইয়াছে, তারার ভৈরব সদ্যোজাতমহাকাল, ত্রিপুরার ভৈরব কামেশ্বরশিব, জগদ্ধাত্রীদুর্গার ভৈরব নীলকণ্ঠশিব, ছিন্নমস্তার ভৈরব কালরুদ্র। তোড়লতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, তারার ভৈরব অক্ষোভ্য, ত্রিপুরার ভৈরব পঞ্চবক্ত্রশিব, দুর্গার ভৈরব নারদ, ছিন্নমস্তার ভৈরব কবন্ধশিব। এই চারিটি মাত্র নামের অনৈক্য হইতেছে। অন্যান্য বিদ্যার ভৈরবের নামে অনৈক্য নাই। তারার ঋষি অক্ষোভ্য এবং দুর্গার ঋষি নারদ। এই ঋষিরা যে দেবীদিগের পতি নহেন তাহাও তোড়লতন্ত্রে একপ্রকার প্রতিপাদিত হইতেছে। কারণ তোড়লতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, সমুদ্রমথনকালে কালকূট পান করিয়া ক্ষুব্ধ হয়েন নাই এই নিমিত্ত তারার ভৈরবকে অক্ষোভ্য বলা যায়। এইরূপ নারদ শব্দের অর্থ সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা। সুতরাং শিবের যে মূর্ত্তি সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা তিনিই দুর্গার ভৈরব। ফলতঃ যিনি সদ্যোজাতমহাকাল তাঁহারই আর একটি নাম অক্ষোভ্য, যিনি পঞ্চবক্ত্রশিব তাঁহারই আর একটি নাম কামেশ্বর, যিনি

ততঃ পুনরপি দেবীং পঞ্চোপচারেণ সংপূজ্য পূর্ব্ববৎ তত্ত্বমুদ্রয়া তর্পয়েৎ যথা, (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ কামেশ্বর-(পঞ্চবক্ত্র-) শিব-সহিতায়াঃ শ্রীত্রিপুরসুন্দরীদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।

অথ পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ অন্ননিবেদনং বলিদানং প্রণামং নীরাজনং হোমং (৯৮) জপং জপসমর্পণং পুনঃ প্রণামং স্তবকবচপাঠং প্রদক্ষিণপূর্ব্বকপ্রণামম্ আত্মসমর্পণম্ উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালিনীপূজাঞ্চ কালীপূজাপদ্ধতিক্রমেণ যথাযথং কুর্য্যাৎ (১২৩ পৃঃ—৬ পং হইতে ১৩৭ পৃঃ)। কেবলং দেবতানামমাত্রে বীজমন্ত্রমাত্রে ষড়ঙ্গমন্ত্রমাত্রে চ ভেদোঽবগন্তব্যঃ। ইতি ত্রিপুরাপূজাপদ্ধতিঃ।

নীলকণ্ঠশিব তাঁহারই আর একটি নাম নারদ এবং যিনি কালরুদ্র তাঁহারই আর একটি নাম কবন্ধশিব।

(৯৮) ত্রিপুরা পূজায় নিত্যহোমবিষয়ে বিশেষ এই যে, পূর্ব্বোক্তরূপ অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক ব্যাহৃতিহোমের পর, ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ আপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা, এই পঞ্চ মন্ত্রে পঞ্চ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা, ক্লীঁ শিরসে স্বাহা, সৌঃ শিখায়ৈ বষট্ স্বাহা, ঐঁ কবচায় হুঁ স্বাহা, ক্লীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্বাহা, সৌঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ স্বাহা, এই মন্ত্রে ষড়ঙ্গ-আহুতি দিবে। পরে অসিতাঙ্গাদ্যষ্ট-ভৈরবের আহুতি না দিয়াই আবাহন করিবে। অন্যান্য সমুদায় পূর্ব্ববৎ। (১২৬ পৃঃ—১ পং)

অথ জগদ্ধাত্রীপূজাপদ্ধতিঃ।

পূর্ব্বোক্ত-প্রাতঃকৃত্য-স্নান-সন্ধ্যা-যাগমন্দিরপ্রবেশ-আসন-স্থাপন-সমান্যার্ঘ্য-দ্বারপূজা-পুষ্পশোধন-প্রভৃতি মাতৃকান্যাস-পঞ্চদেবপূজাপর্য্যন্তং সমুদায়কর্ম্ম সম্পাদ্য (পৃঃ ১ অবধি—৫৭ পৃঃ পর্য্যন্তং) পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা,—হৃদয়ে মৃগমুদ্রয়া, ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ (৯৯)। ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় হুঁ ফট্ নমঃ। অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। (বীজ) অস্য মন্ত্রস্য নারদ ঋষির্গায়ত্রী-চ্ছন্দঃ শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গা দেবতা হ্রীঁ বীজং দূং শক্তিঃ স্বাহা কীলকং চতুর্ব্বর্গসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি নারদায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীজগদ্ধাত্রী-

---

(৯৯) প্রত্যেক পীঠদেবতান্যাস যথা,—মৃগমুদ্রায় হৃদয়ে, ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। (এইরূপ) প্রকৃত্যৈ। কূর্ম্মায়। অনন্তায়। পৃথিব্যৈ। সুধাম্বুধয়ে। মণি-দ্বীপায়। চিন্তামণিগৃহায়। পারিজাতায়। কল্পবৃক্ষায়। মণিবেদিকায়ৈ। রত্নসিংহাসনায়। মণিপীঠায়। মুনিভ্যঃ। দেবেভ্যঃ। (দক্ষিণবাহুমূলে) ধর্ম্মায়। (বামবাহুমূলে) জ্ঞানায়। (বাম উরুতে) বৈরাগ্যায়। (দক্ষিণ উরুতে) ঐশ্বর্য্যায়। (মুখে) অধর্ম্মায়। (বামপার্শ্বে) অজ্ঞানায়। (নাভিতে) অবৈরা-গ্যায়। (দক্ষিণপার্শ্বে) অনৈশ্বর্য্যায়। (পুনর্হৃদয়ে) অং অনন্তায়। পং পদ্মায়। আনন্দকন্দায়। সম্বিন্নালায়। প্রকৃতিময়পত্রেভ্যঃ। বিকারময়কেশরেভ্যঃ। তত্ত্বময়কর্ণিকায়ৈ। অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্মনে। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে। সং সত্ত্বায়। রং রজসে। তং তমসে। আং আত্মনে। অং অন্তরাত্মনে। পং পরমাত্মনে। হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে। প্রত্যেক পীঠশক্তিন্যাস যথা,—হৃৎপদ্মের পূর্ব্ব হইতে ঈশান পর্য্যন্ত কেশরসমুদায়ে ওঁ হ্রীঁ আং প্রভায়ৈ নমঃ। এইরূপ সর্ব্বত্র প্রথমে ওঁ হ্রীঁ ও শেষে নমঃ থাকিবে। ঈং মায়ায়ৈ। উং জয়ায়ৈ। এং সূক্ষ্মায়ৈ। ঐং বিশুদ্ধায়ৈ।

দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হ্রীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ দূং শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে স্বাহা-কীলকায় নমঃ। অথ করাঙ্গন্যাসৌ,—ওঁ দাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ দীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ দূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ দৈং অনামিকাভ্যাম্ হুঁ। ওঁ দৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ দঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। অথ ষোঢ়ান্যাসঃ (৯৬ পৃঃ—১১পং)। ততো বীজন্যাসঃ (৯৭ পৃঃ—৩পং) ততঃ তত্ত্বন্যাসঃ (৯৭ পৃঃ—৬পং)। অথ ব্যাপকন্যাসঃ (৯৮পৃঃ—৩পং)। ততঃ শঙ্খমুদ্রাং চক্রমুদ্রাং চাপমুদ্রাং বাণমুদ্রাং দৌর্গীমুদ্রাঞ্চ প্রদর্শ্য কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তপুষ্পাঞ্জলিং গৃহীত্বা ধ্যায়েৎ যথা,...(বীজ) সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং নানালঙ্কার-ভূষিতাং। চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং॥ শঙ্খচাপসমাযুক্ত-বামপাণিদ্বয়াং তথা। চক্রবাণসমাযুক্ত-দক্ষপাণিদ্বয়াং তথা॥ রক্তবস্ত্রপরীধানাং বালার্কসদৃশদ্যুতিং। নারদাদ্যৈর্ম্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীং॥ ত্রিবলীবলয়োপেত-নাভিনালমৃণালিনীং। ঈষৎসহাস্যবদনাং কাঞ্চনাভাং বরপ্রদাং॥ নবযৌবনসম্পন্নাং পীনোন্নতপয়োধরাং। করুণামৃতবর্ষিণ্যা পশ্যন্তীং সাধকং দৃশা॥ রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে। প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েৎ তাং ভব-গেহিনীং॥ ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসোপচারৈঃ

ওঁ নন্দিন্যৈ। ঔং সুপ্রভায়ৈ। অং বিজয়ায়ৈ। (মধ্যে) ওঁ হ্রীঁ অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ। (তদুপরি) ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় হুঁ ফট্ নমঃ।

সংপূজয়েৎ। (৯৯পৃঃ—৩পং)। (ধ্যানান্তরং যথা বিশ্বসারে,—সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভিভুর্জৈঃ শঙ্খং চক্র-ধনুঃ শরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা। আমুক্তাঙ্গদ-হারকঙ্কণরণৎ-কাঞ্চীক্বণন্নূপুরা দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু মে রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা ॥) অথ দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ (১০০পৃঃ—১পং)। তত্র ষড়ঙ্গপূজা তু, ওঁ. দাং হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গ-শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ইত্যাদিনা। সমর্থশ্চেৎ বিলোমার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ (১০১পৃঃ—১৩পং)। অথ পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ যথা,—ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। (১০০)

॥০॥ রহস্যপূজা ॥০॥

---

(১০০) পীঠদেবতাদিগের প্রত্যেকের পূজা—ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধার-শক্তয়ে নমঃ। (এইরূপ) প্রকৃত্যৈ। কূর্ম্মায়। অনন্তায়। পৃথিব্যৈ। সুধাম্বুধয়ে। মণিদ্বীপায়। চিন্তামণিগৃহায়। পারিজাতায়। কল্পবৃক্ষায়। মণিবেদিকায়ৈ। রত্নসিংহাসনায়। মণিপীঠায়। (পীঠের চতুর্দ্দিকে) মুনিভ্যঃ। দেবেভ্যঃ। (পূর্ব্বদিকে) ধর্ম্মায়। (দক্ষিণে) জ্ঞানায়। (পশ্চিমে) বৈরাগ্যায়। (উত্তরে) ঐশ্বর্য্যায়। (অগ্নিকোণে) অধর্ম্মায়। (নৈঋর্তকোণে) অজ্ঞানায়। (বায়ুকোণে) অবৈরাগ্যায়। (ঈশানকোণে) অনৈশ্বর্য্যায়। (পুনর্ম্মধ্যে) অং অনন্তায়। পং পদ্মায়। আনন্দকন্দায়। সম্বিন্নালায়। প্রকৃতিময়পত্রেভ্যঃ। বিকার-ময়কেশরেভ্যঃ। তত্ত্বময়কর্ণিকায়ৈ। অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে। সং সত্ত্বায়। রং রজসে। তং তমসে। আং আত্মনে। অং অন্তরাত্মনে। পং পরমাত্মনে। হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে। পীঠশক্তিদিগের প্রত্যেকের পূজা যথা,—(পদ্মের পূর্ব্বাদি-ঈশানপর্য্যন্ত কেশরসমুদায়ে) ওঁ হ্রীং আং এতে গন্ধপুষ্পে প্রভায়ৈ নম। (এইরূপ) ঈং মায়ায়ৈ। উং জয়ায়ৈ। এং সূক্ষ্মায়ৈ।

অথ পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা (১৬৫পৃঃ—৩পং) কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা (১৬৫পৃঃ—১১পং) মূলাধারাৎ কুলকুণ্ডলিনীং ব্রহ্মপথেন পরমশিবে সমাযোজ্য পূর্ব্ববৎ (৯০৪ পৃঃ—৪পং) মূর্ত্তিং প্রকল্প্য বামনসা কুসুমাঞ্জলৌ সমানীয় যন্ত্রোপরি সংস্থাপ্য (কৃতাঞ্জলিরাবাহয়েৎ। ১০৫ পৃঃ—২২ পং)। অথ পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ (পঞ্চোপচারেণ বা) দেবীং পূজয়েৎ। যথা, (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি (১০৭পৃঃ—২পং)। অথ উপচারদানানন্তরম্ আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ যথা,—(কৃতাঞ্জলিঃ) দেবি আজ্ঞাপয় পরিবারাংস্তে পূজয়ামি। তত আত্মানং লব্ধানুজ্ঞং বিভাব্য ওঁ হ্রীঁ আবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইতি পূজয়েৎ। (১০১)

ঐঁ বিশুদ্ধায়ৈ। ওঁ নন্দিন্যৈ। ওঁ সুপ্রভায়ৈ। অং বিজয়ায়ৈ। (মধ্যে) অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ। তন্ত্রসারকার বিশ্বসারতন্ত্র হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তদনুসারে পূজা করিতে হইলে যন্ত্রের নবকোণে এই নবশক্তির পূজা করা বিধেয়। পরে দেবীর বামে ওঁ হ্রীঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ। (দক্ষিণে) ওঁ হ্রীঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ।

অনন্তর মধ্যস্থানে ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় হুঁ ফট্ নমঃ। এই মন্ত্রে পূজা করিবে।

(১০১) আবরণদেবতাদিগের বিশেষরূপে পূজা যথা ওঁ দাং হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে। দেবীর সেই সেই অঙ্গে পূজা করিবে। অথবা পূর্ব্বোক্ত স্থানে পূজা করিবে। (১১৮পৃঃ—২২পং)। অথবা ষড়ঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, এই মন্ত্রে সংক্ষেপে পূজা করিবে। পীঠের উত্তরে বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত গুরুপং-

ক্তির পূজা করিবে। সর্ব্বত্র গুরুপূজায় প্রথমে পাদুকামন্ত্র বা ঐঁ বীজ যোগ করিয়া দিতে হইবে এবং শেষে 'শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ' যোগ হইবে। যথা,—(পাদুকা বা ঐঁ) পরমাত্মানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) পরমানন্দনাথ। পরমেষ্ঠ্যানন্দনাথ। শুভোদয়ানন্দনাথ। কৃষ্ণানন্দনাথ। কলানন্দনাথ। কালানন্দনাথ। (ইহাঁরা দিব্যৌঘগুরু)। নারদানন্দনাথ। কাশ্যপানন্দনাথ। শম্ভুানন্দনাথ। ভার্গবানন্দনাথ। কুলকৌলিকানন্দনাথ. (ইহাঁরা সিদ্ধৌঘগুরু)। রুদ্রাচার্য্যানন্দনাথ। ক্ষমাচার্য্যানন্দনাথ পবনাশনানন্দনাথ। কুমারীশানন্দনাথ। শক্তিধরানন্দনাথ। জ্ঞানানন্দনাথ। প্রভাকরানন্দনাথ। হরিশর্ম্মানন্দনাথ। দত্তাত্রেয়ানন্দনাথ। প্রিয়ংবদানন্দনাথ। চর্য্যানন্দনাথ (ইহাঁরা মানবৌঘগুরু)। সশক্তিক-গুরু-অমুকানন্দনাথ অমুকীদেব্যম্বা। সশক্তিকপরমগুরু-অমুকানন্দনাথ-অমুকীদেব্যম্বা। সশক্তিকপরাপরগুরু-অমুকানন্দনাথ অমুকীদেব্যম্বা। সশক্তিকপরমেষ্ঠিগুরু-অমুকানন্দনাথ-অমুকীদেব্যম্বা। সর্ব্বত্র প্রথমে পাদুকামন্ত্র বা ঐঁ বীজ এবং অন্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

ওঁ হ্রীঁ নারদঋষিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) ওঁ হ্রীঁ বহুলাদেব্যম্বা। ওঁ হ্রীঁ কালীদেব্যম্বা। ওঁ হ্রীঁ প্রভাদেব্যম্বা। (এইরূপ) মায়াদেব্যম্বা। জয়াদেব্যম্বা। সূক্ষ্মাদেব্যম্বা। বিশুদ্ধাদেব্যম্বা। নন্দিনীদেব্যম্বা। সুপ্রভাদেব্যম্বা। বিজয়াদেব্যম্বা। সর্ব্বসিদ্ধিদাদেব্যম্বা। (দেবীর বামে) ওঁ হ্রীঁ শঙ্খনিধি। (দেবীর দক্ষিণে) ওঁ হ্রীঁ পদ্মনিধি।

অনন্তর যোগিনীদিগের পূজা করিবে যথা,—হ্রীঁ উমাদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) শূলধারিণীদেব্যম্বা। খেচরীদেব্যম্বা। দ্বারবাসিনীদেব্যম্বা। সুগন্ধাদেব্যম্বা। সর্ব্বসাধিনীদেব্যম্বা। চণ্ডিকাদেব্যম্বা। সৌভদ্রিকাদেব্যম্বা। অশোক-বাসিনীদেব্যম্বা। বজ্রধারিণীদেব্যম্বা। মহাবাণীদেব্যম্বা। জগন্মাতৃদেব্যম্বা। ললিতাদেব্যম্বা। সিংহবাসিনীদেব্যম্বা। ভগবতীদেব্যম্বা। বিন্ধ্যবাসিনীদেব্যম্বা। মহাবলাদেব্যম্বা। ভূতলবাসিনীদেব্যম্বা। পরে অষ্টদলে পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তির পূজা করিয়া (১২০পৃঃ—১৫পং) পত্রাগ্রে অসিতাঙ্গ প্রভৃতি অষ্টভৈরবের পূজা করিবে। (১২১পৃঃ—৮পং)

পরে ঋষিপংক্তির পূজা করিবে যথা,—ওঁ জমদগ্নিঋষিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি

অথ দেব্যা দক্ষিণে ভৈরবং পঞ্চোপচারেণ পূজয়েৎ। ধ্যানং যথা,—বালার্কাযুততেজসং ধৃতজটাজূটেন্দুখণ্ডোজ্জ্বলং নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরং জপবটীং শূলং কপালং করৈঃ। খট্টাঙ্গং দধতং ত্রিনেত্রবিলসৎ-পঞ্চাননং সুন্দরং ব্যাঘ্রত্বক্‌পরিধান-মজনিলয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে॥ পূজা যথা,—ওঁ নমো নীল-কণ্ঠায় এষ গন্ধঃ নীলকণ্ঠায় শিবায় নমঃ। ইত্যাদি।

নমঃ। (এইরূপ) ভরদ্বাজঋষি। ভৃগুঋষি। গৌতমঋষি। কাশ্যপঋষি। বিশ্বামিত্রঋষি। শিবঋষি। নন্দীশ্বরঋষি। কর্দমিকঋষি। স্থণ্ডিকঋষি। পরে পূর্ব্ববৎ দশদিকে ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের ও দিক্‌পালাস্ত্রের পূজা করিবে। (১২১পৃঃ—১৬পং)। পরন্তু বিশেষ এই যে, প্রত্যেক দিক্‌পালের পূজামন্ত্রের শেষে ‘শ্রীদক্ষিণকালিকাপারিষদশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ’ ইহার পরিবর্ত্তে ‘শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গা-পারিষদশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।’ এইরূপ পাঠ করিতে হইবে।

পরে অস্ত্রাদিপূজা করিবে যথা, ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় হুঁ ফট্ নমঃ মহাসিংহরূপশিব-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ হ্রীঁ শঙ্খ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) চক্র। শার্ঙ্গ। বাণ। সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ, অন্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

যদি অবকাশ হয় তাহা হইলে প্রত্যেক আবরণদেবতার পূজার পর প্রত্যেক আবরণদেবতার তর্পণ করিবে, এবং তর্পণ করিবার সময় বাম-হস্তের তত্ত্বমুদ্রায় অর্ঘ্যজল ও দক্ষিণহস্তের তত্ত্বমুদ্রায় গন্ধপুষ্পাক্ষত লইয়া উভয়তত্ত্বমুদ্রার যোগে তর্পণ করিতে হইবে। পরন্তু আবরণদেবতার পূজায় যে যে মন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে সেই মন্ত্রের ‘পূজয়ামি নমঃ’ এই পদের পরিবর্ত্তে পুরুষ দেবতা হইলে ‘তর্পয়ামি নমঃ’ স্ত্রীদেবতা হইলে ‘তর্পয়ামি স্বাহা’ এই পদ প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা, ওঁ হ্রীঁ নারদ-ঋষিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ইহার পরিবর্ত্তে ওঁ হ্রীঁ নারদঋষি-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ হ্রীঁ প্রভাদেব্যম্বা, শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইহার পরিবর্ত্তে ওঁ হ্রীঁ প্রভাদেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা ইত্যাদি।

পুনঃ পঞ্চোপচারেণ দেবীং সংপূজ্য মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাদপদ্মে, সর্ব্বাঙ্গে চ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তর্পয়েৎ যথা, বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া সামান্যার্ঘ্যজলং দক্ষিণহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া গন্ধ-পুষ্পাক্ষতানি গৃহীত্বা উভয়তত্ত্বমুদ্রাযোগেন, (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ নীলকণ্ঠ-শিব-সহিতায়াঃ শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গা-দেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা। অতঃপরম্ অন্ননিবেদনং বলিনিবেদনাদিকং সর্ব্বম-বশিষ্টং কালীপূজা-পদ্ধতিদর্শনেন কর্ত্তব্যং (১২৩ পৃঃ—২২ পং হইতে ১৩৭ পৃঃ)। তত্র বিশেষস্তু শ্রীদক্ষিণকালিকা ইত্যত্র শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গা ইতি প্রয়োক্তব্যং। নিত্যহোমকালে পৃথক্ পৃথক্ ষড়ঙ্গহোমে তু 'ওঁ দাং হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা' ইত্যাদি চ প্রয়োক্তব্যং। মহাকালভৈরববলিবৎ নীলকণ্ঠশিবস্য বলিদান-বিধির্ন দৃশ্যতে। প্রণামমন্ত্রস্তু, ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ইতি শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গা-পূজাপদ্ধতিঃ সম্পূর্ণা। ॥ ০ ॥

অথ অন্নপূর্ণাপূজাপদ্ধতিঃ।

সাধারণপদ্ধতিক্রমেণ (পৃঃ ১ অবধি ৫৭ পৃঃ পর্য্যন্তং) প্রাতঃকৃত্যাদি পঞ্চদেবপূজাপর্য্যন্তং সম্পাদ্য (১০২) পীঠ-ন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো

---

(১০২) সাধারণ পদ্ধতিতে যেরূপ প্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে, সাধকগণ তদনুসারেই প্রাতঃকৃত্য, স্নান, সন্ধ্যা প্রভৃতি সমুদায় করিতে পারেন। অন্নদাকল্পে প্রায় ঐরূপই কথিত হইয়াছে। তবে স্থানে স্থানে যাহা কিছু প্রকারান্তর আছে তদনুসারেও কার্য্য করিলে কোন দোষ হয় না। অতএব অন্নদাকল্পে বিশেষ কি আছে তাহা কথিত হইতেছে। যথা,— অন্নপূর্ণার গায়ত্রী,—হ্রীঁ নমো ভগবতি বিদ্মহে মাহেশ্বরি ধীমহি তন্নোঽন্ন-পূর্ণে প্রচোদয়াৎ (২৫পৃঃ—৭পং দেখ)। অন্নদাকল্পমতে গায়ত্রীর ধ্যানও স্বতন্ত্র যথা,—(প্রাতঃকালে) প্রাতর্ব্রাহ্মী রক্তবস্ত্রা দ্বিভুজা চ কুমারিকা। কমণ্ডলুং তীর্থপূর্ণমক্ষমালাং চ বিভ্রতী। কৃষ্ণাজিনাম্বরধরা হংসারূঢ়া শুচি-স্মিতা॥ (মধ্যাহ্নে) মধ্যাহ্নে সা শ্যামবর্ণা বৈষ্ণবী যা চতুর্ভুজা। শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম-ধারিণী গরুড়াসনা॥ পীনোত্তুঙ্গকুচদ্বন্দ্বা বনমালাবিভূষণা। যুবতী চ সদা ধ্যেয়া মধ্যে মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে॥ (সায়াহ্নে) সায়ং সরস্বতীরূপা শুক্লা শুক্লাম্বরা সতী। ত্রিনেত্রা বরদা পাশ—শূলকর্পরধারিণী॥ বৃষভাসনমারূঢ়া চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরা। অর্দ্ধাস্তমিতামার্ত্তণ্ডে ধ্যেয়া বিগতযৌবনা॥ ইতি। (পৃঃ ২৬ পং ২ দেখ)।

আর একটি বিশেষ এই আছে যে, অন্যান্য তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, সন্ধ্যায় সূর্য্যার্ঘ্য ও দেবতার অর্ঘ্য দিবার পর গায়ত্রীধ্যান ও গায়ত্রী-জপ। অন্নদাকল্পে কথিত হইয়াছে গায়ত্রীধ্যান ও গায়ত্রীজপের পর দেবতার অর্ঘ্য দান হইবে।

সামান্যার্ঘ্যস্থাপন বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে, ফট্ এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন পূর্ব্বক আধারে স্থাপন করিয়া 'হ্রীঁ নমঃ' বলিয়া জল দিতে হইবে। ওঁ এই মন্ত্রে বিল্বপত্র, দূর্ব্বা, গন্ধ, পুষ্প, ও অক্ষতাদি তাহাতে স্থাপন করিয়া, 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ এই মন্ত্রে

নমঃ, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো নমঃ, (১০৩)।
অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। (বীজ) অস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ

আধারের পূজা, ঐরূপ 'অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ' এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রের পূজা এবং উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ', 'এই মন্ত্রে অর্ঘ্যজলের পূজা করিবে। শেষে মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া 'হ্রীঁ এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে। (৩৪ পৃঃ ৩পং দেখ) আর আর সমুদায় একই প্রকার।

নৈঋর্তকোণে ব্রহ্মা ও বাস্তুপুরুষের পূজার পর সামান্যার্ঘ্যজলদ্বারা যাগমণ্ডপ অভ্যুক্ষিত করিবার বিধি আছে (৩৭পৃঃ—১পং)।

আসন স্থাপন বিষয়ে বিশেষ এই যে, আসনের নিম্নে অধোমুখ ত্রিকোণ ও চতুরস্রমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ এই বলিয়া পূজা না করিয়া ক্লীঁ এতে গন্ধপুষ্পে কামরূপায় নমঃ এই মন্ত্রে মণ্ডলের পূজা করিবে (৪০পৃঃ—৫পং)।

ভূতশুদ্ধিবিষয়েও কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে তাহা অনাবশ্যক বোধে লিখিত হইল না।

অন্নদাকল্পে যদিও বিশ্বেশ্বর পূজার উল্লেখ নাই, তথাপি কোন কোন তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, সাধক কাশীতে বা অন্য যে কোন দেশে থাকিয়া অন্নপূর্ণার পূজা করিবেন সেই খানেই অগ্রে বিশ্বেশ্বরের পূজা করিতে হইবে। অগ্রে বিশ্বেশ্বরের পূজা না করিলে অন্নপূর্ণা পূজা গ্রহণ করেন না। অতএব সামান্যকাণ্ডে যে সময় শিবপূজা করা হয় সেই সময় যথাসাধ্য বিশ্বেশ্বরেরও পূজা করা কর্ত্তব্য। ধ্যান যথা, ধ্যায়েন্নিত্যম্ ইত্যাদি। মন্ত্র যথা, 'ওঁ নমঃ শিবায়'। উপচারদানমন্ত্র যথা, ওঁ নমঃ শিবায় এতৎ পাদ্যং বিশ্বেশ্বর-শিবায় নমঃ। ইত্যাদি। শিবপূজা-পদ্ধতি দেখিয়াই বিশ্বেশ্বর পূজা হইতে পারে। (৬৭ পৃঃ—২পং)

(১০৩) প্রত্যেক পীঠদেবতার ন্যাস যথা (১৬৪ পৃঃ—১১পং)। প্রত্যেক পীঠশক্তির পৃথক্ পৃথক্ ন্যাস যথা,—হৃৎপদ্মের পূর্ব্বদিক্ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত কেশর সমুদায়ে, ওঁ জং জয়ায়ৈ নমঃ। (এইরূপ) বিং বিজয়ায়ৈ। অং

গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবতা হ্রীঁ বীজং স্বাহা শক্তিঃ নমঃ কীলকং মমাভীষ্টসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীঅন্নপূর্ণায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হ্রীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে নমঃ কীলকায় নমঃ। করাঙ্গন্যাসৌ,—ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু (৯৬ পৃঃ—৯পং দেখ)। (১০৪) অথ সংক্ষেপষোঢ়াং বীজন্যাসং তত্ত্বন্যাসং ব্যাপকন্যাসঞ্চ কৃত্বা (৯৬ পৃঃ—১২পং) ধ্যায়েৎ যথা,—হ্রীঁ রক্তাং বিচিত্রবসনাং

অজিতায়ৈ। অং অপরাজিতায়ৈ। নিং নিত্যায়ৈ। বিং বিলাসিন্যৈ। দোং দোগ্ধ্র্যৈ। অং অঘোরায়ৈ। (মধ্যে) সং সর্ব্বমঙ্গলায়ৈ। (তদুপরি) হ্রীঁ সর্ব্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ।

(১০৪) অন্নদাকল্পে কথিত হইয়াছে, মূলমন্ত্রের প্রথমে যে বীজ থাকিবে সেই বীজেই ষড়্দীর্ঘ যোগ করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। যদি মূলমন্ত্রের আদিতে দুইটি বীজ থাকে তাহা হইলে সেই দুইটি বীজ ধরিয়াই করাঙ্গন্যাস করিতে হইবে। যথা,—হ্রাং ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। অথবা ষড়্দীর্ঘযুক্ত সমুদায় বীজেতেও করাঙ্গন্যাস হইতে পারে।

কোন কোন পদ্ধতিতে ঋষ্যাদিন্যাসের পর করাঙ্গন্যাসের পূর্ব্বে শক্তিন্যাসের বিধি আছে। যথা,—(ললাটে) আং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ। (বামস্কন্ধে) ঈং মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ। (বামপার্শ্বে) ঊং কৌমার্য্যৈ নমঃ। (জঠরে) ঋৃং বৈষ্ণব্যৈ নমঃ। (দক্ষিণপার্শ্বে) ৯ৄং বারাহ্যৈ নমঃ। (দক্ষিণস্কন্ধে) ঐং ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ। (গলে) ঔঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ। (হৃদয়ে) অঃ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ দিতে হইবে।

নবচন্দ্রচূড়াম্ অন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাং নৃত্যন্তমিন্দু-শকলাভরণং বিলোক্য হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীং ॥ (১০৫)। ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজয়েৎ। (৯৯পৃঃ—৩পং)। অথ দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ যথা,—হ্রীঁ-গর্ভত্রিকোণ-বৃত্ত-চতুরস্রমণ্ডলং বিলিখ্য সামান্যার্ঘ্যোদকেন অভ্যুক্ষ্য ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ (১০০পৃঃ—২পং)। তত্র ষড়ঙ্গপূজা তু ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ইত্যাদিনা। সমর্থশ্চেৎ বিলোমার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ। (১০১ পৃঃ—১৩পং)। অথ পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ যথা, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। (১০৬)॥ ০॥ রহস্যপূজা ॥ ০॥

---

(১০৫) ধ্যানান্তর যথা,—আদায় দক্ষিণকরেণ সুবর্ণদর্ব্বীং দুগ্ধান্নপূর্ণামিতরেণ চ রত্নপাত্রং। ভিক্ষান্নদাননিরতাং নবহেমবর্ণাম্ অম্বাং ভজে সকল-ভূষণমাল্যশোভাং॥ অন্নদাকল্পোক্ত ধ্যান যথা,—ত্রৈলোক্যমোহিনীং সৌম্যাং বালার্কারুণবিগ্রহাং। বিচিত্রাম্বরভূষাঢ্যাং সদাষ্টাদশবৎসরাং॥ নানাসুরত্ন-ভূষাভির্ম্মণ্ডিতাং চন্দ্রশেখরাং। ত্রিনেত্রামরসন্দোহ-সংস্তুতাং দ্বিভুজাং পরাং॥ বামে মাণিক্যচষকং কারণামৃতপূরিতং। রত্নদর্ব্বীং দক্ষকরে পলান্নঘৃত-পূরিতং॥ পায়য়ন্তীং শিবং তীর্থং ভোজয়ন্তীং পলান্নকং। পীত্বা ভুক্ত্বানন্দ-ময়ং নৃত্যন্তং শশিশেখরং॥ বিলোক্য হৃষ্টাং পদ্মান্তঃ-ষট্‌কোণান্তর্নিষেদুষীং! মুক্তাহারলসত্তুঙ্গ-কুচযুগ্মমনোহরাং॥ সর্ব্বসৌন্দর্য্যবসতিং সর্ব্বলাবণ্যশালিনীং। বিশ্বাদ্যাং বিশ্বজননীং বিশ্বপালনতৎপরাং॥ দুঃখদারিদ্র্যদমনীং সুখমোক্ষফল-প্রদাং। ইত্থমানন্দনিলয়াং ধ্যায়েন্নিজহৃদম্বুজে (ধ্যাত্বা নিজহৃদম্বুজে)।

(১০৬) প্রত্যেক পীঠদেবতাপূজা যথা,—ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ। ইত্যাদি। (১৬৬পৃঃ ১২পং)। প্রত্যেক পীঠশক্তিপূজা যথা,—(কেশরের পূর্ব্বদিক্ হইতে ঈশান পর্য্যন্ত) ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে জং জয়ায়ৈ নমঃ।

অথ কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা মূলাধারাৎ কুলকুণ্ডলিনীং ব্রহ্মপথেন পরমশিবে সমাযোজ্য পূর্ব্ববৎ মূর্ত্তিং প্রকল্প্য (১০৪পৃঃ—৫পং) বামনসা কুসুমাঞ্জলৌ সমানীয় যন্ত্রোপরি সংস্থাপ্য (কৃতাঞ্জলিরাবাহয়েৎ। (১০৫ পৃঃ—২১ পং)

ততঃ পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ (পঞ্চোপচারেণ বা) দেবীং পূজয়েৎ যথা, (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীঅন্নপূর্ণায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি। (১০৭—২পং)

অথ উপচারদানানন্তরম্ আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ যথা,—(কৃতাঞ্জলিঃ) দেবি আজ্ঞাপয় ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি। তত আত্মানং লব্ধানুজ্ঞং বিভাব্য, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে, আবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ইতি পূজয়েৎ। (১০৭)

(এবং) বিং বিজয়ায়ৈ। অং অজিতায়ৈ। অং অপরাজিতায়ৈ। নিং নিত্যায়ৈ। বিং বিলাসিন্যৈ। দোং দোগ্ধ্র্যৈ। অং অঘোরায়ৈ। (মধ্যে) সং সর্ব্বমঙ্গলায়ৈ। (তদুপরি) হ্রাঁ সর্ব্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ।

(১০) আবরণদেবতার প্রত্যেকের পূজা যথা,—প্রথম ষড়ঙ্গপূজা যথা,—(দেবীর সেই সেই অঙ্গে) ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ (১১৮পৃঃ—২৩ পং দেখ)। (পাদুকা বা ঐঁ) দিব্যৌঘ সিদ্ধৌঘ-মানবৌঘগুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অথবা, (পাদুকা বা ঐঁ) প্রহ্লাদানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ সনকানন্দনাথ। কুমারানন্দনাথ। বশিষ্ঠানন্দনাথ। ক্রোধানন্দনাথ। সুখানন্দনাথ। ধ্যানানন্দনাথ। বোধানন্দনাথ। (ঊর্দ্ধকেশানন্দনাথ। ব্যোমকেশানন্দনাথ। নীল

অথ দশবক্ত্র শিবং পূজয়েৎ যথা,—ওঁ দাং এষ গন্ধঃ দশবক্ত্র শিবায় নমঃ। ইত্যাদি। পুনঃ পঞ্চোপচারেণ দেবীং সংপূজ্য শিরো-হৃদয়-মূলাধার-পাদপদ্ম-সর্ব্বাঙ্গেষু চ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ অথবা পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলিমেকং দত্ত্বা তর্পয়েৎ যথা,—বামহস্ত-তত্ত্বমুদ্রয়া অর্ঘ্যজলং দক্ষিণহস্ত-তত্ত্বমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাক্ষতানি গৃহীত্বা উভয়হস্ত-তত্ত্বমুদ্রাযোগেন, (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ দশবক্ত্র শিবসহিতায়াঃ শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবতায়াঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।

অতঃপরম্ অন্ননিবেদনং বলিনিবেদনাদিকঞ্চ সর্ব্বমবশিষ্টং কালীপূজাপদ্ধতিদর্শনেন কর্ত্তব্যং। তত্র বিশেষস্তু শ্রীদক্ষিণকালিকা ইত্যত্র শ্রীঅন্নপূর্ণা ইতি প্রয়োক্তব্যং। ষড়ঙ্গ-

---

কণ্ঠানন্দনাথ। বৃষধ্বজানন্দনাথ। গুরু। পরমগুরু। পরাপরগুরু। পরমেষ্ঠিগুরু। সর্ব্বত্র প্রথমে পাদুকা বা ঐঁ শেষে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অনন্তর অষ্টদলপদ্মের পূর্ব্বদল হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত, ওঁ হ্রীঁ আং ব্রাহ্মীদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) ঈং মাহেশ্বরী। ঊং কৌমারী। ঋং বৈষ্ণবী। ঌং বারাহী। ঐং ইন্দ্রাণী। ঔঁ চামুণ্ডা। অঃ মহালক্ষ্মী। পরে ঐ অষ্টদলপদ্মের দলাগ্রে পূর্ব্ববৎ অসিতাঙ্গ প্রভৃতি অষ্টভৈরবের পূজা করিবে (১২৭পৃঃ—৮পং)। পরে ভূপুরের দশদিকে ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিবে। (১২১পৃঃ—১৬পং) পরন্তু বিশেষ এই যে 'শ্রীদক্ষিণকালিকা-পারিষদশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ স্থলে 'শ্রীঅন্নপূর্ণা-পারিষদশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ' বলিতে হইবে। পরে ভূপুরের বাহিরে দশদিক্‌পালের নিকট দিক্‌পালাস্ত্রের পূজা করিবে। (১২২পৃঃ পং ২০। ভূপুরের দ্বারচতুষ্টয়ে ওঁ বাং বটুকশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) ক্ষাং ক্ষেত্রপাল। যাং যোগিনী। গাং গণেশ। (মধ্যে) সুবর্ণদর্ব্বী। রত্নপাত্র। (অমৃতপূরিত-মাণিক্যচষক। পলান্নপূরিতরত্নদর্ব্বী।)

হোমে তু, ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা, ইত্যাদি প্রয়োক্তব্যং। মহাকালভৈরববলিবৎ দশবক্ত্রশিবস্য বলিদানবিধির্ন দৃশ্যতে। প্রণামমন্ত্রস্তু, ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি। (১৫৩ পৃঃ—২৩পং)। ইতি শ্রীঅন্নপূর্ণাপূজাপদ্ধতিঃ সম্পূর্ণা।

অথ ভুবনেশ্বরীপূজাপদ্ধতিঃ।

সাধারণপদ্ধতিক্রমেণ প্রাতঃকৃত্যাদি পঞ্চদেবতাপূজা-পর্য্যন্তং (১ পৃঃ অবধি ৫৭পৃঃ পর্য্যন্তং) সমাধায় অন্নপূর্ণাপূজা-পদ্ধতিক্রমেণ পীঠদেবতাঃ পীঠশক্তীশ্চ ন্যসেৎ। ১৭২ পৃঃ—২৫পং)

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। (বীজ) অস্য ভুবনেশ্বরীমন্ত্রস্য শক্তি-ঋর্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীভুবনেশ্বরীদেবতা হকারো বীজং ঈকারঃ শক্তিঃ রেফঃ কীলকং চতুর্ব্বর্গসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি শক্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ মূলাধারে হকারায় বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ ঈংকারায় শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে রকারায় কীলকায় নমঃ। অথ মন্ত্রন্যাসঃ, শিরসি, ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ। বদনে, এং গগনায়ৈ নমঃ। হৃদি, উং রক্তায়ৈ নমঃ। মূলাধারে, ইং করালিকায়ৈ নমঃ। পাদয়োঃ, অং মহোচ্ছুষ্মায়ৈ নমঃ॥ ঊর্দ্ধমুখে ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ। পূর্ব্ব-মুখে, এং গগনায়ৈ নমঃ। দক্ষিণমুখে, উং রক্তায়ৈ নমঃ। উত্তরমুখে ইং করালিকায়ৈ নমঃ। পশ্চিমমুখে, অং মহো-চ্ছুষ্মায়ৈ নমঃ।

অথ করাঙ্গন্যাসৌ, ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইত্যাদি (১৭৩ পৃঃ—৬পং দেখ)। ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ইত্যাদি (৯৬ পৃঃ—৯পং দেখ)। অথ সংক্ষেপষোঢ়া (৯৬পৃঃ—১২ পং)।

অথ গায়ত্রীব্রহ্মাদিন্যাসঃ,—ভালে, ওঁ হ্রীঁ গায়ত্রীসহিতব্রহ্মণে নমঃ। এবং দক্ষিণকপোলে,—সাবিত্রীসহিতবিষ্ণবে নমঃ। বামকপোলে,—বাগীশ্বরীসহিতমহেশ্বরায় নমঃ। বামকর্ণোপরি,—শ্রীসহিতধনপতয়ে নমঃ। মুখে,—রতিসহিত-স্মরায় নমঃ। দক্ষিণকর্ণোপরি,—পুষ্টিসহিতগণপতয়ে নমঃ। দক্ষিণগণ্ডকর্ণান্তরালে,—শঙ্খনিধয়ে নমঃ। বামগণ্ড-কর্ণান্তরালে,—পদ্মনিধয়ে নমঃ। মুখে,—ভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ॥ কণ্ঠমূলে, গায়ত্রীসহিতব্রহ্মণে নমঃ। দক্ষিণস্তনে, সাবিত্রীসহিতবিষ্ণবে নমঃ। বামস্তনে,—বাগীশ্বরীসহিত-মহেশ্বরায় নমঃ। বামস্কন্ধে, শ্রীসহিতধনপতয়ে নমঃ। হৃদয়ে,—রতিসহিতস্মরায় নমঃ। দক্ষিণস্কন্ধে,—পুষ্টিসহিত-গণপতয়ে নমঃ। বামপার্শ্বে,—শঙ্খনিধয়ে নমঃ। দক্ষিণ-পার্শ্বে,—পদ্মনিধয়ে নমঃ। নাভিতে ভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। সর্ব্বত্র আদৌ ওঁ হ্রীঁ ইতি প্রয়োক্তব্যম্। অথ সমর্থশ্চেৎ শক্তিন্যাসং কুর্য্যাৎ (১৭২পৃ—২০ পং)। অথ তত্ত্বন্যাসং (৯৭পৃঃ—৬ পং) মূলেন ব্যাপকন্যাসঞ্চ কৃত্বা (৯৮পৃঃ—৩পং) কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা ধ্যায়েৎ যথা, উদ্যদ্দিনকরদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়সংযুক্তাং। স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশপাশাভীতিকরাং প্রভজেদ্ভুবনেশীং॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য (৯৯পৃঃ—১পং) দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ

(১০০পৃঃ—১পং)। সমর্থশ্চেৎ বিলোমার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ। অথ পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ যথা, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীং এতে গন্ধপুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। (১০৮)

॥০॥ রহস্যপূজা ॥০॥

অথ পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা (১২৬পৃঃ—২১পং)। পূর্ব্ববৎ মূর্ত্তিং প্রকল্প্য (১০৪পৃঃ—৪পং) আবাহয়েৎ (১০৫পৃঃ—২১পং)। ততঃ বরমুদ্রাম্ অভয়মুদ্রাম্ অঙ্কুশমুদ্রাং পাশমুদ্রাং যোনিমুদ্রাং পরমীকরণমুদ্রাং ধেনুমুদ্রাঞ্চ প্রদর্শ্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য যথোপচারৈঃ পূজয়েৎ। পূজাপ্রকারো যথা, (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি (১০৭ পৃঃ—২পং)।

অথ আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। যথা (কৃতাঞ্জলিঃ) দেবি আজ্ঞাপয় ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি। তত আত্মানং লব্ধানুজ্ঞং বিভাব্য, ওঁ হ্রীঁ আবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (১০৯)

অথ ত্র্যম্বকশিবং পূজয়েৎ। ধ্যানং যথা, হস্তাভ্যাং কলসদ্বয়ামৃতরসৈরাপ্লাবয়ন্তং শিরো দ্বাভ্যাং তৌ দধতং

---

(১০৮) পীঠদেবতাদিগের প্রত্যেকের পূজা (১৬৬ পৃঃ—১২পং)। পীঠ-শক্তি-পূজা অন্নপূর্ণার পীঠশক্তিপূজার ন্যায়। (১৭২ পৃঃ—২৬পং)

(১০৯) প্রত্যেক আবরণদেবতার পূজা যথা,—(কর্ণিকামধ্যে) ওঁ হ্রীঁ ওঁ হৃল্লেখা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপে পূর্ব্বে) এং গগনা। (দক্ষিণে) উং রক্তা (উত্তরে) ইং করালিকা। (পশ্চিমে) অং মহোচ্ছুষ্মা।

(ষট্‌কোণের পূর্ব্বদিকে) গায়ত্রী। ব্রহ্ম। (নৈর্ঋতকোণে) সাবিত্রী। বিষ্ণু। (বায়ুকোণে) সরস্বতী। রুদ্র। (বহ্নিকোণে) শ্রী। ধনপতি। (পশ্চিমে) রতি। স্মর। (ঈশানকোণে) পুষ্টি। গণপতি। (ষট্‌কোণের উভয়পার্শ্বে) শঙ্খনিধি। পদ্মনিধি। সর্ব্বত্র অগ্রে ওঁ হ্রীঁ এবং নামান্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। পরে ষড়ঙ্গশক্তির পূজা করিতে হইবে যথা,—(অগ্নিকোণে) ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (নৈর্ঋতকোণে) ওঁ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা শিরোঽঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (বায়ুকোণে) ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (ঈশানকোণে) ওঁ হ্রৈং কবচায় হুঁ কবচাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (অগ্রে) ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (চতুর্দ্দিকে) ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গ-শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অথবা দেবীর সেই সেই অঙ্গে ষড়ঙ্গপূজা করিবে। পরে গুরুপংক্তি ও গুরুচতুষ্টয় পূজা করিবে (১৭৫পৃঃ—২০ পং)।

অনন্তর অষ্টদলপদ্মের পূর্ব্বদল হইতে ঈশানকোনস্থদল পর্য্যন্ত,—ওঁ হ্রাঁ অনঙ্গকুসুমা-দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) অনঙ্গকুসুমাতুরা। অনঙ্গমদনা। অনঙ্গমদনাতুরা। ভুবনপালা। অনঙ্গবেদ্যা। শশিরেখা। গগনরেখা। সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ ও অন্তে দেব্যাম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপ ষোড়শদলে পূর্ব্বদিক্ হইতে করালিনী। বিকরালিনী। উমা। সরস্বতী। শ্রী। দুর্গা। উষা। লক্ষ্মী। শ্রুতি। স্মৃতি। ধৃতি। শ্রদ্ধা। মেধা। মতি। কান্তি। আর্য্যা। (পদ্মের বাহিরে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে) অনঙ্গরূপা। অনঙ্গমদনা। মদনাতুরা। ভুবনবেগা। ভুবনপালিকা। সর্ব্বশিশিরা। অনঙ্গবেদনা। অনঙ্গমেখলা! সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ ও শেষে দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

পরে ভূপুরের পূর্ব্বদিক্ হইতে ইন্দ্রাদি দশদিকপালের পূজা (১২১পৃঃ—১৬পং) ও তদ্বহির্দ্দেশে দিক্‌পালাস্ত্রের পূজা। (১২২পৃঃ—২০পং)। দশদিক্‌পালের পূজায় বিশেষ এই যে, শ্রীদক্ষিণকালিকা-পারিষদস্থলে 'শ্রীভুবনেশ্বরীপারিষদ' বলিতে হইবে। পরে, বর। অভয়। পাশ। অঙ্কুশ। সর্ব্বত্র অগ্রে ওঁ হ্রীঁ ও শেষে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

মৃগাঙ্কবলয়ে দ্বাভ্যাং বহন্তং পরং। অঙ্কন্যস্তকরদ্বয়ামৃতঘটং কৈলাসকান্তং শিবং স্বচ্ছাম্ভোজগতং নবেন্দুমুকুটং দেবং ত্রিনেত্রং ভজে। বীজমন্ত্রো যথা, ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাং॥ পূজাপ্রকারো যথা, (বীজ) এষ গন্ধঃ ত্র্যম্বকশিবায় নমঃ। ইত্যাদি।

অথ পঞ্চোপচারেণ পুনর্দ্দেবীং পূজয়িত্বা শিরো-হৃদয়-মূলাধার-পাদপদ্ম সর্ব্বাঙ্গেষু চ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তর্পয়েৎ যথা, বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া অর্ঘ্যজলং দক্ষিণহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাক্ষতানি গৃহীত্বা উভয়হস্ত-তত্ত্বমুদ্রাযোগেন, (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ ত্র্যম্বকশিবসহিতায়াঃ শ্রীভুবনেশ্বরীদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।

অতঃপরমবশিষ্টং কালীপূজাপদ্ধতি-দর্শনেন সম্পাদনীয়ং। (১২৩ পৃঃ—২পং হইতে ১৩৭ পৃঃ) তত্র বিশেষস্তু শ্রীদক্ষিণকালিকা ইত্যত্র শ্রীভুবনেশ্বরী ইতি পদং দেয়ম্। নিত্যহোমে বিশেষস্তু অসিতাঙ্গাদ্যষ্টভৈরবাহুতির্ন দেয়া। পৃথক্ পৃথক্ ষড়ঙ্গহোমে তু 'ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা' ইত্যাদি প্রয়োক্তব্যং। মহাকালভৈরববলিবৎ ত্র্যম্বকশিবস্য বলিদানবিধির্ন দৃশ্যতে। প্রণামমন্ত্রস্তু ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি (১৭০ পৃঃ—১৩পং)। ইতি ভুবনেশ্বরীপূজাপদ্ধতিঃ সম্পূর্ণা ॥০॥

(ষট্‌কোণের পূর্ব্বদিকে) গায়ত্রী। ব্রহ্ম। (নৈর্ঋতকোণে) সাবিত্রী। বিষ্ণু। (বায়ুকোণে) সরস্বতী। রুদ্র। (বহ্নিকোণে) শ্রী। ধনপতি। (পশ্চিমে) রতি। স্মর। (ঈশানকোণে) পুষ্টি। গণপতি। (ষট্‌কোণের উভয়পার্শ্বে) শঙ্খনিধি। পদ্মনিধি। সর্ব্বত্র অগ্রে ওঁ হ্রীঁ এবং নামান্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। পরে ষড়ঙ্গশক্তির পূজা করিতে হইবে যথা,—(অগ্নিকোণে) ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (নৈর্ঋতকোণে) ওঁ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা শিরোঽঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (বায়ুকোণে) ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (ঈশানকোণে) ওঁ হ্রৈং কবচায় হুঁ কবচাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (অগ্রে) ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (চতুর্দ্দিকে) ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গ-শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অথবা দেবীর সেই সেই অঙ্গে ষড়ঙ্গপূজা করিবে। পরে গুরুপংক্তি ও গুরুচতুষ্টয় পূজা করিবে (১৭৫পৃঃ—২০ পং)।

অনন্তর অষ্টদলপদ্মের পূর্ব্বদল হইতে ঈশানকোনস্থদল পর্য্যন্ত,—ওঁ হ্রাঁ অনঙ্গকুসুমা-দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) অনঙ্গকুসুমাতুরা। অনঙ্গমদনা। অনঙ্গমদনাতুরা। ভুবনপালা। অনঙ্গবেদ্যা। শশিরেখা। গগনরেখা। সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ ও অন্তে দেব্যাম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপ ষোড়শদলে পূর্ব্বদিক্ হইতে করালিনী। বিকরালিনী। উমা। সরস্বতী। শ্রী। দুর্গা। উষা। লক্ষ্মী। শ্রুতি। স্মৃতি। ধৃতি। শ্রদ্ধা। মেধা। মতি। কান্তি। আর্য্যা। (পদ্মের বাহিরে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে) অনঙ্গরূপা। অনঙ্গমদনা। মদনাতুরা। ভুবনবেগা। ভুবনপালিকা। সর্ব্বশিশিরা। অনঙ্গবেদনা। অনঙ্গমেখলা! সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ ও শেষে দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

পরে ভূপুরের পূর্ব্বদিক্ হইতে ইন্দ্রাদি দশদিকপালের পূজা (১২১পৃঃ—১৬পং) ও তদ্বহির্দ্দেশে দিক্‌পালাস্ত্রের পূজা। (১২২পৃঃ—২০পং)। দশদিক্‌পালের পূজায় বিশেষ এই যে, শ্রীদক্ষিণকালিকা-পারিষদস্থলে 'শ্রীভুবনেশ্বরীপারিষদ' বলিতে হইবে। পরে, বর। অভয়। পাশ। অঙ্কুশ। সর্ব্বত্র অগ্রে ওঁ হ্রীঁ ও শেষে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

মৃগাক্ষবলয়ে দ্বাভ্যাং বহন্তং পরং। অঙ্কন্যস্তকরদ্বয়ামৃতঘটং কৈলাসকান্তং শিবং স্বচ্ছাম্ভোজগতং নবেন্দুমুকুটং দেবং ত্রিনেত্রং ভজে। বীজমন্ত্রো যথা, ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥ পূজাপ্রকারো যথা, (বীজ) এষ গন্ধঃ ত্র্যম্বক-শিবায় নমঃ। ইত্যাদি।

অথ পঞ্চোপচারেণ পুনর্দ্দেবীং পূজয়িত্বা শিরো-হৃদয়-মূলাধার-পাদপদ্ম সর্ব্বাঙ্গেষু চ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তর্পয়েৎ যথা, বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া অর্ঘ্যজলং দক্ষিণহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাক্ষতানি গৃহীত্বা উভয়হস্ত-তত্ত্বমুদ্রাযোগেন, (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ ত্র্যম্বকশিবসহিতায়াঃ শ্রীভুবনেশ্বরীদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।

অতঃপরমবশিষ্টং কালীপূজাপদ্ধতি-দর্শনেন সম্পাদনীয়ং। (১২৩ পৃঃ—২পং হইতে ১৩৭ পৃঃ) তত্র বিশেষস্তু শ্রীদক্ষিণকালিকা ইত্যত্র শ্রীভুবনেশ্বরী ইতি পদং দেয়ম্। নিত্যহোমে বিশেষস্তু অসিতাঙ্গাদ্যষ্টভৈরবাহুতির্ন দেয়া। পৃথক্ পৃথক্ ষড়ঙ্গহোমে তু 'ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা' ইত্যাদি প্রয়োক্তব্যং। মহাকালভৈরববলিবৎ ত্র্যম্বকশিবস্য বলিদানবিধির্ন দৃশ্যতে। প্রণামমন্ত্রস্তু ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি (১৭০ পৃঃ—১৩পং)। ইতি ভুবনেশ্বরীপূজাপদ্ধতিঃ সম্পূর্ণা ॥০॥

অথ প্রচণ্ডচণ্ডিকাপূজাপদ্ধতিঃ।

প্রাতঃকৃত্য-প্রভৃতি পঞ্চদেবতাদি-পূজাপর্য্যন্তং সাধারণ-পূজাপদ্ধতিক্রমেণ সম্পাদ্য (১পৃঃ অবধি ৫৭ পৃঃ পর্য্যন্তং) পাঠন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা,—হৃদি মৃগমুদ্রয়া, ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ (১১০)। অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। (শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ঐঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হূঁ হূঁ ফট্ স্বাহা) অস্য মন্ত্রস্য ভৈরব ঋষিঃ সম্রাট্ছন্দঃ ছিন্নমস্তা দেবতা হূঁ হূঁ বীজং স্বাহা শক্তিরভীষ্টার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে সম্রাট্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীচ্ছিন্নমস্তায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হূঁ হূঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। (কনিষ্ঠয়োঃ) ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা। (অনামিকয়োঃ) ওঁ ঈং সুখড়্গায় শিরসে স্বাহা। (মধ্যময়োঃ)

---

(১১০) প্রত্যেক পীঠদেবতান্যাস ও পীঠশক্তিন্যাস যথা,—হৃদয়ে মৃগমুদ্রায়, ওঁ হ্রীঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। (এইরূপ) প্রকৃত্যৈ। কূর্ম্মায়। অনন্তায়। পৃথিব্যৈ। ক্ষীরসমুদ্রায়। রত্নদ্বীপায়। কল্পবৃক্ষায়। (তদধঃ) স্বর্ণসিংহাসনায়। আনন্দকন্দায়। সম্বিন্নালায়। সর্ব্বতত্ত্বাত্মকপদ্মায়। সং সত্ত্বায়। রং রজসে। তং তমসে। আং আত্মনে। অং অন্তরাত্মনে। পং পরমাত্মনে। হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে। জং জয়ায়ৈ। বিং বিজয়ায়ৈ। অং অজিতায়ৈ। অং অপরাজিতায়ৈ। নিং নিত্যায়ৈ। বিং বিলাসিন্যৈ। দোং দোগ্ধ্র্যৈ। অং অঘোরায়ৈ। মং মঙ্গলায়ৈ। ঈং রত্যৈ। ক্লীঁ কামায়। (রতিকামোপরি) ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে দেহি দেহি এহি এহি গৃহ্ণ গৃহ্ণ (স্বাহা) মম সিদ্ধিং দেহি দেহি মম শত্রূন্ মারয় মারয় করালিকে হূঁ ফট্ স্বাহা নমঃ।

মন্ত্রমহোদধিতে আর এক প্রকার পীঠমন্ত্র আছে যথা,—ওঁ সর্ব্ববুদ্ধিপ্রদে বর্ণনীয়ে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে ডাকিনীয়ে ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে এহ্যেহি নমঃ।

ওঁ ঊং সুবজ্রায় শিখায়ৈ স্বাহা। (তর্জ্জন্যোঃ) ওঁ ঐং পাশায় কবচায় স্বাহা। (অঙ্গুষ্ঠয়োঃ) ওঁ ঔং অঙ্কুশায় নেত্রত্রয়ায় স্বাহা। (করতলকরপৃষ্ঠয়োঃ) ওঁ অঃ সুরক্ষা-সুরক্ষায়াস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু।

ততঃ সংক্ষেপষোঢ়ান্যাসঃ (৯৬পৃঃ—১২পং), (১১১)। অথ মূলেন ব্যাপকন্যাসং কৃত্বা (৯৮পৃঃ—৩পং) কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা ধ্যায়েৎ যথা,—অন্তরে স্বশরীরস্য নাভিনীরজসঙ্গতাং। নির্লেপাং নির্গুণাং সূক্ষ্মাং বালচন্দ্র-সমপ্রভাং॥ সমাধিমাত্রগম্যান্তু গুণত্রিতয়-বেষ্টিতাং। কলা-তীতাং গুণাতীতাং মুক্তিমাত্রপ্রদায়িনীং॥ (১১২) ইতি

---

(১১১) (ছিন্নমস্তার একটি মন্ত্রষোঢ়া আছে যথা,—শ্রীঁ।১। ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ।২। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ।৩। এং।৪। হৌং।৫। ওঁ।৬। ক্রীং।৭। স্ত্রীঁ।৮। ক্রোং।৯। ঈং।১০। হূঁ। ১১। ফট্।১২। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হসকলহ্রীঁ হসকহলহ্রীঁ সকলহ্রীঁ।১৩। এই ত্রয়োদশটি বীজ মাতৃকাবর্ণদ্বারা পুটিত করিয়া যথাস্থানে ন্যাস করিলেই ছিন্নমস্তার ষোঢ়ান্যাস করা হইল। যথা—অং শ্রীঁ অং। আং শ্রীঁ আং ইত্যাদি। এইরূপ ত্রয়োদশটি বীজই মাতৃকাবর্ণ দ্বারা পুটিত করিয়া মাতৃকাস্থানে ন্যাস করিতে হইবে।

(১১২) ধ্যানান্তর যথা,—স্বনাভৌ নীরজং ধ্যায়েৎ শুদ্ধং বিকসিতং সিতং। তৎপদ্মকোষমধ্যে তু মণ্ডলং চণ্ডরোচিষঃ॥ জবাকুসুমসঙ্কাশং রক্তবন্ধূকসন্নিভং। রজঃসত্ত্বতমোরেখা-যোনিমণ্ডলমণ্ডিতং॥ মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাং॥ ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকং॥ প্রসারিতমুখীং ভীমাং লেলিহানাগ্রজিহ্বিকাং পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠবিনির্গতাং॥ বিকীর্ণকেশপাশাঞ্চ নানাপুষ্পসমন্বিতাং। দক্ষিণে চ করে কর্ত্রীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং॥ দিগম্বরাং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ়পদে স্থিতাং। অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং॥ রতিকামোপরিষ্টাচ্চ

সদা ধ্যায়ন্তি মন্ত্রিণঃ। সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাং॥ বিপরীত-রতাসক্তৌ ধ্যায়েদ্রতিমনোভবৌ। ডাকিনী-বর্ণিনীযুক্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ॥ দেবীগলোচ্ছলদ্রক্ত-ধারাপানং প্রকুর্ব্বতীং। বর্ণিনীং লোহিতাং সৌম্যাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাং॥ কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ। নাগযজ্ঞো-পবীতাঢ্যাং জ্বলত্তেজোময়ীমিব॥ প্রত্যালীঢ়পদাং দিব্যাং নানালঙ্কারভূষিতাং। সদা ষোড়শবর্ষীয়ামস্থিমালাবিভূষিতাং॥ ডাকিনীং বামপার্শ্বস্থাং কল্পসূর্য্যা-নলোপমাং। বিদ্যুজ্জটাং ত্রিনয়নাং দন্তপংক্তিবলাকিনীং॥ দংষ্ট্রাকরালবদনাং পীনোন্নতপয়োধরাং। মহাদেবীং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাং॥ লেলিহানমহাজিহ্বাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং। কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণ-যোগতঃ॥ দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্ব্বতীং। করস্থিতকপালেন ভীষণেনাতিভীষণাং॥ আভ্যাং নিষেব্যমাণাং তাং ধ্যায়েদ্দেবীং বিচক্ষণঃ॥

অন্য ধ্যান যথা,—প্রত্যালীঢ়পদাং সদৈব দধতীং ছিন্নং শিরঃ কর্ত্তৃকাং দিগ্বস্ত্রাং স্বকবন্ধশোণিতসুধাধারাং পিবন্তীং মুদা। নাগাবদ্ধশিরোমণিং ত্রিনয়নাং হৃদ্যুৎপলালঙ্কৃতাং রত্যাসক্তমনোভবোপরিদৃঢ়াং ধ্যায়েজ্জবা-সন্নিভাং॥ দক্ষে চাতিসিতা বিমুক্তচিকুরা কর্ত্তৃং তথা খর্পরং হস্তাভ্যাং দধতী রজোগুণভবা নাম্নাপি সা বর্ণিনী। দেব্যাশ্ছিন্নকবন্ধতঃ পতদসৃগ্ধারাং পিবন্তীং মুদা নাগাবদ্ধশিরোমণির্ম্মনুবিদা ধ্যেয়া সদা সা সুরৈঃ॥ বামে কৃষ্ণতনুস্তথৈব দধতী খড়্গং তথা খর্পরং প্রত্যালীঢ়পদা কবন্ধবিগলদ্রক্তং পিবন্তী মুদা। সৈষা যা প্রলয়ে সমস্তভুবনং ভোক্তুং ক্ষমা তামসী শক্তিঃ সাপি পরাৎপরা ভগবতী নাম্না পরা ডাকিনী॥

যতিদিগের ধ্যান যথা,—স্বনাভৌ নীরজং ধ্যায়েৎ ভানুমণ্ডলসন্নিভং। যোনিচক্রসমাযুক্তং গুণত্রিতয়-সংজ্ঞিতং। তত্র মধ্যে মহাদেবীং ছিন্নমস্তাং স্মরেদ্‌যতিঃ। প্রদীপকলিকাকারামদ্বিতীয়ব্যবস্থিতাং॥ যোনিমুদ্রাসমাযুক্তাং হৃদয়স্থিতলোচনাং॥

মন্ত্রমহোদধিধৃত ধ্যান যথা,—ভাস্বন্মণ্ডলমধ্যগাং নিজশিরশ্ছিন্নং বিকীর্ণালকং স্ফারাস্যং প্রপিবদ্গলাৎ স্বরুধিরং বামে করে বিভ্রতীং। যাভাসক্তরতিস্মরো-পরিগতাং সখ্যৌ নিজে ডাকিনী-বর্ণিন্যৌ পরিদৃশ্যমোদকলিতাং শ্রীছিন্নমস্তাং ভজে।

ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজয়েৎ (৯৯পৃঃ—১পং)। অথ দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ। (১০০পৃঃ—১পং) (১১৩)। ততঃ ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে দেহি দেহি এহি এহি গৃহ্ণ গৃহ্ণ (স্বাহা) মম শত্রূন্ মারয় মারয় করালিকে হুঁ ফট্ স্বাহা নমঃ। ইতি পূজয়েৎ (প্রত্যেকতঃ পূজা তু (১৮২পৃঃ—১৪পং) (দর্শনেন কর্ত্তব্যা) ॥ ০ ॥ রহস্যপূজা ॥ ০ ॥

অথ পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা (১৮২পৃঃ—১১পং) কূর্ম্ম-মুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা (১৮৩পৃঃ—৭পং) পূর্ব্ব-বৎ মূর্ত্তিং প্রকল্প্য (১০৪পৃঃ—৪পং) আবাহয়েৎ। যথা,—সর্ব্ব-সিদ্ধিবর্ণিনীয়ে সর্ব্বসিদ্ধিডাকিনীয়ে বজ্রবৈরোচনীয়ে ইহা-গচ্ছ ইহাগচ্ছ সর্ব্বসিদ্ধিবর্ণিনীয়ে সর্ব্বসিদ্ধিডাকিনীয়ে বজ্র-বৈরোচনীয়ে ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুদ্ধা ভব ইহ সন্নিরুদ্ধা ভব ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখী-

---

ছিন্নমস্তার এতগুলি ধ্যান দিবার তাৎপর্য্য এই যে, ধ্যান ব্যতি-রেকে অন্যান্য দেবতার পূজা হইতে পারে। কিন্তু যিনি ছিন্নমস্তার রীতিমত ধ্যান না করিয়া পূজা করিবেন তাঁহার শিরশ্ছেদ হইবে। প্রমাণ যথা,—প্রচণ্ডচণ্ডিকামেবমধ্যাত্বা যস্তু পূজয়েৎ। সত্বস্তস্য শিরশ্ছিত্বা দেবী পিবতি শোণিতং॥

(১১৩) অর্ঘ্যে প্রত্যেক ষড়ঙ্গপূজা করিতে হইবে,—ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইত্যাদি ষড়ঙ্গমন্ত্রানু-সারে (১৮৬পৃঃ—১২পং) পূজা করিবে।

ভব মম পূজাং গৃহাণ, ইত্যনেন আবাহন্যাদিপঞ্চমুদ্রা-প্রদর্শনপূর্ব্বকমাবাহ্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ (১০৫পৃঃ—২১পং)। ততঃ, আং খড়গায় হৃদয়ায় স্বাহা ইত্যাদি ষড়ঙ্গমন্ত্রেণ সকলীকৃত্য পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ (পঞ্চোপচারেণ বা) পূজয়েৎ যথা, (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীচ্ছিন্নমস্তায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি (১০৭পৃঃ—২পং)।

অথ আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ যথা, (কৃতাঞ্জলিঃ) দেবি আজ্ঞাপয় ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি। তত আত্মানং লব্ধানুজ্ঞং বিভাব্য গন্ধপুষ্পেণ পূজয়েৎ যথা, ওঁ হ্রীঁ আবরণ-দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (১১৪)

---

(১১৪) প্রত্যেক আবরণদেবতার পূজা যথা,—(অগ্নিকোণে) ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা, হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (ঈশানকোণে) ওঁ ঈং সুখড়্গায় শিরসে স্বাহা শিরোঽঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (নৈর্ঋতকোণে) ওঁ উং সুবজ্রায় শিখায়ৈ স্বাহা শিখাঙ্গ-শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (বায়ুকোণে) ওঁ ঐঁ পাশায় কবচায় স্বাহা কবচাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (মধ্যে) ওঁ ঔং অঙ্কুশায় নেত্রত্রয়ায় স্বাহা নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ (চতুর্দ্দিকে) ওঁ অঃ সুরক্ষাসুরক্ষায়াস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পরে সাধারণ গুরুপংক্তিপূজা করিবে। (১৭৫পৃঃ—২০পং)। অনন্তর অষ্টদল পদ্মের অষ্টদলে পূর্ব্বদিক্ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত, ওঁ হ্রীঁ কালীদেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ! (এইরূপ) বর্ণিনী। ডাকিনী। ভৈরবী। মহাভৈরবী। ইন্দ্রাক্ষী। পিঙ্গাক্ষী। সংহারিণী। সর্ব্বত্র প্রথমে ওঁ হ্রীঁ শেষে দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (পূর্বাদিকে) শ্রীঁ লক্ষ্মীদেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ দক্ষিণদিকে) হ্রীঁ লজ্জা

অথ দেব্যা ভৈরবং কালরুদ্রং পূজয়েৎ। ধ্যানং যথা,—কৈলাসাচলসন্নিভং ত্রিনয়নং পঞ্চাস্যমম্বাযুতং নীলগ্রীবমহীশ-ভূষণধরং ব্যাঘ্রত্বচা প্রাবৃতং। অক্ষস্রগ্‌বরকুণ্ডিকাভয়ধরং চান্দ্রীং কলাং বিভ্রতং গঙ্গাম্ভোবিলসজ্জটং দশভুজং বন্দে মহেশং প্রং। পূজা যথা,—ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায়, এষ গন্ধঃ কালরুদ্রায় শিবায় নমঃ। ইত্যাদি। অথ পুনঃ পঞ্চোপচারেণ দেবীং সংপূজ্য শিরো-হৃদয়-মূলাধার-পাদপদ্ম-সর্ব্বাঙ্গেষু চ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তর্পয়েৎ যথা,—বামহস্ত-তত্ত্বমুদ্রয়া অর্ঘ্যজলং দক্ষহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাক্ষতানি গৃহীত্বা উভয়-হস্ততত্ত্বমুদ্রাযোগেন,—(বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ

(পশ্চিমদিকে) হ্রীঁ মায়া। (উত্তরে) ঐঁ বাণী। সর্ব্বত্র দেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (পদ্মমধ্যে) হুঁ হুঁ ফট্ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) স্বাহা। (অগ্নিকোণে) ওঁ ব্রহ্মশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপ, (নৈর্ঋতকোণে) বিষ্ণু। (বায়ুকোণে) রুদ্র। ঈশান-কোণে) ঈশ্বর। (মধ্যে) সদাশিব। (দেবীদক্ষিণে) শঙ্খনিধি। (দেবীবামে) পদ্মনিধি। সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ অন্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (দেবীদক্ষিণে) ওঁ বর্ণিনীদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ বামে) ডাকিনী। (দেবীর দক্ষিণে) ওঁ সম্রাট্‌ছন্দঃ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ উত্তরে) সর্ব্ববর্ণ। (পুনর্দক্ষিণে) বীজশক্তি। সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ শেষে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অনন্তর পূর্ব্বদিক্ হইতে দলাগ্রে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিবে (১২০পৃঃ—১৫পং)। পরে দ্বারপালচতুষ্টয়ের পূজা যথা, (পূর্ব্বদ্বারে) করাল। (দক্ষিণদ্বারে) বিকরাল। (পশ্চিমদ্বারে) অতিকরাল। (উত্তরদ্বারে) মহাকরাল। সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ অন্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ কালরুদ্রশিবসহিতায়াঃ শ্রীচ্ছিন্নমস্তা-দেবতায়াঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।

অতঃপরমবশিষ্টং কালীপূজাপদ্ধতিদর্শনেন (১২৩পৃঃ—২পং হইতে ১৩৭পৃঃ) সম্পাদনীয়ং। তত্র বিশেষস্তু শ্রীদক্ষিণকালিকা ইত্যত্র শ্রীচ্ছিন্নমস্তা ইতি প্রয়োক্তব্যং। পৃথক্ পৃথক্ ষড়ঙ্গহোমে তু 'ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা' ইত্যাদি স্বাহান্তমন্ত্রঃ প্রয়োক্তব্যঃ। বলিমন্ত্রস্তু ওঁ বজ্র-বৈরোচনীয়ে দেহি দেহি এহি এহি গৃহ্ণ গৃহ্ণ ইমং বলিং মম সিদ্ধিং দেহি দেহি মম শত্রূন্ মারয় মারয় করালিকে হূঁ ফট্ স্বাহা (বীজ) এষ বলিঃ ছিন্নমস্তায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। বিসর্জ্জনে বিশেষস্তু,—ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বত-বাসিনি। ব্রহ্মযোনি-সমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি যথান্তরং॥ ইতি মন্ত্র-মুচ্চরন্ সংহারমুদ্রয়া যন্ত্রাৎ তেজোময়ীং প্রদীপকলিকোপমাং দেবতাম্ আহৃত্য যোনিমুদ্রাং বদ্ধা তত্র সংস্থাপ্য বামনাসা-পুটেন অন্তরাহরন্ কৃষ্ণপক্ষচন্দ্রকলামিব ক্রমেণ ক্ষীণতাং গতাং বিভাব্য শরীরান্তর্ব্বর্ত্তি-সূর্য্যমণ্ডলে নিবেশয়েৎ॥ ০॥ ইতি প্রচণ্ডচণ্ডিকাপূজা সমাপ্তা॥ ০॥

অথ লক্ষ্মীপূজাপদ্ধতিঃ।

প্রাতঃকৃত্যাদি পঞ্চদেবপূজাপর্য্যন্তং কর্ম্ম বিধায় (১পৃঃ অবধি ৫৭পৃঃ পর্য্যন্তং) পীঠদেবতাঃ পীঠশক্তীঃ পীঠমনূন্ চ ন্যসেৎ যথা—হৃদি মৃগমুদ্রয়া। ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ।

ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ শ্রীকমলাসনায় নমঃ (১১৫) অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ, (শ্রীঁ) অস্য মন্ত্রস্য ভৃগুঋষির্নীবৃচ্ছন্দঃ শ্রীর্দেবতা সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি ভৃগুঋষয়ে নমঃ। মুখে নীবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীশ্রিয়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ ওঁ শ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ শ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ শ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ শ্রৈং অনামিকাভ্যাং হূং। ওঁ শ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ শ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু যথা,—ওঁ শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ইত্যাদি।

ততঃ সংক্ষেপষোঢ়ান্যাসং (৯৬পৃঃ—২পং) ব্যাপকন্যাসঞ্চ কৃত্বা (৯৮ পৃঃ—৩পং) যথাবিধি কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমাঞ্জলিং গৃহীত্বা ধ্যায়েৎ যথা,—(বীজ) কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈর্হস্তোৎক্ষিপ্তহিরণ্ময়ামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ং। বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্ববিম্বললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাং॥ ইতি ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য (৯৯পৃঃ—১পং) দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ (১০০পৃঃ—১পং)। ততঃ পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ যথা, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ এতে

---

(১১৫) প্রত্যেক পীঠদেবতার ন্যাস। (১২৪পৃঃ—১১পং)। প্রত্যেক পীঠশক্তির ন্যাস যথা,—(পূর্ব্বকেশর হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত) ওঁ বিভূত্যৈ নমঃ। (এইরূপ) উন্নত্যৈ। কান্ত্যৈ। সৃষ্ট্যৈ। কীর্ত্ত্যৈ। সন্নত্যৈ। বৃদ্ধ্যৈ উৎকৃষ্ট্যৈ। (মধ্যে) ঋদ্ধ্যৈ। সর্ব্বত্র প্রথমে ওঁ হ্রীঁ ও অন্তে নমঃ।

গন্ধপুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীকমলাসনায় নমঃ। (১১৬) ॥ ০ ॥ রহস্যপূজা ॥ ০ ॥

অথ পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা (১৮৯পৃঃ—৫পং) কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা (১৮৯পৃঃ—১২পং) পূর্ব্ববৎ মূর্ত্তিং প্রকল্প্য (১০৪ পৃঃ—৪পং) মহাপদ্মবনান্তঃস্থে ইত্যাদি মন্ত্রেণ শ্রীলক্ষ্মি দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদিনা আবাহনাদিকং কুর্য্যাৎ। অথ পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য (১০৫পৃঃ—২১পং) যথোপচারৈঃ পূজয়েৎ। যথা শ্রীঁ এতৎ পাদ্যং শ্রীলক্ষ্ম্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি। (১০৭পৃঃ—২পং)

অথ আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ যথা, (কৃতাঞ্জলিঃ) দেবি আজ্ঞাপয় ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি। তত আত্মানং লব্ধানুজ্ঞং বিভাব্য ওঁ হ্রীঁ আবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইতি গন্ধপুষ্পেণ পূজয়েৎ। (১১৭)

---

(১১৬) প্রত্যেক পীঠদেবতার পূজা (১৬৬পৃঃ—১২পং)। প্রত্যেক পীঠশক্তির পূজা করিতে হইলে পীঠশক্তিন্যাস দেখিয়া পূজা করিবে।

(১১৭) প্রত্যেক আবরণ দেবতার পূজা যথা,—(অগ্নিকোণে) ওঁ শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (ঈশানকোণে) ওঁ শ্রীঁ শিরসে স্বাহা শিরোঽঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (নৈর্ঋতকোণে) ওঁ শ্রূং শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (বায়ুকোণে) ওঁ শ্রৈং কবচায় হুঁ কবচাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (সম্মুখে) ওঁ শ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (চতুর্দ্দিকে ওঁ শ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পরে গুরুপংক্তিপূজা। (১৭৫পৃঃ—২০পং)। ওঁ হ্রীঁ ভৃগু-

অথ দেব্যাঃ দক্ষিণে বিষ্ণুং পূজয়েৎ। ধ্যানং যথা, উদ্যৎপ্রদ্যোতনশতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টং। নানারত্নোল্লসিতবিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকৌমোদকীচক্রপাণিং॥ পূজামন্ত্রো যথা, ওঁ নমো নারায়ণায় এষ গন্ধঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

অথ পুনঃ পঞ্চোপচারেণ দেবীং সংপূজ্য মস্তকে হৃদয়ে মূলাধারে পাদপদ্মে সর্ব্বাঙ্গে চ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তর্পয়েৎ যথা, বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া অর্ঘ্যজলং দক্ষহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাক্ষতানি গৃহীত্বা উভয়তত্ত্বমুদ্রাযোগেন, (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ শ্রীবিষ্ণুসহিতায়াঃ শ্রীলক্ষ্মীদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।

অন্যদবশিষ্টং সর্ব্বং কালীপূজাপদ্ধতি-দর্শনেন কর্ত্তব্যং। (১২৬পৃঃ—১পং)। তত্রবিশেষস্তু 'শ্রীদক্ষিণকালিকা' ইত্যত্র 'শ্রী-

---

ঋষিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (অষ্টদল পদ্মের পূর্ব্বদলে) ওঁ হ্রীঁ বাসুদেবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপ (দক্ষিণদলে) সঙ্কর্ষণ। (পশ্চিমদলে) প্রদ্যুম্ন। (উত্তরদলে) অনিরুদ্ধ। (অগ্নিকোণদলে) দমক। (নৈর্ঋত কোণে) পুণ্ডরীক। (বায়ুকোণে) গুগ্গুলু। (ঈশানকোণে) কুরুণ্টক। (দেবীর দক্ষিণে) শঙ্খনিধি। বসুধাদেব্যম্বা। (দেবীর বামে) পদ্মনিধি। বসুমতীদেব্যম্বা। (পদ্মের পূর্ব্ব হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত দলাগ্রে) বলাকীদেব্যম্বা। বিমলাদেব্যম্বা। কমলাদেব্যম্বা। বনমালিকাদেব্যম্বা। বিভীষিকাদেব্যম্বা। মালিকাদেব্যম্বা। শাঙ্করীদেব্যম্বা। বসুমালিকাদেব্যম্বা। সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ ও অন্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অনন্তর ভূপুরের উপরি পূর্ব্বাদিক্রমে ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের ও বহির্ভাগে বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে। (১২১পৃঃ—১৬পং)।

লক্ষ্মী' ইতি প্রয়োক্তব্যং। ষড়ঙ্গহোমে তু 'ওঁ শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা' ইত্যাদি চ প্রয়োক্তব্যং। অষ্টভৈরবাহুতিস্তু ন দেয়া। প্রণামমন্ত্রস্তু,—ওঁ হ্রীঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি (১৫৩পৃঃ—২৩পং)। (১১৮)

অথ মহালক্ষ্মীপূজাপদ্ধতিঃ।

পূর্ব্বোক্ত-প্রাতঃকৃত্যপ্রভৃতি লক্ষ্মীপূজাপদ্ধতি-কথিত-পীঠ-ন্যাস-পীঠশক্তিন্যাস-পীঠমনুন্যাস-পর্য্যন্তং বিধায় (১৮৮পৃঃ—১৯পং) ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা, (ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হ্সৌঃ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ) (বীজ) অস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষি-র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ জগদাদি-শ্রীমহালক্ষ্মীর্দেবতা মমাভীষ্টসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রী-চ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি জগদাদি-শ্রীমহালক্ষ্ম্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। অথ মূলেন করৌ সংশোধ্য বীজপঞ্চকং ন্যসেৎ যথা, (অঙ্গুষ্ঠয়োঃ) ওঁ ঐঁ নমঃ। (তর্জ্জন্যোঃ) ওঁ হ্রীঁ নমঃ। (মধ্যময়োঃ) ওঁ শ্রীঁ নমঃ। (অনামিকয়োঃ) ওঁ ক্লীঁ নমঃ। (কনিষ্ঠয়োঃ) ওঁ হ্সৌঃ নমঃ। (করতলকরপৃষ্ঠয়োঃ) ওঁ

---

(১১৮) লক্ষ্মীর শ্রীঁ এই একাক্ষর মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি কথিত হইল। ঐঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ এই চতুরক্ষর মন্ত্রেরও পূজা অবিকল ঐরূপ, পরন্তু কেবল ধ্যানমাত্রে প্রভেদ আছে। ধ্যান যথা—মাণিক্যপ্রতিমপ্রভাং হিমনিভৈস্তুঙ্গৈশ্চতুর্ভির্গজৈর্হস্তাগ্রাহিত-রত্নকুম্ভসলিলৈরাসিচ্যমানাং সদা। হস্তাব্জৈর্বরদান-মম্বুজযুগাভীতীর্দধানাং হরেঃ কান্তাং কাঙ্ক্ষিতপারিজাতলতিকাং বন্দে সরোজাসনাং॥

জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ। অথ ব্যাপকন্যাসং কুর্য্যাৎ (৯৮পৃঃ—৩পং)। অথ (মূৰ্দ্ধনি) ওঁ ঐঁ নমঃ। (আস্যে) ওঁ হ্রীঁ নমঃ। (হৃদয়ে) ওঁ শ্রীঁ নমঃ। (মূলাধারে) ওঁ ক্লীঁ নমঃ। (চরণ-দ্বয়ে) ওঁ হ্সৌঃ নমঃ। হৃদয়ে সপ্তধাতুষু 'ওঁ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ'। অথবা মূৰ্দ্ধাদিপঞ্চস্থানেষু পূর্ব্ববৎ পঞ্চ বীজানি বিন্যস্য হৃদয়স্থ-রসে, ওঁ জ নমঃ, (রক্তে) ওঁ গৎ নমঃ, (মাংসে) ওঁ প্র নমঃ, (মেদসি) ওঁ সূ নমঃ, (অস্থি) ওঁ ত্যৈ নমঃ, (মজ্জায়াং) ওঁ ন নমঃ। (শুক্রে) ওঁ মঃ নমঃ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ যথা, ওঁ ঐঁ জ্ঞানায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীঁ ঐশ্বর্য্যায় তর্জ্জ-নীভ্যাং স্বাহা। ওঁ শ্রীঁ শক্তয়ে মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ ক্লীঁ বলায় অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ হ্সৌঃ বীর্য্যায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ জগৎপ্রসূত্যৈ নমস্তেজসে করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু ওঁ ঐঁ জ্ঞানায় হৃদয়ায় নমঃ। ইত্যাদি। ততঃ সংক্ষেপষোঢ়ান্যাসং কৃত্বা কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তপুষ্পাঞ্জলিং গৃহীত্বা (৯৬পৃঃ—২পং) ধ্যায়েৎ যথা, বালার্কদ্যুতিমিন্দুখণ্ডবিলসৎ-কোটীরহারোজ্জ্বলাং রত্নাকল্পবিভূষিতাং কুচলতাং শালেঃ করে মঞ্জরীং। পদ্মৌ কৌস্তুভরত্নমপ্যবিরতং সংবিভ্রতীং সস্মিতাং ফুল্লাম্ভোজ-বিলোচনত্রয়যুতাং ধ্যায়েৎ পরামম্বিকাং॥ (১১৯) ইতি

---

(১১৯) তন্ত্রসার অনুসারে সংক্ষিপ্ত ধ্যান কথিত হইল। সারদা-তিলকে বিস্তৃত ধ্যান আছে এবং সেই ধ্যান করিবার পূর্ব্বে পীঠচিন্তাও আছে। সেই পীঠচিন্তাপূর্ব্বক বিস্তৃত ধ্যান কথিত হইতেছে। পীঠচিন্তা যথা,—(এবং ন্যস্তশরীরোহসৌ) স্মরেদুদ্যানমদ্ভুতং। চম্পকাশোকপুন্নাগ-পাটলৈ-রুপশোভিতং। লবঙ্গমাধবীবিল্ব-দেবদারুনমেরুভিঃ॥ মন্দারপারিজাতাদ্যৈঃ

কল্পবৃক্ষৈঃ সুপূজিতৈঃ। চন্দনৈঃ কর্ণিকাদ্যৈশ্চ মাতুলুঙ্গৈশ্চ বঞ্জুলৈঃ॥ দাড়িমীলকুচাম্বোলৈঃ পূগৈঃ কুরুবকৈরপি। কদলী কুন্দমন্দারনারিকেলৈরলঙ্কৃতং। অন্যৈঃ সুগন্ধিপুষ্পাঢ্যৈঃ বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতৈঃ। মালতীমল্লিকাজাতী-কেতকী-শতপত্রকৈঃ। পাবন্তী-তুলসীনন্দ্যাবর্ত্তৈর্দমনকৈরপি। সর্ব্বর্ত্তু কুসুমোপেতৈর্ন-মন্তিরুপশোভিতং। মন্দমারুতসংভিন্ন-কুসুমামোদিদিঙ্মুখং। তস্য মধ্যে সদা ফুল্লৈঃ কুমুদোৎপলপঙ্কজৈঃ। সৌগন্ধিকৈশ্চ কহ্লারৈর্নবৈঃ কুবলয়ৈরপি। হংসসারসকারণ্ড-ভ্রমরৈশ্চক্রগামিভিঃ। অন্যৈঃ কমলকহ্লার-বিহঙ্গৈরুপশোভিতে। মহাসরসি তন্মধ্যে পুলিনেঽতিমনোহরে। পরিতঃ পারিজাতাঢ্য-মণ্ডপং মণিকুট্টিমং। উদ্যদাদিত্যসংকাশং ভাস্বরং শশিশীতলং। চতুর্দ্বার-সমাযুক্তং হেমপ্রাকারশোভিতং। রত্নোপক্৯প্তিসংশোভিকপাটাষ্টকসংযুতং। নবরত্নসমাক্৯প্ত-তুঙ্গগোপুরতোরণং। হেমদণ্ডশিখালম্বিধ্বজাবলিপরিষ্কৃতং। নব-রত্নসমাবদ্ধ-কুম্ভরাজিবিচিত্রিতং। সহস্রদীপসংযুক্তদীপদণ্ডবিরাজিতং। তপ্তহাট-কসংক্৯প্ত-বাতায়নমনোহরং। নানাবর্ণাংশুকোন্নদ্ধসুবর্ণশতকোটিভিঃ। চিত্রিতৈ-শ্চিত্রবর্ণৈশ্চ বিভাগৈরুপশোভিতং। সর্ব্বরত্নসমাযুক্তং হেমকুট্টিমমুজ্জ্বলং। কেতকীমালতীজাতী-চম্পকোৎপলকেশরৈঃ। মল্লিকাতুলসীজাতী-নন্দ্যাবর্ত্তকচ-ম্পকৈঃ। এতৈরন্যৈশ্চকুসুমৈরলঙ্কৃতমহীতলং। অম্বুকাশ্মীরকস্তূরী-মৃগনাভি-তমালকৈঃ। চন্দনাগুরুকর্পূরৈরামোদিত-দিগন্তরং। এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা-মণ্ডপং সুমনোহরং। তন্মধ্যে ভাবয়েন্মন্ত্রী পারিজাতং মনোহরং। তস্যাধস্তাৎ স্মরেন্মন্ত্রী রত্নসিংহাসনং মহৎ। তস্মিন্ সঞ্চিন্তয়েদ্দেবীং মহালক্ষ্মীং মনোহরাং॥

ধ্যান যথা,—বালার্কদ্যুতিমিন্দুখণ্ডবিলসৎ-কোটীরহারোজ্জ্বলাং-রত্নাকল্পবিভূষিতাং কুচনতাং শালেঃ করে মঞ্জরীং। পদ্মৌ কৌস্তভরত্নমপ্যবিরতং সংবিভ্রতীং সস্মিতাং ফুল্লাম্ভোজবিলোচনত্রয়যুতাং ধ্যায়েৎ পরাং দেবতাং॥ সিঞ্জন্মঞ্জীরসং-শোভি-পাদাম্ভোজবিরাজিতাং। নবরত্নরাগকীর্ণ-কাঞ্চীদামবিভূষিতাং॥ মুক্তা-মাণিক্যবৈদূর্য্য-সন্নদ্ধোদরবন্ধনাং। বিভ্রাজমানং মধ্যেন বলিত্রিতয়শোভিনা। জাহ্নবীসলিলাবর্ত্ত-শোভিনাভিবিভূষিতাং। পট্টীরপঙ্ককর্পূর-কুঙ্কুমালঙ্কৃতস্তনীং॥ বারিবাহবিনির্ম্মুক্ত-মুক্তাহারগরীয়সীং। বিভ্রতীমুত্তরাসঙ্গং রত্নাদিপরিকল্পিতং॥ তপ্তকাঞ্চনসন্নদ্ধ-বৈদূর্য্যাঙ্গদভূষণাং। পদ্মরাগস্ফুরৎস্বর্ণ কঙ্কণাঢ্যকরাম্বুজাং॥

ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য (৯৯পৃঃ—২পং) দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ (১০০পৃঃ—১পং) ততঃ লক্ষ্মীপূজাপদ্ধতিক্রমেণ পীঠপূজাং (১৮৯পৃঃ—১৭) পীঠশক্ত্যাদিপূজাঞ্চ কুর্য্যাৎ। (১৮৯পৃঃ—১৯পং) ॥০॥ রহস্যপূজা ॥ ০ ॥

অথ পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা (১৯৩পৃঃ—৮পং) কূর্ম্ম-মুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা (১৯৩পৃঃ—১৫পং) পূর্ব্ববৎ মূর্ত্তিং প্রকল্প্য (১০৪পৃঃ—৪পং) ওঁ মহাপদ্মবনান্তঃস্থে ইত্যাদিক্রমেণ (১০৫পৃঃ—২১পং) শ্রীমহালক্ষ্মি দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইতি মন্ত্রেণ চ আবাহয়েৎ (১০৫পৃঃ—২৬পং) অথ পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলেন দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপ-চারেণ (পঞ্চোপচারেণ বা) পূজয়েৎ। যথা, (বীজ) এতৎ পাদ্যং-শ্রীমহালক্ষ্ম্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি। (১০৭পৃঃ—২পং)।

অথ আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ যথা, (কৃতাঞ্জলিঃ) দেবি আজ্ঞাপয় আবরণদেবতাস্তে পূজয়ামি। ততঃ আত্মানং লব্ধা-নুজ্ঞং বিভাব্য ওঁ হ্রীঁ আবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইতি গন্ধপুষ্পাভ্যাং পূজয়েৎ। (১২০)।

মাণিক্যশকলাবদ্ধ-মুদ্রিকাভিরলঙ্কৃতাং। তপ্তহাটকসংক্লৃপ্ত-মণিগ্রৈবেয়শোভিতাং ॥
বিচিত্রবিবিধাকল্পাং কম্বুসঙ্কাশকন্ধরাং। উদ্যদ্দিনকরাকারনয়নত্রয়সুন্দরীং।
ভ্রূলতাজিতকন্দর্প-করকার্ম্মুকবিভ্রমাং। বিলসত্তিলপুষ্প-শ্রীবিজয়োদ্যতনাসিকাং ॥
ললাটকান্তিবিভব-বিজিতার্দ্ধসুধাকরাং। সান্দ্রসৌরভসম্পন্ন-কস্তূরীতিলকাঙ্কিতাং ॥
মত্তালিমালাবিলসদলকাঢ্যমুখাম্বুজাং। পারিজাতপ্রসূনশ্রী-বাহিধম্মিল্লবন্ধনাং।
অনর্ঘরত্নঘটিত-মুকুটাঙ্কিতমস্তকাং। সর্ব্বলাবণ্যবসতিং ভবনং বিভ্রমশ্রিয়ঃ ॥
তেজসাং জন্মভূমিং তাং মহালক্ষ্মীং মনোহরাং ॥

(১২০) প্রত্যেক আবরণদেবতার পূজা যথা, (দেবীর দক্ষিণে) ওঁ হ্রীঁ

পুষ্পাঞ্জলিকর-শঙ্করনন্দন-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (বামে) ওঁ হ্রীঁ পুষ্পা-ঞ্জলিকর-পুষ্পধন্বশ্রীপাদুকাং পুজয়ামি নমঃ। তনন্তর ষড়ঙ্গপূজা করিবে যথা,— (অগ্নিকোণে) ওঁ ঐঁ জ্ঞানায় হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (ঈশানকোণে) ওঁ হ্রীঁ ঐশ্বর্য্যায় শিরসে স্বাহা শিরোঽঙ্গ-শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (নৈঋতকোণে) ওঁ শ্রীঁ শক্তয়ে শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (বায়ুকোণে) ওঁ ক্লীঁ বলায় কবচায় হুঁ কবচাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (সম্মুখে) ওঁ হেসৌঃ বীর্য্যায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (চতুর্দ্দিকে) ওঁ জগৎপ্রসূত্যৈ নমস্তেজসে করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পরে গুরুপংক্তি ও গুরুচতুষ্টয়ের পূজা করিবে (১৭৫পৃঃ—২০পং)। ওঁ ব্রহ্মঋষিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অনন্তর পূর্ব্ব হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অষ্টদলে পদ্মহস্তা অষ্টশক্তির পূজা করিবে যথা,—ওঁ হ্রীঁ উমাদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) শ্রী। সরস্বতী। দুর্গা। ধরণী। গায়ত্রী। দেবী। উষা। সর্ব্বত্র অগ্রে ওঁ হ্রীঁ শেষে দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পরে, (দেবীর দক্ষিণে) ওঁ হ্রীঁ পাদপ্রক্ষালনোদ্যত-জহ্নুসুতাদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (দেবীর বামে) ওঁ হ্রীঁ পাদপ্রক্ষালনোদ্যত-সূর্য্যসুতাদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (পুনর্দক্ষিণে) ওঁ হ্রীঁ ধৃতচামর-শঙ্খনিধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (বামে) ওঁ হ্রীঁ ধৃতচারম পদ্মনিধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (পশ্চিমে) ওঁ হ্রীঁ ধৃতাতপত্র-বরুণ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পদ্মের বাহিরে চতুর্দ্দিকে দ্বাদশরাশির ও নবগ্রহের প্রত্যেকের পূজা করিবে যথা, মেষরাশি। বৃষ-রাশি। মিথুনরাশি। কর্কটরাশি। সিংহরাশি। কন্যারাশি। তুলারাশি। বৃশ্চিকরাশি। ধনুরাশি। মকররাশি। কুম্ভরাশি। মীনরাশি। সূর্য্যগ্রহ। সোমগ্রহ। মঙ্গলগ্রহ। বুধগ্রহ। বৃহস্পতিগ্রহ। শুক্রগ্রহ। শনৈশ্চর-গ্রহ। রাহুগ্রহ। কেতুগ্রহ। সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ অন্তে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। তাহার বহির্দ্দেশে পূর্ব্ব হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অষ্ট-দিকে চতুর্দ্দন্ত অষ্টদিগ্‌গজের পূজা করিবে। যথা,—ঐরাবত। পুণ্ডরীক। বামন। কুমুদ। অঞ্জন। পুষ্পদন্ত। সার্ব্বভৌম। সুপ্রতীক। সর্ব্বত্র

অথাস্যা ভৈরবং বিষ্ণুং পূজয়েৎ। ধ্যানং যথা,—উদ্যৎকোটিদিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাপঙ্কজং চক্রং বিভ্রতমিন্দিরাবসুমতীসংশোভিপার্শ্বদ্বয়ং। কোটীরাঙ্গদহারকুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তুভোদ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষবিলসৎশ্রীবৎসচিহ্নং ভজে ॥ পূজামন্ত্রো যথা ওঁ নমো নারায়ণায় এষ গন্ধ বিষ্ণবে নমঃ। ইত্যাদি।

অথ পুনঃ পঞ্চোপচারেণ দেবীং সংপূজ্য মস্তকে হৃদয়ে মূলাধারে পাদপদ্মে সর্ব্বাঙ্গে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তর্পয়েৎ যথা, বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া অর্ঘ্যজলং দক্ষহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাক্ষতানি গৃহীত্বা উভয়তত্ত্বমুদ্রাযোগেন, (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ শ্রীবিষ্ণুসহিতায়াঃ শ্রীমহালক্ষ্মীদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।

অন্যদবশিষ্টং সর্ব্বং কালীপূজাপদ্ধতিদর্শনেন কর্ত্তব্যং (১২৩পৃঃ—২পং হইতে ১৩৭পৃ)। তত্র বিশেষস্তু। শ্রীদক্ষিণকালিকা' ইত্যত্র 'শ্রীমহালক্ষ্মী'ইতি প্রয়োক্তব্যং ষড়ঙ্গহোমে তু 'ওঁ ঐঁ জ্ঞানায় হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা' ইত্যাদি ষড়ঙ্গমন্ত্রানুসারেণ হোতব্যং (১৯৩ পৃঃ—৯পং)। অষ্টভৈরবাহুতিশ্চ ন দেয়া। প্রণামমন্ত্রস্তু, ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি (১৭০পৃঃ—১৩পং)। ইতি শ্রীমহালক্ষ্মীপূজাপদ্ধতিঃ সমাপ্তা।

———

আদিতে ওঁ হ্রীঁ ও শেষে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পরে ইন্দ্রাদি দশদিক্পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে। (১২১পৃঃ—১৬পং)।

অথ মহিষমর্দ্দিনীপূজাপদ্ধতিঃ।

সাধারণপদ্ধতিক্রমেণ (১পৃঃ অবধি ৫৭পৃঃ পর্য্যন্তং) পঞ্চদেবপূজাপর্য্যন্তং সম্পাদ্য পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা,—ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। (১২১)। ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হূঁ ফট্ নমঃ, মহাসিংহাসনায় নমঃ। অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। (বীজ) অস্য মন্ত্রস্য নারদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীমহিষমর্দ্দিনীদুর্গা দেবতা চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি নারদায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীমহিষমর্দ্দিন্যৈ দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

অথ করন্যাসঃ। ওঁ মহিষহিংসিকে হূঁ ফট্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ মহিষশত্রো শার্ব্বি হূঁ ফট্ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ মহিষং হিংসয় হিংসয় হূঁ ফট্ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ মহিষং হন হন দেবি হূঁ ফট্ অনামিকাভ্যাং হূঁ। ওঁ মহিষসূদনি হূঁ ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্।

অথ পঞ্চাঙ্গন্যাসঃ। ওঁ মহিষহিংসিকে হূঁ ফট্ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ মহিষশত্রো শার্ব্বি হূঁ ফট্ শিরসে স্বাহা। ওঁ মহিষং হিংসয় হিংসয় হূঁ ফট্ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ মহিষং হন হন দেবি হূঁ ফট্ কবচায় হূঁ। ওঁ মহিষসূদনি হূঁ ফট্ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্॥

অথ ষোঢ়ান্যাসঃ (৯৬পৃঃ—১২পং)। ততো ব্যাপক-

---

(১২০) প্রত্যেক পীঠদেবতার ন্যাস, (১৬৪পৃ—১১পং)। প্রত্যেক পীঠশক্তিন্যাস যথা,—(১৬৪পৃঃ—২২পং)।

ন্যাসঞ্চ কৃত্বা (৯৮পৃঃ—৩পং) কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমাঞ্জলিং গৃহীত্বা ধ্যায়েৎ যথা,—(বীজ) গারুড়োপলসন্নিভাং মণিময়-কুণ্ডলমণ্ডিতাং। নৌমি ভালবিলোচনাং মহিষোত্তমাঙ্গনিষে-দুষীং॥ শঙ্খচক্রকৃপাণখেটকবাণকার্ম্মুকশূলকান্। তর্জ্জনী-মপি বিভ্রতীং নিজবাহুভিঃ শশিশেখরাং॥ ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসৈঃ সংপূজয়েৎ (৯৯পৃঃ—১পং)। অথ দানার্ঘ্যং (১২১) স্থাপয়েৎ (১০০পৃঃ—১পং)। তত্র ওঁ হ্রীঁ ষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ। ইতি মন্ত্রেণ ষড়ঙ্গপূজাং কুর্য্যাৎ। সমর্থ-শ্চেৎ বিলোমার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ (১০১পৃঃ—১৩পং)। অথ পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ যথা,—ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। ওঁ বজ্রনখ-দংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ এতে গন্ধপুষ্পে মহা-সিংহাসনায় নমঃ (১২২)॥৫॥ রহস্যপূজা॥০॥

অথ পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা (১৯৮পৃঃ—১০পং) কূর্ম্ম-

---

(১২১) তন্ত্রসারে কথিত হইয়াছে, মহিষমর্দ্দিনীর অর্ঘ্য শঙ্খে স্থাপিত হইতে পারিবে না। বৃহৎতন্ত্রসারে এবং অন্যান্য সংগ্রহগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, শঙ্খে কোন দুর্গারই অর্ঘ্য স্থাপিত হইতে পারিবে না। তাহাতে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে যথা, দুর্গামধিকৃত্য বিশ্বসারে, ন শঙ্খেনার্ঘ্য-পাত্রং স্যাৎ কথিতং পদ্মযোনিনা। বিশ্বামিত্রস্য পাত্রেণ মৃদা বাপি প্রকল্পয়েৎ॥ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দুর্গাপূজার সময় শঙ্খে অর্ঘ্যস্থাপন হইতে পারিবে না। বিশ্বামিত্র পাত্রে (নারিকেল মালায়) অথবা স্বহস্তগঠিত মৃণ্ময় পাত্রে অর্ঘ্যস্থাপন করা যাইতে পারিবে।

(১২২) প্রত্যেক পীঠদেবতার পূজা, (১৬৬পৃঃ—১২পং)। প্রত্যেক পীঠশক্তির পূজা, (১৬৬পৃঃ—২৩পং)।

মুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা (১৯৯পৃঃ—২পং) পূর্ব্ববৎ মূর্ত্তিং প্রকল্প্য (১০৪পৃঃ—৪পং) বামনসা কুসুমাঞ্জলৌ সমানীয় যন্ত্রোপরি সংস্থাপ্য কৃতাঞ্জলিরাবাহয়েৎ। (১০৫পৃঃ—২১পং)। অথ পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ (পঞ্চোপচারেণ বা) দেবীং পূজয়েৎ। যথা, (বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীমহিষমর্দ্দিন্যৈ দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তবৎ (১০৭পৃঃ—২পং)। অথ উপচারদানানন্তরম্ আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ যথা,—(কৃতাঞ্জলিঃ) দেবি আজ্ঞাপয় পরিবারাংস্তে পূজয়ামি। তত আত্মানং লব্ধানুজ্ঞং ত্রিভাব্য, ওঁ হ্রীঁ আবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইতি গন্ধপুষ্পেণ পূজয়েৎ। (১২৩)

অথ নীলকণ্ঠং শিবং পূজয়েৎ (১৬৯পৃঃ—১পং)। পুনঃ

---

(১২৩) আবরণদেবতাদিগের প্রত্যেকের পূজা যথা, ওঁ হ্রীঁ ষড়ঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এই মন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গে ষড়ঙ্গ পূজা করিবে পরে গুরুপংক্তির পূজা করিবে (১৬৭পৃঃ—২৫পং)।

ওঁ হ্রীঁ নারদঋষিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পূর্ব্বাদি ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অষ্টদলে,—ওঁ হ্রীঁ আং দুর্গাদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) ঈং বরবর্ণিনী। উং আর্য্যা। ঋং কনকপ্রভা। ৯ং কৃত্তিকা। ঐং অভয়প্রদা। ঔং কন্যা। অঃ সুরূপা। সর্ব্বত্র প্রথমে ওঁ হ্রীঁ ও শেষে দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজামি নমঃ। দলাগ্রে এইরূপ পূর্ব্ব হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অস্ত্রপূজা করিবে যথা,—ওঁ হ্রীঁ যং চক্রশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) রং শঙ্খ। লং খড়্গ। বং খেটক। শং বাণ। ষং ধনুঃ। সং শূল। হং তর্জ্জনী।

পুনর্ব্বার পূর্ব্ব হইতে ঈশান পর্য্যন্ত পত্রাগ্রে ব্রাহ্ম্যাদি অষ্টশক্তির পূজা করিবে (১২০পৃঃ—১৬পং)। পরে দশদিকে ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা

পঞ্চোপচারেণ দেবীং সংপূজ্য মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাদপদ্মে, সর্ব্বাঙ্গে চ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তর্পয়েৎ যথা,—বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া সামান্যার্ঘ্যজলং দক্ষিণহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাক্ষতানি গৃহীত্বা উভয়হস্ততত্ত্বমুদ্রাযোগেন, (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ নীলকণ্ঠশিবসহিতায়াঃ মহিষমর্দ্দিনী-দুর্গাদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা। অতঃপরম্ অন্ননিবেদনাদিকং সর্ব্বং কালীপূজাপদ্ধতিদর্শনেন কর্ত্তব্যং (১২৩পৃঃ—২পং হইতে ১৩৭পৃঃ)। তত্র বিশেষস্তু 'শ্রীদক্ষিণকালিকা' ইত্যত্র 'শ্রীমহিষমর্দ্দিনী-দুর্গা' ইতি প্রয়োক্তব্যং। দেব্যা বলিমন্ত্রস্তু—ওঁ এহি এহি গৃহ্ণ গৃহ্ণ মদীয়ং বলিং দেবি লুলাপয় লুলাপয় সাধয় সাধয় খাদয় খাদয় সর্ব্বসিদ্ধিং দেহি স্বাহা। ষড়ঙ্গহোমে তু ওঁ হ্রীঁ মহিষমর্দ্দিনীদুর্গাষড়ঙ্গেভ্যঃ স্বাহা ইতি প্রয়োক্তব্যং। মহাকালভৈরববলিবৎ নীলকণ্ঠশিবস্য বলিদানবিধির্ন দৃশ্যতে। প্রণামমন্ত্রস্তু ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে, ইত্যাদি (১৭০পৃঃ—১৩পং)। ইতি মহিষমর্দ্দিনীদুর্গাপূজাপদ্ধতিঃ সম্পূর্ণা ॥ ০ ॥

——:——

করিবে (১২১পৃঃ ১৬পং) ও বহির্দ্দেশে সেই সেই দিক্‌পালের নিকটে দিক্‌পালাস্ত্রের পূজা করিবে। (১২২পৃঃ—২১পং)

তর্পণ করিতে হইলে, "পূজয়ামি নমঃ" স্থলে পুরুষদেবতার 'তর্পয়ামি নমঃ' ও স্ত্রীদেবতার 'তর্পয়ামি স্বাহা' বলিয়া যথারীতি তর্পণ করিতে হইবে। অথবা ওঁ হ্রীঁ আবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা এই মন্ত্রে একেবারে তর্পণ করিবে।

অথ দুর্গাপূজাপদ্ধতিঃ।

সাধারণপূজাপদ্ধতিক্রমেণ প্রাতঃকৃত্যাদি পঞ্চদেবপূজা-পর্য্যন্তং বিধায় (১পৃঃ অবধি ৫৭পৃঃ পর্য্যন্তং) পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা,—(হৃদি মৃগমুদ্রয়া) ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। (১২৪) ওঁ বজ্রনখ-দংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুঁ ফট্ নমঃ। অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। (বীজ) অস্য মন্ত্রস্য নারদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ দুরিতাপন্নিবারিণী দুর্গা দেবতা চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি নারদ-ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি দুরিতাপন্নি-বারিণ্যৈ দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। অথ করাঙ্গন্যাসৌ। ওঁ হ্রাঁ ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ হ্রূঁ ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ হ্রৈঁ ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ হ্রৌঁ ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রঃ ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। অথ ষোঢ়ান্যাসঃ (৯৬পৃঃ—১২পং)। ততো ব্যাপকন্যাসং কৃত্বা শঙ্খমুদ্রাং চক্রমুদ্রাং চাপমুদ্রাং বাণমুদ্রাং দৌর্গীমুদ্রাঞ্চ প্রদর্শ্য কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্ত-পুষ্পাঞ্জলিং গৃহীত্বা ধ্যায়েৎ যথা,—(বীজ) সিংহস্থা শশিশেখরা, ইত্যাদি। (১৬৬পৃঃ---২পং)। ততঃ পূর্ব্ববৎ মানসৈঃ সংপূজয়েৎ (৯৯পৃঃ—১পং)। অথ দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ (১০০পৃঃ ১পং)। সমর্থশ্চেৎ বিলোমার্ঘ্যঞ্চ স্থাপয়েৎ (১০১পৃঃ---৩পং)। তত্র ষড়ঙ্গপূজা তু, ওঁ হ্রাঁ ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ

---

(১২৪) প্রত্যেক পীঠদেবতান্যাস ও পীঠশক্তিন্যাস (১৬৪পৃঃ—১১পং)।

হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ইত্যাদিনা (২০৩পৃঃ—২১পং)। অথ পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ যথা,—ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হূঁ ফট্ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে মহাসিংহাসনায় নমঃ। (১২৫) ॥ ০ ॥

রহস্যপূজা ॥ ০ ॥

অথ পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা পূর্ব্ববৎ মূর্ত্তিং প্রকল্প্য (১০৪পৃঃ—৪পং) যন্ত্রোপরি সংস্থাপ্য আবাহয়েৎ। (১০৫পৃঃ—২১পং)। অথ পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ (পঞ্চোপচারেণ বা) দেবীং পূজয়েৎ যথা,—(বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীদুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি (১০৭পৃঃ—২পং)। অথ আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ যথা—(কৃতাঞ্জলিঃ) দেবি আজ্ঞাপয় পরিবারাংস্তে পূজয়ামি। তত আত্মানং লব্ধানুজ্ঞং বিভাব্য; ওঁ হ্রীঁ আবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইতি গন্ধপুষ্পেণ পূজয়েৎ। (১২৬)

অথ দেব্যা দক্ষিণে ভৈরবং নীলকণ্ঠং পূজয়েৎ (১৬৯পৃঃ—১ পং)।

---

(১২৫) প্রত্যেক পীঠদেবতার ও পীঠশক্তির পূজা (১৬৬পৃঃ—১২পং)।

(১২৬) আবরণদেবতাদিগের প্রত্যেকের পূজা যথা,—(অগ্নিকোণে) ওঁ হ্রাঁ ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ, হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (নৈঋ‌তকোণে) ওঁ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ শিরসে স্বাহা শিরোঽঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (বায়ুকোণে) ওঁ হ্রূঁ ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ

পুনঃ পঞ্চোপচারেণ দেবীং সংপূজ্য মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাদপদ্মে, সর্ব্বাঙ্গে চ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তর্পয়েৎ যথা,—বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া সামান্যার্ঘ্যজলং দক্ষিণহস্ত-তত্ত্বমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পাক্ষতানি গৃহীত্বা উভয়তত্ত্বমুদ্রাযোগেন, (বীজ) সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ নীলকণ্ঠ-শিবসহিতায়াঃ শ্রীদুর্গাদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং

শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (ঈশানকোণে) ওঁ হৈং ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ কবচায় হুঁ কবচাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (মধ্যে) ওঁ হ্রৌঁ ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (চতুর্দ্দিকে) ওঁ হ্রঃ ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অথবা দেবীর সেই সেই অঙ্গে পূজা করিবে। অথবা ওঁ হ্রীঁ ষড়ঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এই মন্ত্রে সংক্ষেপে সর্ব্বাঙ্গে পূজা করিবে। পরে গুরুপংক্তির পূজা করিবে। (১০৫পৃঃ—২০পং)।

ওঁ হ্রীঁ নারদঋষিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অনন্তর পূর্ব্বদিক্ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অষ্টদলে পূজা করিবে যথা, ওঁ হ্রীঁ জং জয়াদেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) বিং বিজয়া। কীং কীর্ত্তি। প্রীং প্রীতি। প্রং প্রভা। শ্রং শ্রদ্ধা। শ্রুং শ্রুতি। মং মেধা। সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ ও শেষে দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পুনর্ব্বার ঐরূপ পূর্ব্বাদিক্রমে অষ্টদলে অস্ত্রপূজা করিবে যথা,—ওঁ হ্রীঁ শঙ্খশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (এইরূপ) চক্র। গদা। খড়্গ। পাশ। অঙ্কুশ। চাপ। শর। সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ ও শেষে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পৃথক্ পৃথক্ তর্পণে 'শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ' ইহার পরিবর্ত্তে পুরুষদেবতাস্থলে 'শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ' ও স্ত্রীদেবতাস্থলে 'শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা, প্রয়োগ করিতে হইবে। অথবা এককালে 'ওঁ হ্রীঁ আবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা' এই মন্ত্রে যথারীতি তর্পণ করিবে।

তর্পয়ামি স্বাহা। অতঃপরম্ অন্ননিবেদনাদিকং সর্ব্বমবশিষ্টং কালীপূজাপদ্ধতিদর্শনেন কর্ত্তব্যং (১২৩পৃঃ—২পং হইতে ১৩৭পৃঃ) তত্র বিশেষস্তু 'শ্রীদক্ষিণকালিকা' ইত্যত্র শ্রীদুর্গা ইতি প্রয়োক্তব্যং। নিত্যহোমকালে পৃথক্ পৃথক্ ষড়ঙ্গহোমে তু 'ওঁ হ্রাং ওঁ হ্রীঁ দূং দুর্গায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা' ইত্যাদি-স্বাহান্ত-ষড়ঙ্গমন্ত্রেণ কর্ত্তব্যং। মহাকালভৈরববলিবৎ নীল-কণ্ঠশিবস্য বলিদানবিধির্ন দৃশ্যতে। প্রণামমন্ত্রস্তু, ওঁ সর্ব্ব-মঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি (১৭০পৃঃ—১৩পং)। ইতি শ্রীদুর্গা পূজাপদ্ধতিঃ সম্পূর্ণা ॥ ০ ॥

অথ শ্রীজয়দুর্গাপূজাপদ্ধতিঃ।

পূর্ব্বোক্ত-দুর্গাপূজাপদ্ধতিক্রমেণ পীঠমনুন্যাসপর্য্যন্তং বিধায় (১৯৮পৃঃ—১পং অবধি ৫পং পর্য্যন্তং) ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা,—(বীজ) অস্য মন্ত্রস্য নারদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ জয়দুর্গা দেবতা চতুর্ব্বর্গফল প্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি জয়দুর্গায়ৈ দেব-তায়ৈ নমঃ। অথ করাঙ্গন্যাসৌ, ওঁ, ওঁ, দুর্গে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ দুর্গে তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ দুর্গায়ৈ মধ্য-মাভ্যাং বষট্। ওঁ ভূতরক্ষণি অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। অথ ষোঢ়া-ন্যাসঃ (৯৬পৃঃ—১২পং)। ততো ব্যাপকন্যাসং কৃত্বা (৯৮পৃঃ—৩পং) শঙ্খমুদ্রাং চক্রমুদ্রাং খড়্গমুদ্রাং ত্রিশিখমুদ্রাঞ্চ (ত্রিশূল)

প্রদর্শ্য কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমাঞ্জলিং গৃহীত্বা ধ্যায়েৎ যথা,— কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাং। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥ ইতি ধ্যাত্বা পূর্ব্ববৎ মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য (৯৯পৃঃ—১পং) দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ (১০০পৃঃ—১পং)। তত্র ষড়ঙ্গপূজা তু ওঁ, ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইত্যাদিনা (২০৫পৃঃ—১৮পং)। সমর্থশ্চেৎ বিলোমার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ (১০১পৃঃ—১৩পং)। অথ দুর্গাপূজাপদ্ধত্যুক্তপীঠপূজাং কুর্য্যাৎ (২০৩পৃঃ—২পং)॥ ০॥ রহস্যপূজা ॥ ০ ॥

অথ পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা (২০৫পৃঃ—১৫পং) কূর্ম্মমুদ্রয়া রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা (২০৬পৃঃ—২পং) পূর্ব্ববৎ (১০৪পৃঃ—৪পং) মূর্ত্তিং প্রকল্প্য (আবাহয়েৎ ১০৫পৃঃ—২০পং)। অথ পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ দেবতাং ত্রিরভ্যুক্ষ্য দশোপচারেণ (পঞ্চোপচারেণ বা) দেবীং পূজয়েৎ যথা,—(বীজ) এতৎ পাদ্যং শ্রীজয়দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি (১০৭পৃঃ—২পং)। ততঃ দুর্গাপূজাপদ্ধতি-দর্শনেন আবরণপূজাদিকং সর্ব্বমবশিষ্টং কুর্য্যাৎ (২০০পৃঃ—৮পং) তত্র বিশেষস্তু 'দুর্গা' ইত্যত্র 'জয়দুর্গা' ইতি প্রয়োক্তব্যং ষড়ঙ্গপূজা তু ওঁ, ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইত্যাদি ষড়ঙ্গমন্ত্রানুসারেণ কর্ত্তব্যং। ষড়ঙ্গহোমে চ ওঁ ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা, ইত্যাদি প্রয়োক্তব্যং। ইতি শ্রীজয়দুর্গাপূজাপদ্ধতিঃ সম্পূর্ণা ॥০॥

মুদ্রাপ্রকরণ।

যাহা দর্শন করিলে সমুদায় দেবগণের মুৎ অর্থাৎ প্রীতি জন্মায় এবং যাহাদ্বারা সমুদায় পাপপুঞ্জ দূরীভূত হয় তাহারই নাম মুদ্রা। পূজা, জপ, ধ্যান, স্নান, আবাহন, প্রতিষ্ঠা, নৈবেদ্য প্রভৃতিতে এই মুদ্রা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অক্ষমালা মুদ্রা—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠাগ্র ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ যোগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলিত্রয় প্রসারিত করিবে, ইহার নাম অক্ষমালা মুদ্রা। ইহা শিবপূজায় ব্যবহৃত হয়। যথা, অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যগ্রেষু গ্রথয়িত্বাঙ্গুলিত্রয়ং। প্রসারয়েদক্ষমালামুদ্রেয়ং পরিকীর্ত্তিতা॥

অঙ্কুশমুদ্রা।—মধ্যম অঙ্গুলি সরলভাবে প্রসারিত করিয়া তর্জ্জনী কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করত তাহার মধ্যপর্ব্বে সংলগ্ন করিলে অঙ্কুশমুদ্রা হয়। যথা, ঋজ্বীঞ্চ মধ্যমাং কৃত্বা তর্জ্জনীংমধ্যপর্ব্বণি। সংযোজ্যাকুঞ্চয়েৎ কিঞ্চিৎ মুদ্রৈ-ষাঙ্কুশসংজ্ঞিকা॥ শ্যামারহস্যধৃত জ্ঞানার্ণবে আর এক প্রকার অঙ্কুশমুদ্রা কথিত হইয়াছে যথা,—দক্ষমুষ্টিং বিধায়াথ তর্জ্জন্যঙ্কুশরূপিণী। অঙ্কুশাখ্যা মহামুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণক্ষমা॥ অর্থাৎ দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জ্জনী প্রসারণ পূর্ব্বক তাহার অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র করিবে; ইহার নাম অঙ্কুশ মুদ্রা। ইহাদ্বারা ত্রৈলোক্য আকর্ষণ করিতে পারা যায়।

অঞ্জলিমুদ্রা।—করতলদ্বয় সংযোগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইলেই অঞ্জলিমুদ্রা বা বাসুদেব মুদ্রা হয়। যথা,—অঞ্জল্যঞ্জলিমুদ্রা স্যাৎ বাসুদেবাহ্বয়া চ সা॥

অপানমুদ্রা।—প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা দেখুন।

অভয় মুদ্রা।- বামহস্তের অঙ্গুলিসকল প্রসারিত করিয়া উর্দ্ধীকৃত করিলেই অভয়মুদ্রা হয়। যথা, উর্দ্ধীকৃত-বামহস্ত-প্রসৃতোঽভয়মুদ্রিকা। শ্যামারহস্যে কথিত আছে কোন ব্যক্তিকে অভয় দান করিবার সময় হস্ত যেরূপ করা হয় সেইরূপ হস্ত করিলেই অভয়মুদ্রা হইবে। যথা বরদাভয়মুদ্রাঞ্চ বরদাভয়বৎ কুরু।

অমৃতীকরণ মুদ্রা ঃ ধেনুমুদ্রা করিলেই অমৃতীকরণমুদ্রা করা হয়।

অর্ঘ্যমুদ্রা।—ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

অলঙ্কারমুদ্রা।—ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

অবগুণ্ঠনমুদ্রা।—বামহস্তে মুষ্টিবন্ধন পূর্ব্বক তর্জ্জনীকে দীর্ঘাকার ও প্রসারিত করিয়া অধোমুখে ভ্রামিত করিলেই অবগুণ্ঠনমুদ্রা হইয়া থাকে। যথা,—সব্যহস্তকৃতা মুষ্টির্দীর্ঘাধোমুখতর্জ্জনী। অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা মতা॥ কৌলাবলীতে ও গন্ধর্ব্বতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, অন্তরঙ্গুষ্ঠমুষ্টিভ্যাং সন্নিরোধনরূপিণী। এতস্যা এব মুদ্রায়াস্তর্জ্জন্যৌ সরলে যদি। অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা সতী॥ অর্থাৎ উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অঙ্গুষ্ঠয় মুষ্টিদ্বয় মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক তর্জ্জনীদ্বয় সরলাকার করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রামিত করিবে ইহার নাম অবগুণ্ঠনমুদ্রা।

অস্ত্রমুদ্রা। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা যে দশদিকে ধ্বনি করা হয় তাহার নাম অস্ত্র (ছোটিকা) মুদ্রা। যথা, ক্রমদীপিকায়—অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যুদিতো ধ্বনিস্তু বিশ্বক্ বিষক্তঃ কথিতাস্ত্রমুদ্রা॥

আকর্ষণীমুদ্রা।—মধ্যমা ও তর্জ্জনী অঙ্কুশাকার করিয়া কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে সমভাবে রাখিবে। পরে মধ্যমাতে অঙ্গুষ্ঠযোগ ও অনামিকার উপরিভাগে কনিষ্ঠা যোগ করিলে আকর্ষণীমুদ্রা ও ত্রৈলোক্যাকর্ষণীমুদ্রা হয়। ইহা দ্বারা ত্রৈলোক্য আকর্ষণ করিতে পারা যায়। বামকেশ্বরতন্ত্রে কথিত হইয়াছে এই আকর্ষণীমুদ্রা দ্বারা ত্রিপুরার আকর্ষণ হয়। যথা,—মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যাস্তু কনিষ্ঠানামিকে সমে। অঙ্কুশাকাররূপাভ্যাং মধ্যমে পরমেশ্বরি॥ অঙ্গুষ্ঠস্তু নিযুঞ্জীত কনিষ্ঠানামিকোপরি। ইয়মাকর্ষণীমুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণী পরা॥ মন্ত্রমহোদধি ও গন্ধর্ব্বতন্ত্রে এইরূপ আকর্ষণী মুদ্রার বিধি আছে বটে, কিন্তু মধ্যমাতে অঙ্গুষ্ঠযোগ ও অনামিকার উপরি কনিষ্ঠাযোগের উল্লেখ নাই। আমরা গুরূপদেশক্রমে জ্ঞাত আছি যে দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জ্জনী প্রসারণপূর্ব্বক আকুঞ্চিত করিবে অর্থাৎ আকর্ষণীর ন্যায় করিবে। এইরূপ করিলে সর্ব্বদেবতার সাধারণ আকর্ষণীমুদ্রা হইবে।

আকাশমুদ্রা।—নভোমুদ্রা দেখুন।

আচমনীয়মুদ্রা।—ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

আভরণমুদ্রা।—ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

আবাহনীমুদ্রা।—আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দেখুন।

আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা। আবাহনী (১)। সংস্থাপনী (২)। সন্নিধাপনী (৩)। সন্নিরোধনী (৪)। সম্মুখীকরণী (৫)। এই পঞ্চমুদ্রাকে আবাহন্যাদিমুদ্রা বলে। এক্ষণে এই পঞ্চমুদ্রার লক্ষণ কথিত হইতেছে। উভয় হস্তে (উর্দ্ধমুখ) অঞ্জলী বন্ধন করিয়া উভয় হস্তের অনামিকার মূলপর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যোগ করিয়া উর্দ্ধ হইতে নিম্নে আনয়ন করিলে আবাহনী মুদ্রা হয়। ১। ঐ আবাহনী মুদ্রার করতলদ্বয় অধোমুখ করিলেই সংস্থাপনীমুদ্রা হইয়া থাকে। ২। উভয় হস্তে মুষ্টি বন্ধনপূর্ব্বক যোগ করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত করিলেই সন্নিধাপনীমুদ্রা বলা যায়। ৩। ঐ মুদ্রার উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট করিলেই সন্নিরোধনী মুদ্রা হয়। ৪। ঐ সন্নিরোধনী মুদ্রার মুষ্টিদ্বয় উত্তান করিলেই সম্মুখীকরণী মুদ্রা হয়। ৫। মন্ত্রমহোদধি, গন্ধর্ব্বতন্ত্র, শ্যামারহস্য, দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতা ও শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতে আবাহন্যাদিমুদ্রা এইরূপেই কথিত হইয়াছে। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে বিশেষ এই যে আবাহনী মুদ্রার সময় তাহাতে এক অঞ্জলি পুষ্প লইতে হইবে। এবং তাহাতে ত্রিপুরাপূজা প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, পুষ্পাঞ্জলিং বিনা দেবীং নাবাহয়েৎ কদাচন॥ ইতি॥ প্রমাণ যথা,—উর্দ্ধাঞ্জলিমধঃকুর্য্যাৎ ইয়মাবাহনীভবেৎ। ইয়স্তু বিপরীতা স্যাৎ তদা বৈ স্থাপনী ভবেৎ॥ উর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠমুষ্টিযোগং তদেয়ং সন্নিধাপনী। অন্তরঙ্গুষ্ঠযুগলং তদেয়ং সন্নিরোধনী॥ ইতি॥ মন্ত্রমহোদধিতে আবাহনী মুদ্রায় বিশেষ এই যে, অনামামূলসংলগ্নাঙ্গুষ্ঠাগ্রাঞ্জলিরীরিতা। দেবাহ্বানকরী চৈষা মুদ্রাবাহনসংজ্ঞকা॥

আসনমুদ্রা।—ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

উদানমুদ্রা।—প্রাণাদিপঞ্চমুদ্রা দেখুন।

উন্মাদমুদ্রা।—উন্মাদিনীমুদ্রা দেখুন।

উন্মাদিনীমুদ্রা।—করদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন করিয়া মধ্যমার মধ্যভাগে কনিষ্ঠাদ্বয়কে পরস্পর সংযুক্ত করিবে এবং অনামিকাদ্বয়কে সরলভাবে রাখিয়া তাহার উপরিভাগে তর্জ্জনীদ্বয় স্থাপন করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দণ্ডাকার করিয়া মধ্যমার নখপ্রদেশে স্থাপিত করিলেই উন্মাদিনী মুদ্রা, উন্মাদমুদ্রা ও সর্ব্বোন্মাদিনী মুদ্রা হইবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বকামিনীর আকর্ষণ হইতে পারে। যথা তন্ত্রসার, গন্ধর্ব্বতন্ত্র ও মন্ত্রমহোদধিতে,—সম্মুখৌ তু করৌ কৃত্বা মধ্যমা

মধ্যগেহনুজে। অনামিকে তু সরলে তদ্বহিস্তর্জ্জনীদ্বয়ং। দণ্ডাকারৌ তথাঙ্গুষ্ঠৌ মধ্যমানখদেশগৌ। মুদ্রেষোন্মাদিনী নাম্নাকর্ষণী-সর্ব্বযোষিতাং॥

কচ্ছপমুদ্রা।—কূর্ম্মমুদ্রা দেখুন।

কপালমুদ্রা।—বামহস্ত কপালপাত্রবৎ করিয়া শরীর বামদিকে আনত করিয়াই পুনর্ব্বার সরল করিবে। ইহারই নাম কপালমুদ্রা, কাপালিকা মুদ্রা ও কাপালী মুদ্রা। যথা জ্ঞানার্ণবে,—পাত্রবৎ বামহস্তন্তু কৃত্বাঙ্গং বামকে তথা। নিধায়োচ্ছ্রিতবৎ কুর্য্যান্মুদ্রা কাপালিকা মতা॥

করকচ্ছপমুদ্রা।—কূর্ম্মমুদ্রা দেখুন।

কলসমুদ্রা।—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠে যোগ করিয়া উভয় হস্তে এক মুষ্টি বন্ধন করিলেই কলসমুদ্রা ও কুম্ভমুদ্রা হইয়া থাকে। এই মুষ্টিমধ্যে জল রাখিবার নিমিত্ত অবকাশ (ফাঁক) রাখিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই মুষ্টির মধ্যগত মুষ্টি শূন্যগর্ভ হইবে। এই কলসমুদ্রা আর এক প্রকারে কথিত হইয়াছে যথা,—উভয় হস্তে একটি মুষ্টিবন্ধন করিয়া (জল লইবার সময়) অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উর্দ্ধমুখ করিবে এবং (জল লইবার পর) ঐ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় তর্জ্জনীর উপরি স্থাপন করিয়া কল্পিত কুম্ভের মুখ বদ্ধ করিতে হইবে (আবার মাথায় জল দিবার সময় ঐ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিয়া ঐ কল্পিত কুম্ভের মুখ খুলিয়া দিতে হইবে।) প্রমাণ যথা জ্ঞানার্ণবে, দক্ষাঙ্গুষ্ঠং করাঙ্গুষ্ঠে ক্ষিপ্ত্বা হস্তদ্বয়েন তু। সাবকাশামেকমুষ্টিং কুর্য্যাৎ সা কুম্ভমুদ্রিকা॥ অথবা,—মুষ্ট্যোরূর্দ্ধীকৃতাঙ্গুষ্ঠে তর্জ্জন্যগ্রেষু বিন্যসেৎ। সর্ব্বরক্ষাকরী হেষা কুম্ভমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা॥ শ্যামারহস্যে কুম্ভমুদ্রার প্রমাণ এই রূপই আছে। গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে, বামহস্তকৃতামুষ্টির্দক্ষহস্তেন বেষ্টয়েৎ। কলসাখ্যা ভবেন্মুদ্রা সর্ব্বাপহরা শুভা॥ ইহার তাৎপর্য্য এই যে বামহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ঐ মুষ্টি দক্ষিণ করতলদ্বারা বেষ্টন করিবে। ইহারই নাম কলসমুদ্রা বা কুম্ভমুদ্রা।

কস্তূরীমুদ্রা।—সমুদায় অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলে কস্তূরী বা শূকরী মুদ্রা হয়। এই মুদ্রা হোমবিশেষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, তিস্রো মুদ্রাঃ স্মৃতা হোমে মৃগী হংসী চ কস্তূরী। কস্তূরী করসঙ্কোচী হংসী ত্যক্তকনিষ্ঠিকা। মৃগী কনিষ্ঠাতর্জ্জন্যো ত্যক্ত্বা মুদ্রাত্রয়ং স্মৃত॥

মন্ত্রমহোদধি,—মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠযোগে মুদ্রা মৃগী মতা। হংসী কনিষ্ঠা-হীনানাং সর্ব্বাসাং যোজনে মতা। শূকরী করসংকোচে মুদ্রালক্ষণমীরিতং॥ ইতি।

কাপালিকা মুদ্রা।—কপালমুদ্রা দেখুন।

কাপালী মুদ্রা।—কপালমুদ্রা দেখুন।

কামমুদ্রা।—হস্তদ্বয় পুটাকার করিয়া অঙ্গুলিসকল প্রসারিত রাখিবে। পরে তর্জ্জনীদ্বয় মধ্যমার পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মধ্যমামধ্যে সংলগ্ন করিবে। ইহার নাম কামমুদ্রা ইহার দ্বারা সমুদায় দেবতাই প্রীত হয়েন। যথা, হস্তৌ তু সংপুটৌ কৃত্বা প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ তথা। তর্জ্জন্যৌ মধ্যমাপৃষ্ঠে অঙ্গুষ্ঠৌ মধ্যমাশ্রিতৌ॥ কামমুদ্রেয়মুদিতা সর্ব্বদেবপ্রিয়ঙ্করী॥

কালকর্ণিকা।—উভয় হস্তে মুষ্টিবন্ধনপূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত করিয়া ঐ মুষ্টিদ্বয় পরস্পর সংলগ্ন করিবে পরে সেই অবস্থাতেই সেই মুষ্টিদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ-দ্বয় আপনার অভিমুখে স্থাপন করিলেই কালকর্ণিকামুদ্রা বা কালকর্ণীমুদ্রা হয়। যথা, অঙ্গুষ্ঠাবুন্নতৌ কৃত্বা মুষ্টিসংলগ্নয়োর্দ্বয়োঃ। তাবেবাভিমুখৌ কুর্য্যা-ন্মুদ্রৈষা কালকর্ণিকা।

কালকর্ণী।—কালকর্ণিকা দেখুন।

কুণ্ডলীমুদ্রা।—বামহস্তে মুষ্টিবন্ধন পূর্ব্বক দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী সরলাকার করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশিত করিবে। ইহার নাম কুণ্ডলীমুদ্রা। যথা শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণি,—মুষ্টিং বদ্ধ্বা তলে মন্ত্রী তর্জ্জনীং দণ্ডবচ্চরেৎ। সা কুণ্ডলী নাম—।

কুম্ভমুদ্রা। কলসমুদ্রা দেখুন।

কূর্ম্মমুদ্রা। উত্তান বামহস্তের তর্জ্জনীর অগ্রে অধোমুখ দক্ষিণহস্তের কনি-ষ্ঠার অগ্র এবং ঐ বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠাগ্রে দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ যোজিত করিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নতভাবে রাখিবে। পরে বামহস্তের মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিবে। এবং দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামা বামহস্তের পিতৃতীর্থে অর্থাৎ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ দিয়া অধোমুখ করিয়া রাখিবে। এই অবস্থায় দক্ষিণ-হস্তের পৃষ্ঠদেশ কূর্ম্মপৃষ্ঠসদৃশ উন্নত করিতে হইবে। এই মুদ্রাকে কূর্ম্ম-মুদ্রা, কচ্ছপমুদ্রা ও করকচ্ছপমুদ্রা বলে। দেবতার ধ্যানের সময় এই মুদ্রা

প্রয়োগ হয়। প্রমাণ যথা, জ্ঞানার্ণবে, শ্যামারহস্যে, কালিকাপুরাণে ও তন্ত্রসারে,—বামহস্তস্য তর্জ্জন্যাং দক্ষিণস্য কনিষ্ঠয়া। তথা দক্ষিণতর্জ্জন্যাং বামাঙ্গুষ্ঠেন যোজয়েৎ॥ উন্নতং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামস্য মধ্যমাদিকাঃ। অঙ্গুলী র্যোজয়েৎ পৃষ্ঠে দক্ষিণস্য করস্য চ॥ বামস্য পিতৃতীর্থেন মধ্যমানামিকে তথা। অধোমুখে চ তে কুর্য্যাৎ দক্ষিণস্য করস্য চ॥ কূর্ম্মপৃষ্ঠসমং কুর্য্যাৎ দক্ষপাণিঞ্চ সর্ব্বতঃ। কূর্ম্মমুদ্রেয়মাখ্যাতা দেবতাধ্যানকর্ম্মণি॥ ইতি।

কৌলিকীমুদ্রা।—মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে কৌলিকীমুদ্রা হয়। ইহা কুলার্ণবসম্মত তর্পণমুদ্রা। যথা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, মধ্যমাঙ্গুষ্ঠযোগেন মুদ্রা তু কৌলিকী স্মৃতা।

কৌস্তুভমুদ্রা। দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে দক্ষিণ অনামিকার পৃষ্ঠদেশে সংসগ্ন করিয়া রাখিবে। পরে বামহস্তের কনিষ্ঠাদ্বারা দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা আবদ্ধ করিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীদ্বারা বামহস্তের অনামিকা আবদ্ধ করিয়া বাম অনামিকা দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠমূলে সংলগ্ন করিবে। এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা সংযুক্ত রাখিয়া অপর অঙ্গুলিচতুষ্টয় সরল ও অগ্রভাগে সংযুক্ত রাখিবে। প্রমাণ যথা জ্ঞানার্ণবে, অনামাপৃষ্ঠসংলগ্না দক্ষিণস্য কনিষ্ঠিকা। কনিষ্ঠয়ান্যয়া বদ্ধা তর্জ্জন্যা দক্ষয়া তথা॥ বামানামাঞ্চ বধ্নীয়াৎ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠমূলকে। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমে বামে সংযোজ্য সরলাঃ পরাঃ॥ চতস্রোপ্যগ্রসংলগ্না মুদ্রা কৌস্তুভসংজ্ঞিকা॥ গৌতমীয়তন্ত্রে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আছে যথা—কামমুচ্চার্য্য বিধিবৎ নিক্ষিপেদ্ধৃদয়োপরি। কৃত্বেতরং করং বামে কৃত্বা সম্যক্ সমাঙ্গুলীঃ॥ অন্যোন্যপৃষ্ঠকরয়োর্মধ্যমানামিকাঙ্গুলীঃ। বামকনিষ্ঠয়া দক্ষকনিষ্ঠাঞ্চ নিপীড্য চ॥ বামানামিকয়া দক্ষতর্জ্জনীঞ্চ নিপীড়য়েৎ। বামাঙ্গুলিত্রয়োপরি কুর্য্যাদ্দক্ষিণহস্তকং। তথৈব বামতর্জ্জন্যা দক্ষহস্তাঙ্গুলিত্রয়ং। একত্র যোজিতাং কৃত্বা মুদ্রা স্যাৎ কৌস্তুভাত্মিকা॥ দক্ষিণে মণিবন্ধে চ বামাঙ্গুষ্ঠং নিযোজয়েৎ। মুদ্রেয়ং কৌস্তুভাখ্যোক্তা দর্শনীয়া প্রযত্নতঃ॥ এই বৈষ্ণবী মুদ্রা শক্তিপূজায় অনাবশ্যক বলিয়া দ্বিতীয় প্রমাণের অনুবাদ দেওয়া হইল না॥ ক্লীঁ॥

ক্ষোভমুদ্রা।—উভয় হস্তের মধ্যমাকে সঙ্কুচিত করিয়া মধ্যস্থলে রাখিয়া উভয়হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে স্ব স্ব অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আবদ্ধ করিবে। তর্জ্জনীদ্বয় দণ্ডা

কার থাকিবে। মধ্যমার উপরি অনামিকা থাকিবে ইহার নাম ক্ষোভমুদ্রা, সংক্ষোভমুদ্রা, ক্ষোভণীমুদ্রা, সংক্ষোভণীমুদ্রা, ও সর্ব্বসংক্ষোভণীমুদ্রা। প্রমাণ যথা গন্ধর্ব্বতন্ত্রে ও বামকেশ্বরতন্ত্রে, মধ্যমে মধ্যতঃ কৃত্বা কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠরোধিতে। তর্জ্জন্যৌ দণ্ডবৎ কৃত্বা মধ্যমোপর্য্যনামিকে ॥ এষা তু পরমা মুদ্রা সর্ব্বসংক্ষোভ-কারিণী ॥ ধান্তং বহ্নিসমারূঢ়ং দ্বিতীয়স্বরভূষিতং। নাদবিন্দুকলাযুক্তং বীজ-ন্তস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতং ॥ দ্রাং ॥ ইতি।

ক্ষোভণীমুদ্রা।—ক্ষোভমুদ্রা দেখুন।

খট্টাঙ্গমুদ্রা।—দক্ষিণহস্তের পঞ্চাঙ্গুলি ঊর্দ্ধমুখে প্রসারিত করিয়া পরস্পর মিলিত করিলে খট্টাঙ্গমুদ্রা হইবে। ইহা মহাদেবের অতীব প্রিয়। যথা,—পঞ্চাঙ্গুল্যো দক্ষিণাস্ত মিলিতা হ্যূর্দ্ধমুন্নতাঃ। খট্টাঙ্গমুদ্রা বিখ্যাত দেবস্যাতি-প্রিয়া মতা ॥ ইতি ॥

খড়্গ মুদ্রা।—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ঐ হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকা আবদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট তর্জ্জনী ও মধ্যমা একত্র করিয়া প্রসারিত করিলে খড়্গ-মুদ্রা হইবে। যথা কৌলাবলী, শ্যামারহস্য ও জ্ঞানার্ণবে, কনিষ্ঠানামিকে বদ্ধা স্বাঙ্গুষ্ঠেনৈব দক্ষতঃ। শেষাঙ্গুলী তু প্রসৃতে সংসৃষ্টে খড়্গমুদ্রিকা ॥ ইতি।

খেচরী মুদ্রা।—বামহস্ত দক্ষিণদিকে এবং দক্ষিণহস্ত বামদিকে পরস্পর বিপরীতমুখে স্থাপন করিবে। পরে বামহস্তের অনামিকার উপরি দক্ষকনিষ্ঠা ও দক্ষিণহস্তের অনামিকার উপরি বামকনিষ্ঠা স্থাপন করিয়া উভয় হস্তের তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা স্ব স্ব মধ্যমার ঊর্দ্ধভাগ আক্রান্ত হইবে। এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সরলভাবে রাখিবে। ইহার নাম খেচরীমুদ্রা। এই মহামুদ্রা রচনা দ্বারা সকলের তেজোহরণ করিতে পারা যায়। যথা মন্ত্রমহোদধিটীকা, গন্ধর্ব্ব-তন্ত্র ও বামকেশ্বরতন্ত্র,—সব্যং দক্ষিণদেশে তু দক্ষিণং বামদেশতঃ। বাহুং কৃত্বা মহেশানি হস্তৌ সম্পরিবর্ত্ত্য চ ॥ কনিষ্ঠানামিকে দেবি যুক্ত্বা তেন ক্রমেণ তু। তর্জ্জনীভ্যাং সমাক্রান্তে সর্ব্বোর্দ্ধমপি মধ্যমে। অঙ্গুষ্ঠৌ চ মহেশানি কারয়েৎ সরলাবিহ ॥ ইয়ং সা খেচরীমুদ্রা নাম্না সর্ব্বোত্তমা প্রিয়ে। রচি-তেহয়ং মহামুদ্রা সর্ব্বতেজোহপহারিণী ॥ শিবং চন্দ্রং তথা কান্তং পান্তং বহ্নি-সমন্বিতং (বহ্নীন্দু-সংযুতং)। একাদশ স্বরোপেতং বীজং তস্য প্রকীর্ত্তিতং ॥ হ্‌খফ্রেং ॥

গজতুণ্ডমুদ্রা।—দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যম অঙ্গুলি সরল ভাবে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া দণ্ডাকার করিলে গজতুণ্ডমুদ্রা হয়।" কোন কোন তন্ত্রে ইহাকেই দন্তমুদ্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রমাণ যথা গন্ধর্ব্ব-তন্ত্রে, মুষ্টিমধ্যস্থিতাং দেবি অঙ্গুলিং দণ্ডবৎ কুরু। গজতুণ্ডা মহামুদ্রা গণপস্য সদা প্রিয়া॥ তন্ত্রসারে যথা, উত্তানোর্দ্ধমুখী মধ্যা সরলা বদ্ধমুষ্টিকা। দন্তমুদ্রা সমাখ্যাতা সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ॥ ইতি॥

গজহস্তাখ্যমুদ্রা।—গজতুণ্ডমুদ্রা দেখুন।

গদামুদ্রা।—হস্তদ্বয় পরস্পরাভিমুখে স্থাপন করিয়া অঙ্গুলি সমুদায় পরস্পর গ্রথিত করিবে। পরন্তু মধ্যমাদ্বয় প্রসারিত ও দণ্ডাকার করিয়া পরস্পর সংলগ্ন করিবে। ইহার নাম গদামুদ্রা। এই মুদ্রা দর্শনে বিষ্ণু প্রীত হয়েন। যথা, কৌলাবলী ও তন্ত্রসারে, অন্যোন্যাভিমুখৌ হস্তৌ কৃত্বা তু গ্রথিতাঙ্গুলী। অঙ্গুল্যৌ মধ্যমে ভূয়ঃ সুলগ্নে সুপ্রসারিতে॥ গদামুদ্রেয়মুদিতা বিষ্ণোঃ সন্তোষবর্দ্ধিনী॥ ইতি॥

গন্ধমুদ্রা।—অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্ব স্ব কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলে সংলগ্ন করিলে গন্ধমুদ্রা হয়। যথা, মন্ত্রমহোদধিটীকা, অঙ্গুষ্ঠৌ কনিষ্ঠামূললগ্নৌ গন্ধমুদ্রা। ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

গরুড়মুদ্রা।—বামহস্ত দক্ষিণদিকে ও দক্ষিণ হস্ত বামদিকে আনয়ন পূর্ব্বক উভয় করপৃষ্ঠ সংযুক্ত করিয়া কনিষ্ঠার সহিত কনিষ্ঠা, তর্জ্জনীর সহিত তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের সহিত অঙ্গুষ্ঠ গ্রথিত করিবে। পরে মধ্যমা ও অনামিকাদ্বয় পক্ষদ্বয়ের ন্যায় পরিচালিত করিতে থাকিবে। ইহার নাম গরুড়মুদ্রা। এই মুদ্রা দর্শনে বিষ্ণুর সন্তোষবৃদ্ধি হয়। যথা তন্ত্রসারে, হস্তৌ তু বিমুখৌ কৃত্বা গ্রথয়িত্বা কনিষ্ঠিকে। মিথস্তর্জ্জনিকে শ্লিষ্টে শ্লিষ্টাবঙ্গুষ্ঠকে তথা॥ মধ্যমানামিকে দ্বে তু দ্বৌ পক্ষাবিব চালয়েৎ। এষা গরুড়মুদ্রা স্যাৎ বিষ্ণোঃ সন্তোষবর্দ্ধিনী॥ মন্ত্রমহোদধিটীকা যথা, সম্মুখৌ তু করৌ কৃত্বা গ্রথয়িত্বা কনিষ্ঠিকে। পুনশ্চাধোমুখৌ কৃত্বা তর্জ্জন্যৌ যোজয়েৎ তয়োঃ॥ মধ্যমানামিকে দ্বে তু পক্ষাবিব বিচালয়েৎ। মুদ্রৈষা পক্ষিরাজস্য সর্ব্ববিঘ্ননিবারিণী॥ ইতি॥

গালিনীমুদ্রা।—করদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন করিয়া দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা

বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠে এবং বামহস্তের কনিষ্ঠা দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠে সংযোজিত করিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামার সহিত অপর অনামা মধ্যমা ও তর্জ্জনীর সহিত সরলভাবে যোগ করিলেই গালিনীমুদ্রা হইবে। যথা তন্ত্রসার, গৌতমীয়তন্ত্র ও গন্ধর্ব্বতন্ত্রে, কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকে সক্তৌ করয়োরিতরেতরং। তর্জনীমধ্যমানামাঃ সংহতা ভুগ্নবর্জ্জিতাঃ॥ মুদ্রৈষা গালিনী প্রোক্তা। ইতি॥ যথা বা গৌতমীয়তন্ত্রে স্থানান্তরে, করৌ প্রসার্য্য চান্যোন্যং সংপুটক্রমযোগতঃ। প্রযোজ্য দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং তথা বামকনিষ্ঠয়া। বাময়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং মুদ্রেয়ং গালিনী মতা॥ অর্ঘস্য কলদা প্রোক্তা শঙ্খস্যোপরিচালিতা॥

গোমুদ্রা।—উভয়হস্তের অঙ্গুলি সকলকে পরস্পরের সন্ধিমধ্যগত করিয়া উভয় হস্তের কনিষ্ঠার অগ্রভাগের সহিত উভয় হস্তের অনামিকার অগ্রভাগ যোগ করিবে। এইরূপে উভয় হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগের সহিত উভয় হস্তের মধ্যমার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলে গোমুদ্রা ও ধেনুমুদ্রা হইবে। এই মুদ্রা দ্বারা সাধকগণ পূজাকালে নৈবেদ্যাদি উপকরণের অমৃতীকরণ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত কোন কোন তন্ত্রে ইহা অমৃতীকরণমুদ্রা নামেও অভিহিত হইয়াছে; যথা শ্যামারহস্য তন্ত্রসার, গন্ধর্ব্বতন্ত্র ও কৌলাবলি,—অন্যোন্যাভিমুখা শ্লিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ। তথৈব তর্জ্জনীমধ্যা ধেনুমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা অমৃতীকরণং কুর্য্যাৎ তয়া সাধকসত্তমঃ। গৌতমীয়তন্ত্রে যথা, অঙ্গুলীঃ সংহতাঃ কৃত্বা করয়োর্বামদক্ষয়োঃ। বামানামাসমাযুক্তা দক্ষপাণিকনিষ্ঠিকা॥ দক্ষস্য মধ্যমাক্রান্তা বামহস্তস্য তর্জ্জনী। বামমধ্যময়াক্রান্তা দক্ষহস্তস্য তর্জ্জনী। সংযুতৌ কারয়েদ্ বিদ্বানঙ্গুষ্ঠাবুভয়োরপি। ধেনুমুদ্রা নিগদিতা গোপিতা সাধকোত্তমৈঃ॥ ইতি॥ মন্ত্রমহোদধিটীকায় যাহা আছে তাহাও প্রায় এইরূপ।

গোযোনিমুদ্রা।—দক্ষিণ হস্তে মুষ্টিবন্ধন পূর্ব্বক উত্তান ও শিথিল করিলেই গোযোনিমুদ্রা হয়। ইহা সাধকসম্প্রদায়ে প্রচলিত।

গ্রাসমুদ্রা।—বামহস্তে অঙ্গুলিসমুদায় পরস্পর বিশ্লিষ্ট ও কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত হইবে, ইহারই নাম গ্রাসমুদ্রা। যথা শাক্তানন্দতরঙ্গিণী অঙ্গুল্যঃ কুঞ্চিতাঃ কার্য্যা বিরলাশ্চ পরস্পরং। গ্রাসমুদ্রা সমাখ্যাতা সব্যে পাণৌ নিযোজয়েৎ॥ কৌলাবলীতে কথিত হইয়াছে, বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা গ্রাস-

বং পরিকীর্ত্তিতা॥ মন্ত্রমহোদধিতে কথিত হইয়াছে বামহস্তেন পদ্মাভাং গ্রাসমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ। ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে গ্রাসমুদ্রা উর্দ্ধমুখ করিতে হইবে।

চক্রমুদ্রা। দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির গর্ভে দক্ষহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি থাকিবে এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠগর্ভে বামকনিষ্ঠা থাকিবে। (অন্য অঙ্গুলি সমুদায় প্রসারিত থাকিবে)। পরে বামহস্ত দক্ষিণে ও দক্ষিণহস্ত বামে লইয়া করদ্বয়ের পরস্পর যোগ করিলেই চক্রমুদ্রা হইবে। যথা কৌলাবলীতে, দক্ষিণেতরহস্তস্য বৃদ্ধাগর্ভকনিষ্ঠিকা। দক্ষিণে যোজয়িত্বা তু কনিষ্ঠাগর্ভকং বুধঃ। বামে চ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং স্বাধকো বিনিযোজয়েৎ॥ অন্যোন্যযোগতশ্চৈব চক্রমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা॥ মন্ত্রমহোদধিটীকা ও তন্ত্রসারে যথা, হস্তৌ তু সম্মুখৌ কৃত্বা সুলগ্নৌ সুপ্রসারিতৌ। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ লগ্নৌ মুদ্রৈষা চক্রসংজ্ঞিকা। ইতি।

চতুরস্রমুদ্রা।—অঙ্গুলিসমুদায় প্রসারিত করিয়া করতলদ্বয় অধোমুখে ভূমিতে স্থাপন করিলে চতুরস্র বা চতুরস্রিকামুদ্রা হয়। যথা কৌলাবলীতে, অধোমুখৌ সমৌ কৃত্বা ভূমৌ পাণিতলদ্বয়ং। সকলাঙ্গুলিভিঃ সম্যক্ মুদ্রেয়ং চতুরস্রিকা॥ বীজ—ভ্রাং।

চতুরস্রিকামুদ্রা। চতুরস্রমুদ্রা দেখুন।

চর্ম্মমুদ্রা।—বামহস্ত তির্য্যগ্‌ভাবে প্রসারিত করিয়া অঙ্গুলিসমুদায় আকুঞ্চিত ও মুষ্টিবদ্ধ করিবে। ইহারই নাম চর্ম্মমুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে বামহস্তং তথা তির্য্যক্ কৃত্বা চৈব প্রসার্য্য চ। আকুঞ্চিতাঙ্গুলীঃ কুর্য্যাৎ চর্ম্মমুদ্রেয়মীরিতা॥

চাপমুদ্রা। বামহস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ বামহস্তের মধ্যমাগ্রের সহিত যোগ করিবে। পরে ঐ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা কনিষ্ঠা ও অনামিকা চাপিয়া রাখিবে। এইরূপ করিয়া বামস্কন্ধে স্থাপন করিলেই চাপমুদ্রা বা ধনুর্মুদ্রা হইবে। যথা তন্ত্রসারে, বামস্য মধ্যমাগ্রন্তু তর্জ্জন্যাগ্রেন যোজয়েৎ। অনামিকাং কনিষ্ঠাঞ্চ তস্যাঙ্গুষ্ঠেন পীড়য়েৎ। দর্শয়েৎ বামকে স্কন্ধে ধনুর্মুদ্রেয়মীরিতা॥ জ্ঞানার্ণবে অন্যপ্রকার চাপমুদ্রা কথিত হইয়াছে যথা, যথা হস্তগতং চাপং তথা হস্তং কুরু প্রিয়ে। চাপমুদ্রেয়মাখ্যাতা বামহস্তে

ব্যবস্থিতা॥ অর্থাৎ বামহস্তে যেরূপে ধনুক ধারণ করিতে হয় বামহস্ত সেইরূপ করিলেই চাপমুদ্রা বা ধনুর্মুদ্রা হইবে।

চিন্মুদ্রা ;—জ্ঞানমুদ্রা দেখুন।

ছোটিকামুদ্রা।—স্ফোটিকামুদ্রাকেই ছোটিকামুদ্রা বলে। অঙ্গুষ্ঠমধ্য ও তর্জ্জন্যগ্রপৃষ্ঠভাগের উৎক্ষেপদ্বারা যে শব্দ করা হয় তাহার নাম ছোটিকা বা স্ফোটিকামুদ্রা। দশদিগ্বন্ধনের সময় ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এই মুদ্রা দশদিকে প্রয়োগ করিতে হয়। মন্ত্রমহোদধির টীকায় কথিত হইয়াছে, অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীস্ফোটং স্ফোটিকামুদ্রা। ফেৎকারিণীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, ততো বৈ বন্ধয়েদ্দশ। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যগ্রাভ্যাং দিশঃ পূর্ব্বাদিকাঃ ক্রমাৎ॥ ইতি।

জ্ঞানমুদ্রা।—দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া সম্মুখে স্থাপন করিবে এবং বামহস্ত বাম জানুর উপরি স্থাপন করিতে হইবে। ইহার নাম জ্ঞানমুদ্রা বা চিন্মুদ্রা। এই জ্ঞানমুদ্রা রামচন্দ্রের অতীব প্রিয়। যথা তন্ত্রসারে, তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তাবগ্রতো বিন্যসেৎ সুধীঃ। বামহস্তাম্বুজং বামজানুমূর্দ্ধনি বিন্যসেৎ। জ্ঞানমুদ্রা ভবেদেষা রামচন্দ্রস্য প্রেয়সী॥ রামচন্দ্রের পূজায় যে জ্ঞানমুদ্রা প্রদর্শন করিতে হয় তাহাই কথিত হইল। সাধারণ দেবদেবীর পূজায় উপচার দানে যে জ্ঞানমুদ্রা ব্যবহৃত হয় তাহা স্বতন্ত্র। যথা কৌলাবলীতে, জ্ঞানাখ্যমুদ্রয়া চৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীং। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাস্ত জ্ঞানমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা॥ এই জ্ঞানমুদ্রাতে বামজানুর উপরি বামহস্ত স্থাপন করিতে হয় না। আর সমুদায় এক প্রকার।

জ্বালিনীমুদ্রা।—উভয়হস্তের মণিবন্ধ সংযুক্ত করিয়া সমুদায় অঙ্গুলি প্রসারিত করিবে। এবং অঙ্গুষ্ঠে অঙ্গুষ্ঠে ও কনিষ্ঠাতে কনিষ্ঠাতে মিলিত হইয়া করতলমধ্যে প্রসারিত হইবে। ইহার নাম জ্বালিনীমুদ্রা। যথা, মন্ত্রমহোদধিটীকা, মণিবন্ধযুতৌ কৃত্বা প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ করৌ। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযুগলে মিলিত্বান্তঃপ্রসারিতে। জ্বালিনীনামমুদ্রেয়ং বৈশ্বানরপ্রিয়ঙ্করী॥ ইতি॥ কৌলাবলী, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ও সারদাতিলকটীকায় জ্বালিনীমুদ্রার অন্যপ্রকার লক্ষণ কথিত হইয়াছে যথা, মণিবন্ধৌ সমৌ কৃত্বা করৌ তু প্রসৃতাঙ্গুলী। মধ্যমে মিলিতে কৃত্বা তন্মধ্যেঙ্গুষ্ঠকৌ ক্ষিপেৎ॥ ইয়ং

স্যাজ্জালিনীমুদ্রা পরমা হোমকর্ম্মণি॥ ইহার অর্থ এই যে, দুই হস্তের মণিবন্ধ একত্র করিয়া অঙ্গুলিসমুদায় প্রসারিত করিবে। পরে উভয় হস্তের মধ্যমার অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া তন্মধ্যে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্থাপন করিবে। ইহার নাম জালিনীমুদ্রা। হোম করিবার সময় এই মুদ্রাই প্রশস্ত। ফলতঃ এইরূপ জালিনীমুদ্রাতে অগ্নির সপ্তজিহ্বা প্রদর্শিত হইতে পারে।

ডমরুমুদ্রা।—দক্ষিণহস্তে শিথিলরূপে, মুষ্টিবন্ধন করিয়া মধ্যমা ঈষৎ উন্নত করিয়া রাখিবে। পরে ঐ মুষ্টিবদ্ধহস্ত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া কর্ণদেশের নিকট লইয়া ডমরু বাজাইবার ন্যায় পরিচালিত করিতে থাকিবে। ইহার নাম ডমরুমুদ্রা বা ডমরুকামুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে, মুষ্টিঞ্চ শিথিলাং বদ্ধা ঈষদুচ্ছ্রিতমধ্যমাং। দক্ষিণাস্তূর্দ্ধমুন্নম্য কর্ণদেশে প্রচালয়েৎ॥ এষা ডমরুকা মুদ্রা সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী। ইতি॥

তত্ত্বমুদ্রা।—বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলে তত্ত্বমুদ্রা ও সঙ্কেতমুদ্রা হয়। এই তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা গুরু ও দেবতাগণের তর্পণ করা বিধেয়। যথা কৌলাবলী ও শ্যামারহস্যে, অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু বামহস্তস্য সর্ব্বদা। কথিতা তত্ত্বমুদ্রেয়ং যোজিতা তর্পণে বুধৈঃ। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রার লক্ষণ যথা, অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগাৎ তত্ত্বমুদ্রেয়মীরিতা। অঙ্গুষ্ঠং শিবমিত্যাহুরনামা শক্তিরুচ্যতে। তর্পণন্তু তয়োর্যোগাদমৃতৈর্বামপাণিনা॥ ফলতঃ উভয় হস্তেই তত্ত্বমুদ্রা হইতে পারে। বামহস্ততত্ত্বমুদ্রায় অর্ঘ্যজল ও দক্ষিণহস্ততত্ত্বমুদ্রায় পুষ্পাক্ষত লইয়া উভয় তত্ত্বমুদ্রার যোগে তর্পণ করিবার বিধি আছে।

তর্জ্জনীমুদ্রা।—বামহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা প্রসারিত করিবে। ইহার নাম তর্জ্জনীমুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে, বামমুষ্টিং বিধায়াথ তর্জ্জনীমধ্যমে ততঃ। প্রসার্য্য তর্জ্জনীমুদ্রা নির্দ্দিষ্টা বজ্রপাণিনা॥ ডামরোক্ত তর্জ্জনীমুদ্রা স্বতন্ত্র।

তর্পণমুদ্রা।—বশীকরণ করিবার সময় অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে তর্পণ করিবে। অভিচার কার্য্যের সময় অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে তর্পণ করিতে হইবে। স্তম্ভনকার্য্যের সময় কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে তর্পন করিবে। এই

সকল মুদ্রায় ও কৌলিকীমুদ্রায় তর্পণ করা কুলার্ণবতন্ত্রসম্মত। সময়াচার-সম্মত তর্পণ এই যে, বামহস্ততত্ত্বমুদ্রায় শোধিতদ্রব্য এবং দক্ষিণহস্তের তত্ত্ব-মুদ্রায় শুদ্ধি লইয়া উভয় তত্ত্বমুদ্রার যোগে ভগবতীর তর্পণ করিতে হইবে। যথা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি—অনামাঙ্গুষ্ঠযোগেন রঙ্গকর্ম্মণি তর্পয়েৎ। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনী-ভ্যাস্তু তর্পয়েদভিচারকে। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন তর্পয়েৎ স্তম্ভনে সুধীঃ। কুলা-র্ণবাখ্যতন্ত্রস্য মতং তর্পণমীরিতং। শুদ্ধং দ্রব্যং সমাদায় তর্পয়েৎ তত্ত্বমুদ্রয়া অঙ্গুষ্ঠানামিকামধ্যে শুদ্ধিং সংগৃহ্য যত্নতঃ বামেন দক্ষিণেনৈব দেবীং সন্তর্পয়েদ্-বুধঃ। এবং সন্তর্পণং প্রোক্তং সময়াচারসম্মতং॥

ত্রিখণ্ডমুদ্রা।—উত্তান বামকরতলের উপর অধোমুখ দক্ষিণ করতল বিপরীতভাবে স্থাপন করিবে। পরে উভয় হস্তের তর্জ্জনীর সহিত উভয় হস্তের অনামা যোগ করিয়া, মধ্যমার সহিত মধ্যমা এবং উর্দ্ধভাগে অঙ্গু-ষ্ঠের সহিত অঙ্গুষ্ঠ ও অধোভাগে কনিষ্ঠার সহিত কনিষ্ঠা সংযুক্ত করিবে। ইহার নাম ত্রিখণ্ডমুদ্রা' বা ত্রিখণ্ডামুদ্রা। উর্দ্ধে অঙ্গুষ্ঠ নিম্নে কনিষ্ঠা ব্যতীত মধ্যে তিনখণ্ড যুগল অঙ্গুলিদ্বারা এই মুদ্রা হওয়াতে ইহা ত্রিখণ্ডমুদ্রা নামে কথিত হইয়াছে। এই মুদ্রাদ্বারা ত্রিপুরা দেবীর আহ্বান করা হইয়া থাকে॥ যথা গন্ধর্ব্বতন্ত্রে, পাণিদ্বয়ং সমং সম্যক্ পরিবর্ত্তনযোগতঃ। যোজয়িত্বা তর্জ্জনীভ্যামনামে ধারয়েত্ততঃ॥ মধ্যমে যোজয়েন্মধ্যে কনিষ্ঠে তদধস্ততঃ। অঙ্গুষ্ঠাবপি সংযোজ্যৌ ত্রিধা যুগ্মক্রমেণ তু। ত্রিখণ্ডেয়ং মহা-মুদ্রা ত্রিপুরাহ্বানকর্ম্মণি॥ ইতি॥ তন্ত্রসারে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আছে যথা, পরিবর্ত্ত্য করৌ স্পৃষ্টাবঙ্গুষ্ঠৌ কারয়েৎ সমৌ। অনামান্তর্গতে কৃত্বা তর্জ্জন্যৌ কুটিলাকৃতী॥ কনিষ্ঠিকে নিযুঞ্জীত নিজস্থানে মহেশ্বরি॥ ত্রিখণ্ডেয়ং সমা-খ্যাতা ত্রিপুরাধ্যানকর্ম্মণি॥ তন্ত্রসারে কথিত হইতেছে যে, ত্রিখণ্ড-মুদ্রায় ত্রিপুরার ধ্যান করিতে হইবে। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে ও মন্ত্রমহোদধিটীকাতে কথিত হইয়াছে, অন্যান্য দেবতার ন্যায় কূর্ম্মমুদ্রায় ত্রিপুরার ধ্যান করিয়া ত্রিখণ্ডমুদ্রায় ত্রিপুরার আহ্বান করিতে হইবে। ফলতঃ ত্রিখণ্ডমুদ্রা করিয়া ত্রিপুরার ধ্যান করা অথবা আবাহনীমুদ্রা না করিয়া ত্রিখণ্ডমুদ্রায় দেবতার আবাহন করা কোন তন্ত্রেরই অভিপ্রেত নহে। শ্রীতত্ত্বচিন্তা-মণিতে যদিও কথিত হইয়াছে যে ত্রিখণ্ডমুদ্রায় ধ্যান করিবে, তথাপি কোন্

সময় ত্রিখণ্ডমুদ্রা করিবে স্পষ্টই ব্যক্ত আছে। ফলতঃ কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া দ্বিতীয় ধ্যানপূর্ব্বক যথারীতি যন্ত্রোপরি পুষ্প স্থাপন করিয়াই ত্রিখণ্ডমুদ্রা বন্ধনপূর্ব্বক মহাপদ্মবনান্তঃস্থে ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া আহ্বান পূর্ব্বক পরিশেষে আবাহন্যাদি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক আবাহন করিবে। ধ্যান ও আবাহনের মধ্যস্থলে এই ত্রিখণ্ডমুদ্রা করিতে হয় বলিয়া কোন তন্ত্রে বলিতেছেন আবাহনে প্রয়োগ করিবে ও কোন তন্ত্রে বলিতেছেন ধ্যানের সময় প্রয়োগ করিবে। ফলতঃ সকল তন্ত্রেরই উদ্দেশ্য এক। সাধকসম্প্রদায়ের মতানুসারে উত্তান বামহস্তের মধ্যমা ও অনামা সঙ্কুচিত করিয়া অপর অঙ্গুলিত্রয় উর্দ্ধমুখ ও সরলাকার করিলেই ত্রিখণ্ডমুদ্রা হয়। সাধকগণ এই মুদ্রার দ্বারা দ্রব্য অর্পণ দ্রব্যদান ও দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ত্রিশিখমুদ্রা।—ত্রিশূলমুদ্রা দেখুন।

ত্রিশূলমুদ্রা।—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা কনিষ্ঠাঙ্গুলি বদ্ধ করিয়া অপর অঙ্গুলিত্রয় বিশ্লিষ্ট ও প্রসারিত করিবে। ইহার নাম ত্রিশূলমুদ্রা ও ত্রিশিখমুদ্রা যথা তন্ত্রসারে, অঙ্গুষ্ঠেন কনিষ্ঠাস্ত বদ্ধা শ্লিষ্টাঙ্গুলিত্রয়ং। প্রসারয়েৎ ত্রিশূলাখ্যা মুদ্রৈষা পরিকীর্ত্তিতা॥ ইতি।

ত্রৈলোক্যমোহিনীমুদ্রা।—উভয়হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া, অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উর্দ্ধে প্রসারিত করিলে ত্রৈলোক্যমোহিনীমুদ্রা হয়। যথা তন্ত্রসারে, উচ্ছ্রিতাঙ্গুষ্ঠমুষ্টী দ্বে মুদ্রা ত্রৈলোক্যমোহিনী॥

ত্রৈলোক্যাকর্ষিণীমুদ্রা।—আকর্ষণী দেখুন।

দণ্ডমুদ্রা (দন্তমুদ্রা)।—দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মধ্যমাঙ্গুলি সরল ও উর্দ্ধমুখী করিবে ইহার নাম দণ্ডমুদ্রা (দন্তমুদ্রা)। যথা তন্ত্রসারে, উত্তানোর্দ্ধমুখী মধ্যা সরলা বদ্ধমুষ্টিকা। দণ্ডমুদ্রা (দন্তমুদ্রা) সমাখ্যাতা সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ॥

দন্তমুদ্রা।—দণ্ডমুদ্রা দেখুন।

দানবধূমিকামুদ্রা।—করদ্বয় পরিবর্ত্তিত করিয়া উভয় কনিষ্ঠাদ্বারা উভয় মধ্যমা আকর্ষণ করিবে নিম্নে অনামাদ্বয় এবং তর্জ্জনীদ্বয় পরস্পর দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া ঐ অনামিকাদ্বয় অঙ্গুষ্ঠাগ্রে সংযুক্ত করিবে। ইহার নাম দানবধূমিকামুদ্রা দানবধূমিনীমুদ্রা ও দৈত্যধূমিনীমুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে, পরি-

বৃত্য করৌ স্পৃষ্টৌ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠমধ্যমে। অনামাযুগলঞ্চাধঃ তর্জ্জনীযুগলং পৃথক্॥ অন্যোন্যং নিবিড়ং বদ্ধাঙ্গুষ্ঠাগ্রেঽনামিকে ততঃ। দানবধূমিকেত্যাখ্যা মুদ্রৈষা কথিতা প্রিয়ে॥ বীজ—স্ত্রীঁ।

দিব্যমুদ্রা।—অনিমেষনয়নে দৃষ্টি করিয়া অবস্থানের নামই দিব্যমুদ্রা বা দিব্যদৃষ্টি।

দীপমুদ্রা।—ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

দুর্গামুদ্রা।—দৌর্গীমুদ্রা দেখুন।

দৈত্যধূমিনীমুদ্রা। দানবধূমিকামুদ্রা দেখুন।

দৌর্গীমুদ্রা।—দুই হস্তে মুষ্টি বন্ধন পূর্ব্বক বামমুষ্টির উপরি দক্ষিণমুষ্টি স্থাপন করিয়া মস্তকোপরি রাখিলে দৌর্গীমুদ্রা বা দুর্গামুদ্রা হইয়া থাকে। যথা তন্ত্রসারে,—মুষ্টিং কৃত্বা করাভ্যাঞ্চ বামস্যোপরি দক্ষিণং। কৃত্বা শিরসি সংযোজ্য দুর্গামুদ্রেয়মীরিতা॥ ইতি।

দ্রাবিণীমুদ্রা।—ক্ষোভমুদ্রা রচিত করিয়া মধ্যমাদ্বয় যদি সরলাকার করা যায় তাহা হইলে দ্রাবিণী, বিদ্রাবিণী, সর্ব্বদ্রাবিণী ও সর্ব্ববিদ্রাবিণীমুদ্রা হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা, বামকেশ্বরতন্ত্র, তন্ত্রসার, মন্ত্রমহোদধি ও গন্ধর্ব্বতন্ত্রে, সর্ব্বসংক্ষোভমুদ্রায়াঃ মধ্যমে সরলে যদা। ক্রিয়তে পরমেশানি সর্ব্ববিদ্রাবিণী তদা॥ ইহার বীজ যথা থান্তং বহ্নিসমারূঢ়ং তূর্য্যস্বরবিভূষিতং। নাদবিন্দুকলাযুক্তং দ্রাবিণীবীজমুত্তমং॥ দ্রীঁ।

ধনুর্মুদ্রা।—চাপমুদ্রা দেখুন।

ধূপমুদ্রা।—অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্ব স্ব তর্জ্জনীমূলে সংলগ্ন করিয়া মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি সঙ্কুচিত করিবে। ইহার নাম ধূপমুদ্রা বা ধূপপ্রদানমুদ্রা। ধূপ প্রদানকালে এই মুদ্রা প্রদর্শন করিলে দেবতা পরিতুষ্ট হয়েন। প্রমাণ যথা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতে; অঙ্গুষ্ঠং তর্জ্জনীলগ্নং তিস্রঃ সঙ্কুচিতাঃ পরাঃ। মুদ্রা ধূপপ্রদানা স্যাৎ দেবানাং তুষ্টিকারিণী॥ মন্ত্রমহোদধিতে কথিত হইয়াছে, 'তর্জ্জনীমূলয়োরঙ্গুষ্ঠযোগেন ধূপমুদ্রা'। অর্থাৎ তর্জ্জনীমূলে স্ব স্ব অঙ্গুষ্ঠযোগ করিলেই ধূপমুদ্রা হইবে।

ধেনুমুদ্রা।—গোমুদ্রা দেখুন।

নভোমুদ্রা।—স্থির হইয়া উর্দ্ধদিকে জিহ্বা চালিত করিয়া কুম্ভকদ্বারা

বায়ুরোধ করিবে ইহাকে নভোমুদ্রা ও আকাশমুদ্রা বলে। যথা যোগশাস্ত্রে উর্দ্ধজিহ্বঃ স্থিরো ভূত্বা ধারয়েৎ পবনং সদা। নভোমুদ্রা ভবেদেষা যোগিনাং রোগনাশিনী॥

নাদমুদ্রা।—দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তাহার তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ উন্নত রাখিবে॥ ইহার নাম নাদমুদ্রা। যথা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি 'মুষ্টিরূর্দ্ধতর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠা দক্ষিণা নাদমুদ্রিকা॥'

নারসিংহীমুদ্রা।—অঙ্গুষ্ঠদ্বারা স্ব স্ব কনিষ্ঠা নিপীড়ন পূর্ব্বক অবশিষ্ট অঙ্গুলি অধোমুখ করিবে। ইহার নাম নৃহরিমুদ্রা, নৃসিংহমুদ্রা ও নারসিংহীমুদ্রা। প্রমাণ যথা তন্ত্রসারে, অঙ্গুষ্ঠাভ্যান্তু করয়োস্তথাক্রম্য কনিষ্ঠিকে। অধোমুখীভিঃ সর্ব্বাভির্মুদ্রেয়ং নৃহরের্মতা॥ ইতি। প্রকারান্তর যথা, করদ্বয় জানুদ্বয় মধ্যে দিয়া ভূমিসংলগ্ন করিবে। পরে মুখ বিবৃত ও জিহ্বা লেলিহানা করিয়া চিবুক ও ওষ্ঠ সমভাবে রাখিবে এবং পুনঃ পুনঃ কম্পমান হইতে থাকিবে। ইহার নাম নারসিংহীমুদ্রা। এই মুদ্রা দ্বারা নৃসিংহদেব প্রীত হয়েন। যথা তন্ত্রসারে, জানুমধ্যে করৌ কৃত্বা চিবুকোষ্ঠৌ সমাবুভৌ। হস্তৌ তু ভূমিসংলগ্নৌ কম্পমানঃ পুনঃ পুনঃ॥ মুখং বিবৃতকং কুর্য্যাৎ লেলিহানাঞ্চ জিহ্বিকাং। নারসিংহী ভবেদেষা মুদ্রা তৎপ্রীতিবর্দ্ধিনী॥

নারাচমুদ্রা।—তর্জ্জনীর অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠাগ্রযোগ করিয়া অন্য অঙ্গুলিসমুদায় উর্দ্ধে প্রসারিত করিবে। এবং এইরূপ মুদ্রাযুক্ত হস্ত দক্ষিণ স্কন্ধের উপরি স্থাপন করিবে। ইহার নাম নারাচমুদ্রা ও বাণমুদ্রা। যথা কৌলাবলীতন্ত্রে, অঙ্গুষ্ঠাগ্রে তু তর্জ্জন্যাঃ সংযোজ্যাদোর্দ্ধরেখয়া। অন্যাঙ্গুলীস্তথোর্দ্ধঞ্চ নারাচঃ স্যাৎ প্রসার্য্য তাঃ॥ ইতি। তন্ত্রসারে কথিত হইয়াছে, দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তাহার তর্জ্জনী দীর্ঘাকার করিলেই বাণমুদ্রা বা নারাচমুদ্রা হইবে। যথা দক্ষমুষ্টেস্তু তর্জ্জন্যাঃ দীর্ঘয়া বাণমুদ্রিকা॥ ইতি। জ্ঞানার্ণবে কথিত হইয়াছে, শরপ্রয়োগ করিবার সময় যেরূপে বাণ ধরিতে হয় দক্ষিণ হস্ত সেইরূপ করিলেই বাণমুদ্রা বা নারাচমুদ্রা হইবে। যথা, যথা হস্তগতা বাণাস্তথা হস্তং কুরু প্রিয়ে। বাণমুদ্রেয়মাখ্যাতা রিপুবর্গনিকৃন্তনী॥ ইতি।

নৃসিংহমুদ্রা।—নারসিংহীমুদ্রা দেখুন।

নৃহরিমুদ্রা।—নারসিংহীমুদ্রা দেখুন।

নৈবেদ্যমুদ্রা।—ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

পঞ্চমুখমুদ্রা।—উভয় হস্তের মণিবন্ধ সংযুক্ত করিয়া সমুদায় অঙ্গুলির অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্ত ও মিলিত করিবে ইহার নাম পঞ্চমুখমুদ্রা। যথা মন্ত্র-মহোদধি, মনিবন্ধকরৌ যুক্তাবঙ্গুল্যগ্রানি মেলয়েৎ মুদ্রা পঞ্চমুখাখ্যেয়ং দর্শিতা শিবতোষিণী॥ ইতি।

পদ্মমুদ্রা। হস্তদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুলিসমুদায় ঈষৎ বক্র ও উন্নত করিবে। পরন্তু করতলদ্বয়ের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মিলিত থাকিবে। ইহার নাম পদ্মমুদ্রা। যথা কৌলাবলী ও তন্ত্রসারে, হস্তৌ তু সম্মুখৌ কৃত্বা উন্নতপ্রণতাঙ্গুলীঃ। তলান্তর্মিলিতাঙ্গুষ্ঠৌ কৃত্বৈষা পদ্মমুদ্রিকা। ইতি।

পরমীকরণমুদ্রা।—অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পরস্পর গ্রথিত করিয়া অপর অঙ্গুলিসমুদায় প্রসারিত করিবে। ইহার নাম পরমীকরণমুদ্রা ও মহামুদ্রা। যথা কৌলাবলী ও তন্ত্রসারে, অন্যোন্যগ্রথিতাঙ্গুষ্ঠা প্রসারিতপরাঙ্গুলী। মহামুদ্রেয়মুদিতা পরমীকরণে বুধৈঃ॥ ইতি। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে অন্যপ্রকার কথিত হইয়াছে যথা, করাবেকত্র সংযোজ্য অধোভূতমিব প্রিয়ে। পরমীকরণো নাম মুদ্রেয়মিতি।

পরশুমুদ্রা।—তির্য্যগ্‌ভাবে করতলে করতল সংযুক্ত করিয়া অঙ্গুলিসমুদায় সংযুক্ত ও দণ্ডাকার রাখিবে। ইহার নাম পরশুমুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে, তলে তলন্তু তরয়োস্তির্য্যক্ সংযোজ্য চাঙ্গুলীঃ। সংহতাঃ প্রসৃতাঃ কুর্য্যাৎ মুদ্রা পরশুসংজ্ঞিকা। ইতি।

পাদ্যমুদ্রা।—ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

পানপাত্রমুদ্রা।—কপালমুদ্রাকেই পানপাত্রমুদ্রা বলে।

পাশমুদ্রা।—হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বামমুষ্টির তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষমুষ্টির তর্জ্জনী সংযুক্ত করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্বয় সংযুক্ত করিয়া স্ব স্ব তর্জ্জন্যগ্রে নিক্ষিপ্ত করিবে। ইহার নাম পাশমুদ্রা। যথা কৌলাবলী ও তন্ত্রসারে বামমুষ্টেস্তু তর্জ্জন্যা দক্ষমুষ্টেস্তু তর্জ্জনীং। সংযোজ্যাঙ্গুষ্ঠকাগ্রাভ্যাং তর্জ্জন্যগ্রে স্বকে ক্ষিপেৎ। এষা পাশাহ্বয়া মুদ্রা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥ ইতি।

পুটাঞ্জলিমুদ্রা।—সংপুটাঞ্জলীমুদ্রা দেখুন।

পুনরাচমনীয়মুদ্রা।—ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

পুষ্পমুদ্রা।—ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

পুস্তকমুদ্রা।—বামহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আপনার দিকে সম্মুখীন করিলেই পুস্তকমুদ্রা হইল। যথা তন্ত্রসারে, বামমুষ্টিং স্বাভিমুখীং কৃত্বা পুস্তকমুদ্রিকা। ইতি।

প্রণামমুদ্রা।—ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

প্রাণমুদ্রা।—প্রাণাদিপঞ্চমুদ্রা দেখুন।

প্রাণাদিপঞ্চমুদ্রা।—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ যোগ করিলে প্রাণমুদ্রা হইবে। ১। অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা ও তর্জ্জনীর যোগে অপানমুদ্রা। ২। অঙ্গুষ্ঠ অনামা ও মধ্যমার যোগে ব্যানমুদ্রা। ৩। কনিষ্ঠা ভিন্ন সমুদায় অঙ্গুলীর অগ্রভাগযোগে উদানমুদ্রা। ৪। সমুদায় অঙ্গুলীর যোগে সমানমুদ্রা হইবে। ৫। এই পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শনকালে, বামহস্তে ঈষৎ বিকষিত কমলসদৃশ গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন করিতে হইবে। প্রমাণ যথা কৌলাবলী ও শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতে প্রাণাপানস্তথা ব্যান উদানাখ্যঃ সমানকঃ। চতুর্থ্যর্থাগ্নিজায়ান্তঃ মুদ্রামন্ত্রে ধ্রুবাদিকঃ। বৃদ্ধানামাকনিষ্ঠাভিঃ প্রাণমুদ্রা সমীরিতা। বৃদ্ধমধ্যতর্জ্জনীভিরপানস্য প্রকীর্ত্তিতা॥ বৃদ্ধানামামধ্যমাভির্ব্যানমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা। কনিষ্ঠবর্জ্জং সর্ব্বাভিরু দানস্য প্রকর্ত্তিতা॥ সমানমুদ্রা সর্ব্বাভিরঙ্গুলীর্ভিরুদীরিতা। বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা বিকচোৎপলসন্নিভা॥ ইতি। ক্রমদীপিকাতে এবং শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে এইরূপই আছে। এই পঞ্চমুদ্রাবিষয়ে এবং ইহার ক্রমবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কথিত হইয়াছে। যথা মন্ত্রমহোদধিতে, কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে প্রাণমুদ্রা। ১। তর্জ্জনী মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে অপানমুদ্রা ২। অনামা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে উদানমুদ্রা। ৩। কনিষ্ঠা ভিন্ন অঙ্গুলিচতুষ্টয়যোগে ব্যানমুদ্রা। ৪। সমুদায় অঙ্গুলিযোগে সমানমুদ্রা। ৫। গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা ও মধ্যমাযোগে প্রাণমুদ্রা। ১। অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠা ও অনামাযোগে অপানমুদ্রা। ২। অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা ও তর্জ্জনীযোগে ব্যানমুদ্রা। ৩। মধ্যমা অনামিকা, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে উদানমুদ্রা। ৪। সমুদায় অঙ্গুলিযোগে সমানমুদ্রা। ৫। প্রাণাদিপঞ্চমুদ্রা প্রদর্শনকালে পঞ্চমন্ত্র যথা, ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ১। ওঁ অপানায় স্বাহা। ২। ওঁ ব্যানায় স্বাহা। ৩। ওঁ উদানায় স্বাহা। ৪। ওঁ সমানায় স্বাহা।

প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রাবিষয়ে এবং তাহার ক্রমবিষয়ে যদিও সকল তন্ত্রে ঐক্য দৃষ্ট হয় না তথাপি সমুদায়ই শিবের উক্তি সুতরাং সমুদায়ই ধর্ম্ম। ইহার মধ্যে যিনি গুরুর নিকট যেরূপ উপদেশ পাইবেন তিনি সেইরূপই করিবেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, পূজা তু বিবিধা প্রোক্তা তাম্বেকতমমাশ্রয়েৎ।

প্রার্থনামুদ্রা।—আপনার হৃদয়ে সম্মুখে হস্তদ্বয় উত্তান ও পরস্পর সংলগ্ন করিয়া অঙ্গুলিসমুদায় সরলাকার রাখিলে প্রার্থনা বা প্রার্থনীমুদ্রা হইবে। যথা তন্ত্রসারে, প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ হস্তৌ মিথঃ শ্লিষ্টৌ চ সম্মুখে। কুর্য্যাৎ স্বহৃদয়ে সেহয়ং মুদ্রা প্রার্থনসংজ্ঞিকা॥ ইতি।

প্রার্থনীমুদ্রা।—প্রার্থনামুদ্রা দেখুন।

ভূতিনীমুদ্রা।—যোনিমুদ্রা বন্ধন পূর্ব্বক মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয় বক্র করিয়া তাহার অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংযুক্ত করিবে। ইহার নাম ভূতিনীমুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে,—বদ্ধা তু যোনিমুদ্রাং বৈ মধ্যমে কুটিলে কুরু। অঙ্গুষ্ঠে তু তদগ্রে তু মুদ্রেয়ং ভূতিনী মতা॥

মৎস্যমুদ্রা। দক্ষিণ করতলের পৃষ্ঠদেশে বামকরতল স্থাপন করিয়া জলমধ্যে ধাবমান মৎস্যের ন্যায় অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সঞ্চালিত করিবে। অন্যান্য অঙ্গুলিসমুদায় সরল থাকিবে, ইহার নাম মৎস্যমুদ্রা। যথা কৌলাবলীতে, উপর্য্যুপরিযোগেন মিলিতাঃ সরলাঙ্গুলীঃ। অঙ্গুষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিন্মুদ্রেয়া মৎস্যসংজ্ঞিকা॥ ইতি॥ তন্ত্রসার, মন্ত্রমহোদধি, গোতমীয়তন্ত্র, শ্যামারহস্য প্রভৃতিতেও প্রায় এইরূপ আছে।

মধুপর্কমুদ্রা।—ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

মহাঙ্কুশমুদ্রা।—উন্মাদিনীমুদ্রা বন্ধন পূর্ব্বক তাহার নিম্নে অনামিকাযুগল অঙ্কুশাকার করিবে। তর্জ্জনীদ্বয়ও সেইরূপ স্থাপন করিবে। ইহার নাম মহাঙ্কুশমুদ্রা বা মহাঙ্কুশামুদ্রা। ইহার দ্বারা সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়। ইহার বীজ (ক্রোঁ) যথা তন্ত্রসার, গন্ধর্ব্বতন্ত্র ও শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতে, (উন্মাদিনীমুদ্রা কথনের পর) অস্যাস্ত্বনামিকাযুগ্মমধঃকৃত্বাঙ্কুশাকৃতী। তর্জ্জন্যাবপি তেনৈব ক্রমেণ বিনিযোজয়েৎ॥ ইয়ং মহাঙ্কুশা মুদ্রা সর্ব্বকামার্থসাধিনী॥ ইতি।

মহাঙ্কুশামুদ্রা।—মহাঙ্কুশমুদ্রা দেখুন।

মহন্মুদ্রা।—পরমীকরণমুদ্রা দেখুন।

মহাযোনিমুদ্রা।—বামহস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগে দক্ষিণহস্তের অনামিকা এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগে বামহস্তের অনামিকা যোগ করিয়া তদুপরি মধ্যমাদ্বয় সংযুক্ত করিবে এবং অনামিকাদ্বয়ের উপরি মধ্যমা-দ্বয়ের মধ্যে কনিষ্ঠাদ্বয় সংযুক্ত করিয়া, কনিষ্ঠাদ্বয়ের মূলদেশে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্থাপন করিবে, ইহার নাম মহাযোনিমুদ্রা। যথা শ্যামারহস্য ও তন্ত্রসারে, তর্জ্জন্যনামিকে মধ্যে কনিষ্ঠাদিক্রমেণ তু। করয়োর্যোজয়িত্বৈবং কনিষ্ঠা-মূলদেশতঃ। অঙ্গুষ্ঠাগ্রন্তু নিক্ষিপ্য মহাযোনিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥

মন্ত্রমহোদধিটীকায় শ্রীবিদ্যাবিষয়ে যে মহাযোনিমুদ্রা কথিত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার এইমাত্র বিভিন্নতা আছে যে, ইহাতে কনিষ্ঠাদ্বয়মূলে অঙ্গুষ্ঠাগ্র স্থাপন করিতে হয়। তাঁহাতে তাহা না করিয়া ঐ অঙ্গুষ্ঠদ্বয়দ্বারা সমুদায় অঙ্গুলি নিপীড়িত করিবার বিধি আছে। যথা,—মধ্যমে কুটিলে কৃত্বা তর্জ্জন্যুপরিসংস্থিতে। অনামিকে মধ্যগতে তথৈব হি কনিষ্ঠিকে॥ সর্ব্বা একত্র সংযোজ্যা অঙ্গুষ্ঠপরিপীড়িতাঃ। এষা তু প্রথমা মুদ্রা মহাযোন্যভিধা মতা॥ ইতি।

মালিনীমুদ্রা।—দুই হস্তের অঙ্গুলিসমুদায়ের অগ্রভাগ আকুঞ্চিত করিয়া পরস্পর সংযুক্ত করিলে মালিনীমুদ্রা হয়। যথা মন্ত্রমহোদধিটীকা,—"করা-ঙ্গুল্যগ্রাণি বক্রীকৃত্য সম্মুখং যোজিতানি মালিনীমুদ্রা।"

মীনমুদ্রা।—মৎস্যমুদ্রা দেখুন।

মুণ্ডমুদ্রা।—বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া মুষ্টিবন্ধন করিবে। দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি সরল রাখিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলিচতুষ্টয় দ্বারা ঐরূপ মুষ্টিবন্ধন করিতে হইবে। পরে দক্ষিণ হস্তের ঐ মধ্যমাঙ্গুলি বামহস্তের কনিষ্ঠামূল দিয়া এইরূপে প্রবেশ করাইতে হইবে যে ঐ দক্ষিণহস্তের মধ্যমা-ঙ্গুলির অগ্রভাগ বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠাগ্র ও তর্জ্জনীর সহিত যেন সংলগ্ন হয়। এইমুদ্রা আপনার দক্ষিণদিকে প্রদর্শন করিতে হইবে। ইহার নাম মুণ্ডমুদ্রা। যথা তন্ত্রসার ও শ্যামারহস্যে,—অন্তরঙ্গুষ্ঠমুষ্টিন্তু কৃত্বা বামকরস্য চ। মধ্যমাগ্রং দক্ষিণস্য তথালম্ব্য প্রযত্নতঃ॥ মধ্যমেনাথ তর্জ্জন্যা অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ যোজয়েৎ। দক্ষিণং যোজয়েৎ পাণিং বামমুষ্টৌ তু সাধকঃ। দর্শয়েৎ দক্ষিণে ভাগে মুণ্ডমুদ্রেয়মুচ্যতে॥ ইতি।

মুষলমুদ্রা।—দুই হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া বামমুষ্টির উপরি দক্ষিণমুষ্টি স্থাপন করিবে। ইহার নাম মুষলমুদ্রা ইহার দ্বারা সর্ব্ববিঘ্ন বিদূরিত হয়॥ যথা তন্ত্রসার, গন্ধর্ব্বতন্ত্র, কৌলাবলী ও মন্ত্রমহোদধি; মুষ্টিং কৃত্বা তু হস্তাভ্যাং বামস্যোপরি দক্ষিণং। কুর্য্যান্মুষলমুদ্রেয়ং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী॥ ইতি।

মুষ্টিমুদ্রা।—দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উন্নত করিতে হইবে। ইহার নাম মুষ্টিমুদ্রা। যথা মন্ত্রমহোদধিটীকা,—মুষ্টিং দক্ষিণহস্তেন বিধায়োর্দ্ধং সমুন্নয়েৎ। মুদ্রা মুষ্ট্যভিধা খ্যাতা সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী॥ ইতি।

মৃগমুদ্রা।—দক্ষিণহস্তের অনামিকা মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্ত করিতে হইবে। অবশিষ্ট অঙ্গুলিদ্বয় উন্নত করিয়া দণ্ডাকার রাখিবে। ইহার নাম মৃগমুদ্রা। যথা মন্ত্রমহোদধিটীকা, তন্ত্রসার ও শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি,—দক্ষস্যানামিকাঙ্গুষ্ঠমধ্যমাগ্রাণি যোজয়েৎ। শিষ্টে দ্বে উচ্ছ্রিতে কুর্য্যাৎ মৃগমুদ্রেয়মীরিতা॥ ইত্যাদি।

মৃগীমুদ্রা।—মৃগমুদ্রা দেখুন।

য়জ্ঞোপবীতমুদ্রা।—ষোড়শপচারমুদ্রা দেখুন।

যোগমুদ্রা।—যদি জ্ঞানমুদ্রা বন্ধন করিয়া বিপরীতভাবে হৃদয়ে স্থাপন করা হয় তাহা হইলেই তাহাকে যোগমুদ্রা বলা হইয়া থাকে। যথা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি,—জ্ঞানমুদ্রা যদৈব স্যাৎ স্বাভিমুখ্যেন সংস্থিতা। হৃৎপ্রদেশেষু সংবদ্ধা যোগমুদ্রেতি কথ্যতে॥ ইতি।

যোনিমুদ্রা।—কনিষ্ঠাদ্বয় পরস্পর সংবদ্ধ করিয়া এক হস্তের তর্জ্জনীদ্বারা অন্য হস্তের অনামিকা বদ্ধ করিবে। ঐরূপ বদ্ধ অনামিকাদ্বয়ের উপরি দীর্ঘাকার মধ্যমাদ্বয়ের অগ্রভাগ সংশ্লিষ্ট থাকিবে। ঐ মধ্যমাদ্বয়ের মূলদেশে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অগ্রভাগ বিন্যস্ত করিতে হইবে। ইহার নাম যোনিমুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে, মিথঃ কনিষ্ঠিকে বদ্ধা তর্জ্জনীভ্যামনামিকে। অনামিকোর্দ্ধসংশ্লিষ্টদীর্ঘমধ্যময়োরধঃ। অঙ্গুষ্ঠাগ্রদ্বয়ং ন্যস্যেদ্‌যোনিমুদ্রেয়মীরিতা॥ ইতি। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে যে যোনিমুদ্রা কথিত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার ভেদ এই যে, কনিষ্ঠাদ্বয় অনামার নিম্নে না রাখিয়া মধ্যমার মধ্যে সরলভাবে স্থাপন করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দণ্ডাকার করিয়া কনিষ্ঠার উপরি স্থাপন করিবে। কৌলাবলী শ্যামারহস্যে ও শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতে কথিত হইয়াছে এবং তন্ত্রসারে

ত্রপুরাবিষয়ে কথিত হইয়াছে, শেষোক্ত মুদ্রা বন্ধন করিয়া কনিষ্ঠার উপরি অঙ্গুষ্ঠদ্বয় না রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা সমুদায় অঙ্গুলি নিপীড়িত করিবে। যথা,—মধ্যমে কুটিলে কৃত্বা তর্জ্জন্যুপরিসংস্থিতে অনামিকে মধ্যগতে তথৈব হি কনিষ্ঠিকে॥ সর্ব্বা একত্র সংযোজ্য অঙ্গুষ্ঠ-পরিপীড়িতাঃ। এষা তু পরমা মুদ্রা যোনিমুদ্রেয়মীরিতা॥ ইতি।

রিপুজিহ্বাগ্রহণমুদ্রা।—বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ মধ্যগত করিয়া মুষ্টিবন্ধন করিবে। এবং দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জ্জনী সরলাকার রাখিয়া ঐ বামহস্তের মুষ্টিদ্বারা সেই তর্জ্জনী ধারণ করিবে ইহার নাম রিপুজিহ্বাগ্রহামুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে,—অন্তরঙ্গুষ্ঠমুষ্ট্যা তু নিরুধ্যতর্জ্জনীমিমাং রিপুজিহ্বাগ্রহামুদ্রা ন্যাস-কালেহপি সূচিতা॥ কেহ কেহ এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, দক্ষিণহস্তে অঙ্গুষ্ঠগর্ভ মুষ্টিবন্ধন করিয়া সেই মুষ্টিদ্বারা সেই হস্তের তর্জ্জনী ধারণ করিলেই রিপুজিহ্বাগ্রহামুদ্রা হয়। মন্ত্রমহোদধিটীকায় কথিত হইয়াছে দক্ষিণহস্তে অঙ্গুষ্ঠগর্ভ মুষ্টিবন্ধন করিলেই রিপুজিহ্বাগ্রহামুদ্রা হইবে। যথা, অঙ্গুষ্ঠগর্ভিতাং মুষ্টিং বধ্নীয়াৎ দক্ষপাণিনা। রিপুজিহ্বাগ্রহাখ্যেয়ং মুদ্রোক্তা শত্রুনাশিনী॥

লড্ডুমুদ্রা।—লড্ডুমুদ্রা প্রসিদ্ধা। অর্থাৎ লাড়ুগোপালের ন্যায় দক্ষিণ হস্ত করিলেই লড্ডুমুদ্রা হয়।

লক্ষীমুদ্রা।—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চক্রমুদ্রা বন্ধন করিয়া মধ্যমাদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক কনিষ্ঠাদ্বয়ে সংযুক্ত করিবে। এবং তাহার অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় নিক্ষেপ করিলে লক্ষীমুদ্রা হইবে। যথা তন্ত্রসারে, চক্রমুদ্রাং তথা বদ্ধা মধ্যমে দ্বে প্রসার্য্য চ। কনিষ্ঠিকে তথানীয় তদগ্রেহঙ্গুষ্ঠকৌ ক্ষিপেৎ। লক্ষী-মুদ্রা পরা হ্যেষা সর্ব্বসম্পৎ-প্রদায়িনী॥ ইতি।

লিঙ্গমুদ্রা।—দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ উন্নত করিয়া বামাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বেষ্টিত করিবে পরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিচতুষ্টয় দ্বারা বামহস্তের অঙ্গুলিচতুষ্টয় বদ্ধ করিবে। ইহার নাম লিঙ্গমুদ্রা। ইহার দ্বারা শিবের সান্নিধ্য হয়। যথা মন্ত্রমহোদধি টীকা ও তন্ত্রসারে,—উচ্ছ্রিতং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামাঙ্গুষ্ঠেন বন্ধয়েৎ। বামা-ঙ্গুলির্দক্ষিণাভিরঙ্গুলিভিশ্চ বন্ধয়েৎ। লিঙ্গমুদ্রেয়মাখ্যাতা শিবসান্নিধ্যকারিণী। ইতি।

লেলিহামুদ্রা।—মুখ বিস্তারিত করিয়া অধোভাগে জিহ্বা সঞ্চালিত করিবে, এবং পার্শ্বদ্বয়ে মুষ্টিদ্বয় স্থাপন করিবে ইহার নাম লেলিহামুদ্রা বা লেলিহানামুদ্রা। কালী ও তারার পূজায় এই মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা তন্ত্রসারে,—বক্তুং বিস্তারিতং কৃত্বা অধো জিহ্বাঞ্চ চালয়েৎ। পার্শ্বস্থং মুষ্টিযুগলং লেলিহানেতি কীর্ত্তিতা॥ এষা তারারাধনে ইতি। শ্যামারহস্য, কৌলাবলী ও শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতে অন্য প্রকার কথিত হইয়াছে যথা,—করতল অধোমুখ রাখিয়া, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা এই তিন অঙ্গুলি সমানভাবে অধোমুখে স্থাপন করিবে। অনামিকামূলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিতে হইবে এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি দণ্ডাকার ও সরল রাখিবে। ইহার নাম লেলিহামুদ্রা বা লেলিহানামুদ্রা। জীবন্যাস কালে এই মুদ্রা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা,—তর্জ্জনীমধ্যমানামা সমং কৃত্বা অধোমুখম্। অনামায়াং ক্ষিপেৎ বৃদ্ধাং ঋজুং কৃত্বা কনিষ্ঠিকাং॥ লেলিহা নাম মুদ্রেয়ং জীবন্যাসে প্রকীর্ত্তিতা॥ ইতি।

লেলিহানামুদ্রা।—লেলিহামুদ্রা দেখুন।

বজ্রমুদ্রা।—তর্জ্জনীদ্বয় আকুঞ্চিত করিয়া, অনামিকাদ্বয় বেষ্টন করিতে হইবে। পরে কনিষ্ঠা ও মধ্যমাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সন্নিবেশিত করিবে। ইহার নাম বজ্রমুদ্রা। যথা কৌলাবলী,—অনামিকাদ্বয়ং বেষ্ট্য চাকুঞ্চ্য তর্জ্জনীদ্বয়ং। কনিষ্ঠাং মধ্যমাঞ্চৈব জ্যেষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন চ ক্রমাৎ॥ বজ্রমুদ্রেয়মাখ্যাতা—ইতি।

বনমালামুদ্রা।—উভয় হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগ দ্বারা কণ্ঠ অবধি চরণপর্য্যন্ত মালাকারে স্পর্শ করিবে। ইহার নাম বনমালামুদ্রা বা বনমালিকামুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে,—স্পৃশেৎ কণ্ঠাদি পাদান্তং তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়া তথা। করদ্বয়েন মালাবন্মুদ্রেয়ং বনমালিকা। গৌতমীয়তন্ত্রে অন্য প্রকার কথিত হইয়াছে যথা,—করদ্বয় দ্বারা কণ্ঠদেশ হইতে জানুপর্য্যন্ত বনমালা স্থাপনের অভিনয় করিবে। ইহার নাম বনমালিকামুদ্রা। যথা,—বনমালাভিনয়বৎ করাভ্যামাগলাদধঃ। জানুপর্য্যন্তমিত্যেষা মুদ্রা স্যাৎ বনমালিকা॥ ইতি।

বনমালিকামুদ্রা।—বনমালামুদ্রা দেখুন।

বরমুদ্রা। দক্ষহস্ত প্রসৃত করিয়া বরদানবৎ অধোভাগে স্থাপন করিলেই বরমুদ্রা হয়। যথা তন্ত্রসারে,—অধঃস্থিত-দক্ষহস্ত-প্রসৃতা বরমুদ্রিকা॥ শ্যামারহস্যে,—বরদাভয়মুদ্রাঞ্চ বরদাভয়বৎ কুরু॥ ইতি।

বরাহমুদ্রা। বারাহমুদ্রা দেখুন।

বশিনীমুদ্রা। উভয় হস্তের মধ্যমা অনামা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরস্পর গ্রথিত করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় অঙ্কুশাকার করিয়া পরস্পর অঙ্কুশাকারে সংযুক্ত করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উপরিভাগে সরলভাবে সংযুক্ত থাকিবে। ইহার নাম বশিনী, বশ্য, সর্ব্ববশ্যকরী ও সর্ব্বাবেশিনীমুদ্রা। যথা তন্ত্রসার, গন্ধর্ব্বতন্ত্র শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ও মন্ত্রমহোদধি,—পুটাকারৌ করৌ কৃত্বা তর্জ্জন্যাবঙ্কুশাকৃতী। পরিবর্ত্তক্রমেণৈব মধ্যমে তদধোগতে॥ ক্রমেণ দেবি তেনৈব কনিষ্ঠানামিকে তথা। সংযোজ্য নিবিড়াঃ সর্ব্বাঃ অঙ্গুষ্ঠাবগ্রদেশতঃ॥ মুদ্রেয়ং পরমেশানি সর্ব্ববশ্যকরী মতা॥ ইত্যাদি।

বশ্যমুদ্রা।—বশিনীমুদ্রা দেখুন।

বস্ত্রমুদ্রা।—ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

বাণমুদ্রা।—দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জ্জনী সরলাকার রাখিলেই বাণমুদ্রা হইবে। যথা তন্ত্রসারে,—দক্ষমুষ্টেস্তু তর্জ্জন্যা দীর্ঘয়া বাণমুদ্রিকা। ইতি। অথবা বাণত্যাগ করিবার সময় যেরূপ ভাবে বাণ ধরিতে হয় হস্ত সেইরূপ করিলে বাণমুদ্রা হইবে। যথা জ্ঞানার্ণবে,—যথা হস্তগতা বাণাস্তথা হস্তং কুরু প্রিয়ে। বাণমুদ্রেয়মাখ্যাতা রিপুবর্গনিকৃন্তনী॥ ইতি।

বারাহমুদ্রা।—বামহস্ত দেবতার উপরি স্থাপন করিলেই বারাহমুদ্রা বা বরাহমুদ্রা বা বারাহীমুদ্রা হয়। যথা তন্ত্রসারে,—দেবোপরি করং বামং মুদ্রা বারাহসংজ্ঞিকা॥ অথবা দক্ষিণহস্ত ঊর্দ্ধমুখ করিয়া বামহস্ত অধোমুখ করিবে। পরে উভয় হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্ত করিবে। ইহার নাম বরাহমুদ্রা বা বারাহীমুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে—দক্ষহস্তঞ্চোর্দ্ধমুখং বামহস্তমধোমুখম্। অঙ্গুল্যগ্রন্তু সংযুক্তং মুদ্রা বারাহসংজ্ঞিকা॥ ইতি।

বারাহীমুদ্রা।— বারাহমুদ্রা দেখুন।

বাসুদেবমুদ্রা।—অঞ্জলীমুদ্রা দেখুন।

বিঘ্নমুদ্রা।—দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মধ্যমাকে দীর্ঘাকার করিবে এবং তাহা অধোমুখ করিলেই বিঘ্নমুদ্রা হইবে। যথা তন্ত্রসারে,—তর্জ্জনীমধ্যমা-নামা কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠমুষ্টিকা। অধোমুখী দীর্ঘরূপা মধ্যমা বিঘ্নমুদ্রিকা॥

বিদ্রাবিণীমুদ্রা।—দ্রাবিণীমুদ্রা দেখুন।

বিন্দুমুদ্রা।—সম্মুখে তর্জ্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সংযুক্ত করি বিন্দুমুদ্রা হইবে। যথা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ও তন্ত্রসারে,—তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠসংযোগা-দগ্রতো বিন্দুমুদ্রিকা॥ ইতি।

বিল্বমুদ্রা—বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ উদ্দণ্ড করিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা বদ্ধ করিবে। পরে দক্ষিণহস্তের অবশিষ্ট অঙ্গুলিসমুদায় দ্বারা উহার অগ্রভাগ নিপীড়িত করিবে এবং বামহস্তের অন্য অঙ্গুলিচতুষ্টয়দ্বারা ঐ মুষ্টি গাঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া কামবীজ (ক্লীঁ) উচ্চারণ পূর্ব্বক আপনার হৃদয়ে স্থাপন করিবে ইহার নাম বিল্বমুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে,—অঙ্গুষ্ঠং বামোদ্দণ্ডিতমিতর-করাঙ্গুষ্ঠকেনাপি বদ্ধা, তস্যাগ্রং পীড়য়িত্বাঙ্গুলিভিরপি চ তা বামহস্তাঙ্গু-লীভিঃ। বদ্ধা গাঢ়ং হৃদি স্থাপয়তু বিমলধীর্ব্যাহরন্ মারবীজং, বিল্বাখ্যা মুদ্রিকৈষা স্ফুটমিহ গদিতা গোপনীয়া বিধিজ্ঞৈঃ॥ ইতি। যথা চ গৌতমীয়-তন্ত্রে—নিষ্পীড্য দক্ষপাণিস্থ ইত্যাদি।

বিস্ময়মুদ্রা।—দক্ষিণহস্ত দৃঢ়রূপে মুষ্টিবন্ধনপূর্ব্বক তর্জ্জনী দণ্ডাকার করিয়া নাসিকায় অর্পণ করিবে। ইহার নাম বিস্ময়মুদ্রা। যথা শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণি ও তন্ত্রসারে, দক্ষিণা নিবিড়া (মিলিতা) মুষ্টির্নাসিকার্পিত তর্জ্জনী। মুদ্রা বিস্ময়সংজ্ঞা স্যাদ্ বিস্ময়াবেশকারিণী॥ ইতি।

বীজমুদ্রা।—দক্ষিণহস্ত বামদিকে ও বামহস্ত দক্ষিণদিকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া স্থাপন করিবে। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় এবং তর্জ্জনীদ্বয় এরূপ সংযুক্ত রাখিবে যেন তদ্দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকার হয়। তাহার অধোভাগে বামহস্তের মধ্যমাদ্বারা বামহস্তের কনিষ্ঠা এবং দক্ষিণহস্তের মধ্যমাদ্বারা দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা বদ্ধ করিয়া সর্ব্বনিম্নে অনামিকাদ্বয় কুটিল করিয়া রাখিবে। ইহার নাম বীজ-মুদ্রা। যথা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, মন্ত্রমহোদধি ও তন্ত্রসারে,—পরিবর্ত্ত্য করৌ স্পৃষ্ট্বা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিঃ প্রিয়ে। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযুগলং যুগপৎ কারয়েৎ বুধঃ॥ অধঃকনিষ্ঠাবষ্টব্ধে মধ্যমে বিনিযোজয়েৎ। তথৈব কুটিলে যোজ্যে সর্ব্বাধ-স্তাদনামিকে। বীজমুদ্রেয়মচিরাৎ সর্ব্বসিদ্ধিবিবর্দ্ধিনী॥ ইতি।

বীজপূরমুদ্রা।—অঙ্গুলিপঞ্চকদ্বারা একটি বীজপূর ধারণ করিলে যেরূপ হস্ত হয় সেইরূপ করিলে বীজপূর মুদ্রা হইবে।

বীণামুদ্রা।—যেরূপে বীণাবাদন করিতে হয়, হস্তদ্বয় সেইরূপ করিয়া

ক সঞ্চালন করিবে। এইরূপ করিলে বীণামুদ্রা হইবে। ইহা সরস্বতীর প্রিয়। যথা তন্ত্রসারে, বীণাবাদনবদ্ধস্তৌ কৃত্বা সঞ্চালয়েচ্ছিরঃ। বীণামুদ্রেয় মাখ্যাতা সরস্বত্যাঃ প্রিয়ঙ্করী॥ ইতি।

বেণুমুদ্রা।—বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ওষ্ঠে সংলগ্ন করিয়া তৎকনিষ্ঠার সহিত দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করিবে। এবং দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা দণ্ডাকার করিয়া উভয় হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা কিঞ্চিৎ সঙ্কোচিত করিয়া সঞ্চালিত করিতে থাকিবে। ইহার নাম বেণুমুদ্রা। ইহা কৃষ্ণের অতীব প্রিয়। যথা ক্রমদীপিকা, গৌতমীয়তন্ত্র ও তন্ত্রসারে,—ওষ্ঠে বামকরাঙ্গুষ্ঠৌ লগ্নস্তস্য কনিষ্ঠিকা। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংযুক্তা তৎকনিষ্ঠা প্রসারিতা॥ তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ্য চালিতাঃ। বেণুমুদ্রা ভবত্যেষা সুগুপ্তা প্রেয়সী হরেঃ। ইতি।

বৃতাখ্যা।—ভূমিতে পুটাকার করতলদ্বয় অধোমুখে স্থাপন করিয়া পশ্চাৎ তদ্দ্বারা হ্রীঁ নমঃ, এই মন্ত্রে প্রণাম করিলেই বৃতাখ্যামুদ্রা সংবৃতাখ্যামুদ্রা অথবা সংবৃতমুদ্রা হয়। যথা কৌলিকার্চ্চনদীপিকা যথা চ শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং পুটাকারা তথৈবেয়ং সংবৃতাখ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥ ইতি। ভূমৌ পুটাকারং করতল দ্বয়ং দত্বা হ্রীঁ নমঃ, ইয়ং সংবৃতাখ্যা মুদ্রা। কৌলাবলীতে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে যথা,—ভূমিতে অধোমুখে মুষ্টিযুগল স্থাপন করিয়া পশ্চাৎ তদ্দ্বারা, হ্রীঁ নমঃ, এই মন্ত্রে প্রণাম করিলেই উক্ত মুদ্রা হয়। যথা,—অধোমুখং মুষ্টিযুগ্মং সংবৃতং পরিকীর্ত্তিতং ইতি। হ্রীঁ নমঃ সংবৃতস্তথা॥ ইতি চ।

ব্যাখ্যানমুদ্রা।—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া অপর অঙ্গুলিসমুদায় প্রসারিত, পরস্পর সংযুক্ত ও উত্তান করিয়া রাখিবে। ইহার নাম ব্যাখ্যানমুদ্রা। এই মুদ্রা শ্রীরাম ও সরস্বতীর অত্যন্ত প্রিয়। যথা, তন্ত্রসারে,—দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জন্যাবগ্রলগ্নে করাঙ্গুলীঃ। প্রসার্য্য সংহতোত্তানা এষা ব্যাখ্যানমুদ্রিকা॥ শ্রীরামস্য সরস্বত্যা অত্যন্তপ্রেয়সী মতা॥ ইতি।

ব্যানমুদ্রা।—প্রাণাদিপঞ্চমুদ্রা দেখুন।

শক্তিমুদ্রা।—দুই হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া, বামমুষ্টির উপর দক্ষিণমুষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক, উহা মস্তকের উপর রাখিবে। ইহার নাম শক্তিমুদ্রা। যথা

মন্ত্রোমহোদধিটীকা,—মুষ্টী করে বিধায় দ্বৌ বামস্যোপরি দক্ষিণং। ঙ শিরসি যুঞ্জীত শক্তিমুদ্রেয়মীরিতা॥ ইতি।

শঙ্খমুদ্রা।—দক্ষিণহস্তে মুষ্টিবন্ধনপূর্ব্বক তন্মধ্যে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিতে হইবে। পরে ঐ মুষ্টি উত্তান করিয়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত করিবে। পরে বামহস্তের অবশিষ্ট অঙ্গুলিচতুষ্টয় পরস্পর সংযুক্ত ও প্রসারিত করিয়া তদ্দ্বারা দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে। ইহার নাম শঙ্খমুদ্রা। যথা তন্ত্রসার, কৌলাবলী ও গৌতমীয়তন্ত্রে, বামাঙ্গুষ্ঠন্তু সংগৃহ্য দক্ষিণেন তু মুষ্টিনা। কৃত্বোত্তানং ততো মুষ্টিমঙ্গুষ্ঠন্তু প্রসারয়েৎ॥ বামাঙ্গুল্য স্তথা শিষ্টাঃ সংযুক্তাঃ সুপ্রসারিতাঃ। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ-সংস্পৃষ্টাঃ জ্ঞেয়ৈষা শঙ্খমুদ্রিকা॥ ইত্যাদি। শ্যামারহস্যে তন্ত্রান্তর হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার এই মাত্র ভেদ যে ইহাতে বামহস্তে যাহা করিবার বিধি আছে তাহাতে দক্ষিণহস্তে তাহাই করিবার বিধি দৃষ্ট হইতেছে। ফলতঃ তাহাতে দক্ষিণহস্তের পরিবর্ত্তে বামহস্ত ও বামহস্তের পরিবর্ত্তে দক্ষিণহস্ত বিনিয়োগ করিবার বিধি আছে। যথা,—বামমুষ্ট্যান্তরেঽঙ্গুষ্ঠং নিযোজ্য ইত্যাদি।

শরমুদ্রা।—বাণমুদ্রা দেখুন।

শূকরীমুদ্রা।—কস্তূরী মুদ্রা দেখুন।

শ্রীবৎসমুদ্রা—একটি করতল সম্মুখ ও একটি করতল বিমুখভাবে সংলগ্ন করিয়া এক হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা অন্য হস্তের মধ্যমা ও অনামা বদ্ধ করিবে এবং এক হস্তের তর্জ্জনী অন্য হস্তের কনিষ্ঠামূলে বদ্ধ করিবে। ইহার নাম শ্রীবৎসমুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে, অন্যোন্যপৃষ্ঠকরয়োর্মধ্যমানামিকাঙ্গুলী। অঙ্গুষ্ঠেন তু বধ্নীয়াৎ কনিষ্ঠামূলসংস্থিতে॥ তর্জ্জন্যৌ কারয়েদেষা মুদ্রা শ্রীবৎস-সংজ্ঞিকা॥ ইতি।

ষোড়শোপচারমুদ্রা।—উভয় হস্তের অঙ্গুলিসকল এরূপভাবে ঈষৎ নম্র করিবে যে অন্যান্য অঙ্গুলিদ্বারা অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ আবৃত হয়। পরে কনিষ্ঠা ও তর্জ্জনী ঐরূপ নম্রভাবে রাখিয়াই উভয় হস্তের মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলে আসনমুদ্রা হইবে। কোন কোন তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে আসন নিবেদনের পর পদ্মমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ১। আসনমুদ্রার ন্যায় দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিসমুদায় ঈষৎ নম্র করিয়া অঙ্গুষ্ঠকে

বেষ্টন করিবে ও ঐ অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমার মূলদেশে স্থাপন করিবে। ইহার নাম স্বাগতমুদ্রা ও স্বস্তিকামুদ্রা, ইহা দেবতার স্বাগতপ্রশ্নে ব্যবহৃত হয়। ২। উভয়হস্ত সম্মুখে প্রসারিত করিলেই পাদ্যমুদ্রা হইবে। ৩। উভয়হস্তে স্বস্তিকামুদ্রা বন্ধন করিলেই অর্ঘ্যমুদ্রা হয়। ৪। উত্তান দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী-মূলে অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া কনিষ্ঠা অধোদিকে প্রসারিত করিবে। মধ্যের অঙ্গুলিত্রয় সরলভাবে রাখিতে হইবে। ইহার নাম আচমনীয়মুদ্রা। ৫। অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করিয়া অপর অঙ্গুলীত্রয় প্রসারিত রাখিবে। এইরূপ উভয় হস্তে করিয়া (সেই উভয় হস্তের তত্তমুদ্রা) সংযুক্ত করিলেই মধুপর্কমুদ্রা হইবে। ৬। পুনরাচমনীয়ে আচমনীয়মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। মুষ্টিবন্ধপূর্ব্বক মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ (প্রসারিত ও অগ্রভাগে) সংযুক্ত করিলে স্নানমুদ্রা হয়। ৭। মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া অপর অঙ্গুলি-ত্রয় প্রসারিত করিবে। ইহার নাম বস্ত্রমুদ্রা। ৮। ঐরূপে কনিষ্ঠা ও অঙ্গু-ষ্ঠের সংযোগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলিত্রয় প্রসারিত রাখিলে যজ্ঞোপবীত-মুদ্রা হইবে। ৯। মধুপর্ক মুদ্রার হস্তদ্বয় উত্তানভাবে রাখিলেই অলঙ্কারমুদ্রা বা আভরণমুদ্রা হইবে। ১০। মুষ্টিবন্ধন করিয়া অনামিকাকে সরলভাবে মুক্ত রাখিলে গন্ধমুদ্রা হয়। ১১। ঐরূপে মধ্যমাকে প্রসারিত ও অধোমুখ রাখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বারা অন্যান্য অঙ্গুলিত্রয় মুষ্টিবন্ধের ন্যায় বদ্ধ করিবে। ইহার নাম পুষ্পমুদ্রা। ১২। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অগ্রভাগে সংযুক্ত করিয়া অপর অঙ্গুলিত্রয় সঙ্কুচিত রাখিবে। ইহার নাম ধূপমুদ্রা। ধূপপ্রদানকালে এই মুদ্রা প্রদর্শন করিলে দেবতারা প্রীত হন। ১৩। পুষ্পমুদ্রাকে ঊর্দ্ধমুখ করিলে দীপমুদ্রা হয়। ১৪। (দক্ষিণহস্তের) পঞ্চাঙ্গুলি অগ্রভাগে সংলগ্ন ও ঊর্দ্ধ-মুখ করিয়া তৎপরেই অধোমুখ করিবে। এইরূপ তিনবার করিলেই নৈবেদ্য-মুদ্রা হইবে। ১৫। বাম করপৃষ্ঠের উপরি দক্ষিণ করপৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া পরস্পর অঙ্গুলি সমুদায় গ্রথিত করিবে। পরে ঐ গ্রথিত অবস্থাতেই কর-দ্বয় নীচের দিক্ দিয়া আপনার দুই বাহুর মধ্যস্থল দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। এবং পুনরায় বিপরীতক্রমে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ইহার নাম ক্ষোটিকামুদ্রা। প্রণামকালে এই মুদ্রা প্রয়োগ করা বিধেয় । ১৬। যথা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি প্রভৃতিতে, ঈষন্নম্রাঙ্গুলীর্জ্জ্যেষ্ঠা সংবৃতাঙ্গুষ্ঠক-

ন্ধরং। নম্রে কনিষ্ঠতর্জ্জন্যৌ করয়োরগ্রসংগতে। মধ্যমানামিকে কুর্য্যাদিয়-ত্যাসনমুদ্রিকা ॥ ১ ॥ ঈষন্নম্রাঙ্গুলীর্দক্ষাঃ সংবেষ্ট্যাঙ্গুষ্ঠকং পরং। স্বাগতং স্বস্তিকামুদ্রা মধ্যমূলগতাঙ্গুলিঃ ॥ ২ ॥ দ্বৌ চ প্রসারিতৌ হস্তৌ পাদ্যমুদ্রা সমীরিতা ॥ ৩ ॥ স্বস্তিমুদ্রা দ্বিহস্তেন মুদ্রা ত্বর্ঘ্যে প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৪ ॥ তর্জ্জনী-মূলগাঙ্গুষ্ঠা দক্ষিণাধঃ কনীয়সী। প্রসার্য্য মধ্যগাস্তিস্রো মুদ্রাচামে প্রকী-র্ত্তিতা ॥ ৫ ॥ যুক্তাবনামিকাঙ্গুষ্ঠৌ তিস্রোঙ্গুল্যঃ প্রসারিতাঃ ॥ মধুপর্কে তু সা মুদ্রা সংকল্প্য করসঙ্করে ॥ ৬ ॥ পুনরাচমনীয়ে তু বিজ্ঞেয়াচামমুদ্রিকা ॥ কৃত্বা মুষ্টিং তথা স্নানে মধ্যমাঙ্গুষ্ঠকৌ যুতৌ ॥ ৭ ॥ মধ্যমাঙ্গুষ্ঠকৌ লগ্নাবন্যা-স্তিস্রঃ প্রসারিতাঃ। বস্ত্রমুদ্রা সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ৮ ॥ কনিষ্ঠা-ঙ্গুষ্ঠকৌ লগ্নৌ তিস্রোঽন্যাঃ সংপ্রসারিতাঃ। যজ্ঞোপবীতমুদ্রেয়ং কথিতা-গমপারগৈঃ ॥ ৯ ॥ মধুপর্কা সমুত্তানা মুদ্রালঙ্করণী মতা ॥ ১০ ॥ নির্মুক্তা-নামিকামুষ্টিগন্ধমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১১ ॥ উত্থিতাধোমুখী মধ্যা বদ্ধাঙ্গুষ্ঠা-যদীতরাঃ। পুষ্পমুদ্রা সমাখ্যাতা পুষ্পদানবিবর্দ্ধিনী ॥ ১২ ॥ অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনী-লগ্না তিস্রঃ সঙ্কোচিতাঃ পরাঃ। মুদ্রা ধূপপ্রদানে স্যাদ্দেবতানাং প্রিয়া সদা ॥ ১৩ ॥ উত্তানা পৌষ্পিকীমুদ্রা দীপমুদ্রেতি কীর্ত্তিতা ॥ ১৪ ॥ পঞ্চাঙ্গু-ল্যগ্রসংলগ্নাঃ প্রোত্থিতোর্দ্ধমুখী যদি। ত্রিধা নিবদ্ধা মুদ্রেয়ং নৈবেদ্যে পরি-কীর্ত্তিতা ॥ ১৫ ॥ দ্বৌ করৌ পৃষ্ঠসংলগ্নৌ ভ্রাময়েৎ গ্রথিতাঙ্গুলীঃ। স্ফোটি-কেতি সমাখ্যাতা প্রণামে তাং নিযোজয়েৎ ॥ ১৬ ॥

সংক্ষোভমুদ্রা।—ক্ষোভমুদ্রা দেখুন।

সংক্ষোভিনীমুদ্রা।—ক্ষোভমুদ্রা দেখুন।

সংপুটাখ্যামুদ্রা।—করদ্বয় কৃতাঞ্জলিপুট করিয়া ভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক পরে তদ্দ্বারা হূঁ এই মন্ত্রে প্রণাম করিলেই সংপুটাখ্যা মুদ্রা হয়। যথা কৌলিকা-র্চ্চনদীপিকা, পুটাঞ্জলিঃ সমাখ্যাতা সংপুটা নতিকর্ম্মণি ॥ ইতি। তথা, ভূমৌ পুটাঞ্জলিনা হূঁ নমঃ, ইয়ং সংপুটাখ্যা। ইতি। কৌলাবলীতে আছে যথা, অন্যোন্যাভিমুখৌ হস্তৌ পুটাকারেণ কারয়েৎ। সংপুটাখ্যা মহামুদ্রা যোজিতা নতিকর্ম্মণি ॥ ইতি।

সংপুটাঞ্জলিমুদ্রা।—সংপুটমুদ্রার কনিষ্ঠাদ্বয়ে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্থাপন করিয়া ব্লং নমঃ, এই মন্ত্রে প্রণাম করিলে সংপুটাঞ্জলি বা পুটাঞ্জলিমুদ্রা হইবে।

যথা কৌলাবলী,..এতস্যাঃ এব মুদ্রায়াঃ কনিষ্ঠামূলদেশকে। অঙ্গুষ্ঠৌ চ ক্ষিপেত্তত্র সংপুটাঞ্জলিরীরিতা॥ ইতি। কৌলিকার্চ্চনদীপিকাতেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

সংরোধিনীমুদ্রা।—আবাহন্যাদিমুদ্রা দেখুন।

সংবৃতামুদ্রা।—বৃতাখ্যামুদ্রা দেখুন।

সংস্থাপনীমুদ্রা।—আবাহন্যাদিমুদ্রা দেখুন।

সংহারমুদ্রা।—বামহস্ত অধোমুখ (উপুড়) রাখিয়া তদুপরি উর্দ্ধমুখ (চিত) দক্ষিণহস্ত স্থাপনপূর্ব্বক উভয় হস্তের কনিষ্ঠার সহিত কনিষ্ঠা, অনামার সহিত অনামা, মধ্যমার সহিত মধ্যমা ও তর্জ্জনীর সহিত তর্জ্জনী গ্রথিত করিবে। পরে ঐ সংযুক্ত হস্ত পরিবর্ত্তিত করিবে (উল্টাইবে)। (এবং তর্জ্জনীদ্বয়ের অগ্রভাগ সংযোগে নির্ম্মাল্য লইয়া নাসার সম্মুখে ধারণ পূর্ব্বক আঘ্রাণ দ্বারা দেবতাকে হৃদয়ে স্থাপন করিবে। পরে ঐ নির্ম্মাল্য বিপরীতভাবে হস্ত পরিবর্ত্তন দ্বারা পূর্ব্ব স্থানে স্থাপন করিয়া শেষে এই মুদ্রা ভঙ্গ করিবে)। প্রমাণ যথা তন্ত্রসারে, অধোমুখে বামহস্তে উর্দ্ধাস্যং দক্ষহস্তকং। ক্ষিপ্তাঙ্গুলীরঙ্গুলীভিঃ সংগ্রথ্য পরিবর্ত্তয়েৎ। এষা সংহারমুদ্রা স্যাদ্বিসর্জ্জনবিধৌ স্মৃতা॥ ইতি।

সকলীকরণমুদ্রা।—দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস করিলেই সকলীকরণমুদ্রা হয়। যথা তন্ত্রসারে,—দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাৎ সকলীকৃতিঃ॥

সঙ্কেতমুদ্রা।—তত্ত্বমুদ্রা দেখুন।

সন্নিধাপনী।—আবাহন্যাদিমুদ্রা দেখুন।

সন্নিরোধনী।—আবাহন্যাদিমুদ্রা দেখুন।

সপ্তজিহ্বামুদ্রা।—উভয় হস্তের মণিবন্ধ সংযুক্ত করিয়া সমুদায় অঙ্গুলি প্রসারিত করিবে। এবং অঙ্গুষ্ঠযুগল ও কনিষ্ঠাযুগল মিলিত হইয়া মধ্যে প্রসারিত হইবে। ইহার নাম সপ্তজিহ্বা মুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে, মণিবন্ধযুতৌ কৃত্বা প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ করৌ। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযুগলে মিলিত্বান্তঃপ্রসারিতে॥ সপ্তজিহ্বাখ্যমুদ্রেয়ং বৈশ্বানরপ্রিয়ঙ্করী॥ ইতি।

সমানমুদ্রা।—প্রাণাদিমুদ্রা দেখুন।

সম্মুখীকরণীমুদ্রা।—আবাহন্যাদিমুদ্রা দেখুন।

সর্ব্বদ্রাবিণীমুদ্রা।—দ্রাবিণীমুদ্রা দেখুন।

সর্ব্ববশ্যকরীমুদ্রা।—বশিনীমুদ্রা দেখুন।

সর্ব্ববিদ্রাবিণীমুদ্রা।—দ্রাবিণীমুদ্রা দেখুন।

সর্ব্বসংক্ষোভিণীমুদ্রা।—ক্ষোভিণীমুদ্রা দেখুন।

সর্ব্বাকর্ষিণীমুদ্রা।—আকর্ষণীমুদ্রা দেখুন।

সর্ব্বাবেশিণীমুদ্রা।—বশিণীমুদ্রা দেখুন।

সর্ব্বোন্মাদিনীমুদ্রা।—উন্মাদিনীমুদ্রা দেখুন।

সারঙ্গমুদ্রা।—মৃগমুদ্রা দেখুন।

সুরভিমুদ্রা।—গোমুদ্রা দেখুন।

সৃণিমুদ্রা।—অঙ্কুশমুদ্রা দেখুন।

সৌভাগ্যদণ্ডিনীমুদ্রা।—বামহস্তে মুষ্টিবন্ধনপূর্ব্বক তর্জ্জনী সরলাকার করিয়া কর্ণপ্রদেশে ভ্রামিত করিবে। ইহার নাম সৌভাগ্যদণ্ডিনীমুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে বামহস্তেন মুষ্টিন্তু কৃত্বা কর্ণপ্রদেশকে। তর্জ্জনীং সরলাং কৃত্বা ভ্রাময়েন্মনুবিত্তমঃ॥ সৌভাগ্যদণ্ডিনীমুদ্রা ন্যাসকালেঽপি সূচিতা॥ ইতি।

স্থাপনীমুদ্রা।—আবাহন্যাদিমুদ্রা দেখুন।

স্নানমুদ্রা।—ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

স্ফোটিকামুদ্রা।—ছোটিকামুদ্রা এবং ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

স্বস্তিকমুদ্রা।—ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

স্বাগতমুদ্রা।—ষোড়শোপচারমুদ্রা দেখুন।

হয়গ্রীবমুদ্রা।—বামকরতল উর্দ্ধমুখ (চিত) রাখিয়া তদুপরি দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সমুদায় অধোমুখে স্থাপন করিবে। পরে ঐ দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা উন্নত করিয়া আকুঞ্চন পূর্ব্বক বামহস্তের অঙ্গুলিসমুদায়ের নিম্নে স্থাপন করিতে হইবে। ইহার নাম য়গ্রীবমুদ্রা অথবা হয়গ্রীবপ্রিয়মুদ্রা। যথা তন্ত্রসারে, বামহস্ততলে দক্ষা অঙ্গুল্যস্তাস্ত্বধোমুখীঃ। সংরোপ্য মধ্যমাং তাসামন্তস্থাধো বিকুঞ্চয়েৎ॥ হয়গ্রীবপ্রিয়ামুদ্রা তন্মূর্ত্তেরনুকারিণী।

হংসীমুদ্রা।—দক্ষিণহস্তের সমুদায় অঙ্গুলির মুখ একত্র করিয়া কনিষ্ঠা মুক্ত করিলে হংসীমুদ্রা হয়। প্রমাণ কস্তূরীমুদ্রায় দেখুন।

জপরহস্য। (১)

প্রথমত আচমন। দ্বিতীয়ত জলশুদ্ধি ও আসনশুদ্ধি। তৃতীয়ত গুরু, গণেশ ও ইষ্টদেবতার প্রণাম। (২)

২। কামিনীতত্ত্ব। হৃদয়ে অঙ্কুশ বীজ (ক্রোং) দশবার জপ করিয়া কামিনীধ্যান করিবে। যথা—সিংহস্কন্ধ-সমারূঢ়াং রক্তবর্ণাং চতুর্ভুজাং। নানালঙ্কারভূষাঢ্যাং রক্তবস্ত্রবিভূষিতাং। শঙ্খচক্রধনুর্ব্বাণ-বিরাজিতকরাম্বুজাং।

---

(১) তন্ত্রে কথিত হইয়াছে এবং সাধক মধ্যেও দৃষ্ট হইতেছে যে জপদ্বারা অতীব দুর্লভ সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু জপরহস্য সাধন ব্যতিরেকে জপফল প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। এজন্য জপরহস্য কথিত হইতেছে। আমরা মূলে যে ২০টি জপরহস্য প্রকাশ করিতেছি তৎসমুদায় নিত্যজপে অনুষ্ঠিত হইয়া উঠে উত্তম পরন্তু যদি নিত্য জপে সমুদায় জপরহস্য সম্পাদনের সুবিধা না হয়, পুরশ্চরণ, এবং বিশেষ দিবসীয় অথবা বিশেষ স্থানীয় বিশেষ জপকালে ঐ জপরহস্য প্রয়োগ করা কি শাক্ত কি বৈষ্ণব সকল ব্যক্তিরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিংশতি জপ রহস্য ব্যতীত আর যে সমুদায় জপরহস্য টিপ্পনীতে দিলাম, সাধক পুরশ্চরণাদি সময়ে তৎসমুদায় সম্পাদনে অথবা তাহার কিয়দংশ সম্পাদনে যদি সমর্থ হন তাহা হইলে শীঘ্র মন্ত্রসিদ্ধি বিষয়ে যে বিশেষ সাহায্য হইবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি শুভাদৃষ্ট বশতঃ কোন মহাত্মা প্রতিদিন জপরহস্য সম্পাদনে সমর্থ হন তাহা হইলে তিনি অচিরেই ফল বা সিদ্ধিলাভ করিবেন।

(২) এইস্থলে পুরশ্চরণাদির সময় মানস স্নান (১৮পৃঃ—৩পং) ও মানস সংকল্প করিতে হইবে।

কামিনীতত্ত্বের পূর্ব্বে, কপাটভঞ্জন অর্থাৎ হুং এই মন্ত্র দশবার জপের বিধি আছে।

কামিনীং প্রথমং ধ্যাত্বা জপপূজাং সমাচরেৎ॥ (কং) বীজ দশবার জপ করিবে। (৩)

---

(৩) শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, কামধেনুতন্ত্র প্রভৃতিতে কথিত আছে, কামিনীধ্যান ও (কং) বীজ জপের পর প্রফুল্ল, জপ করিবে। অর্থাৎ (লীঁ) বীজ ১০ বার জপের পর উহা ঐ ক অক্ষরে যুক্ত করিয়া (ক্লীঁ) দশবার জপ করিবে। যথা,—এবং হি কামিনীং ধ্যাত্বা ককারং দশধা জপেৎ। প্রফুল্লঞ্চ ততো জপ্ত্বা জপস্য ফলভাগ্ ভবেৎ। ইত্যাদি।

ইহার পর মন্ত্রতত্ত্ব যথা,—পঞ্চাশৎ বর্ণের প্রত্যেক বর্ণ ধ্যান ও ১০ বার জপ। পরে প্রণব পুটিত প্রত্যেক বর্ণ ১০ বার জপ। প্রত্যেক বর্ণধ্যান কামধেনুতন্ত্রের প্রথম পটল হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। অসমর্থপক্ষে একত্র সমুদায় বর্ণের ধ্যান ও ১০ বার জপ করিতে হইবে অনন্তর মূলমন্ত্র জপ। সর্ব্ববর্ণের ধ্যান যথা,—কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশাং পুণ্ডরীকোপরিস্থিতাং। ভ্রমদ্ভ্রমরলীলাভাং নয়নত্রয়রাজিতাং॥ নানাশাস্ত্রপ্রবক্ত্রীঞ্চ বিদ্যাভ্যাসময়ীং সদা। নানাবাদ্যময়ীং দেবীং শ্বেতাং শুক্লপরিস্কৃতাং॥ শুক্লাভরণদীপ্তাঙ্গীং শুক্লবস্ত্রোত্তরীয়িণীং। ব্রহ্মাণ্ডং দর্পণে যস্য বামহস্তস্য পার্ব্বতি॥ তদ্বচ্ছুক-শিশুং প্রেক্ষ্য ক্ষুদ্রদর্পণমুচ্যতে। এবং ধ্যাত্বা জগদ্ধাত্রীং মাতৃকাং জগদম্বিকাং॥ অথবা ইষ্টমন্ত্র স্মরণপূর্ব্বক তাহাতে যে কয়েকটি বর্ণ আছে তাহাদের ধ্যানপূর্ব্বক ১০ বার জপ করিয়া পরে ইষ্টদেবতা ধ্যানপূর্ব্বক ইষ্টমন্ত্র জপ করিলে সমুদায় সিদ্ধিলাভ হয়।

ইহার পর যিনি যুবতীতত্ত্ব বা পঞ্চাশদ্বর্ণতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছাকরেন তিনি কামধেনুতন্ত্র অষ্টম পটল দেখিবেন।

ইহার পর দেবতত্ত্ব, বিন্দুতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি ককারের নবতত্ত্ব বা অঙ্কুশতত্ত্ব জ্ঞানের বিধি উক্ত তন্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে। যিনি এই নবতত্ত্ব হৃদঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি যেন শাক্তানন্দতরঙ্গিণী নবম উল্লাস এবং কামধেনুতন্ত্র দেখেন। কামধেনুতন্ত্রে একাদশ পটলে বীজসাধনও উক্ত হইয়াছে।

২। ন্যাসজাল। পূর্ব্বোক্ত প্রাণায়াম করিয়া মাতৃকান্যাস, ভূতশুদ্ধি, ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, তত্ত্বন্যাস, ব্যাপকন্যাস; এই সাতটি ন্যাস, অসমর্থ পক্ষে শেষোক্ত পাঁচটি ন্যাস করা সকলেরই কর্ত্তব্য। (৪)

৩। মন্ত্রশিখা। নিশ্বাস রোধ করিয়া ভাবনা দ্বারা কুণ্ডলিনীকে একবার সহস্রারে লইয়া যাইবে এবং তৎক্ষণাৎ মূলাধারে প্রত্যানয়ন করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে সুষুম্না পথে বিদ্যুতের ন্যায় বা ভ্রামিত অঙ্গারের ন্যায় শিখা অর্থাৎ দীর্ঘাকার তেজ লক্ষিত হইবে। সেই শিখাতে চিত্ত একাগ্রভাবে নিবিষ্ট করিলেই মন্ত্রশিখা ভাবনা হইবে। (৫)

---

(৪) এইস্থলে সমর্থ হইলে মন্ত্রের জীবন্যাস বা রহস্যপ্রণায়াম, তারক ন্যাস ও ডাকিন্যাদিমন্ত্রন্যাস করিবেন।

জীবন্যাস বা রহস্যপ্রাণায়াম যথা,—সবিন্দু অনুলোপ মাতৃকান্তে বীজজপে পূরক, ঐরূপ সবিন্দু অনুলোমবিলোমমাতৃকান্তে বীজ জপে কুম্ভক, ঐরূপ সবিন্দু বিলোম মাতৃকান্তে বীজ জপদ্বারা রেচক। এইরূপে প্রাণায়ামের রীতিক্রমে প্রাণায়াম করিতে হইবে (৪৩পৃঃ—১৪পং)

তারকন্যাস যথা। বিন্যসেৎ মাতৃকাস্থানে মাতৃকাং তারসংপুটাং। মাতৃকাপুটিতং তারং তারকন্যাস ঈরিতঃ॥

ডাকিন্যাদিমন্ত্রন্যাস। (মূলাধারে) ডাং ডাকিন্যৈ নমঃ। এইরূপ (স্বাধিষ্ঠানে) রাং রাকিন্যৈ। (মণিপূরে) লাং লাকিন্যৈ। (হৃদয়ে) কাং কাকিন্যৈ। (কণ্ঠে) শাং শাকিন্যৈ। (ভ্রূমধ্যে) হাং হাকিন্যৈ। (সহস্রারে) যাং যাকিন্যৈ। সর্ব্বত্র নমোঽন্তেন তত্ত্বমুদ্রয়া ন্যসেৎ॥ ততো মূলাধারে, আজ্ঞাচক্রে এবং সহস্রারে ক্লীঁ বীজং রক্তবর্ণং বিচিন্তয়েৎ॥

(৫) নীলতন্ত্র, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ও কৌলাবলী প্রভৃতি তন্ত্র অনু-

৪। মন্ত্রচৈতন্য। হৃদয়ে ঈঁ (বীজ) ঈং সাতব
জপ করিলেই মন্ত্রচৈতন্য হয়। (৬)

সারে মূলে মন্ত্রশিখা কথিত হইল। পরন্তু শাক্তক্রম অনুসারে প্রথমতঃ অনেক প্রকার চিন্তা আছে, যথা—মেঢ্রস্থানে শিখাকারমাধারে কনকপ্রভং। নাভিস্থং সূর্য্যবিম্বাভং তরুণাদিত্যবর্চ্চসং। হৃদি বহ্নিশিখাকারং তদূর্দ্ধে ভাস্করদ্যুতিং। কণ্ঠে দীপশিখাকারং ঘাটাং বৈদূর্য্যসন্নিভং। লম্বিকে চন্দ্রবিম্বাভং ভ্রূমধ্যে রত্নবক্ররুচিং। নবমে বিশ্বতেজশ্চ চিন্তয়েদেষু সাধকঃ॥ ততঃ পদ্মে সহস্রারে চিন্তয়েদ্‌গুরুপাদুকাং। মূলকাণ্ডে তু যা শক্তির্ভুজগাকাররূপিণী। তন্ত্রমাবর্ত্তবাতো যঃ প্রাণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ। ঝিল্লীরাব্যক্তমধুরা কূজন্তী সততোত্থিতা। গচ্ছন্তী ব্রহ্মমার্গেণ প্রবিশন্তী স্বকেতনং। যাতায়াতক্রমেণৈব তত্র কুর্য্যান্মনোলয়ং। তেন মন্ত্রশিখা জাতা সর্ব্বমন্ত্রপ্রদীপিকা। জীবহীনো যথা দেহী শিখাহীনস্তথা মনুঃ॥ ইতি।

যামলেও কথিত হইয়াছে যে, মন্ত্রশিখা ভাবনাব্যতিরেকে কখনই মন্ত্রসিদ্ধি হয় না।

(৬) শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে কথিত হইয়াছে,—ঈং বীজেনৈব পুটিতং মূলমন্ত্রং জপেদ্ যদি। তদেব মন্ত্রচৈতন্যং ভবত্যেব সুনিশ্চিতং॥ ভোড়লতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন পূর্ব্বক ‘হংসঃ’ মন্ত্রে কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া বিন্দুরূপ পরমশিবে যোগপূর্ব্বক তাঁহাকে গুরুস্বরূপ ভাবনা করিলেই মন্ত্রচৈতন্য হয়।

কুব্জিকাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ অনুলোমমাতৃকা (মূল) বিলোমমাতৃকা হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ১০৮ বার জপ করিলেই মন্ত্রচৈতন্য হয়।

চিচ্ছক্ত্যাধ্বনিতং দেবি পরিণামক্রমেণ তু। বর্ণভাবং সমাত্যজ্য নির্ম্মলং বিমলাত্মকং। ষট্‌চক্রঞ্চ তথা ভিত্ত্বা শব্দরূপং সনাতনং। নাদবিন্দুসমাযুক্তং চৈতন্যং পরিকীর্ত্তিতং॥ অথবা,—অনাহতস্য মধ্যে তু গ্রথিতং বর্ণমুত্তমং। সুষুম্নাবর্ত্মনা দেবি কণ্ঠদেশং বিনির্গতং। চৈতন্যঞ্চ মহেশানি যোগিনাং যোগরূপকং॥ সহস্রারে বর্ণরূপং পরিণামক্রমেণ তু। কর্ণিকা-

৫। মন্ত্রার্থভাবনা। দেবতার মূর্ত্তিচিন্তাই মন্ত্রার্থ-ভাবনা। (৭)

মধ্যসংস্থে তু নাদবিন্দুসমন্বিতং। এবং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি চৈতন্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥ মন্ত্রাক্ষরাণি চিচ্ছক্তৌ গ্রথিতানি মহেশ্বরি। তানি সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি সহস্রার-দলে তথা। চৈতন্যমন্ত্ররূপা চ চৈতন্যানন্দদায়িনী। চৈতন্যনাদশক্তিশ্চ চৈতন্য-বর্ণরূপকং। মণিপূরে সদাচিন্ত্যং মন্ত্রাণাং প্রাণরূপকং॥ অন্যচ্চ,—সূর্য্য-মণ্ডলমধ্যস্থং চিন্তয়েন্মূলমন্ত্রকং। অষ্টোত্তরশতং জাপ্যং মূলবিদ্যাস্বরূপকং। গুরুং সঞ্চিন্তয়েত্তত্র শিবরূপং সনাতনং। শক্তিঞ্চ চিন্তয়েত্তত্র ব্রহ্মরূপাং সনাতনীং॥

ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে। সহস্রারং শিবপুরং কল্পবৃক্ষং মনোহরম্॥ চতুঃশাখা-চতুর্ব্বেদং নিত্যপুষ্পফলান্বিতম্। পীতং রক্তং তথা শ্বেতং কৃষ্ণঞ্চ হরিতং তথা॥ ভ্রমরৈঃ কোকিলৈর্দেবি বহুপুষ্পোপশোভিতম্। এবং কল্পদ্রুমং ধ্যাত্বা তদধো রত্নবেদিকাম্। তত্রোপরি মহেশানি পর্য্যঙ্কং সুমনোহরম্॥ নানাপুষ্পযুতঞ্চৈব রচিতং হেমমালয়া। তত্রোপরি মহাদেবং মহাকুণ্ডলিনী-যুতম্॥ এবং ভাব্য জপেন্মন্ত্রং ধ্যাত্বা দেবীং ত্রিবর্গদাম্। আনন্দাশ্রুণি পুলকো দেহাবেশঃ সুরেশ্বরি। গদ্গদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ সকৃদুচ্চরিতেঽপ্যেবং মন্ত্রে চৈতন্যসংযুতে। শতে সহস্রে লক্ষে বা কোটিজাপেন তৎফলম্॥ ইতি।

(৭) মন্ত্রার্থং দেবতারূপং চিন্তনং পরমেশ্বরি। বাচ্যবাচকভাবেন অভেদো মন্ত্রদেবয়োঃ॥

বরদাতন্ত্রে,—শিববাচী হকারস্তু ঔকার স্যাৎ সদাশিবঃ। শূন্যং দুঃখ-হরার্থন্তু তস্মাৎ তেন শিবং যজেৎ॥ হৌঁ॥ দ দুর্গাবাচকং দেবি উকার-শ্চাপি রক্ষণে। বিশ্বমাতা নাদরূপা কুর্ব্বর্থো বিন্দুরূপকঃ। তস্মাৎ তেনৈব বীজেন দুর্গামারাধয়েৎ শিবে॥ দুঁ॥ ক কালী ব্রহ্ম র প্রোক্তং মহামায়ার্থ-কশ্চ ঈ। বিশ্বমাত্রর্থকো নাদো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ। তেনৈব কালিকাদেবী পূজয়েদ্দুঃখশান্তয়ে॥ ক্রীঁ॥ হকারঃ শিববাচী স্যাৎ রেফঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।

মহামায়ার্থ ঈশব্দো নাদো বিশ্বপ্রসূঃ স্মৃতঃ। দুঃখহরার্থকো বিন্দুস্তেন পূজয়েৎ॥ হ্রীঁ॥ মহালক্ষ্ম্যর্থকঃ শঃ স্যাৎ ধনার্থো রেফ উচ্যতে। ঈস্তুষ্ট্যর্থোঽপরো নাদো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ। লক্ষ্মীদেব্যা বীজমেতৎ তেন দেবীং প্রপূজয়েৎ॥ শ্রীঁ॥ সরস্বত্যর্থ ঐ শব্দো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ। সরস্বত্যা বীজমেতৎ তেন বাণীং প্রপূজয়েৎ॥ ঐঁ॥ ক কামদেব উদ্দিষ্টোঽপ্যথবা কৃষ্ণ উচ্যতে। ল ইন্দ্র ঈ তুষ্টিবাচি সুখদুঃখপ্রদশ্চ অং। কামবীজার্থ উক্তস্তে তব স্নেহান্মহেশ্বরি॥ ক্লীঁ॥ হ শিবঃ কথিতো দেবি উ ভৈরব ইহোচ্যতে। পরার্থো নাদশব্দস্তু বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ। বর্ম্মবীজত্রয়োঽত্র কথিতস্তব যত্নতঃ॥ হূঁ॥ গণেশার্থে গ উক্তস্তে বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ। গং বীজার্থস্তু কথিতং তবস্নেহান্মহেশ্বরি॥ গঁ॥ গ গণেশব্যাপকার্থো লকারস্তেজ ঔ মতঃ। দুঃখহরার্থকো বিন্দুর্গণেশং তেন পূজয়েৎ॥ গ্লৌঁ॥ ক্ষ নৃসিংহো ব্রহ্ম রশ্চ ঊর্দ্ধদন্তার্থকশ্চ ঔ। দুঃখহরার্থকো বিন্দুর্নৃসিংহং তেন পূজয়েৎ॥ ক্ষ্রৌঁ॥ নানাদিবর্ণঃ সর্ব্বেষাং নাম উক্তং স্বয়ম্ভুবা। তেনৈবার্থস্তু জানীয়াৎ অর্থলভ্যস্তু চিন্তয়েৎ। যথাযথং বিভক্ত্যন্তং মন্ত্রার্থে চিন্তয়েচ্ছিবে। তত্তদ্বর্ণাদিযোগেন, সংক্ষেপাৎ কথিতং ত্বয়ি॥ দুর্গোত্তারণবাচ্যঃ স তারকার্থস্তকারকঃ। মুক্ত্যর্থো রেফ উক্তোঽত্র মহামায়ার্থকশ্চ ঈ। বিশ্বমাত্রর্থকো নাদো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ। বধূবীজার্থ উক্তোঽত্র তব স্নেহান্মহেশ্বরি॥ স্ত্রীঁ॥ যত্র বিন্দুদ্বয়ং মন্ত্রে একং দুঃখহরার্থকং। অন্যৎ সুখপ্রদং দেবি জ্ঞাত্বা চার্থং বিচিন্তয়েৎ। যত্র বিন্দুদ্বয়ং মন্ত্রে অন্যৎ পূর্ণার্থকং মতং। স্বাহা মাত্রার্থকা দেবি পরার্থা বাং প্রকীর্ত্তিতা। শক্রমাতা বষট্ প্রোক্তা হরিপ্রিয়ার্থকা গিরা। সুরার্থা ফট্ হয়গ্রীবে বিব্রিংবীজং বিনির্দ্দিশেৎ। যং বীজং বায়ুবাচি স্যাৎ লমৈন্দ্রং পরিকীর্ত্তিতং। অনেকাক্ষরবীজে চ স্ব স্ব বীজং স্বনামকং। এবং জ্ঞাত্বা মহেশানি মন্ত্রার্থং পরিচিন্তয়েৎ। একবীজদ্বয়ং যত্র পৃথগর্থং প্রকল্পয়েৎ। বীপ্সার্থং বা মহেশানি জ্ঞাত্বা মন্ত্রং জপেদ্ধিয়া॥ ইতি॥

সরস্বতীতন্ত্রে,—মন্ত্রার্থং পরমেশানি সাবধানাবধারয়। মূলাধারে মূলবিদ্যাং ভাবয়েদিষ্টদেবতাং। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং ভাবয়েৎ পরমেশ্বরীং। ভাবয়েদক্ষরশ্রেণীমিষ্টবিদ্যাং সনাতনীং। মুহূর্ত্তার্দ্ধং বিভাব্যৈতাং পশ্চাদ্ধ্যানপরো ভবেৎ। ধ্যানং কৃত্বা মহেশানি মুহূর্ত্তার্দ্ধং ততঃ পরং। ততো জীবো মহে-

৬। নিদ্রাভঙ্গ। হৃদয়ে ঈং (বীজ) ঈং দশবার জপ। (৮)

শানি মনসা কমলেক্ষণে। স্বাধিষ্ঠানং ততো গত্বা ভাবয়েদিষ্টদেবতাং। বন্ধূকারুণসঙ্কাশাং জবাসিন্দূরসন্নিভাং। বিভাব্য অক্ষরশ্রেণীং পদ্মমধ্যগতাং পরাং। ততো জীবঃ প্রসন্নাত্মা পক্ষিণা সহ সুন্দরি। মণিপূরং ততো গত্বা ভাবয়েদিষ্টদেবতাং। বিভাব্য অক্ষরশ্রেণীং পদ্মমধ্যগতাং পরাং। শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশাং শিরঃপদ্মোপরিস্থিতাং। ততো জীবো মহেশানি পক্ষিণা সহ পার্ব্বতি। হৃৎপদ্মং প্রযযৌ শীঘ্রং নীরজায়তলোচনে। ইষ্টবিদ্যাং মহেশানি ভাবয়েৎ কমলোপরি। বিভাব্য অক্ষরশ্রেণীং মহামরকতপ্রভাং। ততো জীবো বরারোহে বিশুদ্ধং প্রযযৌ প্রিয়ে। তৎপদ্মগহনং গত্বা পক্ষিণা সহ পার্ব্বতি। ইষ্টবিদ্যাং মহেশানি আজ্ঞাংশে পরিচিন্তয়েৎ। পক্ষিণা সহ দেবেশি খঞ্জনাক্ষি শুচিস্মিতে। ইষ্টবিদ্যাং মহেশানি সাক্ষাদ্ব্রহ্মস্বরূপিণীং। বিভাব্য অক্ষরশ্রেণীং হরিদ্বর্ণাং বরাননে। আজ্ঞাচক্রে মহেশানি ষট্‌চক্রে ধ্যানমাচরেৎ। ষট্‌চক্রে পরমেশানি ধ্যানং কৃত্বা শুচিস্মিতে। ধ্যানেন পরমেশানি যদ্রূপং সমুপস্থিতং। তদেব পরমেশানি মন্ত্রার্থং বিদ্ধি পার্ব্বতি ॥ ইতি ॥

মন্ত্রসঙ্কেত। একাক্ষরমন্ত্রে মন্ত্রবর্ণময়ীং দেবতাং চিন্তয়েৎ। দ্ব্যক্ষরমন্ত্রে, আদ্যবর্ণং হৃদয়পর্য্যন্তং দ্বিতীয়ং পাদপর্য্যন্তং। ত্র্যক্ষরমন্ত্রে, প্রথমবর্ণং বাহুমূলপর্য্যন্তং দ্বিতীয়বর্ণং কটিদেশপর্য্যন্তং তৃতীয়বর্ণং পাদপর্য্যন্তং চিন্তয়েৎ। চতুরক্ষরমন্ত্রে, প্রথমবর্ণং গ্রীবাপর্য্যন্তং দ্বিতীয়বর্ণং বাহুপর্য্যন্তং তৃতীয়বর্ণং নাভিপর্য্যন্তং চতুর্থবর্ণং পাদান্তং চিন্তয়েৎ। পঞ্চাক্ষরমন্ত্রে, প্রথমবর্ণং গ্রীবাপর্য্যন্তং দ্বিতীয়বর্ণং বাহুপর্য্যন্তং তৃতীয়বর্ণং কুক্ষিপর্য্যন্তং চতুর্থবর্ণম্ উরুপর্য্যন্তং পঞ্চমবর্ণং পাদান্তং চিন্তয়েৎ ॥

(৮) ষড়াম্নায় পদ্ধতিতে। সম্পুটীকৃতমন্ত্রে আদিলান্তান্ সবিন্দুকান্। পুনশ্চ সবিসর্গাংস্তান্ ক্ষকারং কেবলং জপেৎ। এবং জপ্তোপদিষ্টশ্চেৎ প্রবুদ্ধঃ শীঘ্রসিদ্ধিদঃ ॥ আদৌ কামকলাবীজং স্বমন্ত্রান্তে তু তং জপেৎ। প্রায়শ্চিত্তমিদং দেবি কৃত্বা মন্ত্রং জপেদ্যদি ॥ কিং তস্য দক্ষিণো বায়ুস্তথা নিদ্রাতুরে তু কিম্ ॥ ইতি ॥ মন্ত্রের শ্রোত্রাদিনির্ণয় রুদ্রযামলে দেখিবেন।

	৭ কুল্লুকা মস্তকে ৭ বার জপ (৯)	৮ মহাসেতু কণ্ঠে ৭ বার (১০)	৯ সেতু হৃদয়ে ৭ বার (১১)	১০ মুখশোধন মুখে ৭ বার: (১২)	১১ করশোধন করে ৭ বার (১৩)
কালী	ক্রীঁ হূঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ ফট্	ক্রীঁ	ঐঁ হ্রূঁ ঐঁ	ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ওঁ ওঁ ওঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ	ক্রীঁ ঈঁ ক্রীঁ করমালে অস্ত্রায় ফট্
তারা	হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ	হূঁ	ওঁ হ্রীঁ	হ্রীঁ হূঁ হ্রীঁ	(মূলমন্ত্র)
ত্রিপুরা	ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ	হ্রীঁ	হ্রীঁ সৌঁ হ্রীঁ	শ্রীঁ ওঁ শ্রীঁ ওঁ শ্রীঁ ওঁ	(মূলমন্ত্র)
জগদ্ধাত্রী	হূঁ হ্রীঁ হূঁ হ্রীঁ	স্ত্রীঁ	(ব্রাহ্মণাদির) হ্রীঁ স্বাহা (শূদ্রের) ফট্	ঐঁ ঐঁ ঐঁ	ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ শ্রীঁ
অন্নপূর্ণা	ক্লীঁ	স্ত্রীঁ	হ্রীঁ স্বাহা	ক্লীঁ	(মূলমন্ত্র)
ভুবনেশ্বরী	হ্রীঁ	স্ত্রীঁ	ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ওঁ ওঁ	ঐঁ ঐঁ ঐঁ	(মূলমন্ত্র)
ছিন্নমস্তা	বজ্রবৈরো চনীয়ে হূঁ	স্ত্রীঁ	(ব্রাহ্মণাদির হ্রীঁ স্বাহা (শূদ্রের) ফট্	হ্রীঁ	(মূলমন্ত্র)
লক্ষ্মী মহালক্ষ্মী	শ্রীঁ	স্ত্রীঁ	শ্রীঁ	শ্রীঁ	(মূলমন্ত্র)
মহিষমর্দ্দিনী	হূঁ ওঁ হ্রীঁ স্বাহা ওঁ হূঁ	স্ত্রীঁ	হ্রীঁ স্বাহা	ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ দুর্গে স্বাহা হ্রীঁ ঐঁ ঐঁ	(মূলমন্ত্র)
দুর্গা জয়দুর্গা	হূঁ হ্রীঁ হূঁ হ্রীঁ	স্ত্রীঁ	(ব্রাহ্মণাদির) হ্রীঁ স্বাহা (শূদ্রের) ফট্	ঐঁ ঐঁ ঐঁ	(মূলমন্ত্র)

(৯) কুল্লুকা। পঞ্চাক্ষরী কালিকায়াঃ কুল্লুকা পরিকীর্ত্তিতা। নীলতন্ত্রে, তারায়াঃ কুল্লুকা দেবি মহা নীলসরস্বতী। প্রকারান্তর হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ। অথবা, আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ। ত্রিপুরার। বাগ্‌ভবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য মন্মথং তদনন্তরং। ভৃগুবীজং সমুদ্ধৃত্য মনুস্বরযুতং কুরু। সুন্দরী বিষয়ে ইত্যাদি। প্রকারান্তর ক্লীঁ।১। কএঈল হ্রীঁ॥২॥ ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ত্রিপুরে ভগবতি স্বাহা॥৩॥ ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ত্রিপুরাভগবতী স্বাহা॥৪॥ ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ হূঁ ফট্‌॥৫॥ অন্নদায়াঃ অনঙ্গকং॥ ভুবনেশ্বর্য্যাশ্চ হ্রীঁ বীজঃ। প্রকারান্তর, ওঁ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ॥ ছিন্নায়াস্ত মহেশানি কুল্লুকাষ্টাক্ষরী ভবেৎ। বজ্রবৈরোচনীয়ে চ অন্তে বর্ম্ম প্রকীর্ত্তয়েৎ॥ লক্ষ্ম্যাশ্চ নিজবীজকম্‌। ধনদার, ক্লীঁ॥ শিবের হৌঁ॥ বিষ্ণুর ওঁ নমো নারায়ণায়॥ রাম, ক্লীঁ ওঁ রাঁ ওঁ ক্লীঁ॥ ভৈরবী, কীঁ লীঁ বীঁ॥১॥ হূঁ॥২॥ ভুবনেশ্বরীর প্রকারান্তর, ওঁ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ॥ সরস্বতী, ঐঁ॥ বগলা, স্ত্রীঁ॥ ধূমাবতী, হ্রীঁ। মাতঙ্গী, ওঁ॥ মঞ্জুঘোষ, অরবচনধীঁ॥ অন্যান্য দেবীর, হ্রীঁ। অন্যান্য পুংদেবতার, নিজ নিজ মন্ত্র। শাক্তানন্দতরঙ্গিনী দশম উল্লাস।

(১০) মহাসেতু। অন্যান্য দেবতার মহাসেতু স্ত্রীঁ।

(১১) সেতু। তারার প্রকারান্তর, ওঁ। ভৈরবীর হসৌঃ॥১॥ সাঃ হেঃ॥২॥ শিব, হংসঃ॥ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণবে ওঁ॥ রাম, ওঁ রাং ওঁ॥ কৃষ্ণের, ওঁ ক্লীঁ ওঁ। অন্যান্য দেবতার, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ওঁ অথবা হ্রীঁ স্বাহা। বৈশ্যের পক্ষে, ফট্‌, অথবা হ্রীঁ স্বাহা। শূদ্রের পক্ষে, হ্রীঁ অথবা ওঁ॥

(১২) মুখশোধন। তারার প্রকারান্তর, হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ॥ ভুবনেশ্বরীর প্রকারান্তর, হ্রীঁ॥১॥ ওঁ॥২॥ লক্ষ্মীর প্রকারান্তর, শ্রীঁ কমলালয়ে শ্রীঁ॥১॥ শ্রীঁ কমলাননে শ্রীঁ॥২॥ দুর্গার প্রকারান্তর ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ দুর্গে স্বাহা হ্রীঁ ঐঁ ঐঁ॥১॥ ধনদার, ওঁ ধূঁ ওঁ।১॥ ওঁ হ্রীঁ।২॥ ভৈরবী, ওঁ হসৌঃ ওঁ। শিব, ওঁ।১॥ হ্রীঁ।২॥ বিষ্ণু, ওঁ।১॥ হ্রীঁ।২॥ ওঁ হ্রৌঁ।৩॥ সিংহবাহিনী, ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ দুর্গে স্বাহা ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ॥ বালা, ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ॥১॥ স্ত্রীঁ।২॥ বগলা, ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ॥ ধূমাবতী ওঁ ধূঁ ওঁ।১॥ হ্রীঁ।২॥ মাতঙ্গী ক্রোঁ ঐঁ ক্রোঁ।১॥ গণেশ, ওঁ গঁ॥ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী, ঊঁ হ্রীঁ ঊঁ॥

১২। যোনিমুদ্রা। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্য অধোমুখ ত্রিকোণ ও ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ, এইরূপ ষট্‌কোণ ভাবনা করিয়া এবং এই যোনিবীজ দশবার জপ করিবে। (১৪)

১৩। মন্ত্রশুদ্ধি বা প্রাণতত্ত্ব। প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণ বিন্দুযুক্ত করিয়া তদ্‌দ্বারা মন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিলে মন্ত্রশুদ্ধি হয়। অসমর্থপক্ষে অষ্টবর্গের আদি অষ্টবর্ণ অর্থাৎ অং কং চং টং তং পং যং শং পুটিত করিয়া মন্ত্র জপ করিলেও হইবে।

ভদ্রকালী, হৌঁ॥ অন্য স্ত্রীদেবতার হ্রীঁ। পুং দেবতার, নিজ নিজ মন্ত্র অথবা অন্যান্য সকল দেবতারই, ওঁ॥ স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে প্রণব উচ্চারণ নিষিদ্ধ।

জিহ্বাশুদ্ধি। মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া হ্রৈঁসৌ ৭বার জপ।

(১৩) করশোধন। অন্যান্য দেবতার করশোধন স্ব স্ব মূলমন্ত্র॥

(১৪) যোনিমুদ্রা। উপবিশ্যাসনে মন্ত্রী প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ। ষট্‌চক্রং চিন্তয়েদ্দেবি প্রাণায়ামপুরঃসরম্॥ চতুর্দ্দলং স্যাদাধারং স্বাধিষ্ঠানন্তু ষড়্‌দলম্। নাভৌ দশদলং পদ্মং সূর্য্যসংখ্যদলং হৃদি॥ কণ্ঠে স্যাৎ ষোড়শদলং ভ্রূমধ্যে দ্বিদলং তথা। সহস্রদলমাখ্যাতং ব্রহ্মরন্ধ্রে, মহাপথে॥ আধারে কন্দমধ্যস্থং ত্রিকোণমতিসুন্দরম্। ত্রিকোণমধ্যে দেবশি কামবীজং স্ফুলক্ষণম্॥ কামবীজোদ্ভবং তত্র স্বয়ম্ভুলিঙ্গমদ্ভুতম্। তস্যোপরি পুনর্ধ্যায়েৎ চিৎকলাং হংসমাশ্রিতাম্॥ ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং দেবীং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাম্। চিৎকলয়া কুণ্ডলিনীং তেজোরূপাং জগন্ময়ীম্॥ আধারাদীনি পদ্মানি ভিত্ত্বা তেজঃস্বরূপিণীম্। হংসেন মনুনা দেবীং ব্রহ্মরন্ধ্রং নয়েৎ সুধীঃ॥ সদা শিবেন দেবেশি ক্ষণমাত্রং রমেৎ প্রিয়ে। অমৃতং জায়তে দেবি তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরি॥ তদুদ্ভবামৃতং দেবি লাক্ষারসসমোপমম্। তেনামৃতেন দেবেশি

য়েৎ পরদেবতাম্॥ ষট্‌চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃতধারয়া। আনয়েত্তেন বর্গেণ মূলাধারং পুনঃ সুধীঃ॥ ততস্তু পরমেশানি অক্ষমালাং বিচিন্তয়েৎ। চিত্রিণী বিসতন্ত্বাভা ব্রহ্মনাড়ী গতান্তরা॥ তয়া সংগ্রথিতা মধ্যে সাক্ষাজ্জাগ্রৎস্বরূপিণী। অনুলোমবিলোমেন মন্ত্রবর্ণবিভেদতঃ॥ মন্ত্রেণান্তরিতান্ বর্ণান্ বর্ণেনান্তরিতং মনুম্। কুর্য্যাদ্বর্ণময়ীং মালাং সর্ব্বমন্ত্রপ্রকাশিনীম্॥ চরমার্ণং মেরুরূপং লঙ্ঘনং নৈব কারয়েৎ। সুবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য পশ্চান্মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ॥ অষ্টোত্তরশতং মূলমন্ত্রং জ্ঞানেন সংজপেৎ। বর্গাণাম্ অষ্টবর্ণেন অষ্টবারং জপেৎ সুধীঃ॥ আদিকুচুটুতুপুযুশা ইত্যেবঞ্চাষ্টবর্গকাঃ। যোনিমুদ্রা মহেশানি তব স্নেহাৎ প্রকাশিতা॥ শাক্তানন্দতরঙ্গিণী নবমোল্লাসঃ॥

প্রাণতোষিণীতে,—বদ্ধা তু যোনিমুদ্রাং তাং সংকোচ্যাধারপঙ্কজং॥ তদুৎপন্নান্ মন্ত্রবর্ণান্ কুর্ব্বতশ্চ গতাগতান্॥ ব্রহ্মরন্ধ্রাবধি ধ্যাত্বা বায়ুনাপূর্য্য কুম্ভয়েৎ। সহস্রং প্রজপেন্মন্ত্রং মন্ত্রদোষোপশান্তয়ে॥

যোনিমুদ্রা বন্ধন যথা যোগশাস্ত্রে,—সিদ্ধাসনং সমাসাদ্য কর্ণচক্ষুর্নসোমুখং॥ অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীমধ্যানামাদিভিশ্চ রোধয়েৎ॥ কাকীভিঃ প্রাণং সংকৃষ্য অপানে যোজয়েত্ততঃ। ষট্‌চক্রাণি ক্রমাদ্ধ্যাত্বা হুঁ হংসঃ মনুনা সুধীঃ। চৈতন্যমানয়েদ্দেবীং নিদ্রিতা যা ভুজঙ্গিণী॥ জীবেন সহিতাং শক্তিং সমুত্থাপ্য পরাম্বুজে। শক্তিময়ঃ স্বয়ং ভূত্বা পরং শিবেন সঙ্গমং॥ নানাসুখং বিহারঞ্চ চিন্তয়েৎ পরমং সুখং। শিবশক্তিসমাযোগাদেকান্তং ভুবি ভাবয়েৎ॥ আনন্দঞ্চ স্বয়ং ভূত্বা অহং ব্রহ্মেতি সম্ভবেৎ॥ যোনিমুদ্রা পরা গোপ্যা দেবানামপি দুর্ল্লভা। সকৃত্তু লাভসংসিদ্ধিঃ সমাধিস্থঃ স এব হি॥

বিস্তৃত যোনিমুদ্রা প্রাণতোষিণীতে দ্রষ্টব্য।

অসমর্থপক্ষে, হ্রীঁ (মূল) হ্রীঁ। অথবা, শ্রীঁ (মূল) শ্রীঁ। অথবা, ক্লীঁ (মূল) ক্লীঁ। অথবা ওঁ (মূল) ওঁ। অষ্টোত্তর সহস্র জপে সিদ্ধিঃ যথা কুব্জিকাতন্ত্রে,—যোনিমুদ্রাং মহাদেবি যদি কর্ত্তুং ন শক্যতে। মায়য়া বা শ্রিয়া বাপি কামেন প্রণবেন বা। সম্পুটং মূলমন্ত্রঞ্চ জপেৎ অষ্টসহস্রকম্॥ ইতি।

নির্ব্বাণ। সমর্থ না হইলে যোনিমুদ্রার পর নাভিদেশে একবার নির্ব্বাণ জপ করিতে হইবে। যথা,—ওঁ অং (মূল) ঐঁ (সবিন্দু অনুলোম-মাতৃকা)

১৪। প্রাণযোগ। হ্রীঁ (মূল) হ্রীঁ। হৃদয়ে ৭ জপ। (১৫)

১৫। দীপনী। ওঁ (মূল) ওঁ। হৃদয়ে ৭ বার। (১৬)

১৬। অশৌচভঙ্গ। ওঁ (মূল) ওঁ। হৃদয়ে ৭ বার। (১৭)

ওঁ (মূল) ওঁ (সবিন্দু বিলোম-মাতৃকা) ঐঁ (মূল) অং ওঁ॥ যথা সারস্বততন্ত্রে প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য মাতৃকাদ্যং সমুচ্চরেৎ। ততো মূলং মহেশানি ততো বাগ্‌ভবমুদ্ধরেৎ। মাতৃকার্ণান্‌ সমস্তাংস্তু পুনঃ প্রণবমুদ্ধরেৎ। এবং পুটিতমূলন্তু জপেচ্চ মণিপূরকে।

(১৫) প্রাণযোগ। প্রকারান্তর, কলরীং। ৭ বার জপ।

(১৬) দীপনী। প্রকারান্তর, ঈঁ (মূল) ঈঁ॥

(১৭) অশৌচভঙ্গ। প্রকারান্তর, ওঁ (মূল)॥

অমৃতযোগ। ওঁ উঁ হ্রীঁ (মূল)। হৃদয়ে দশবার॥

প্রমদা। ঈঁ। হৃদয়ে দশবার॥

সপ্তচ্ছদা। ক্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ওঁ ওঁ। হৃদয়ে দশবার।

ইহার পর মন্ত্রস্থানে মন্ত্র চিন্তার বিধি আছে যথা, দিবসে প্রথম দশদণ্ডাভ্যন্তরে সকলস্থানে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে মন্ত্রধ্যান করিতে হইবে, দ্বিতীয় দশদণ্ডাভ্যন্তরে তন্নিম্নে নিষ্কলস্থানে চিন্তা করিতে হইবে; তৃতীয় দশদণ্ডে শান্তস্থানে (সূক্ষ্ম স্থানে) অর্থাৎ মনশ্চক্রে (ভ্রূমধ্যে) চিন্তা করিতে হইবে। রাত্রিতে প্রথম দশদণ্ডাভ্যন্তরে সকল—নিষ্কল-স্থানে অর্থাৎ হৃদয়ে মন্ত্রচিন্তা করিতে হইবে; পরবর্ত্তী দশদণ্ডাভ্যন্তরে কলাহীন স্থানে অর্থাৎ বিন্দুস্থানে (মনশ্চক্রের উপরে) চিন্তা করিতে হইবে ও তৎপরবর্ত্তী দশদণ্ডাভ্যন্তরে কলাতীত স্থানে অর্থাৎ কলাহীন স্থান ও নিষ্কলস্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মন্ত্রধ্যান করিতে হইবে। এস্থলে স্বরব্যঞ্জনভেদে মন্ত্রস্থ সমুদায় বর্ণচিন্তাই মন্ত্রধ্যান। যথা, স্থানস্থা বরদা মন্ত্রা ধ্যানস্থাশ্চ ফলপ্রদাঃ। ধ্যানস্থান-বিনির্ম্মুক্তাঃ সুসিদ্ধা অপি বৈরিণঃ॥ সকলং নিষ্কলং শান্তং (সূক্ষ্মং) তথা সকলনিষ্কলং। কলাহীনং কালাতীতং ষট্‌স্থানে চ শিবো

১৭। উৎকীলন। দশবার দেবতার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।

১৮। দৃষ্টিসেতু। নাসাগ্রে বা ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া দশবার প্রণব জপ করিতে হইবে।

১৯। সহস্রারে গুরুধ্যান, জিহ্বামূলে মন্ত্রবর্ণ ধ্যান ও হৃদয়ে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিয়া পরে সহস্রারে গুরু-মূর্ত্তি তেজোময়, জিহ্বামূলে মন্ত্রবর্ণ তেজোময় ও হৃদয়ে ইষ্টমূর্ত্তি তেজোময় চিন্তাপূর্ব্বক ঐ তিন তেজের একতা করিয়া ঐ তেজপ্রভাবে আপনাকেও তেজোময় ও অভিন্ন ভাবনা করিয়া হৃদয়ে তেজোময় ইষ্টমূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জপ করিতে হইবে।

২০। কামকলাধ্যান। ∴ আপনার শরীর নাই এই-রূপ মনে করিয়া মুখস্থলে এক বিন্দু, দুই স্তনে দুই বিন্দু এবং পশ্চার্দ্ধে নাদ ‿ চিন্তা করিবে। এইরূপ চিন্তা দ্বারা আপনাকে কামকলা স্বরূপ চিন্তা করিয়া জপ করিতে হইবে। (১৮)

ব্রজেৎ॥ সকলং ব্রহ্মরন্ধ্রস্থং তদধো বিদ্ধি নিষ্কলং। মানসং সূক্ষ্মমাত্মানং হৃৎস্থং সকলনিষ্কলং॥ বিন্দুস্থিতং কলাভিন্নং কলাতীতং তদূর্দ্ধতঃ॥ কলা কুণ্ডলিনী সৈব নাদশক্তিঃ শিবোদিতা। ষট্স্থানেষু স্থিতা মন্ত্রাঃ স্থানস্থাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ইতি।

(১৮) কামকলাধ্যান। প্রথমতঃ আপনাকে কামকলারূপ ভাবনা করিতে হইবে। কামকলা যথা, উর্দ্ধে একবিন্দু। ঐ বিন্দুর নিম্নে দুই পার্শ্বে দুই বিন্দু। অর্থাৎ মনে মনে একটি উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ কল্পনা করিয়া তাহার

তিন কোণে তিনটি বিন্দু স্থাপন করিয়া তাহার নিম্নে একটি না... করুন। ইহাই কামকলার আকৃতি। প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে... বিন্দুত্রয়ের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে প্রথম তামসিক বিন্দু এবং তামসিক বিন্দু হইতে রাজসিক বিন্দু ও রাজসিক বিন্দু হইতে সাত্ত্বিক বিন্দুর উৎপত্তি হইয়াছে। এই বিন্দুত্রয়-ধারিণী নাদই গুণক্ষোভসম্পন্না সৃষ্ট্যুন্মুখী মূলপ্রকৃতির প্রথমোচ্ছাস। ঐ বিন্দুত্রয় হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও রুদ্রের উৎপত্তি। কামকলাস্বরূপ যথা ললিতরহস্যে, কামকলাতন্ত্রে, ভাবচূড়ামণিতে ও কৌলাবলীতে,—মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচযুগ্মকং। সর্ব্ববিদ্যামৃতাপূর্ণং সর্ব্ববাগ্‌বিভবপ্রদং॥ সর্ব্বার্থসাধকং দেবি সর্ব্বরঞ্জনকারণং তদধঃ সপরার্দ্ধঞ্চ সপরিস্কৃতমণ্ডলং॥ সর্ব্বদেবাদিভূতং তৎ সর্ব্বদেবনমস্কৃতং। এতৎ কামকলাধ্যানং সুগোপ্যং সাধকোত্তমৈঃ॥ ইতি। যামলে কথিত হইয়াছে, তথা কামকলাং বক্ষ্যে তদ্দেবদেবরূপিকাং। ত্রিবিন্দুঃ সা ত্রিশক্তিঃ সা ত্রিমূর্ত্তিঃ সা পুরাতনী॥ নভো ভেত্তা বিন্দুমুখী চন্দ্রসূর্য্যস্তনদ্বয়ী। পৃথিবী হার্দ্ধকলা যা ত্রিলোকিনাং তবাত্মিকা। এবং কলাময়ীত্যাদি॥ বৃহৎশ্রীক্রমে যথা, যা সা মধুমতী নাম্নী মায়ামোহনকারিণী। বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন চিন্তনীয়াঞ্চ তাং শৃণু॥ তথা কামকলারূপাং সিন্দূরাভাং স্তনদ্বয়ে। ইত্যাদি। দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায় যথা, বিন্দুত্রয়সমাযোগাৎ ত্রিবিন্দৌ ত্রিপুরা স্থিতা। বিন্দুং সঙ্কল্পয়েদ্ বক্ত্রং তস্যাধস্তাৎ কুচদ্বয়ং। তদধঃ সপরার্দ্ধন্তু চিন্তয়েদিত্যাদি।

আগমকল্পদ্রুম পঞ্চশাখাতে আছে,—ত্রিবিন্দুর্মুখমাদ্যেনান্তেন কুচদ্বন্দ্বং-শেষাঙ্গেণেশানী সাধকমন্ত্রভেদাৎ সা কালী গৌরী তদ্রূপেণ॥ ইতি। শ্রীক্রমে আছে,—

সাপি কুণ্ডলিনী, শক্তিঃ কামকলাস্বরূপিণী। ইত্যাদি। শ্রীতন্ত্রার্ণবে কথিত আছে, বিন্দুদ্বন্দ্বং স্তনপরিসরে বিন্দুরাস্যারবিন্দে তস্যাধস্তাৎ স্ফুরতি সততং ব্যোমনিঃসীমধাম। যে যে তস্মিন্ বপুষি কৃতিনঃ সামরস্যে ভজন্তঃ সংসারাব্ধের্বিষমলহরী দুস্তরান্নিস্তরন্তি॥ ইতি। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও আনন্দলহরীতে অবিকল এইরূপ বলিয়াছেন, যথা,—

মুখং বিন্দুং কৃত্বা কুচযুগমধস্তস্য তদধো হকারর্দ্ধং ধ্যায়েদ্ধরমহিষি তে

তাহার পর স্থির হইয়া একাগ্রচিত্তে যথাসাধ্য ইষ্টমন্ত্র (১৯) ওঁ জপান্তে পুনর্ব্বার কুল্লুকা, মহাসেতু, সেতু ও অশৌচভঙ্গ জপ করিয়া জপ সমর্পণ (২০) ও তদন্তে

মন্মথকলাম্। ইত্যাদি। কামকলাবিলাসে কথিত হইয়াছে, বিন্দুরনুবৃত্তৌ উচ্ছূনং তচ্চ যদা ত্রিকোণরূপেণ পরিণতং স্পষ্টং। ইতি। কামকলাভাষ্যে কথিত হইয়াছে, উচ্ছূন শব্দের অর্থ বিন্দুরূপের স্ফূর্ত্তি।

এই কামকলা-বিন্দু হইতে অঙ্কুর ভাব, বৃহৎ শ্রীক্রমে স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে যথা, বিন্দোরঙ্কুরভাবেন বর্ণাবয়বসুন্দরী। বিন্দ্বগ্রে কুটিলীভূয় যাম্যাদীশানমাগতা। সা বামাশক্তিরূপা চ সা শিখা চিৎকলা পরা। শক্তীশানগতা রেখা প্রত্যগগ্রে সমাগতা। (বায়ুকোণ) ৮ জ্যেষ্ঠা সা পরমেশানি ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। বক্রীভূতা পুনর্ব্বামে প্রথমাঙ্কুরমাগতা। ইচ্ছানাদসমাযোগে রৌদ্রী শৃঙ্গারমাগতা। পরব্রহ্মস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। তস্মাদাধারপর্য্যন্তং মৃণালতন্তুরূপিণী। ইত্যাদি।

কামকলাধ্যান। যথা যোগিনীতন্ত্রে বিন্দুত্রয়ং কলাক্রান্তং প্রথমং পরিচিন্তয়েৎ। ততস্তদ্ভাবয়েজ্জাতং স্ত্রীরূপং ষোড়শাব্দিকং॥ বালার্ককোটিসংজ্যোতিঃ প্রকাশিতদিগন্তরং। মূর্দ্ধাদি-কণ্ঠপর্য্যন্তমূর্দ্ধবিন্দোঃ সমুদ্ভবং॥ বিন্দুযাবন্মধ্যদেহং কণ্ঠাদিকটিশীর্ষকং। স্তনদ্বয়েন ভাসন্তং ত্রিবলীপরিমণ্ডিতং॥ যোন্যাদিকঞ্চ পাদান্তং কামান্তং পরিচিন্তয়েৎ। নানালঙ্কারভূষাঢ্যং ব্রহ্মেশবিষ্ণুবন্দিতং॥ এবং কামকলারূপং স্বাত্মদেহং বিচিন্তয়েৎ॥

(১৯) জপবিধান। জপস্যাদৌ শিবাং ধ্যায়েৎ ধ্যানস্যান্তে পুনর্জপেৎ। জপধ্যানসমাযুক্তঃ শীঘ্রং সিদ্ধ্যতি সাধকঃ॥ জপরূপা শিবাশক্তির্ধ্যানরূপঃ সদাশিবঃ। তয়োর্যোগাদ্ভবেৎ সিদ্ধির্নান্যথা খলু পার্ব্বতি॥ ইতি কৌলাবলীতন্ত্রে ও গন্ধর্ব্বতন্ত্রে। অর্থাৎ ধ্যানযুক্ত হইয়া জপ করিতে অসমর্থ হইলে ধ্যান করিয়া লইয়া জপ করিবে।

(২০) জপসমর্পণের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কামিনী গর্ভে জপ

প্রণাম ও প্রাণায়াম করিতে হইবে। এই কুল্লুকা, মহা৺ প্রভৃতি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রভৃতি করিয়া (১৩২পৃঃ—২২পং) তেজোরূপ জপফল স্ত্রীদেবতার বামহস্তে (অধোবামহস্তে) এবং ত্রিপুরসুন্দরীর ও পুংদেবতার দক্ষিণহস্তে (দক্ষিণাধোহস্তে) সমর্পণ করিতে হইবে। ইতি জপরহস্যম্॥

ইতি শ্রীপূর্ণানন্দ তীর্থনাথ-সঙ্কলিত টিপ্পনী সমেত

নিত্যপূজাপদ্ধতি সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

জপরহস্যের মূলে, এবং টিপ্পনীতে বিশেষ দৃষ্টি করিলে সমস্ত দেবতার জপরহস্য বুঝিতে পারিবেন। পরন্তু সহজে বুঝিবার জন্য এস্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তির সাধারণ জপরহস্য পৃথক্‌ভাবে লিখিত হইল।

মন্ত্রচৈতন্য। ঈঁ (বীজ) ঈঁ (৭ বার)।

মন্ত্রার্থ। দেবতার শরীর বীজময় ভাবনা।

কুল্লুকা। (মস্তকে) ওঁ নমো নারায়ণায় অথবা ক্লীঁ শ্রীঁ রাং (৭ বার)।

মহাসেতু। (কণ্ঠে) স্ত্রীঁ (৭ বার)।

সেতু। (হৃদয়ে) হ্রীঁ (৭ বার)।

মুখশোধন। ওঁ হ্রৌঁ (৭ বার)।

নির্ব্বাণ। (মণিপূরে) ওঁ অং (বীজ) ঐঁ অং আং ইত্যাদি ৫১ বর্ণ। ওঁ (মূল) ওঁ (সবিন্দু বিলোমমাতৃকা) ঐঁ (মূল) অং ওঁ।

প্রাণযোগ। হ্রীঁ (বীজ) হ্রীঁ (৭ বার)।

অশৌচভঙ্গ। ওঁ (বীজ) ওঁ।

অন্যান্য সমুদায় পূর্ব্বের ন্যায়।

স্তোত্রাবলী।

নিত্যারাধ্যচরণযুগলশ্রীমদভীষ্টদেব কতর্কগুলি স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় পুস্তকাকারে হস্তলিখিত সেই স্তোত্রগুলি প্রায় কুড়ি বাইশ বৎসর পূর্ব্বে কোথায় যে হারাইয়া গিয়াছে তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ দুই একটি স্তোত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট যে কয়েকটি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, লুপ্ত হইবার আশঙ্কায় তাহাই এ স্থলে সন্নিবেশিত করিলাম। চক্রানুষ্ঠানের পর স্ব স্ব কল্পোক্ত স্তবপাঠ কালে ইহার দ্বারা সাহায্য হইতে পারে।

আদ্যাস্তোত্রম্।

শবশিবহৃদয়স্থা ব্যমপাণৌ কৃপাণং দলিতপরশিরোহধঃ শোণিতাক্তং দধানা।
অভয়বরমপীথং দক্ষহস্তদ্বয়েন প্রলয়ঘনঘনাভা সাধকান্ পাতু কালী॥ ১॥
মৃতকরকৃতকাঞ্চীভূষণা মুক্তকেশী মৃতদনুজশিরোভিস্তারহারং বহন্তী।
মৃতশিশুযুতবাণৌ দ্বন্দ্বকর্ণাবতংসা ত্রিভুবনজননী মে সিদ্ধিদা কালিকাস্তু॥ ২॥
মৃতনিলয়নভূমৌ প্রেতমুণ্ডশ্চিতায়াং স্তুতচরণসরোজং দিব্যমর্ত্তৌঘসিদ্ধৈঃ।
শবসহিতমহাকালেন সার্দ্ধং সমোদং প্রভিরতিরসভাবে লালসঙ্গীং নমামি॥ ৩॥
গলিতরুধিরধারাকীর্ণসৃক্কদ্বয়ন্তাং তরুণমিহিরকল্পং বিভ্রতীঞ্চ ত্রিনেত্রং।
মণিবলয়বিভূষাং দন্তুরাং নূপুরাঢ্যাং স্মর হৃদয়সরোজে কালিকামট্টহাসাং॥ ৪॥
শবশিবপদমূলে বামপাদং নিধায় ব্যসুহৃদয়সরোজে দক্ষপাদং ক্ষিপন্তী।
রতিমতিবিপরীতাং সাধয়ন্তী বিবস্ত্রা হরতু দুরিতসম্ভবং দক্ষিণা কালিকা বঃ॥ ৫॥
শতশতশবমাংসাসৃগ্‌বসালোলুপাভির্দিশিদিশি চ শিবাভির্ঘোররাবাভিরেব।
নিশিপরিবৃতপীঠাং বীরহৃৎপদ্মসংস্থাং গলিতরুধিরবিন্দুস্পৃষ্টদেহাং স্মরামি॥ ৬॥
শরগুণগুণকোণেষ্বগ্রভাগে স্থিতাভিঃ গুরুভিরপিবৃতাভির্মানবৌঘৈশ্চ সিদ্ধৈঃ।
করধৃতকরবালাভিঃ সদা সস্মিতাভিঃ নিজ নিজ পতিহস্তন্যস্তসত্তর্জ্জনীভিঃ॥ ৭॥
সমরপতিতমুণ্ডৈর্মুণ্ডমালা সুভাভিঃ শরবিধুপরিমাভির্যোগিনীভিঃ সমস্তাৎ।
নিয়ত পরিবৃতা সা শ্যামবর্ণাভিরেব জয়তি জয়তি কালী সিদ্ধিদা সাধকানাম্॥ ৮॥
বসুদলকমলস্থৈকৈকপত্রে নিষণ্ণা দুরিততিমিরনাশে সূরসূতস্বরূপা।
দিশিবিদিশি সদাষ্টৌ শক্তয়ো ভৈরবাশ্চ পরিচরণপরাঃ প্রীতাশ্চ যস্যাঃ সমন্তাৎ॥৯॥

বটুকগণপযোগিন্যাদয়ঃ ক্ষেত্রপাশ্চ নিখিলভুবনমাতুর্দ্বারদেশে নিষণ্ণাঃ।
ঋষিরপি চ মহাকালাভিধো দক্ষসংস্থঃ বিদধতু শুভমেতা দেবতাঃ সাধকানাম্॥
দনুজদলদলিন্যুৎসৃষ্টপঞ্চোপচারৈঃ সুবিপুলপরিতোষা চিদ্ঘনস্বস্বকোষা।
কলিকলুষনিহন্ত্রী সাধকৈঃ সংস্মৃতাপি ভবতু ভবতু ভক্ত্যাঃ কালিকা
পালিকা বঃ॥ ১১॥

ভবভবভয়ভেদোদ্ভিন্নপাদারবিন্দা ভবভবনবিভূষা ভূতিহেতুর্ভবানী।
ভববিভববিধাত্রী ভূতসদ্ভাবভূতি-র্ভবতু ভবতু কালী সিদ্ধয়ে সাধকানাম্॥ ১২॥
ভুবনমুপসৃজন্তী সাধকান্ পালয়ন্তী দুরিতমপি হরন্তী দানবান্ দারয়ন্তী।
মধুরমধু পিবন্তী রক্তদন্তী হসন্তী পিশিতমুপদশন্তী পাতু মেঽন্তর্বসন্তী॥ ১৩॥

ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্রিভুবনজননী চান্নপূর্ণা ত্বমেব
বালা বাণী চ লক্ষ্মীর্হিমগিরিতনয়া ভৈরবী ছিন্নমস্তা॥
মাতঙ্গী জহ্নুকন্যাসুরপতিমহিষী সর্ব্বশক্তিস্ত্বমেব
একা ত্বং নামরূপং বহুবিধমনিশং সংবিভর্ষীথমেব॥ ১৪॥ ওঁ॥

ইতি কুলাবধূতাচার্য্যশ্রীপূর্ণানন্দতীর্থনাথবিরচিতং
আদ্যাস্তোত্রং সম্পূর্ণং॥

তারাস্তোত্রম্।

মহামেঘনীলপ্রভাং ভীমবেশাং প্রলম্বোদরীং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবসানাম্।
সুবৃত্তৌ চ পীনৌ স্তনৌ ধারয়ন্তীং প্রপন্নোঽস্মি তারাং জগত্তারয়ন্তীম্॥ ১॥
জটাং পিঙ্গলামূর্দ্ধগামুগ্ররূপাং স্ফুটন্নীলপদ্মোল্লসন্মালিকাঞ্চ।
সুনীলৈশ্চ নাগৈর্বৃতাং ধারয়ন্তীং প্রপন্নোঽস্মি তারাং জগত্তারয়ন্তীম্॥ ২॥
শবাকারমৃত্যুঞ্জয়স্য শ্মশানে শয়ানস্য পাদদ্বয়ে বামপাদম্।
ক্ষিপন্তীং ভয়াদ্ভীতিতো দক্ষপাদং সুসঙ্কোচিতং বক্ষসি স্থাপয়ন্তীম্॥ ৩॥
করালোগ্রদংষ্ট্রাং প্রসন্নাং চ খর্ব্বাং চিতামধ্যঘোরজ্বলদ্বহ্নিসংস্থাং।
ললজ্জিহ্বয়া সংলসন্তীং হসন্তীং প্রপন্নোঽস্মি তারাং জগত্তারয়ন্তীম্॥ ৪॥

তৈত্রঃ সরক্তৈর্নিকৃত্তৈর্নৃমুণ্ডৈঃ খপঞ্চপ্রমাণৈঃ স্বকেশালিসূত্রৈঃ।
নিবদ্ধাং সুমালাং পদাজং স্পৃশন্তীং বহন্তীং নতাং স্মো জগত্তারয়ন্তীম্ ॥ ৫ ॥
চতুর্ব্বাহুযুক্তা ভুজে দক্ষিণোর্দ্ধে সমাংসাসৃগালিপ্তমুষ্টিং সুতীক্ষ্ম্।
মহাসিং জটাজূটলগ্নাং দধানা সমুচ্চদ্বিভাস্বৎ সদৃগ্ রক্তনেত্রা ॥ ৬ ॥
অধো দক্ষহস্তে স্ববীজস্থ বৃন্তং তথা কর্ত্তৃকাং ধারয়ন্তী লসন্তীম্।
অধো বামহস্তে জগজ্জাড্যযুক্তং কপালং করালং সিতাভং বহন্তী ॥ ৭ ॥
তদূর্দ্ধে চ হস্তে সুরক্তাভনালং সুনীলং সমুৎফুল্লপদ্মং দধানা।
ললাটেঽস্থিমালা বিচিত্রঞ্চ পঞ্চ কপালং দধানার্দ্ধচন্দ্রদ্বয়াভং ॥ ৮ ॥
জবাপুষ্পরক্তৈঃ সুবর্ণৈর্ভুজঙ্গৈঃ কৃতং কুণ্ডলং শোভমানঞ্চ কর্ণে।
সুদূর্ব্বাদলশ্যামলৈর্নাগরাজৈঃ কৃতঞ্চোপবীতং দধত্যুগ্রতারা ॥ ৯ ॥
সিতৈর্মৌক্তিকাভৈর্লসৎসর্পহারৈর্গলে শোভমানা সুধূম্রাভনাগৈঃ।
কৃতৈরঙ্গদৈর্ভূষয়ন্তী চ বাহূন্ সুবর্ণাভনাগৈঃ কৃতৈঃ কঙ্কণৈশ্চ ॥ ১০ ॥
সিতৈঃ সর্পসঙ্ঘৈঃ কটীসূত্রযুক্তা সুরক্তাভনাগৈঃ পদে নূপুরাঢ্যা।
লসন্তীভবর্ম্মোত্তরীয়া হসন্তী সদা পাতু মাং সা হৃদজে বসন্তী ॥ ১১ ॥
ললাটে চ সিন্দূরয়ন্তং জবাভং ভুজঙ্গং দধানা জগৎ পালয়ন্তী।
সদাক্ষোভ্যনাগং স্বমৌলৌ বহন্তী সদা পাতু তারা ভবাদুদ্ধরন্তী ॥ ১২ ॥

ইতি কুলাবধূতাচার্য্যশ্রীপূর্ণানন্দতীর্থনাথবিরচিতং
দ্বিতীয়াস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

ত্রিপুরাস্তোত্রম্।

স্ফুটদাড়িমপুষ্পনিভাং বরদাং মণিনূপুরভূষিতপাদযুগাং।
পদরঞ্জিত বিষ্ণুশিরোমুকুটাং স্মরতাং ত্রিপুরাং ত্রিপুরারিবধূং ॥ ১ ॥
সমুরাসুরকিন্নরযক্ষনরৈঃ পরিপূজিতপাদসরোজযুগাং।
বহুরত্নবিভূষিতবাহুলতাং স্মরতাং ত্রিপুরাং ত্রিপুরারিবধূং ॥ ২ ॥
মণিরত্নবিমণ্ডিতসন্মুকুটাং নয়নত্রয়শোভিতচারুমুখীং।
অলকাঞ্চিতরঞ্জিতসন্মুকুটাং স্মরতাং ত্রিপুরাং ত্রিপুরারিবধূং ॥ ৩ ॥

দলদুৎপলকোহিতপাদতলাং ঘনপীনপয়োধরভারনতাং।
অরুণারুণচারুশরীরলতাং স্মরতাং ত্রিপুরাং ত্রিপুরারিবধূং॥ ৪॥
মণিকঙ্কণসন্ততসুশোভিভুজাং মধুরঞ্জিতখঞ্জনলোলদৃশাং।
পরিপূর্ণসুধাকরফুল্লমুখীং স্মরতাং ত্রিপুরাং ত্রিপুরারিবধূং॥ ৫॥
সুরমৌলিসুরঞ্জিতদক্ষপদাং ভবমোক্ষপদার্পণদক্ষপদাং।
পতিপঞ্চমুখাঙ্কিতদক্ষপদাং স্মরতাং ত্রিপুরাং ত্রিপুরারিবধূং॥ ৬॥
মণিরত্নবিচিত্রিতরক্তপটাং তরুণীং তরুণেন্দুকলাকলিতাং।
কুটিলালকলীঢ়কপোলতলাং স্মরতাং ত্রিপুরাং ত্রিপুরারিবধূং॥ ৭॥
কুসুমাঙ্কিতকুঞ্চিতকীর্ণকচাং কুচমণ্ডলমণ্ডিতহারলতাং।
ত্রিবলীবলয়ান্বিতমধ্যতনুং স্মরতাং ত্রিপুরাং ত্রিপুরারিবধূং॥ ৮॥
অমলে কমলেঽতুলরক্তদলে উপবিষ্টবতীমলিসঙ্কুলিতে।
তরুণারুণফুল্লমহোৎপলভাং স্মরতাং ত্রিপুরাং ত্রিপুরারিবধূং॥ ৯॥

ইতি কুলাবধূতাচার্য্যশ্রীপূর্ণানন্দতীর্থনাথকৃতং
তৃতীয়াস্তোত্রং সমাপ্তং।

ত্রিশক্তিস্তোত্রং।

জগৎসৃজন্তী পরিপালয়ন্তী লীলাবিলাসেন চ সংহরন্তী।
একাপিমূর্ত্তির্বহুধাশ্রয়ন্তী ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ॥ ১॥
মোহং হরন্তী ত্বরিতং দহন্তী সংবংহয়ন্তী চ জগৎপ্রপঞ্চং।
কালং তথালং বিলয়ং নয়ন্তী ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ॥ ২॥
ব্রহ্মণ্যধিষ্ঠায় জগৎ সৃজন্তী বিষ্ণাবধিষ্ঠায় চ পালয়ন্তী।
শিবেপ্যধিষ্ঠায় চ সংহরন্তী ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ॥ ৩॥
দীনো নিমগ্নঃ ঘনমোহপঙ্কে হীনোঽপি লীনস্তবপাদপদ্মে।
পাপৌঘবিধ্বংসবিধানদক্ষা ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ॥ ৪॥
ত্বং ব্রহ্মরূপা ন চ তেঽস্তি রূপং ত্বং নির্গুণাভিস্ত্রিগুণা বিভাসি।
ত্বং সত্ত্বয়ৈব ত্রিজগদ্ বিভাতি ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ॥ ৫॥

...পি মাতশ্চরণারবিন্দং নো চিন্তিতং তেঽস্মি যতোঽস্ত দেহী।
নাকং প্রণম্যাদ্য ভবাদ্বিমুক্তস্ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ ॥ ৬ ॥
নিরাকৃতিস্ত্বং জগদাকৃতিস্ত্বং ত্বং সর্ব্বশক্তির্জগদাদ্যশক্তিঃ।
ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানময়ীচশক্তিস্ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ ॥ ৭ ॥
মাতর্ন জানামি তব স্বরূপং রূপং কথং তেঽস্ব নিরূপয়ামি।
অনামরূপাপ্যপরূপরূপা ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ ॥ ৮ ॥
নাহং যমাদ্বা নরকাদ্বিভেমি নকাময়েঽহং সুরসুন্দরীঞ্চ।
যাচেঽহমেকং তব পাদপদ্মং ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ ॥ ৯ ॥
পূজাং ন জানামি জপং স্তবঞ্চ ভক্তিং ন জানামি ন চ প্রণামং।
তথাপি মাতঃ স্মরণাগতোঽস্মি ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ ॥ ১০ ॥
ত্বৎপাদপদ্মং জননান্তরেঽপি পঞ্চোপচারৈঃ পরিপূজয়ামি।
যাচে বরং কেবলমেতমেব ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ ॥ ১১ ॥

ইতি কুলাবধূতাচার্য্যশ্রীপূর্ণানন্দতীর্থনাথকৃতং
ত্রিশক্তিস্তোত্রং সমাপ্তং।

শ্রীগুরুস্তোত্রং।

ভবজলনিধিপারে যাতুমিচ্ছাস্তি তে চেৎ জননমরণদুঃখাৎ চেৎ সমুদ্ধর্ত্তুমিচ্ছা।
যদি নিরবধিপূর্ণানন্দভোগে তবেচ্ছা স্মর শিরসি গুরুকুমারানন্দনাথস্য পাদৌ ॥ ১ ॥
চিরদিনমহমাসং পাপকর্ম্মা দুরাত্মা গুরুচরণসরোজং ভক্তিতো নাশ্রিতোঽহং।
বিততমসি ঘোরে পাপপঙ্কে নিমগ্নঃ স্মর শিরসি গুরুকুমারানন্দনাথস্য পাদৌ ॥ ২ ॥
ভবভয়ভয়ভঙ্গে হেতুমাত্মাভিরামং নিখিলগুণনিধানং নির্গুণং শান্তমূর্ত্তিং।
বরদমভয়দং তং শক্তিযুক্তং প্রসন্নং স্মর শিরসি গুরুকুমারানন্দনাথস্য পাদৌ ॥ ৩ ॥
ভবজলধিতরঙ্গে ভীষণে কর্ণধারং বিততমসি ঘোরে চণ্ডমার্ত্তণ্ডরূপং।
মগ্নিপতিতবিমূঢ়ে জ্ঞানদং সুস্মিতাস্যং স্মর শিরসি গুরুকুমারানন্দনাথস্য পাদৌ ॥৪॥
অশিবহরমপীষ্টঞ্চাষ্টপাশাদ্বিমুক্তং শিবনিধিশিবরূপং ভক্তবাৎসল্যরূপং।
পরমপুরুষমাত্মানন্দসন্দোহমগ্নং স্মর শিরসি গুরুকুমারানন্দনাথস্য পাদৌ ॥ ৫ ॥

অঘমৃগগণনাশে চোগ্রপঞ্চাস্যরূপং দদতমপি কৃপালুং তারকব্রহ্মনামং।
ভবতরুবরসূসং নিত্যমুন্মূলয়ন্তং স্মর শিরসি গুরুকুমারানন্দনাথস্য পাদৌ ॥ ৬॥
তমস্তোমনাশে দিনেশস্বরূপং সুবোধে ভবাব্ধৌ মহাপোতরূপং।
অপুণ্যৈরলব্ধং শিরস্যব্জমধ্যে গুরোঃ পাদপদ্মদ্বয়ং ভাবয়ামি ॥ ৭ ॥
অরে রে পরেত প্রভো মে ন ভীতিমদীয়ে শরীরে ন বা তেঽধিকারঃ।
ন জানাসি কিং ত্বং শিরস্যব্জমধ্যে গুরোঃ পাদপদ্মদ্বয়ং ভাবয়ামি ॥ ৮ ॥
ন মে পাপপুণ্যং ন মে জন্মমৃত্যুর্ন মে দুঃখসৌখ্যে ন মে হ্রাসবৃদ্ধিঃ।
ন মে কাপি ভীতিঃ শিরস্যব্জমধ্যে গুরোঃ পাদপদ্মদ্বয়ং ভাবয়ামি ॥ ৯ ॥
ন মে কাপি মোহো ন মে বা বিষাদঃ ন মে কাপি রাগো ন মে বা বিয়োগঃ।
সদানন্দপূর্ণঃ শিরস্যব্জমধ্যে গুরোঃ পাদপদ্মদ্বয়ং ভাবয়ামি ॥ ১০ ॥
ন মেঽস্তি প্রবৃত্তির্ন মে বা নিবৃত্তিঃ অহং তত্ত্ববোধাৎ সদানন্দপূর্ণঃ।
পরব্রহ্মমূর্ত্তেঃ গুরোঃ পাদপদ্মং সহস্রারমধ্যে সদা ভাবয়ামি ॥ ১১ ॥
ব্যোমানন্দং পরমগুরুমানন্দসন্দোহকন্দং বন্দে বন্দারকমপমলং মন্দমন্দস্মিতাস্যং।
চক্রেশানং দধতমভয়ং ভক্তবাৎসল্যরূপং ব্যোমানন্দং পরমপদদং
সচ্চিদানন্দরূপং ॥ ১২ ॥

কপালপালঞ্চ পরাপরং গুরুং পরাৎপরং পূর্ণপরাত্মতাং গতং।
শ্রীকালিকানন্দমহং কৃপানিধিং স্মরামি নিত্যং দদতং পরং পদং ॥ ১৩ ॥
শক্ত্যাসমালিঙ্গিতদিব্যমূর্ত্তিং বরাভয়ং ভক্তজনে দধানং।
আদ্যং গুরুং তং পরমেষ্ঠিরূপং সদাভয়ানন্দমহং স্মরামি ॥ ১৪ ॥
শ্রীনাথচরণদ্বন্দ্বস্মরণাত্তৎপ্রসাদতঃ।
পূর্ণানন্দগুরুস্তোত্রং পূর্ণং ভবতু সাম্প্রতং ॥ ১৫ ॥

ইতি কুলাবধূতাচার্য্যশ্রীপূর্ণানন্দতীর্থনাথকৃতং
গুরুস্তোত্রং সমাপ্তং ॥

শিবস্তোত্রং।

বসন্তরাগ-যতিতাল।

বিলসতি পশুপতিরিহমে স্বান্তে।
মুদিতে সমুদিত চরণারুণকরদুরিতদুরিতধ্বান্তে॥ ধ্রু
ভূতি-বিভূষিত রজতধরাধর-ধবলকলেবরধারি।
ভূতগণৈরগণৈঃ পরিবারিত শবচিতপিতৃবনচারি॥
ত্রিনয়নলাঞ্ছিত শশীসকলাঞ্চিত পঞ্চবদনসিতশূলি।
সুবিষমবিষধর-সংযতমণ্ডিত-পিণ্ডিত-চণ্ডজটালি॥
শশধরশেখর দুরিততিমিরহর হর শঙ্কর ভুবনেশ।
স্মরহর কিন্নরনরসসুরাসুর-সর্ব্বজনেশ মহেশ॥
নিত্যনিরঞ্জন ভবভয়ভঞ্জন রঞ্জিতভক্তজনান্ত।
ত্রিপুরবিভেদন ধনুরনুনাদিত ধ্বনিত ভুবনতলান্ত॥
ভুবনবিমোহন গিরিজারঞ্জন সুসিতকলেবরধারি।
ভুজগবিভূষিত বিভূতিচর্চ্চিত সৃষ্টিস্থিতিলয়কারি॥
জয় জয় জয় জয় জয় মৃত্যুঞ্জয় জয় করুণাময় শম্ভো।
হর হর শঙ্কর গিরীশ দিগম্বর জয় জয় জয় স্বয়ম্ভো॥

ইতি কুলাবধূতাচার্য্যশ্রীপূর্ণানন্দতীর্থনাথকৃতং
শিবস্তোত্রং সমাপ্তং।

শিবতাণ্ডব-স্তোত্রং।

নন্দিমুখৈর্নন্দিমুখৈর্নন্দিতনৃত্যাভিনয়ং ইন্দ্রবিধীন্দ্রাবরজৈর্নন্দনজৈর্বন্দপদং।
চঞ্চলনেত্রাঞ্চল সঞ্চুম্বিচলদ্গাঙ্গজলং পঞ্চমুখং চন্দ্রকলা-মৌলিমজঞ্চিন্তয়তং॥
ভূতিসিতং ভূতবৃতং ভূতভবং ভূতপতিং ভীমভুজং ভীমভুজঙ্গাধিপতেঃ সঙ্গমতঃ।
ভীমহরং ভীতিহরং প্রেতচিতাভূমিচরং পঞ্চমুখং চন্দ্রকলা চারুমুখং চিন্তয়তং॥
ফেণচয়া শ্বেততনুং নীলগলং লোলজটং ঊর্দ্ধকরং বারিধরং ছেদকরং নৃত্যপরং।
শৈলজয়া সম্মিতয়া লক্ষিত সুস্মেরমুখং পঞ্চমুখং চন্দ্রকলা-মৌলিমজং চিন্তয়তং॥

উপেন্দ্রচন্দ্রশেখরঃসুরেন্দ্রবন্দিতাঙ্ঘ্রি পঙ্কজস্ত্বমন্দনন্দথুর্দ্বিপেন্দ্রকৃত্তিনন্দিবর্দ্ধনঃ।
প্রচণ্ডচণ্ডিকান্নুতঃ প্রচণ্ডতাণ্ডবোৎসবে স্নন্দিনন্দনোননন্দমন্দনন্দিনীপতিঃ
নগেন্দ্রনন্দিনীমুখারবিন্দসম্ভ্রমদ্ভ্রমদ্ভ্রমদ্যুতারতারতারকে রকেহনিলোচনে।
অলোললোচনত্রয়ো বিভূতিভূষিতং সিতঃ সুনন্দিনন্দনোননন্দনন্দনন্দিনীপতিঃ॥

ইতি কুলাবধূতাচার্য্যশ্রীপূর্ণানন্দতীর্থনাথকৃতং
শিবতাণ্ডবস্তোত্রং সমাপ্তং।

ষট্‌চক্রভেদ।

মূলাধার চক্র।

(ললিত—আড়াঠেকা।)

জাগ জাগ জাগ মাগো উঠ কুলকুণ্ডলিনি।
ব্রহ্মদ্বার রোধ করে কত ঘুমাবে জননি॥
প্রসুপ্ত ভুজগাকারে, বিষতন্তু তনু তারে,
সৌদামিনী রূপ ধরে স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিনি।
বায়ুবীজে বায়ুবলে, বহ্নিবীজে বহ্নি জ্বলে,
হুঙ্কারে জাগিয়া উঠ শিবসঙ্গমকামিনি
গঙ্গা যমুনা মাঝারে, সরস্বতী নদী নীরে,
হংসরবে হংসীরূপে পদ্মবন বিহারিণি।
রক্ত দশশতদলে, অধোমুখ চতুর্দ্দলে,
ব-স রক্তদলে দলে কর্ণিকামধ্যবাসিনি।
বায়ুপত্রে যোগানন্দ, ঈশানে পরমানন্দ,
ক্রমেতে সহজানন্দ বীরানন্দ প্রসবিনি।
এ মূলাধার কমল-মধ্যে ধরণীমণ্ডল,
ব্রহ্মা ও সাবিত্রী তাহে শোভিছে শক্তি ডাকিনী।
ঘোর নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল, ঘোর অন্ধকার গেল,
রজনী প্রভাত হ'ল বিকশিত কমলিনী।

ব্রহ্মা সাবিত্রী ডাকিনী, অঙ্গেতে লীন তখনি,
চল মাগো স্বাধিষ্ঠানে সঙ্গেতে লয়ে ধরণী ॥

স্বাধিষ্ঠান চক্র।

(ললিত—আড়াঠেকা।)

এস এস স্বাধিষ্ঠানে ওমা কুলকুণ্ডলিনি।
গোলক আলোক করি হও বৈকুণ্ঠবাসিনি ॥
বিকশিত ছয় দল, দলে দলে শোভে ব-ল,
নির্ম্মল জলমণ্ডল মিলিল তাহে ধরণী।
মহাবিষ্ণু শিব এথা, লক্ষ্মী সরস্বতী তথা,
সবে অঙ্গে মিলে গেল মিশিল শক্তি রাকিনী।
সঙ্গেতে লইয়ে নীরে, চলিলেন ধীরে ধীরে,
উপনীত মণিপুরে শিবসঙ্গবিহারিনী।

মণিপুর চক্র।

(ললিত—আড়াঠেকা।)

এস এস মণিপুরে ওমা কুলকুণ্ডলিনি।
রুদ্রলোক আলোকিত হইল শিবমোহিনি ॥
মেঘবর্ণ দশদলে, ড-ফ বর্ণ দলে দলে,
অগ্নি ত্রিকোণমণ্ডলে এখানে শক্তি লাকিনী।
তেজে জল লয় হ'লো, সকলে দেহে মিশিল,
তেজসহ উঠ মাগো অনাহত সরোজিনী ॥

অনাহত চক্র।

(ললিত—আড়াঠেকা।)

এস মা ভূষিত কর অনাহত সরোজিনী।
হৃদয়স্থ তমোরাশি নাশ শঙ্করমোহিনী ॥
লোহিত দ্বাদশ দলে, ক-ঠ শোভে দলে দলে,
প্রদীপ কলিকাসম জীব বিরাজে জননি।
আশা চিন্তা কপটতা, দম্ভ বিতর্ক মমতা,
অহঙ্কার চেষ্টা আদি দলে দলে প্রসবিনি।

নিম্নে এক অষ্টদল, ইষ্টদেব বাসস্থল,
তোমারই মা এই মূর্ত্তি তমোরাশি বিনাশিনি॥
চতুর্ভুজা ত্রিনয়না, অস্থিমালা বিভূষণা,
শোভিছে শক্তি কাকিনী রূপে যেন সৌদামিনী।
কৃষ্ণসার আরোহণ, পবন ধূম্র বরণ,
নারায়ণ সহ লক্ষ্মী তাহে লীলাবিলাসিনি।
স্বর্ণবর্ণ বাণলিঙ্গ, আনন্দে কর মা সঙ্গ,
বায়ুতে বিলীন তেজ, হও মা উর্দ্ধগামিনী॥

বিশুদ্ধ চক্র।

(ললিত—আড়াঠেকা।)

এস মা ভারতীস্থানে এস কুলকুণ্ডলিনি।
পদ্মবনে হংসরবে হংসীরূপে বিহারিণি॥
পরিয়ে শ্বেতবসন, শ্বেতহস্তী আরোহণ,
নির্ম্মল অম্বর শোভা করিছে এ সরোজিনী।
শ্বেতবর্ণ ত্রিনয়ন, দশভুজ পঞ্চানন,
অম্বর কোলেতে শোভে অর্দ্ধনারীশ্বর যিনি।
ষোড়শার ধূম্রবর্ণ, রক্তবর্ণ স্বরবর্ণ,
মধ্যে শ্বেতা পীতবস্ত্রা আলো করিছে শাকিনী।
নমঃ স্বাহা স্বধা বৌষট্, অমৃত বিষ হুঁ বষট্,
ফট্ সহ সপ্তস্বর ষোল দলে প্রসবিনি।
পূর্ণকলা নিধি এথা, প্রণব উদ্দীপ্ত তথা,
সবে অঙ্গে লয় করি হও মা উর্দ্ধগামিনী।
পবন লীন অম্বরে, তারে লয়ে ধীরে ধীরে,
দেখেন ললনাচক্র আজ্ঞাচক্র অন্বেষিণী॥

আজ্ঞাচক্র।

(ললিত—আড়াঠেকা।)

এস কুলকুণ্ডলিনি এস দ্বিদলকমলে।
সুগুপ্ত ললনাচক্র ভেদ করি তালুমূলে॥

শুক্লবর্ণা ষড়াননা, জপমালা বিভূষণা,
শোভিছে শক্তি হাকিনী হ-ক্ষ বর্ণ শোভে দলে ॥
অপূর্ব্ব ত্রিবেণীস্থান, নাহি তীর্থ এ সমান,
পরশিব সিদ্ধকালী হংসরূপী পরমকুলে।
শ্বেতবর্ণ এ কমলে, কর্ণিকার মধ্যস্থলে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর শোভে ত্রিকোণমণ্ডলে
প্রদীপ সমান জ্যোতিঃ, উপরে প্রণব জ্যোতিঃ,
ঊর্দ্ধদেশে মনশ্চক্র বিভূষিত ছয় দলে।
শব্দ স্পর্শ রূপ ঘ্রাণ, স্বপ্ন আর রসজ্ঞান,
অপরূপ গুপ্তচক্র প্রসবিছে দলে দলে।
উপরেতে সোমচক্র, ইহা এক গুপ্ত চক্র,
সুধাধারা প্রসবিছে ষোলকলা দলে দলে।
যোগযুক্ত যোগীবৃন্দ, হন সদা পূর্ণানন্দ,
এই সুধাধারা পান করিয়ে ব'সে বিরলে।
দ্বিদলে ইতর লিঙ্গ, আনন্দে কর মা সঙ্গ,
সত্ত্ব-রজস্তমোময় গুণত্রয় এই স্থলে।
সবে অঙ্গে মিলে গেল, আকাশ মনে মিশিল,
মন লয়ে চল মাগো অপূর্ব্ব সহস্রদলে ॥

সহস্রার।

(ললিত—আড়াঠেকা)

মিল মা পরমশিবে সহস্রদল-কমলে।
ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় করে ভেদিয়ে দ্বাদশ দলে ॥
অধোমুখী অমাকলা, চঞ্চলা সম নির্ম্মলা,
অমৃতধারা ধারিণী দেখে যোগী যোগবলে।
অন্তরে নির্ব্বাণকলা, না দেখি ইহার তুলা,
তাহাতে নির্ব্বাণশক্তি তাহে মন গেল মিলে।
যোগী জগত ভুলিল, পূর্ণানন্দময় হ'লো,
অজ্ঞান তিমির গেল জ্ঞান তিমিরারি বলে।

ঊর্দ্ধমুখ দ্বাদশার, অধোমুখ সহস্রার,
মধ্যে ব্যোমরূপ শিবে শিবা এক ভাবে মিলে।
সব হয় জ্যোতির্ম্ময়, আপনি আনন্দময়,
সংসার পাসরি যোগী ভাসে আনন্দ হিল্লোলে।
এই পরমাত্মস্থান, শৈব বলে শিবস্থান,
কেহ হরিহরস্থান দেবীস্থান কেহ বলে।
প্রকৃতি পুরুষস্থান, বলে ইহা সাঙ্খ্যগণ,
পরমপুরুষ কেহ কেহ ব্রহ্মধাম বলে।
সম্মুখে পরমহংস, পরমহংস অবতংস,
আগম নিগম পক্ষ শিবশক্তি পদতলে।
শরীর বিজ্ঞানময়, বিষ্ণু তার তারময়,
নাদবিন্দু পীঠেস্থিত ত্রিনয়ন শোভে দলে।
শ্রীনাথের পদদ্বয়, হংসপীঠে চিন্তা হয়,
সম্মুখে বিসর্গশক্তি শুক্ল দশশত দলে।
এথা আসি পূর্ণানন্দ, হইলেন পূর্ণানন্দ,
পাসরিয়ে দেহ মন পূর্ণানন্দ পদে চলে॥

ইতি কুলাবধূতাচার্য্য শ্রীপূর্ণানন্দতীর্থনাথকৃত
ষট্চক্রভেদ সমাপ্ত।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অনুবাদক শিরোমণি পণ্ডিতাগ্রণী ও সাধকশ্রেষ্ঠ ৺বৃদ্ধ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত অনুবাদ ও টিপ্পনী সমেত মহানির্ব্বাণ তন্ত্র। যাহা ৺জ্ঞানেন্দ্র নাথ তন্ত্ররত্ন কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে কি কি বিষয় আছে, তাহা বর্ণনা করিতে হইলে ক্ষুদ্র একখানি গ্রন্থ হয়। তবে কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় দিই। ইহাতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগের লোকাচার; মদ্যমাংসাদি সেবনের দোষ; কলিকালে লোকের কর্ত্তব্য; ব্রহ্মের স্বরূপ কথন; পরম ব্রহ্মের লক্ষণ; প্রাণায়াম; ধ্যান; মানসপূজা; বাহ্যপূজা স্তোত্রকবচাদি; শক্তির স্বরূপ; নাম ও রূপভেদ; কলিযুগে পশুভাব নিষেধ, পঞ্চতত্ত্বশোধন; প্রবল কলির লক্ষণ; পুরশ্চরণ—বিধি; বর্ণাশ্রম ও গৃহস্থাশ্রম; গৃহস্থের কর্ত্তব্য; স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্য; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদির বৃত্তি; চক্রে কর্ত্তব্য; সন্ন্যাসীর শবদাহ নিষেধ; গৃহস্থাশ্রমীর দশবিধসংস্কার নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াবিধি; রাজনীতি, সমাজনীতি, মৃতদেহদূষিত গৃহ, বাপী, কূপ প্রভৃতি শোধন; প্রায়শ্চিত্ত; ধনাধিকার; পিণ্ডাধিকার ও দত্তকপুত্রগ্রহণের বিধি; দেবপ্রতিষ্ঠা; মঠপ্রতিষ্ঠা বাস্তুযাগ, ও গ্রহযাগ প্রভৃতি; পরমহংসের কর্ত্তব্য; কৌলমাহাত্ম্য; সাকার ও নিরাকারের উপাসনা; সাকার উপাসনা বৃথা নয়, এবিষয়ে মীমাংসা; সাকার উপাসনা দ্বারা নিরাকারে উপনীত হওয়া যায়; যোগের বিষয়; ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের বিধি; ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের মত, এবং সে সকল বিষয় প্রমাণ সমেত মীমাংসা করা হইয়াছে। এই সংস্করণ যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ইহা কেবল পাণ্ডিত্য বলে হয় না পাণ্ডিত্য এবং সাধন বল একত্রে মিলিত হইয়া রচিত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সার মর্ম্মগ্রাহক হইয়াছে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সংস্করণ ৯১৩ ফর্ম্মায় অর্থাৎ ৯১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে গ্রন্থকার মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তিও দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীঅমৃত লাল কাব্যতীর্থ।



